

জগন্নাথ-যজ্ঞল



শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য-

বিষয়ক গ্রন্থ,—বিবিধ বিচিত্র

উপাখ্যান-সম্বলিত ।

শ্রীবিশ্বস্তর দাস কর্তৃক বিবিধ পুস্তক
রচিত ।



শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত ।



গুপ্তপ্রেম

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ।

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ;—কলিকাতা ।

১৩১২ শ্রাবণ ।

ভূমিকা ।

শ্রীধাম জগন্নাথ-ক্ষেত্রের তথা শ্রীভগবান জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বিষয়ে “জগন্নাথ-মঙ্গলের” গ্রাম সুসম্পূর্ণ সুপরিপাটী গ্রন্থ একান্ত বিরল। এই গ্রন্থ সরল মধুর কবিতায় লিখিত। ইহা উৎকলখণ্ড, পদ্মপুরাণ এবং ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিশদ সারসংগ্রহ। এ গ্রন্থ বৈষ্ণব-ভক্তের নিত্য পূজা,—জগন্নাথযাত্রীর অপরিহার্য্য অবলম্বন। ইহা বঙ্গসাহিত্যের অন্ততম প্রাচীন কাব্য,—সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীর নিকটও এ গ্রন্থ পরম আদরের সাম গ্রী।

ভক্ত কবি বিশ্বম্ভর দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। “বৃক্ষনগর—দক্ষিণে” ইহার উৎসস্থান। পিতার নাম কানাই দাস,—মাতার নাম রত্নমণি। এ কবিবংশে ভক্ত্যত্মাতার চির-প্রাবল্য; এ গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পরিস্ফুট। ভক্ত-কবি বিশ্বম্ভর, এই এক গ্রন্থ, জগন্নাথলীলা, ত্রীকৃষ্ণলীলা, এবং বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নিপুণতার সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। কবি-গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন,—এই জগন্নাথ মঙ্গল সংস্কৃত উৎকলখণ্ডের ভাষা-রূপ। যাহারা উৎকলখণ্ড পড়িয়াছেন, তাহারা জগন্নাথমঙ্গলও পাঠ করুন, পরমানন্দ লাভ করিবেন। যাহারা উৎকলখণ্ড পাঠ করেন নাট, তাহারাও এ গ্রন্থ পাঠ করুন, একাধারে বাবতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ-পাঠের ফল পাইবেন। এ গ্রন্থ এতদিন বড়ই দুর্লভ ছিল। আমরা বহু আয়াসে ইহার মুদ্রা প্রচার করিলাম। এক্ষণে প্রত্যেক রসিক ভক্ত হৃদয়স্থিত হইয়া, এই জগন্নাথমঙ্গলরূপ গ্রন্থের সুখান্বাদনে কৃতার্থ হউন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা ১৪২নং আমহার্ট ষ্ট্রীটস্থ সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধর্ম্মসুন্দরি মহাশয় রূপাঙ্গুরক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এ গ্রন্থের সম্পাদক। এজন্য তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সূচীপত্র ১৬

১। সূত্রখণ্ড ১ হইতে ২০ পৃষ্ঠা

শুরুবন্দনা	১
গণেশাদি বন্দনা	২
শ্রীচৈতন্যদেব বন্দনা	৩
শ্রীজগন্নাথাদি বন্দনা	৪
শ্রীস্বরধুনী বন্দনা	৫
কুলদেবতা বন্দনা	৫
গ্রন্থারম্ভ	৭
জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য	৯
শ্রীভগবদ্গীতা	১০
নৈমিষারণ্য মুনিগণের প্রশ্ন	১১
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের উৎপত্তি	১১
যন লক্ষ্মী সংবাদ	১৪
পুণ্ডরীক-অম্বরীষ প্রশঙ্গ	১৭

২। লীলাখণ্ড ২১ হইতে ৯৫ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্রহাস্য বিবরণ	২১
বিজ্ঞাপতি রামার বৃত্তান্ত	২৩
বিজ্ঞাপতির মাল্যপ্রাপ্তি ও ক্ষেত্রবিবরণ কথন	২৭
বিদ্যাপতির যুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব শুনিয়া রাজার উক্তি	২৯
নীলাচল গমনার্থ রাজার অভিষেক	৩১
রাজার একান্তকাননে উপস্থিতি	৩৪
শিববিবাহ বর্ণন	৩৭
হরগৌরীর বারণসী গমন	৩৯
কাশীরাজের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ	৪২
হরিনাম মাহাত্ম্য	৪৫
রাজার কপোতেশ্বরে বিশ্রাম	৪৬
বিশ্বেশ্বর মাহাত্ম্য	৪৭

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

যোগমায়ার কৰ্তৃক পালন	৪৮
কৃষ্ণবলরামের অবির্ভাব	৫১
বসুদেবের নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণস্থাপন	৫৩
নন্দগৃহে উৎসব	৫৩
শ্রীকৃষ্ণের পুত্ৰাদি বধ	৫৪
কৃষ্ণবলরামের নামকরণ	৫৫
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন	৫৬
কৃষ্ণবলরামের গোপধনচারণ	৫৮
শ্রীরাধিকার পূর্বসঙ্গ	৫৮
বৎসাসুর বকাসুর ও বধাসুর বধ	৫৯
ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ	৬০
কালীয় দমন	৬১
শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভঞ্জন	৬৩
বজ্রহরণ লীলা	৬৪
কৃষ্ণের যজ্ঞান্ন ভোজন	৬৪
গোবর্ধন গিরিধারণ	৬৬
বরুণালয় হইতে নন্দের প্রত্যাগমন	৬৯
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা	৭০
শ্রীকৃষ্ণের রাসকেলি	৭৪
অকুরসংবাদ	৭৫
চাগুরমুষ্টি বধ	৭৮
কংস বধ	৭৯
শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্রশনে বৃন্দাবন- বাসীর বিলাপ	৭৯
জরাসন্ধ দমন	৮০
কল্লিণী বিবাহ	৮২
উষাবতীর বিবাহ	৮৮
অনিরুদ্ধের সহিত বাণরাজার যুদ্ধ	৯০

উষাবতীর বিলাপ ...	৯১	ব্রহ্মলোক হইতে রাজার }	১২৩
শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের যুদ্ধ	৯২	প্রত্যাগমন	
শিবের শ্রীকৃষ্ণস্তব ...	৯২	দেউল প্রতিষ্ঠার আয়োজন	১২৪
বিবিধ নীলাবর্ণন ...	৯৪	জগন্নাথের রথযাত্রা	১২৫
নীলাধরের উপসংহার	৯৫	দেবগণসহ ব্রহ্মার নীলা- }	১২৭
৩। ক্ষেত্রখণ্ড ৯৬ হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা।		চলে আগমন	
ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্র গমনা- }	৯৬	প্রতিষ্ঠা বিধান ...	১২৯
নস্তর কার্য		প্রভুর নৃসিংহমূর্তি ধারণ	১৩০
রাজার নীলাদ্রিতে গমন	৯৯	স্নানযাত্রা ...	১৩১
ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তম-স্তুতি	১০০	অন্ত্যায় যাত্রার বিবরণ	১৩২
রাজার নৃসিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠা	১০১	ব্রহ্মা ও দেবগণের স্বস্থানে গমন	১৩৩
রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ	১০২	খেতরাজে সেবাসমর্পণ- }	
রাজার ভগবদর্শন	১০৪	পূর্বক রাজার ব্রহ্মলোক }	১৩৪
দাকব্রহ্মা প্রতিমানিনির্মাণ	১০৮	গমন	
মূর্তিচতুষ্টয়রূপে ভগবানের }	১১০	শ্রীমহাপ্রসাদ-তত্ত্ব ..	১৩৬
আবির্ভাব		জগন্নাথ নীলা }	১৪৫
প্রিয়দেবের গণেশরূপে }	১১৩	নির্মাল্য-মহিমা }	
জগন্নাথদর্শন		দ্বাদশ মাসের পুষ্প-ফল }	১৪৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি	১১৪	ক্ষেত্র-যাত্রা ফল }	
রাজার দেউল প্রতিষ্ঠা	১১৫	সুমন্ত ব্রাহ্মণের মুক্তিলাভ	১৫২
রাজার ব্রহ্মলোক গমন	১১৭	গ্রন্থকারের দৈন্ত প্রকাশ	১৫৩
ব্রহ্মার উক্তি ...	১২১	গ্রন্থ সমাপন }	১৫৪
		গ্রন্থ-ফল-তত্ত্ব ও গ্রন্থকারের পরিচয় }	

নমঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবায় ।

জগন্নাথমঙ্গল ।

সূত্রখণ্ডঃ ।

গুরু-বন্দনা ।

গুরুং বন্দে রসানন্দং পূর্ণানন্দং সুবিগ্রহম্ ।

অনন্দচিন্ময়ং রূপং সৰ্বদেবময়ং বিভূম্ ॥ ১ ॥

বন্দে নন্দাস্বজং কৃষ্ণং রাধিকা-প্রাণবল্লভম্ ।

রাধাদামোদরাখ্যানং মৎকুলজ্ঞানকারণম্ ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্ত্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসমাবৃতম্ ।

অদ্বৈতং শ্রীনিবাসঞ্চ পণ্ডিতশ্রীগদাধরম্ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণপাদাশ্রিতং ভক্তং কৃষ্ণকান্তগতপ্রভূম্ ।

প্রণম্য ভূমিপতিতো বর্ণয়ামি যথামতি ॥ ৪ ॥

অপারমহিমা-গৌর-ভক্তানাঞ্চ প্রসাদতঃ ।

বর্ণয়ামি জগন্নাথ-ভদ্রারামপ্রকাশকম্ ॥ ৫ ॥

জগন্নাথমহং বন্দে পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

সুভদ্রাং বলভদ্রঞ্চ তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥ ৬ ॥

গারবিন্দমুখনেত্রয়ুগঞ্চ দৃষ্ট্বা তরস্তি তে যে কিল পাপিনোহপি ।

পুটাজ্জলিস্থিষ্ঠতি বৈনতেয়ঃ স ব্রহ্মদাসঃ সততং হি পাতু বঃ ॥ ৭ ॥

নৈবেদ্যপাদাশ্বনিবেদনীয়-লেশৈস্তবালোকনসম্প্রণাটমৈঃ ।

পূজোপহারৈশ্চ বিমুক্তিদাতা ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে ॥ ৮ ॥

শ্রীলশ্রীশ্রীনিবাসন্ত আচার্য্যাখ্যাতিমাপ্রিতম্ ।

যৎস্বভাবশস্তুতং তমীশ্বরপ্রভুং ভজে ॥ ৯ ॥

প্রণমামি গুরুদেব তোমার চরণে ।
 হর মম তাপ রূপাস্থা-বরিষণে ॥ ১
 কত গুণ পদ-নখ-চক্রেয় কিরণে ।
 কণায় অজ্ঞানতম করয়ে নাশনে ॥ ২
 ভাবিলে বিকশে ভাব-কুমুদিনীদাম ।
 যাহার তুলনা ত্রিভুবনে অনুপম ॥ ৩
 কি স্থল-কমল জিনি ও চরণ-তল ।
 অনুপম অঙ্গুলি শোভিত দশ দল ॥ ৪
 নখবিধুগণ তাহার উপরে উদয় ।
 এক ঠাঞি পদ্ম চাঁদে স্ব-ভাব সংশয় ॥ ৫
 স্থলপদ্ম চক্ৰিকায় মুদিত না হয় ।
 বিশেষ শ্রীঅঙ্গ কোটি রবি দীপ্তিময় ॥ ৬
 মকরন্দধারা বহে সে পদ-কমলে ।
 ভকত মধুপ পান করয়ে বিরলে ॥ ৭
 সে রূপ বর্ণিতে হয় শক্তি কাহার ।
 বেদাগমে নিরূপণ না হয় যাহার ॥ ৮
 রসে আনন্দিত পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ।
 যাহার বিগ্রহ পূর্ণানন্দ সৰ্বক্ষণ ॥ ৯
 সচ্চিৎ-আনন্দময় স্বরূপ মাধুরী ।
 সৰ্বদেবময় সৰ্ব আত্মাময় হরি ॥ ১০
 করুণা-আলয় গুরু সৰ্বতত্ত্বপর ।
 স্মরণে তারয়ে দীন অজ্ঞান পামর ॥ ১১
 অপার মহিমা যার সমুদ্রগভীর ।
 সেই কিছু বুঝে তাঁর যেই ভক্ত ধীর ॥ ১২
 ভকতি বিহনে শত কোটি সম্বৎসর ।
 অঘেষিলে নহে কভু নয়নগোচর ॥ ১৩
 ভকতি নয়নে মাখি প্রেমের অঙ্গন ।
 শিরসি কমলে তদা হেরে সাধুগণ ॥ ১৪
 শ্রীগুরু গোবিন্দ এই বেদের বচন ।
 গুরু বিনা তারিতে নাহিক অন্ত জন ॥ ১৫

শ্রীগুরু উচ্ছিষ্ট স্থা আর পদজল ।
 ভোজনে শমন কান্দে হইয়া বিকল ॥ ১৬
 করুণা করহ প্রভু আমা অতি দীনে ।
 ক্রিয়াহীনে তারিতে নাহিক তোমা বিনে ॥ ১৭
 দগধে সংসার ঘোর মহাদাবানল ।
 রূপা-বারি-বরিষণে করহ শীতল ॥ ১৮
 মনোমত্তবারণ না মানয়ে বারণ ।
 আরোহিল তাহে গন্ধ আদি পঞ্চজন ॥ ১৯
 নিজ নিজ বশে তারা সবাই চালায় ।
 পাপ-বনে লয়ে সদা ভ্রমণ করায় ॥ ২০
 দলন করহ পদাঙ্কশ নিক্ষেপণে ।
 বাক্সিয়া রাখহ প্রভু ও রাক্ষা-চরণে ॥ ২১
 দীন বিশ্বস্তর দাস ডাকয়ে কাতরে ।
 শ্রীগুরু করুণা করি তার এ পামরে ॥ ২২

গণেশাদি বন্দনা ।

নমো লম্বোদর, দেব গণেশ্বর,
 বিঘ্ন-নাশক তুমি ।
 তোমার মহিমা, বেদেতে অসীমা,
 কি গুণ বলিব আমি ॥ ১
 হিঙ্গুল বরণ, বারণ বদন,
 এক দন্ত তাহে সাজে ।
 শোভে চারি কর, অতি সে সুন্দর,
 মুখিক'পর বিরাজে ॥ ২
 শিরে দিয়া হাত, বন্দ বিশ্বনাথ,
 গণেশজননী বামে ।
 যার রূপাবলে, এ মহীমণ্ডলে,
 হরি নীলাচলধামে ॥ ৩

হয়ে নম্রকায়, ষড়ানন-পায়,
বন্দ অতি সাবধানে ।

বন্দ দেব-রবি, যার পদ ভাবি,
আনন্দ হইলু মনে ॥ ৪

বিরিঞ্চিচরণে, বন্দিষু যতনে,
আর ইন্দ্র দেবরাজ ।

কুবের বরণ, দেব হতাশন,
চন্দ্র আর ধর্মরাজ ॥ ৫

করি পুটপাণি, বন্দ বাক্‌বাণী,
সরস্বতী বিষুপ্রিয়া ।

ক্ষুরাও জিহ্বাতে, প্রভুর চরিতে,
মোরে কর এই দয়া ॥ ৬

ইন্দ্র আদি দেবে, তব পদ সেবে,
আনি কি বলিতে জানি ।

করুণা করিয়া, তুণ্ডেতে বসিয়া,
ক্ষুরাও জগন্নাথ-বাণী ॥ ৭

করিয়া আগ্রহ, বন্দ নবগ্রহ,
পবনে বন্দিব তবে ।

সর্ব দেবগণে, বন্দ ক্রমে ক্রমে,
করুণা করহ সবে ॥ ৮

ত্রিলোক-তারিণী, বন্দ সুরধুনী,
নীররূপা ব্রহ্মময়ী ।

মল্লম্বাদি কীটে, না পড়ে সঙ্কটে,
ও জল পরশে যেই ॥ ৯

গঙ্গার মহিমা, কি কহিব সীমা,
ব্রহ্মাদির অগোচর ।

আমি অন্নবৃদ্ধি, কি জানি এ শুদ্ধি,
যারে চিন্তে মহেশ্বর ॥ ১০

নারদাদি ঋষি, যতেক তপস্বী,
ব্যাস আদি কবিগণ ।

মুনি যত যত, বন্দ হয়ে নত,
রাজঋষি যত জন ॥ ১১

জানি বা না জানি, শুনি বা না শুনি,
তথাপি লিখিতে আশ ।

ব্রজনাথ-পদ, আমার সম্পদ,
কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥ ১২

শ্রীচৈতন্যদেব বন্দনা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ বন্দিষে সাদরে ।

গলিত কান্ধনছাতি জগ-মনোহরে ॥ ১

অনুপম চরণ অরুণ অরবিন্দ ।

ভকতে ভাবিলে অমুভবে সে আনন্দ ॥ ২

করি-অরি-কটি জিনি কটি ক্ষীণতর ।

অরুণ বসন শোভে তাহার উপর ॥ ৩

বিকশিত সরোবর নাভি-সরোবরে ।

অঙ্গ হেরি অনঙ্গের তনু মন হরে ॥ ৪

পরিসর উর হরি নামে অলঙ্কৃত ।

প্রতি লোমে পুলক কদম্ব বিভূষিত ॥ ৫

শ্রীঅঙ্গে ভূষিত অষ্টসাত্ত্বিক ভূষণ ।

কিলকিকিতাদি ভাবে প্রত্যঙ্গ শোভন ॥ ৬

কি বাহু কনক-দণ্ড করিগুণ্ড জিনি ।

অপরূপ কর কোকনদ স্নগাঁথনি ॥ ৭

কম্ব-কণ্ঠে ঘেরিল মালতী-মালাবরে ।

লম্বিত হয়েছে কিবা চরণ উপরে ॥ ৮

শারদের রাকা মুখ-শোভা নিরখিয়া ।

দিনে দিনে ক্ষয় হৈল লজ্জিত হইয়া ॥ ৯

পঙ্কেতক নয়নে বহয়ে প্রেম-বারি ।

রসে ডুবু ডুবু ভুবনের মনোহারী ॥ ১০

কন্দর্প কোদণ্ড তুরূ অতি মনোরম ।

ঝলমল গুণ্ড কিবা কনক-দর্পণ ॥ ১১

খগবর নাসা জিনি নাসা মনোহর ।
 চিবুক চিকণ অতি পকু বিশ্বাধর ॥ ১২
 গৃধিনী শ্রবণ জিনি শ্রবণ-যুগল ।
 পরিসর ললাটে তিলক বলমল ॥ ১৩
 গোলোক-বিহার ছাড়ি বিহার লালসে ।
 যেই লীলা ব্রজ মাঝে করিলা প্রকাশে ॥ ১৪
 তার আশ্বাদন হেতু নন্দের নন্দন ।
 নবদ্বীপে নবলীলা কৈলা প্রকাশন ॥ ১৫
 সন্ন্যাস করিয়া নিত্যানন্দ করি সঙ্গে ।
 ঘরে ঘরে প্রেমধন বিতরিলা রঙ্গে ॥ ১৬
 অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর হরিদাস ।
 রামানন্দ স্বরূপাদি সঙ্গে প্রেমোল্লাস ॥ ১৭
 ভাসিল জগৎ গোরা-প্রেমের হিল্লোলে ।
 বিচার না করি প্রেম দিলা আচণ্ডালে ॥ ১৮
 দীন দুঃখী দুঃস্থ পতিত বিশ্বস্তরে ।
 গোরা ব্রজনাথ পার কর ভবঘোরে ॥ ১৯

শ্রীজগন্নাথাদি বন্দনা ।

মস্তকে ধরিয়া হাত, বন্দ দেব জগন্নাথ,
 নবঘন জিনিয়া বরণ ।
 ত্রিজগত-নাথ হরি, দাক্ষব্রজ রূপ ধরি,
 নীলাচলে করিলা বসতি ॥ ১
 বন্দ প্রভু বলরান, মাঙ্গাং অনন্ত ধাম,
 রজত পর্কতকান্তি শোভা ।
 শ্রীহস্তে মুঘল হল, বসিয়াছে মহাবল,
 পুরী আলো করে অঙ্গ-আভা ॥ ২
 হয়ে সানন্দিত মতি, সুভদ্রা বন্দিব তপি,
 দুই প্রভু মধো বিরজয় ।
 গণিত কাকন জিনি, কিবা স্থির সৌদামিনী,
 তুলনা ভুবনে নাহি হয় ॥ ৩

অতি হরষিত মনে, বন্দ চক্রে সুদর্শনে,
 কোট রবি জিনি ছটা ষাঁর ।
 স্তম্ভেতে গরুড় বীর, বসিয়াছে মহাবীর,
 বন্দিব চরণ তাঁহার ॥ ৪
 মস্তক করিয়া হেঁট, বন্দিব অক্ষয় বট,
 বটক্লৃষ্ণ শ্রীদোলগোবিন্দ ।
 বন্দ হয়ে মহাভোরা, মাখন চোরা কিশোরা,
 শ্রীবামনদেব পদদ্বন্দ্ব ॥ ৫
 শ্রীনৃসিংহদেব পায়, অসংখ্য প্রণাম তায়,
 যাম্যদ্বারে বন্দ হনুমান ।
 বন্দিব শ্রীকৃপ স্বর্ণ, জল যার মেঘবর্ণ,
 স্নানবাত্রাকালে যাতে স্নান ॥ ৬
 মুক্তি মণ্ডপোপর, বন্দ যত দ্বিজবর,
 তবে বন্দ বাইশ সোপান ।
 পতিতপাবন পদে, প্রণাম করিয়ে সাধে,
 ঘোরে দয়া কর ভগবান্ ॥ ৭
 বিমলা বন্দিব শিরে, ষাঁহার প্রতিজ্ঞা তরে,
 অবতার হইলা মুরারি ।
 ষাঁহার করুণা বলে, শ্রীমহাপ্রসাদ হেলে,
 পায় নর পশু আদি করি ॥ ৮
 তবে বন্দ শ্রীমঙ্গলা, লক্ষ্য সর্বমঙ্গলা,
 অর্দ্ধাশনী চণ্ডী কালরাত্রি ।
 মরীচিকাতরে বন্দ, হয়ে অতি সানন্দ,
 সবার চরণে করি নতি ॥ ৯
 ক্ষেত্রপাল যমেশ্বর, ঈশানে মার্কণ্ডেশ্বর,
 কপালমোচন নীলকণ্ঠ ।
 বিলেশ্বর বটেশ্বর, বন্দিলাম অষ্ট হর,
 বন্দ আর কোকিল বৈকুণ্ঠ ॥ ১০
 নীলচক্র বন্দ মাথে, ধ্বজা সুশোভিত যাতে,
 বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া তেজ যার ।

দূর হইতে যেই হেরে, সত্য সত্য সেই করে,

শমনের ভয় নাহি তার ॥ ১১

বন্দিব ভুবনেশ্বর, লোকনাথ কপোতেশ্বর,

বন্দ ইন্দ্রদ্বায় সরোবরে ।

বন্দিব রোহিণী কুণ্ড, সরোবর মার্কণ্ড,

জলনিধি বন্দ যোড়করে ॥ ১২

শ্রীমহাপ্রসাদ বন্দ, হয়ে অতি সানন্দ,

অতুলনা ধাঁহার মহিমা ।

বিড়াল কুকুর সঙ্গে, দেবগণ ভুঞ্জে রঙ্গে,

কি বলিতে জানি তাঁর সীমা ॥ ১৩

শাস্ত্রজ্ঞান নাহি লব, নাহি কিছু অমুভব,

ক্রমভঙ্গ ভয়ে কাঁপে প্রাণ ।

কাহারো জানিয়ে নাম, কাহারো না জানি নাম,

সবে বন্দ কর পরিত্রাণ ॥ ১৪

জয় জয় জগন্নাথ, রামভদ্রাচক্র সাথ,

অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ ।

শ্রীগুরু চরণ আশে, কহে বিশ্বস্তর দাসে,

গুনিলে সংশয় বিমোচন ॥ ১৫

দ্রবরূপে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ ।

বিহার করিছ, মুক্তি করিতে প্রদান ॥ ৬

আমি অতি অপরাধী অধম অকিঞ্চন ।

অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কর বারেক বিলোকন ॥ ৭

জয় হরিময়ী হরিশিরসি-নিবাসিনী ।

শরণাগতের সর্ব-সম্ভাপ-বিনাশিনী ॥ ৮

ত্রিধারা ত্রিতাপহরা ত্রয়ীময়ী আপনে ।

তোমার মহিমা বেদ-শিরোভাগে বাথানে ॥ ৯

স্বর্গে মন্দাকিনী তুমি পাতালে ভোগবতী ।

ধরণীমণ্ডলে নাম ধরহ ভাগীরথী ॥ ১০

শ্রীবৈকুণ্ঠে বিরজা তব নাম জননী ।

গোলোকে কারণাশ্রুধি হয়েছ আপনি ॥ ১১

কলিন্দতনয়া তুমি শ্রীমথুরামণ্ডলে ।

তব অংশে তীর্থগণ বিহারে ভূতলে ॥ ১২

করুণা কর গঙ্গে এ দীন ছরাচারে ।

তোমা বিনে কেবা আর তারিবে আমারে ॥ ১৩

পবিত্র উৎকলখণ্ড ভাষায় রচিত ।

প্রার্থনা আমার যেন তব চরণেতে ॥ ১৪

শ্রীস্বর্ধ্বনীবন্দনা ।

নমোনমঃ স্বর্ধ্বনী ত্রিলোকতারিণী ।

অশেষ জন্মজিত পাপহারিণী ॥ ১

জয় জয় জাহ্নবি আমারে কর করুণা ।

তাপিত তনয়ে আর না করিহ বঞ্চনা ॥ ২

জয় জয় ত্রিজগজ্জন-ত্রাণ-কারিণী ।

তপন-তনয়-ভয় নিত্য নিবারিণী ॥ ৩

শতেক যোজন হতে যেবা লয় নাম ।

সর্ব পাপে মুক্ত হয়ে চলে হরিধাম ॥ ৪

তোমার মহিমা মাতা কি জানি কহিতে ।

ব্রহ্মাদি তোমার তত্ত্ব না পারে জানিতে ॥ ৫

কুলদেবতা গ্রাম্যদেবতা বন্দনা ।

কুলের দেবতা বন্দ রাধাদামোদর ।

শ্রীরাধামাধব আর মম প্রাণেশ্বর ॥ ১

নন্দের নন্দন নবঘন জিনি ছাতি ।

ইহলোক পরলোকে যেই প্রাণপতি ॥ ২

শ্রীরাধার প্রাণ বদ্ধ শ্রামল স্কন্দর ।

গোপবেশ বেণুকর সেই নটবর ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দ প্রভু গোপীনাথ ।

বলরাম অভিরাম মালিনীর সাথ ॥ ৪

গৌরান্ধ পুরেতে বন্দ গৌরান্ধচরণ ।

বাণসি গ্রামেতে বন্দ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ৫

অগ্রাধীপে গোপীনাথ বন্দ সাবধানে ।
 কলসাতে বন্দ গোপীনাথের চরণে ॥ ৬
 বন্দিব ত্রীগোপীনাথ বড় বেলুনেতে ।
 ক্ষীর চোরা গোপীনাথ বন্দ রেমনাতে ॥ ৭
 বগড়ির কৃষ্ণ রায়ে করিছ প্রণাম ।
 অঙ্গেতে চুম্বয় ঘর্ষ ঘাঁর অবিরাম ॥ ৮
 বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন ।
 এবে গজাভীয়ে যার করহ দর্শন ॥ ৯
 চন্দ্রকোণা গ্রামে বন্দ প্রভু রঘুনাথ ।
 পুষ্যাষাডা হয় ঘাঁর ভুবনে বিখ্যাত ॥ ১০
 খড়দহে বন্দিলাম ত্রীশ্রামসুন্দরে ।
 মদনগোপাল পদ বন্দ শান্তিপুরে ॥ ১১
 কাঁচড়াপাড়ায় বন্দ প্রভু কৃষ্ণ রায় ।
 গৌরাঙ্গনিতাই তবে বন্দ অধিকার ॥ ১২
 বোড়োরের বলরাম বন্দিলু সাদরে ।
 ত্রীশ্রামসুন্দর বন্দ তড়া আঁটপুরে ॥ ১৩
 ত্রীসাক্ষীগোপাল বন্দ সত্যবাদী ভূমে ।
 বরাহ নৃসিংহ বন্দ যাজপুর গ্রামে ॥ ১৪
 বৃন্দাবনে ত্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ ।
 মদনমোহন পদে করি প্রণিপাত ॥ ১৫
 অবোধায় বন্দ তবে ত্রীরাম লক্ষণ ।
 ভরত শত্রুঘ্ন আদি করিয়ে বন্দন ॥ ১৬
 প্রয়াগে বন্দিব প্রভু মাধবচরণে ।
 গদাধর পাদপদ্ম বন্দ গিয়া ভূমে ॥ ১৭
 যে চরণে পিণ্ডদান মাত্র পাপ নাশে ।
 সহস্র পুরুষ তারি যায় অনায়াসে ॥ ১৮
 অনন্তব্রহ্মাণ্ডে যত ত্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ।
 সবার চরণ বন্দ করিয়া আগ্রহ ॥ ১৯
 খানাকুলে বন্দিব স্বয়ম্ভু ঘণ্টেশ্বর ।
 তারকেশ্বর পাদপদ্মে প্রণতি বিস্তর ॥ ২০

বৈষ্ণবনাথ চরণে করিয়া নমস্কারে ।
 "কায়িতিতে বাণেশ্বর বন্দিলু সাদরে ॥ ২১
 ত্রীনরমাধব বন্দ মাণিকারা গ্রামে ।
 সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বন্দিলু যতনে ॥ ২২
 লক্ষ্মণপুরেতে বন্দ ত্রীলক্ষ্মণেশ্বর ।
 ডোঙ্গল গ্রামেতে বন্দ ত্রীহঠনগর ॥ ২৩
 কাশীতে বন্দিব প্রভু দেব বিশ্বেশ্বর ।
 অন্নপূর্ণা সহিত বিহরে নিরন্তর ॥ ২৪
 সেনহাট গ্রামে বন্দ দেবী সিদ্ধেশ্বরী ।
 রাজহাটে বিশালাক্ষী পদে নমস্করি ॥ ২৫
 জেড়ুর গ্রামেতে বন্দ দেবী ভগবতী ।
 ধাঙলায় শারদার চরণে প্রণতি ॥ ২৬
 কালীঘাটে কালী বন্দ ব্রহ্ম সনাতনী ।
 ত্রৈলোক্যতারিণী মহাকালের মোহিনী ॥ ২৭
 তমলুকে বর্গভীমা কামরূপে কামাখ্যা ।
 বরদার বিশালাক্ষী মোরে কর রক্ষা ॥ ২৮
 বদ্ধমানে বন্দ সপ্তমঙ্গলা চরণে ।
 আমতায় মেলাই বন্দিব সাবধানে ॥ ২৯
 বন্দিলু শীতলা ধর্ম মনসা চরণে ।
 নিরঞ্জন হইবে সবে পুস্তক রচনে । ৩০
 বন্দিলু গঙ্গার হুই কমল চরণে ।
 তিন ধারা হয়ে ত্রাণ করে ত্রিভুবন ॥ ৩১
 বন্দিব যমুনা সরস্বতী গোদাবরী ।
 প্রভাস নন্দাদা তীর্থ পুষ্করাদি করি ॥ ৩২
 গণ্ডকী কোশিকী আর সরযু গোমতী ।
 বৈতরণী আদি সর্ব তীর্থে প্রণতি ॥ ৩৩
 বন্দিব তুলসী দেবী হরিপ্রিয়ঙ্করী ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে প্রণতি আচরি ॥ ৩৪
 বিপ্রবর্গ দয়া করি দেহ জ্ঞান দান ।
 দস্তে তৃণ করি করো অনন্ত প্রণাম ॥ ৩৫

ব্রাহ্মণের পদরজঃ কেবল ভরসা ।
 জন্ম জন্ম তাহা বিনা নাহি অন্ত আশা ॥ ৩৬
 ঘৃণা না করিবে প্রভু মোর নিবেদন ।
 জগন্নাথ-চরিত্র কথা করিবে শ্রবণ ॥ ৩৭
 উৎকলথণ্ডেতে শুনি বাসের বচন ।
 তার ভাষা কহি কিছু করিয়ে রচন ॥ ৩৮
 আমি মূঢ় শাস্ত্রজ্ঞান-হীন মূর্খাধম ।
 না জানিয়ে কিছুমাত্র অর্থ বিবরণ ॥ ৩৯
 অতি মূর্খমতি আমি দ্বিক লজ্জা খেয়ে ।
 চন্দ্রমা ধরিতে চাহি বামন হইয়ে ॥ ৪০
 পঙ্কু হয়ে যেন গিরি লজ্জিবারে ধায় ।
 মূর্খ হয়ে বাচালতা করিবারে চায় ॥ ৪১
 পক্ষী মধ্যে বাগাটুনি যেন হীনবল ।
 তৃণায় শোষিতে চাহে সমুদ্রের জল ॥ ৪২
 সেইরূপ বর্ণিবারে আমি করি আশ ।
 বাগকের চেষ্টা-প্রায় মোর অভিলাষ ॥ ৪৩
 কিবা লিখি ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি ।
 জগন্নাথ যে লিখান সেই লিখি বাণী ॥ ৪৪
 পিতা মাতা পিতৃব্যাদিগণে নমস্কার ।
 আশিস্ করহ বাঙ্গা পূরয়ে আমার ॥ ৪৫

প্রস্থারম্ভ ।

জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য গোসাই ।
 তাঁর পাদপদ্ম বিনা গতি মোর নাই ॥ ১
 ধীর স্তাবংশোদ্ভব মম প্রাণেশ্বর ।
 শ্রীব্রজনাথ প্রভু ভুবন মঙ্গল ॥ ২
 হরির স্বরূপ মুক্তি আনন্দে বিহরে ।
 পতিত অধম দীন করুণায় তারে ॥ ৩
 আচার্য্য্য প্রভুর স্তুত-স্তুতা বংশগণে ।
 ভূমে পড়ি অমুরাগে করিয়ে প্রণামে ॥ ৪

জয় শ্রীআচার্য্য্য প্রভু চাহ একবার ।
 তোমার সম্বন্ধ বড় ভরসা আমার ॥ ৫
 জয় জয় শ্রীল শ্রীপ্রভু লোকনাথ ।
 জয় জয় রাধানাথ করি প্রণিপাত ॥ ৬
 জয় জয় চৈতন্যের প্রিয়ভক্তগণ ।
 করুণা করিয়া লীলা করাহ ক্ষুরণ ॥ ৭
 আমি অতি মূর্খ শিশু-বুদ্ধ সে কেবল ।
 কি শক্তি বর্ণিতে জগন্নাথের মঙ্গল ॥ ৮
 শ্রীগুরু গোসাই মোরে কৈলা আজ্ঞাদান ।
 সেই আজ্ঞা শক্তি হৈল দেহে অধিষ্ঠান ॥ ৯
 বাহা লিখি ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি ।
 সেই প্রভু যে লিখান সেই লিখি বাণী ॥ ১০
 শুনহ সকল ভাই হরিগুণ গাথা ।
 শ্রবণেতে ভব-ভয় খণ্ডিবে সূক্ষ্মা ॥ ১১
 শ্রীদাক্ষব্রজ লীলা শুন সাবধানে ।
 মম বাঙ্গা পূর্ণ হয় যাহার শ্রবণে ॥ ১২
 শ্রীনীলমাধবরূপে প্রথম বিলাস ।
 দ্বিতীয় বিলাসে দাক্ষব্রজের প্রকাশ ॥ ১৩
 ব্রহ্মার পরমায়ু হয় শতেক বৎসর ।
 দুই ভাগ করি তাহা কহি অতঃপর ॥ ১৪
 দ্বিপারার্দ্ধ কহে তারে যত মুনিগণে ।
 পঞ্চাশ বৎসর এক পরার্দ্ধ গণনে ॥ ১৫
 দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আর পঞ্চাশ গণন ।
 বিস্তারিয়া সেই কথা করি নিবেদন ॥ ১৬
 সত্য ত্রেতা স্বাপর কলি যুগ চারি ।
 এই চারি যুগে দিব্য যুগেক বিচারি ॥ ১৭
 একাত্তরি দিব্যযুগে এক-মহন্তর ।
 চৌদ মহন্তর ব্রহ্মার দিবস তিতর ॥ ১৮
 দিবা অস্ত হইলে রাত্রি প্রবেশ করয় ।
 দিবাসম রাত্রি সেই জানিহ নির্ণয় ॥ ১৯

রজনী প্রবেশ মাত্র চরাচর যায় ।
 কল্প এক কহি ইথে প্রলয় তাহার ॥ ২০
 পুনঃ নিশি প্রভাতে প্রচারে সৃষ্টিগণ ।
 দিবা অস্তে হয় পুনঃ সবার নিধন ॥ ২১
 এইরূপে ছত্রিশ হাজার কল্মস্তুরে ।
 ব্রহ্মার পতন হয় জানিহ নির্দ্বারে ॥ ২২
 তারে কহি মহাকল্প সে মহাপ্রলয় ।
 পৃথী আদি করি তাহে সব হয় ক্ষয় ॥ ২৩
 শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ ।
 জগন্নাথ মঙ্গল কহে বিশ্বস্তর দাস ॥ ২৪
 পদ্মযোনি পরমায়ু করিলা নিরূপণ ।
 দুই ভাগ করিয়া বুঝহ সর্বজন ॥ ২৫
 প্রথম পরার্ক পরমায়ু অর্দ্ধভাগে ।
 দ্বিতীয় পরার্ক আর অর্দ্ধেক বিভাগে ॥ ২৬
 প্রথম পরার্ক নীলমাধব বিলাস ।
 দ্বিতীয় পরার্ক দাক্ষিণ্যের প্রকাশ ॥ ২৭
 পরার্কান্ত পর্য্যন্ত প্রকট এ বিহার ।
 করিবেন জগন্নাথ জগতের সার ॥ ২৮
 সেই সব কথা শুনি উৎকলথণ্ডেতে ।
 ভাষা করি ইচ্ছা যোর হইল বর্ণিতে ॥ ২৯
 আর এক আছে ইথে মূল প্রয়োজন ।
 যবে শ্রীপুরুষোত্তম করিহু দর্শন ॥ ৩০
 নীলাদ্রিতে শঙ্খোপরি রত্নসিংহাসনে ।
 শ্রীরাম স্তুভদ্রা আর সুদর্শন সনে ॥ ৩১
 বিরাজয়ে জগন্নাথ সংসারের সার ।
 রূপ হেরি হৃদয়ের নাশে অন্ধকার ॥ ৩২
 বদন পূর্ণিমা-ইন্দু নয়ন কমল ।
 শ্রীবৎসকোস্তভরত্ন হৃদয়ে উজ্জ্বল ॥ ৩৩
 শিরে রত্নমুকুট শোভয়ে অমুপম ।
 নবীননীরদরূপ অখিল মোহন ॥ ৩৪

বসিয়া অগ্নিপতি আছে হস্তমুখে ।
 তাপিত শীতল হয় যেই মাত্র দেখে ॥ ৩৫
 অগতি আশ্বাসে ভূজযুগ প্রসারিয়া ।
 পতিতেরে তারয়ে প্রসাদ বিতরিয়া ॥ ৩৬
 হরির দক্ষিণে ভদ্রাভদ্রস্বরূপিণী ।
 অভদ্রনাশিনী ভদ্রা সবার দায়িনী ॥ ৩৭
 তাঁহার দক্ষিণে বলরাম হলধারী ।
 পাপচয়-মত্ত-করি দলনে কেশরী ॥ ৩৮
 আঘূর্ণিত দুই পদ্ম অরুণ নয়ন ।
 দু বাহু প্রসারি আশ্বাসয়ে দীনজন ॥ ৩৯
 জগন্নাথ বামে শোভে চক্র সুদর্শন ।
 মহাদীপ্ত রূপ তার অরুণ বরণ ॥ ৪০
 সম্মুখেতে স্তুতি করে যত ভক্তগণ ।
 বাজারে বিকায় মহাপ্রসাদ ব্যঞ্জন ॥ ৪১
 জগন্নাথ-লীলা দেখি অতি চমৎকার ।
 ভুলিল নয়ন মন নাহি ফিরে আর ॥ ৪২
 গৃহে আসি লীলা বর্ণিবারে হইল মতি ।
 কিরূপে বর্ণিব তাহা ভাবি নিতি নিতি ॥ ৪৩
 কত দিনে কৈলা মোর প্রভু আগমন ।
 মিনতি করিয়া আমি বন্দিহু চরণ ॥ ৪৪
 নিজ মন অহুসার করিহু বিদিত ।
 ঈষৎ হাসিয়া আজ্ঞা করিল তুরিত ॥ ৪৫
 পঠহ উৎকলথণ্ড পণ্ডিতের স্থানে ।
 শ্লোকার্থ জানিলে পদ আসিবেক মনে ॥ ৪৬
 নিবেদন কৈহু অর্থ কেমনে বুঝিব ।
 আজ্ঞা হৈল পঠিলেই উদয় হইব ॥ ৪৭
 আজ্ঞা অনুসারে আমি গিয়া গঙ্গাতীরে ।
 পুথি কোথা পঠিব ভ্রমিয়ে নিরন্তরে ॥ ৪৮
 শ্রীজগমোহন খ্যাত বিখ্যাতকার ।
 শাস্তমতি হরিভক্তি বিপ্রেস কুমার ॥ ৪৯

আচম্বিতে তার সহ হইল মিলন ।
 পুরাণ পাঠের হেতু কৈলু নিবেদন ॥ ৫০
 শুনিয়া করুণা তেঁহ কৈলা অতিশয় ।
 জানাইলা শ্লোক-অর্থ সদয়-হৃদয় ॥ ৫১
 শ্লোকার্থ জানিতে হৈল অক্ষর যোঁটন ।
 গুরু আজ্ঞা বলবান্ জানিলু কারণ ॥ ৫২
 তিন খণ্ড করি গ্রন্থ করিয়ে প্রচার ।
 হুত্রখণ্ড লীলাখণ্ড ক্ষেত্রখণ্ড আর ॥ ৫৩
 হুত্রখণ্ডে নীলমাধবের উপাখ্যান ।
 লীলাখণ্ডে ইন্দুছায়ের ত্রীক্ষেত্র গমন ॥ ৫৪
 তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা সংক্ষেপে বর্ণন ।
 ব্রজের বিলাস কথা অতি মনোরম ॥ ৫৫
 ক্ষেত্রখণ্ডে জগন্নাথ প্রকাশ কথন ।
 বহুবিধ লীলা ইখি করহ শ্রবণ ॥ ৫৬
 ত্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ ।
 জগন্নাথ-মঙ্গল কহে বিশ্বস্তর দাস ॥ ৫৭

জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য ।

জগন্নাথ রূপ-সিদ্ধ, বদন পূর্ণিমা-ইন্দু,
 উদয় হয়েছে মনোহর ।
 মূহহাস্ত্রে ধরে সুধা, ভকত চকোর-সুধা,
 তৃপ্ত করে পানে নিরন্তর ॥ ১
 সেই সুধা-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ ভুবনে,
 সুশীতল করয়ে তাপিতে ।
 দেব ঋষি মুনিচর, কুমুদ সমান হয়,
 প্রফুল্লিত সদা পুলকিত ॥ ২
 সে মুখ-তুলনা ঠাঁই, ভুবনে কোথাও নাই,
 অল্পপম তাহার মাধুরী ।
 যদি দিয়ে পদ্মচাঁদে, তাহে হয় বিসম্বাদে,
 সবে ইহা দেখহ বিচারি ॥ ৩
 বিধু স্নান দিবাভাগে, স্নান পদ্ম নিশিযোগে,
 সমভাবে না থাকে সদায় ।
 ত্রীবদন জ্যোৎস্নাকর, প্রফুল্লিত নিরন্তর,
 অতএব তুলনা কোথায় ॥ ৪

করে শোভে তাড়ি বাণা, দশ দিক্ করে আলা,
 চন্দনে চর্চিত কলেবর ।
 বনমালা গলে দোলে, হেরিয়া নয়ন ভুলে,
 বিশাল নয়ন মনোহর ॥ ৫
 ভালে মণি অতি দীপ্ত, তেজে দশ দিক্ ব্যাপ্ত,
 শ্রবণে কুণ্ডল বলমল ।
 গাওস্থল সূচিকণ, জিনি মণি সূদর্শন,
 নাসাতটে দোলে মুস্তাকল ॥ ৬
 সূবর্ণ মুকুট মাথে, মালতী জড়িত ভাতে,
 কটি-তটে কিঙ্কণীর দায় ।
 রূপ নব-জলধর, পরিধান পীতাম্বর,
 অঙ্গ হেরি' অঙ্গহীন কাম ॥ ৭
 লাবণ্য-তরঙ্গ-বজ্রা, জলে ডুবি গোপকন্ডা,
 ব্রজে সবে তেজি কুলমান ।
 ও মধুর-মধু আশে, তেজি তারা গৃহবাসে,
 চরণে সঁপিল মন প্রাণ ॥ ৮
 গোপ গোপিনীগণে, হর্ষদাতা সর্ষকণে,
 জগন্নাথ যশোদানন্দন ।
 রমণী মণির বন্ধু, দীননাথ দয়াসিদ্ধ,
 নীলাচলে হৈলা প্রকটন ॥ ৯
 মংগু কৃষ্ণ ত্রীবরাহ, নৃসিংহ বামন ইহ,
 ভৃগুবংশে রাম দাশরথি ।
 এই হরি হলধর, বুদ্ধকঙ্কি-কলেবর,
 ইহ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পতি ১০
 এক ব্রহ্ম চারি ভাগে, প্রকটিয়া একযোগে,
 প্রসাদ করয়ে বিতরণ ।
 ভূজি নর পশু আদি, অশেষ পাপের নিধি,
 ত্রীবৈকুণ্ঠে করয়ে গমন ॥ ১১

মহাপ্রসাদতত্ত্ব ।

ত্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব, বর্গিবারে কেঁ সমর্থ,
 হর মাত্র জানে এই মর্থ ।
 মহাপাপ সদা করে, প্রসাদ ভোজনে তরে,
 বিচার নাহিক ধর্মাদর্শ ॥ ১

এ হেন প্রসাদ ভাই, শ্রীহর্গা-দয়ায় পাই, বিমুক্তি ফলদাতা, শিব শিবা হর কণ্ঠী,
সেই মন্মথ করি নিবেদন । আর কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১০

নারদ কৈলাসেতে গেলা, হরয়ে প্রসাদ দিলা, হরি গৌরী লম্বোদর, হর আর দিবাকর,
ভোজনে উন্নত ত্রিলোচন ॥ ২ এক বস্ত্র পাঁচরূপ জান ।

প্রেমানন্দে নৃত্য করে, ধরনী কম্পিত করে, এক ব্রহ্ম ছই নয়, তবে পঞ্চরূপ হয়,
নিবেদন করিলা হর্গায় । কারণ করিয়ে নিবেদন ॥ ১১

দেবী শিবস্থানে গেলা, প্রকারেতে সাম্য কৈলা, ভক্তে উপাসনা যেন, করে ব্রহ্মরূপ তেন,
কহে দেব হুঃখিত হিয়ায় ॥ ৩ ধরে ভক্ত সুখের কারণে ।

হরির অধরামৃত, ভুঞ্জি আমি উন্নত, ভক্তের বশ যেই, কারণ ইহার এই,
সে আনন্দ ভঙ্গ কৈলে তুমি । ভিন্ন ভাবে অজ্ঞান অধমে ॥ ১২

শুনি দেবী তাহা চায়, কহিলেন দেবরায়, হরির বচন হয়, শিব মন আত্মায়,
ইথে যোগ্য না হও আপনি ॥ ৪ চক্ষু রবি, জ্ঞান লম্বোদর ।

শুনি দেবী অভিমানে, বসিলেন যোগাসনে, শক্তি আত্মা এবচনে, ভিন্ন করি যেই মানে,
গোবিন্দে করে করিলা স্মরণ । অঙ্গহীন করয়ে পামর ॥ ১৩

গৌরীর স্মরণে হরি, আইলেন ডরা করি, সাক্ষর কহয়ে বচন ॥ ৫

কহ প্রয়োজন কিবা, স্মরণে আমায় শিবা, শিবোমমায়্যা মমচক্ষুরকঃ
তব প্রীতি করিব এক্ষণে । জ্ঞানং গণেশো মম শক্তিরাত্মা ।

কহে গৌরী বোড়করে, যদি দয়া হৈল মোরে, বিভিন্নভাবে ময়ি যে ভজন্তি
এক বর করিয়ে প্রার্থনা ॥ ৬ মমাপ্রহীনং কলয়ন্তি নন্দাঃ ॥

তোমার প্রসাদ অম, ত্রিভুবনে বিতরণ, অতএব তর্ক ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
হয় যেন আমি তাই চাই । ভক্তিভাবে ভজ জগন্নাথে ।

দেব নাগ পশু নরে, সর্ব বর্ণ অবিচারে, যাবে হুঃখ কর্ম বন্ধ, পাবে সুখ প্রেমানন্দ,
প্রসাদ ভুঞ্জিবে এক ঠাই ॥ ৭ সেবা প্রাপ্তি ভাব হৃদয়েতে ॥ ১৪

শুনি বর দিলা হরি, হরষিত সর্কেশ্বরী, দেব দেব জগন্নাথ, প্রসারিয়া ছুটি হাত,
হর সহ পূজিলেন হরি । অগতিরে করে আশ্বাসনে ।

কিবা যুক্তি কৈলা তিনে, তার মন্মথ তারা জানে, ভাব দেখি সেই শোভা, হৃদয়ে হইয়া লোভা,
হরি গেলা বৈকুণ্ঠনগরী ॥ ৮ কত সুখ উপজয় মনে ॥ ১৫

গৌরী প্রতি ছিল বর, সে হেতু পরমেশ্বর, জয় জয় জগন্নাথ, নিজ পারিষদ সাথ,
স্বচ্ছায় ধরিয়া দারুকায । কৃপাপাঙ্গে চাহ এই দীনে ।

নীলাচলে অবতরি, চারি রূপ ধরি হরি, তোমার করুণা বই, আর মম গতি নাই,
তারে মৃত পতিত লীলায় ॥ ৯ নিবেদন করিছ চরণে ॥ ১৬

শ্রীহর্গা-প্রসাদে ভাই, হরি-দরশন পাই, আমি মৃত জ্ঞান-হীন, আমা সম নাহি দীন,
বিশ্বাস করহ এ বচনে । তুমি দীননাথ এ ভরসা ।

শ্রীভগবদ্ভাক্যম্

ও চরণ-সেবা-আশে, কহে বিশ্বস্তর দাসে,
পূর্ণ কর মনের লালসা ॥ ১৭

নৈমিষারণ্যে মুনিগণের প্রশ্ন ।

জয় জয় নীলাচল-চক্র জগন্নাথ ।
শ্রীরাম স্তম্ভজা আর স্তম্ভদর্শন সাথ ॥ ১
সপার্বদে আসরে করিয়া অধিষ্ঠান ।
শ্রবণ করহ প্রভু নিজ গুণ গান ॥ ২
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ ।
করুণা করিয়া লীলা করাহ ফুরণ ॥ ৩
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্ত্য নিত্যানন্দ ।
জয় জয় অষ্টৈতাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৪
সাবধানে বন্দ বেদ ব্যাসের চরণ ।
যাহার প্রসাদে করি পুস্তক রচন ॥ ৫
দারুভ্রম্ম প্রকাশ শুনহ সর্বজনে ।
অশেষ দুর্গতি খণ্ডে যে কথা শ্রবণে ॥ ৬
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ ।
পরম বৈষ্ণব বেদ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ৭
সতত নিবসে সবে হরি কথা রঞ্জে ।
রাত্রি দিন সিদা যায় হরির প্রসঙ্গে ॥ ৮
মহাবিচক্ষণ শ্রীজৈমিনি তপোধনে ।
কহিতে লাগিল সব প্রফুল্লিত মনে ॥ ৯
মুনির উচুঃ ।
ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বতীর্থমহাবিৎ ।
কথিতং যস্য পূর্বং প্রস্তুতে তীর্থকীর্তনে ॥
পুরুষোত্তমাখ্যং স্মমহং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ।
যত্রাস্তে দারবতমুঃ শ্রীশোমানুঘলীলয়া ॥
দর্শনানুক্ৰিয়ঃ সাক্ষাৎ সর্বতীর্থফলপ্রদঃ ।
তন্মোবিস্তারভো ক্রুহি ক্ষেত্রং কেন বিনির্মিতম্ ।
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয় ।
সর্ব ধর্ম জ্ঞাত হও তুমি মহাশয় ॥ ১০
সর্ব তীর্থ মাহাত্ম্য জানহ ভাল মতে ।
তীর্থের প্রসঙ্গে যাহা কহেছ সভাতে ॥ ১১

পুরুষোত্তম মহাক্ষেত্র পরম পাবন ।
দারুভ্রম্মে লক্ষীকান্ত যাতে প্রকটন ॥ ১২
দরশন মাঝে জীব মুক্তিপদ পায় ।
সর্বতীর্থ-ফলপ্রাপ্তি ভববন্ধ যায় ॥ ১৩
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর ।
কেবা নির্মাইল এই ক্ষেত্র মনোহর ॥ ১৪
জ্ঞানরূপ প্রকটন সাক্ষাৎ শ্রীহরি ।
সেখানে আছেন কেন দারুভ্রম্ম ধরি ॥ ১৫
পরম কোতুক হয় এ সব কথন ।
আমাদের ইচ্ছা বহু করিতে শ্রবণ ॥ ১৬
বক্তাগণ-শ্রেষ্ঠ তুমি সর্বলোক-গুরু ।
কহি বাহ্য কর পূর্ণ বাহ্যকল্পতরু ॥ ১৭
জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
পরম মহত্ত্ব ইহা করহ শ্রবণ ॥ ১৮
শ্রবণে না হয় ভক্তি পাতকির গণে ।
সকল পাতক নাশে যাহার কীর্তনে ॥ ১৯
পূর্বে হর-মুখ হইতে করিয়া শ্রবণ ।
কার্ত্তিকৈয় কহিলেন এ সব কথন ॥ ২০
দেব-সভা মধ্যে কহে মন্দর পর্বতে ।
তথায় গেলাম আমি শিব আরাধিতে ॥ ২১
সেই দেব-সভা মধ্যে করিছ গমন ।
কার্ত্তিকৈয়-প্রসাদেতে করিছ শ্রবণ ॥ ২২
যে কিছু শুনিছ তাহা নিবেদন করি ।
যেই রূপে প্রকটিলা দারুভ্রম্ম-ধরি ॥ ২৩
শ্রীভ্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ ।
জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বস্তর দাস ॥ ২৪

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের উৎপত্তি

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
জগন্নাথ লীলা শুন পীযুষ মিলন ॥ ১
যদি জগন্নাথ হন সর্বক্ষেত্রেশ্বর ।
যদি না অগ্নিত্র বিষ্ণুক্ষেত্র পাণহর ॥ ২

তথাপিহ এই ক্ষেত্র সর্ব পরাংপর ।
 স্বয়ং বগু প্রভুর স্বরূপক্ষেত্রবর ॥ ৩
 যাহাতে আপনে দেহ করিয়া ধারণ ।
 সতত বিহার করে প্রভু নারায়ণ ॥ ৪
 নিজ নামে প্রকাশ করিলা ক্ষেত্রবর ।
 অতএব কহি তারে সর্ব পরাংপর ॥ ৫
 যেই জন সেই ক্ষেত্র বাস ইচ্ছা করে ।
 ইচ্ছামাত্র সর্ব পাপ হৈতে সেই তরে ॥ ৬
 যেই বাস করি প্রভু করিছে দর্শন ।
 তাহার মহিমা কিবা করিব বর্ণন ॥ ৭
 আশ্রয় যে ক্ষেত্র দশ যোজন বিস্তার ।
 তীর্থরাজ জল হইতে হইল সঞ্চার ॥ ৮
 বালুকাতে ব্যাপ্ত হয় যে স্থান সকল ।
 যেই ক্ষেত্র মাঝে শোভে উচ্চ নীলাচল ॥ ৯
 দূরে হৈতে অনুমান করি সর্বজন ।
 যেন শোভিতেছে পৃথিবীর এক স্তন ॥ ১০
 পূর্বেতে বরাহদেব পৃথ্বী উদ্ধারিলা ।
 সর্বত্র সমতা করি পৃথিবী স্থাপিলা ॥ ১১
 পর্বতগণের দ্বারে পৃথ্বী স্থির কৈলা ।
 দেখি ব্রহ্মা চরাচর সকল সৃজিলা ॥ ১২
 তীর্থগণ নদীগণ সমুদ্র সকল ।
 পুণ্যক্ষেত্রগণ আর যত যত স্থল ॥ ১৩
 যথাযোগ্য স্থানে সব কৈলা নিয়োজন ।
 পূর্ববৎ সব সৃষ্টি করিলা সৃজন ॥ ১৪
 তবে সৃষ্টি-ভারে ব্রহ্মা হইয়া পীড়িত ।
 মনে মনে অতিশয় হইলা চিন্তিত ॥ ১৫
 এইরূপে চিন্তা তবে করে-পন্ন্যযোনি ।
 কিরূপে এ ভার পুন না লভিব আমি ॥ ১৬
 তাপত্রয়ে অভিভূত যত জীবগণ ।
 কিরূপে বা এ সবার হইবে মোচন ॥ ১৭
 এইরূপ মনে মনে চিন্তিতে চিন্তিতে ।
 মনে এক বুদ্ধি তাঁর হইল উদিত ॥ ১৮
 সৃষ্টির কারণ বিষ্ণু পরম ঈশ্বরে ।
 সমুদ্র কবিব আমি শুধ করি তাঁরে ॥ ১৯

তিনি করিবেন সৃষ্টি-ভার নিবারণ ।
 এত ভাবি প্রজাপতি স্থির কৈল মন ॥ ২০
 শ্রীব্রজনাথ পাদপদ্ম করি আশ ।
 জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বম্ভর দাস ॥ ২১
 তবে ব্রহ্মা যোড়হাতে, স্তুতি করে জগন্নাথে,
 নমো দেব দেবের ঈশ্বর ।
 বিপদ নাশক তুমি, তুমি সর্ব অন্তর্যামী,
 বিপদে রাখহ দামোদর ॥ ২২
 জয় অখিলের কর্তা, জয় বিশ্বজন ভর্তা,
 জয় কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সার ।
 জয় দয়া-জলনিধি, জয় বিধাতার বিধি,
 জয় কোটী ব্রহ্মাণ্ডের আধার ॥ ২৩
 তুমি এক, তুমি বহু, লিখিতে না পারে কেহ,
 তব তত্ত্ব অগাধ অপার ।
 গগনেতে এক ভাসু, প্রতি ঘটে দেখি জহু,
 তেন তুমি সর্বত্র প্রচার ॥ ২৪
 মহত্ত্ব আদি করি, তোমার মায়াতে হরি,
 সৃষ্টি হয় লয় আর বার ।
 তব মায়া সুনটিনী, রঞ্জয়ে সকল প্রাণী,
 কার শক্তি হয় তার পার ॥ ২৫
 তুমি বিশ্বময় হরি, বিশ্বরূপ পরচারি,
 লীলা কর মায়া-আচ্ছাদনে ।
 সে মায়ায় পার সেই, তব তত্ত্ব জানে যেই,
 ভক্তি করে তোমার চরণে ॥ ২৬
 ভক্ত অভিমত জানি, বহু রূপ ধর তুমি,
 ভিন্ন ভাবে সেই অতি মূঢ় ।
 অভিলাষে বর্ণ যেন, হয় নানা আভরণ,
 নাহি বুঝে এই তত্ত্ব গূঢ় ॥ ২৭
 সৃষ্টিভারে কাঁপি আমি, বিপদে রাখহ তুমি,
 জয় জয় করুণাসাগর ।
 রূপাপাঞ্জে বিলোকন, কর আমদানি জন,
 জয় জয় জগত ঈশ্বর ॥ ২৮
 সৃষ্টি করি অতি সাধে, পড়িলাম পরমাদে,
 সবে হৈল পাষণ্ডী আকার ।

হৈল অতি পাণ্ড-ভার, পৃথ্বী নাহি সহে আর,
এ বিপদে করহ উদ্ধার ॥ ২৯
এইরূপ স্তুতি বাণী, করিলেন পদ্মযোনি,
সদয় হইল (দেব) রাগ ।
শ্রীব্রজনাথপদ, আশা করি সুসম্পদ,
দীন বিশ্বস্তর দাস গায় ॥ ৩০
এইরূপে ব্রজা বহু করিলেন স্তবন ।
তুষ্ট হয়ে সাক্ষাৎ হইলা নারায়ণ ॥ ৩১
নীলমেঘ জিনি অঙ্গ শ্রীচন্দ্রবদন ।
কর্মলের দল জিনি শোভয়ে নয়ন ॥ ৩২
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধারী ।
নাশয়ে সম্ভাপ হেরি চরণমাধুরী ॥ ৩৩
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত যথাযোগ্য আভরণে ।
গরুড়ের পৃষ্ঠে বসি কনক-আসনে ॥ ৩৪
দেখিয়া আনন্দে ব্রজা আপনা পাসরে ।
ভূতলে পড়িয়া বহু দণ্ডবৎ করে ॥ ৩৫
উঠি পুনঃষোড় করে করয়ে স্তবনে ।
আজি সে সফল জন্ম তব দরশনে ॥ ৩৬
হরি বলে শুন ব্রজা আমার বচন ।
যেহেতু আমারে তুমি করিলে স্তবন ॥ ৩৭
সেই বাহা পূর্ণ হবে যাহ নীলাচলে ।
বেদগোপ্য কথা কহি শুন হরি বলে ॥ ৩৮
দক্ষিণ সমুদ্র তীরে নীলগিরি নাম ।
অতি গুপ্ত স্থান সেই মোর নিত্য ধাম ॥ ৩৯
মহানদী দক্ষিণে সে ক্ষেত্রবর হয় ।
স্ববুদ্ধি মনুষ্যগণ তথা নিবসয় ॥ ৪০
মহানদী হইতে যেই সমুদ্রের তীর ।
পদে পদে শ্রেষ্ঠতম শুন মহাধীর ॥ ৪১
সেই গিরি মাঝে আছে কল্লতরুবর ।
বটবৃক্ষরূপ সেই আমা সম সর ॥ ৪২
তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিণী নামেতে ।
সেই কুণ্ড পূর্ণ হয় কারণ-বারিতে ॥ ৪৩
তার তীরে আছি আমি কমলা সহিত ।
দেবতা অসুরে সেই স্থান সুগোপিত ॥ ৪৪

তোমার স্তবতে এবে প্রসন্ন হইমু ।
অতএব সুগোপিত তোমারে কহিমু ॥ ৪৫
এত কহি অর্জুনাং হৈলা নারায়ণ ।
বিশ্বর হৈলা তবে কমললোচন ॥ ৪৬
হরি উপদেশে ব্রজা গেলা সিদ্ধতীরে ।
সিদ্ধদান করি গেলা গিরির উপরে ॥ ৪৭
শ্রীনীলমাধব হরি করিলা দর্শন ।
আনন্দ-প্রেমের জলে পুরিল নয়ন ॥ ৪৮
স্তব-অস্ত্রে যেই রূপ দর্শন করিলা ।
শ্রীনীলমাধবে সেই রূপ নিরখিলা ॥ ৪৯
পরম ঈশ্বর সেই দেখিয়া মাধবে ।
সেই এই বলি ব্রজা জ্ঞান কৈল তবে ॥ ৫০
কোটী কাম জিনি রূপ প্রসন্নবদন ।
নবীন নীরদ তম্বু অতি অল্পপম ॥ ৫১
চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ।
হৃদয়ে কোমল কোটি সূর্য্য-তিরসকারী ॥ ৫২
গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তী সনে ।
মাথায় মুকুট অঙ্গে নানা আভরণে ॥ ৫৩
চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি ।
ভকতে ভাবিতে জানে তাহার মাধুরী ॥ ৫৪
বামদিকে শোভা করে লক্ষী ঠাকুরাণী ।
সৌন্দর্য্যের সীমা বীণাবাদ্যপরায়ণী ॥ ৫৫
শ্রাম-মেঘে তড়িত জড়িত কিবে শোভা ।
একজ উদিত হেম নীলমণি আভা ॥ ৫৬
মাধববদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া ।
আছয়ে বদনে মৃদু হাসি মিশাইয়া ॥ ৫৭
ফণাবন্দ-ছত্র ধরি অনন্ত পশ্চাৎ ।
সম্মুখেতে সুদর্শন গরুড়ের সাথ ॥ ৫৮
এইরূপ প্রজাপতি করয়ে দর্শন ।
আনন্দ-সমুদ্র-জলে হইয়া মগন ॥ ৫৯
সেইত সময় এক কাক আচরিতে ।
উড়িয়া পড়িল আসি রোহিণীকুণ্ডেতে ৬০
কারণাশুশ্রূষণে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈল ।
বিকুর সাক্ষ্য দেখে ধারণ করিল ॥ ৬১

পক্ষির দেখিয়া গতি যোগেজ-দুর্লভ ।
 ব্রহ্মা বলে ক্রমে কীণ হবে সৃষ্টি সব ॥ ৬২
 মহাব্যাদিকারে যেই রেদ্যজ-বচনে ।
 অত্যন্ত সংলগ্ন বলি মুক্তিরে রাখানে ॥ ৬৩
 কিন্তু এই স্থান সব নিম্নতকম্বর ।
 তাহাদিগে দুর্লভ সে মুক্তি কত নর ॥ ৬৪
 যার নামে মুক্ত হয় সর্ব পাপ হইতে ।
 মুক্তি কোন দুর্লভ তাহার দর্শনেতে ॥ ৬৫
 পুরুষোত্তম মহাক্ষেত্র মহিমার পার ।
 কাকেও যাহাতে দেখে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৬৬
 আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মহিমার অস্ত নাই ।
 কাকেও পাইল মুক্তি-পদ যেই টাঁই ॥ ৬৭
 এইরূপ প্রজাপতি বলে বার বার ।
 প্রেমধারা নরনে রুহে অনিবার ॥ ৬৮

যম-লক্ষ্মী সংবাদ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনীগণ ।
 এইরূপ প্রজাপতি করয়ে দর্শন ॥ ১
 সেই কালে যম, অধিকার-ত্যাগ-ভয়ে ।
 যমালয় ত্যজি আইসে নীলাদ্রি-আলয়ে ॥ ২
 শুষ্কমুখ হয়ে শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ।
 সেইখানে আসিয়া হইল উপনীতে ॥ ৩
 লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি হুঁহা করি দরশন ।
 বহুবিধ স্তব কৈল সুর্য্যের নন্দন ॥ ৪
 স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি নয়ন-ইন্দ্রিতে ।
 লক্ষ্মীরে আদেশ কৈলা তন্ত বুঝাইতে ॥ ৫
 পাইয়া ইঞ্জিত সেবী গৌরবে ভরিলা ।
 ক্ষেত্র-বিবরণ যমে করিতে লাগিলা ॥ ৬
 রমা কহে, শুন যম না হও ক্রান্তর ।
 হরির চরিত্র এই কুন্নিতে ছকর ॥ ৭
 অধিকার-আশ তুমি ত্যজিছ প্রস্থানে ।
 নিত্য হরি ইথে রিহরনে মোর মনে ॥ ৮

মুক্তগণ-স্থান এই নিশ্চয় জানিবে ।
 তব অধিকার জীব হেথা না পাইরে ॥ ৯
 ব্রহ্মাদি দিকপতি যত যত (দেব) আর ।
 এই ক্ষেত্র উপরে স্বামিত্ব নাহি কার ॥ ১০
 পূর্বে আমি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেতে থাকিয়া ।
 অদ্বৈত দেখিহু যাহা কহি বিবরিয়া ॥ ১১
 মার্কণ্ডেয় মুনি মহা-প্রলয়ের জলে ।
 ভাসিয়া ভাসিয়া আইল এই নীলাচলে ॥ ১২
 প্রলয়ে সকল নষ্ট, আছে এই স্থান ।
 দেখিয়া হৈল তার অত্যশ্চর্য্য জ্ঞান ॥ ১৩
 মনে মনে চিন্তা তবে লাগিলা করিতে ।
 হেনকালে ভগবান দেখে আচরিতে ॥ ১৪
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ ।
 প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক প্রসন্ন-বদন ॥ ১৫
 তাঁর অঙ্গে পদ্মাসনে দেখে যে আমারে ।
 জল-বাত-হুঃখ সব গেল তবে দূরে ॥ ১৬
 বহুবিধ স্তব কৈল বেদের বিধান ।
 পুনঃপুনঃ ভূমে পড়ি করিল প্রণামে ॥ ১৭
 স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে প্রভু নারায়ণ ।
 অমুগ্রহ দৃষ্টে কহে গভীর বচন ॥ ১৮
 প্রভু বলে শুন মুনি, আমারে না জান তুমি,
 বহু হুঃখ পাইলে নানা মতে ।
 কঠোর তপস্তা যত, কৈলে বেদ অভিমত,
 আয়ুব্রজি কেবল তাহাতে ॥ ১৯
 এবে যাহা কহি তোরে, উঠি কল্লবটোপরে,
 বালরূপ করহ দর্শনে ।
 সেই সর্ব কাল রূপ, অশেষ ব্রহ্মাণ্ড ভূপ,
 পত্র-পুটে আছয়ে শয়নে ॥ ২০
 এ ঘোর প্রলয়কালে, থাকিতে না পায় স্থলে,
 বহু হুঃখ পাইতেছ তুমি ।
 তাঁর মুখ স্মবিস্তারে, যোগ্য তব থাকিবারে,
 উপদেশ কহিলাম আমি ॥ ২১
 হরি-মুখে ইহা শুনি, বিস্মিত বদন মুনি,
 কল্লবটে কৈল আরোহণে ।

দেখে পত্র পুটোপর, শিশুরূপ দামোদর, তবে ঘোড়াহাত হৈয়া, প্রভু আগে দাঁড়াইয়া,
 হরষিতে আছেই শয়নে ॥ ২৫ কহে মুনি গদগদ স্বরে ।
 উপনীত সেই মুখে, বিস্তারিত দেখি হুখে, কহ প্রভু ভগবান, কি অদ্ভুত এ আখ্যান,
 কণ্ঠপথে গন্তে প্রবেশিল । বিষয় লাগিল বড় মোরে ॥ ৩১
 সে উদর হুবিস্তার, নাহি কিছু অন্ত তায়, মহাপ্রলয়ের জলে, সৃষ্টি সব মষ্ট হৈলে,
 তথা বিশ্ব দেখিতে লাগিল ॥ ২৩ এথা থাকে সেই সৃষ্টিগণ ।
 চতুর্দশ ভুবন, ব্রহ্মাদি দিকপালগণ, অসীমা তোমার মাসা, কেমনে জানিব ইহা,
 দেখে যত স্তব-সিদ্ধগণে । আমি অতি মূর্খ অভাজন ॥ ৩২
 গন্ধর্ব্ব রাক্ষস কত, ঋষি দেব-ঋষি যত, মুনির বচন শুনি, কহে তাঁরে চক্রপাণি,
 পৃথিবী করয়ে বিলোকনে ॥ ২৪ এই ক্ষেত্র হয় মিত্যময় ।
 তাহাতে সাগর যুক্ত, নানা তীর্থ নদী কত, ত্রীপুরুষোত্তম নাথ, আমা সম কর জ্ঞান,
 পর্ব্বত কানন শোভে তায় । আমার ক্ষেত্রেতে ভেদ নয় ॥ ৩৩
 নগর পত্তন গ্রাম, পুর খর্ব্বটাদি স্থান, দরশনে মুক্তিদাতা, যে নর প্রবেশে হেথা,
 সকল তাহাতে শোভা পায় ॥ ২৫ আনন্দস্বরূপ সেই হয় ।
 এ সপ্ত পাতাল দেখে, নাগকঙ্কা লাখে লাখে, গর্ত্তবাসে পুনর্বার, সে জন না যায় আর,
 ভুবা মহামূল্য মণিগণে । তোমারে কহিলু বিবরিয়া ॥ ৩৪
 সেই থানে দেখে হর্ষে, সহস্র মস্তক শেবে, জয় নীলাচলপতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড গতি,
 যেই প্রভু জগত ধারণে ॥ ২৬ জগন্নাথ জগত-আবাস ।
 পরম অদ্ভুতময়, যেইত অনন্ত হয়, ত্রীব্রহ্মনাথ পদ, আশা করি স্নানস্পদ,
 নাগগণে সেবিত চরণ । কহে দীন বিশ্বস্তর দাস ॥ ৩৫
 সেই সব নাগগণ, শিরে মণি বিভূষণ, লক্ষী বলে শমন শুনহ সাবধানে ।
 ঘোড় হাতে করয় স্তবন ॥ ২৭ মার্কণ্ডেয় পড়ি তবে হরির চরণে ॥ ৩৬
 মহামূল্য মণিগণে, এই গৃহ নিরমাণে, নিবেদন কৈল মুনি করিয়া মিনতি ।
 স্নধাতে লেপিত সমুজ্জল । এই ক্ষেত্রে বাস মোরে দেহ জগৎপতি ॥ ৩৭
 তার মধ্যে রত্নাসনে, চারিদিকে শিষ্যগণে, শুনিয়া করুণা করি কহে ভগবান ।
 বসি শাস্ত্র বাথানে সকল ॥ ২৮ প্রলয়ের অন্তে নিরমির তব স্থান ॥ ৩৮
 ব্রহ্মাণ্ডে যতেক সৃষ্টি, নিরমিল পরমেষ্ঠী, মৃত্যুঞ্জয়ে আরাধিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হুবে ।
 উদরে দেখয়ে তাঁর মুনি । আমার করুণা মুনি তবে সে জানিবে ॥ ৩৯
 কুক্ষের না অন্ত পায়, ভ্রমে চারিদিকে ধায়, এইরূপে বর দিয়া প্রভু ভগবান ।
 পরম আশ্চর্য্য অমুমানি ॥ ২৯ প্রলয়ের অন্তে তীর্থ করিল নির্মাণ ॥ ৪০
 আচরিতে গর্ত্ত হৈতে, বাহির বদন পথে, অক্ষয় বটের বায়ুকোণে চক্রাধাতে ।
 সেই বটমূলে উপনীত । মার্কণ্ডেয় সরোবর কৈল জগন্নাথে ॥ ৪১
 পূর্ব্ববং মোর সনে, দেখে পুন ভগবানে, তার তীরে মুনিমৃত্যুঞ্জয়ে আরাধিল ।
 প্রেমানন্দে হইয়া পূর্ণিত ॥ ৩০ জগন্নাথ-প্রসাদেতে মৃত্যুয়ে জিতিল ॥ ৪২

এই ক্ষেত্রবর হয় শঙ্খের আকার ।
 পশ্চিম দিগেতে হয় মন্তক তাহার ॥ ৪৩
 পূর্বদিকে অগ্রভাগ, উদর দক্ষিণে ।
 উত্তরে শঙ্খের পৃষ্ঠ জানিহ শমনে ॥ ৪৪
 পঞ্চকোশ আড়ে দীর্ঘে হয় শঙ্খবর ।
 শঙ্খের উপরে ক্ষেত্র অতি মনোহর ॥ ৪৫
 ত্রীরোহিণীকুণ্ড বট জগন্নাথ আর ।
 শঙ্খনাভি দেশে এই তিনের বিহার ॥ ৪৬
 এই নীলাচল ক্ষেত্র পরম সুন্দর ।
 পরাংপর স্থান এই বৈকুণ্ঠের পর ॥ ৪৭
 এই পূণ্য অন্তর্ক্বেদ পঞ্চকোশ হয় ।
 দেবগণ হেতা বাস সদাই বাঞ্ছয় ॥ ৪৮
 শঙ্খ অগ্রে নীলকণ্ঠ ক্ষেত্রপাল শিরে ।
 মধ্যে দেব-দেবীগণ সুখে সুবিহরে ॥ ৪৯
 দ্বিতীয় আবর্তে হয় কপাল-মোচন ।
 বিমলা তৃতীয়াবর্তে শুনহ শমন ॥ ৫০
 ব্রহ্মরূপ মরসিংহ প্রভুর দক্ষিণে ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে বাহার দর্শনে ॥ ৫১
 কল্পবৃক্ষ-চ্ছায়া পাপ নাশে সুনিশ্চয় ।
 বটের মহিমা কহিবারে শক্তি নয় ॥ ৫২
 রোহিণী নামেতে এই কুণ্ড পরাংপর ।
 কারণ-জলেতে পূর্ণ আছে নিরন্তর ॥ ৫৩
 ইহার যে জল বৃদ্ধি হয় শ্রলয়েতে ।
 সেই জল লয় হয় পশ্চাৎ ইহাতে ॥ ৫৪
 অতএব নাম কহি রোহিণী আখ্যান ।
 দরশন মাত্র ইহা মুক্তি করে দান ॥ ৫৫
 মহাপ্রলয়েতে বৃদ্ধি যেই জল হয় ।
 অর্দ্ধাশনী অর্দ্ধ তার ভোজন করয় ॥ ৫৬
 অতএব অর্দ্ধাশনী বলিয়ে ইহারে ।
 ইহার দর্শন যেই করে, সেই তরে ॥ ৫৭
 বেদান্তে প্রকাশ শ্রবণাদি যে সাধন ।
 সেই সব সাধন না জানে মুখজন ॥ ৫৮
 সেই অজ্ঞ এই ক্ষেত্রে বাসস্থানি করে ।
 সে সব সাধন বিনা অনায়াসে তরে ॥ ৫৯

বিচার নাহিক যম জানিহ এখার ।
 যথায় তথায় ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি পায় ॥ ৬০
 বহু উপদেশে আর কিবা প্রয়োজন ।
 কাক দেখে বিষ্ণুরূপ করিল ধারণ ॥ ৬১
 অতএব হেথা অধিকারের বিহীনে ।
 চিন্তা দূর কর যম আমার বচনে ॥ ৬২
 লক্ষ্মী বলে অপরূপ শুনহ শমন ।
 সংক্ষেপে কহি যে কিছু ক্ষেত্রবিবরণ ॥ ৬৩
 পূর্বে এই অন্তর্ক্বেদী রক্ষার কারণে ।
 অঙ্গ হৈতে কৈল অষ্টশক্তি-প্রকাশনে ॥ ৬৪
 মঙ্গলা বিমলা সর্বমঙ্গলা চণ্ডিকা ।
 অর্দ্ধাশনী লম্বা কালরাত্রি মরীচিকা ॥ ৬৫
 এই অষ্টশক্তি পুরী করয়ে রক্ষণ ।
 কভু প্রবেশিতে নারে অন্নপূর্ণা জন ॥ ৬৬
 গৌরীয়ে অষ্টধা ভেদ দেখিয়া শঙ্কর ।
 আপনি অষ্টধা হইয়া মাগে ইষ্টবর ॥ ৬৭
 তুষ্ট হইয়া হরি তাঁরে ক্ষেত্রস্বামী কৈলা ।
 শক্তিগণ সনে অষ্টদিগেতে স্থাপিলা ॥ ৬৮
 ক্ষেত্রপালকাম যমেশ্বর বিবেশ্বর ।
 কপালমোচন নীলকণ্ঠ বটেশ্বর ॥ ৬৯
 দ্বৈশানে মার্কণ্ডেশ্বর এই অষ্ট হরে ।
 স্থাপিয়া উজ্জল কৈলা ক্ষেত্র মনোহরে ॥ ৭০
 মনুষ্য কি পশুপক্ষী পতঙ্গাদি কীটে ।
 ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি পায় না পড়ে সঙ্কটে ॥ ৭১
 অতএব ত্যজ যম বৃথা অভিমান ।
 হেথা অধিকার না পাইবে মতিমান ॥ ৭২
 এত কহি ব্রহ্মা চাহি বলে আর বার ।
 শুন প্রজাপতি তুমি অতি গুপ্তসার ॥ ৭৩
 এই ক্ষেত্রবর হয় হরির স্বরূপ ।
 হরির অভিন্ন ক্ষেত্র শুন লোক-ভূপ ॥ ৭৪
 ত্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র যাহার স্মরণে ।
 অশেষ দুর্গতি হৈতে মুক্ত জীবগণে ॥ ৭৫
 এতেক মহিমা যদি ইহার নিশ্চয় ।
 তথাপি যমেরে হরি হইলা সদয় ॥ ৭৬

এই দেবলীলা হইবেন অন্তর্দ্বান ।
দারুদেহ ধরিবেন প্রভু ভগবান ॥ ৭৭
জগন্নাথ নাম ধরি এই দয়াময় ।
তারিবে পতিত দীনে সদর-হৃদয় ॥ ৭৮
অহঙ্কারে বে মূঢ় করিবে অবিশ্বাস ।
যমে অধিকার তাগে দিলা ঐনিবাস ॥ ৭৯
সত্যযুগে হৈব রাজা ইন্দ্রচ্যাম নাম ।
তখন দেখাবো দারুমুণ্ডি অল্পমম ॥ ৮০
প্রতিষ্ঠা করিবে তুমি আপনি আসিয়া ।
ভবিষ্য কখন कहিলাম বিবরিয়া ॥ ৮১
এবে যম সহ তুমি বিদায় হইয়া ।
নিজ নিজ স্থানে চল হুঃখ তেয়াগিয়া ॥ ৮২
এত শুনি হুই জনে হরষিত মতি ।
ভূমে পড়ি প্রণমিয়া রমা রমাপতি ।
ব্রহ্মা আর যম গেলা নিজ নিজ স্থানে ৮৩

পুণ্ডরীক অশ্বরীষ প্রসঙ্গ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে ।
দারুদেহ মহিমা শুনহ একমনে ॥ ১
পুণ্ডরীক অশ্বরীষ হুঁহার কখন ।
এইত প্রসঙ্গে শুন সাধু মুনিগণ ॥ ২
কুরুক্ষেত্রে জন্ম হুই মহা হুঁরাচার ।
এক বিপ্রপুত্র এক ক্ষত্রিয়কুমার ॥ ৩
বিপ্র পুণ্ডরীক ক্ষত্র অশ্বরীষ নামে ।
হুই জনে জনম লভিল একদিনে ॥ ৪
শিশুকালে দ্রুপদ হইল অতিশয় ।
হুইজনে সখ্য কৈল হরিষ-হৃদয় ॥ ৫
পারে ধরি আছাড়িয়া অস্ত্র শিশু মারে ।
তার মাতা আইলে তারে করয়ে প্রহারে ॥ ৬
এইমতে হুঁহাকার শিশুকাল গেল ।
পোগণ্ডেতে বিদ্ধা অধারন না করিল ॥ ৭
যৌবনেতে বেঙ্গাসহ নদাই বিহার ।
মদিরা করয়ে পান হুই হুঁরাচার ॥ ৮

গো ব্রাহ্মণ হিংসা কত কৈল অনিবার ।
পাপ বলি করিতে নাহিক কিছু আর ॥ ৯
একদিন মত্ত হৈয়া ভ্রমে হুই জনে ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল এক বজ্র স্থানে ॥ ১০
শ্রবণ করিয়া বেদ-বিধি মন্ত্রগণ ।
হুঁহাকার মত্ততা ঘুচিল ততক্ষণ ॥ ১১
স্মরণ হইল মনে নিজ নিজ জাতি ।
হুঁহে ভাবে কোন্ রূপে পাইব নিকৃতি ॥ ১২
বিপ্রগণ গড়ে দৌহে কাতরে পড়িল ।
পাপ সব কহি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসিল ॥ ১৩
হুই মহাপাপী দেখি সকল ব্রাহ্মণ ।
শাস্ত্র বিচারিয়া কহে নির্ভর বচন ॥ ১৪
উদ্ধার উপায় কিছু শাস্ত্রে নাহি দেখি ।
শুনিয়া হইল দৌহে মনে অতি হুঃখী ॥ ১৫
সেই সভা-মধ্যে এক ছিল বিজবর ।
ঋকবেদী মহাজ্ঞানী বেদান্তে তৎপর ॥ ১৬
তিনি কহে প্রবেশহ অনল ভিতর ।
তুমানলে দহ নিজ নিজ কলেবর ॥ ১৭
কিংবা বিষ পান কিংবা ডুবহ সলিলে ।
নতুবা এ পাপ নাহি যাবে কোনকালে ॥ ১৮
সেই সভা মধ্যে এক তপস্বী বৈষ্ণব ।
দৌহারে কহয়ে অতি করিয়া গৌরব ॥ ১৯
এ ঘোর পাতকে যদি চাহ বিমোচন ।
মোর বোলে নীলাচলে করহ গমন ॥ ২০
দারুদেহ জগন্নাথ কর দরশন ।
সকল পাতক হৈতে হুইবে মোচন ॥ ২১
এ ঘোর পাতক তুলা-রাশির সমান ।
দাবানলরূপ তাহে সেই ভগবান ॥ ২২
দরশন মাজে সব পাপ হবে ক্ষয় ।
বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ বিজয় ॥ ২৩
এত শুনি হুই জনে পড়ি ভূমিতলে ।
তার পদ বন্ধিয়া চলিল নীলাচলে ॥ ২৪
ত্রিভুজনাপাদপঙ্ক করি আশ ।
জগন্নাথমঙ্গল কহে বিশ্বস্তর দাস ॥ ২৫

জৈমিনি বলয়ে সবে গুন সাবধানে ।
 অমৃত মিলিত কথা দাক্ষক্য গুণে ॥ ২৬
 তবে পুণ্ডরীক অক্ষরীষ দুই জন ।
 ছষ্টাচার ছাড়ি হৈল অতি শুদ্ধ মন ॥ ২৭
 বেস্তাসঙ্গ যদিরা ত্যজিল দুই জনে ।
 হবিষ্যার জলাহার করিল নিয়মে ॥ ২৮
 মনে মনে প্রভুর চরণ করি ধ্যান ।
 কিছু দিনে আইলেন গুরুবোস্তম ধাম ॥ ২৯
 বিধি মতে সমুজ্জের জলে স্নান করি ।
 হরমিতে দুই সখা প্রবেশিল পুরী ॥ ৩০
 ক্রীমন্দিরধারেতে হইল উপনীতে ।
 দণ্ডবৎ হইয়া তথায় পড়িল ভূমিতে ॥ ৩১
 গরগর অন্তর নয়নে জলধার ।
 জয় জগন্নাথ বলি ডাকে বার বার ॥ ৩২
 উঠিয়া প্রভুরে চাহে করিতে দর্শন ।
 দেখিতে না পায় তাঁরে পাপের কারণ ॥ ৩৩
 হায় হায় করি দৌহে করয়ে বিবাদ ।
 পাপের কারণে হৈল এতক প্রমাদ ॥ ৩৪
 যদি প্রভুপদ না পাইলাম দেখিতে ।
 বুঝা এই দেহ আর কি কাজ রাখিতে ॥ ৩৫
 গুনিয়াছি ভকতির বশ জগন্নাথ ।
 ভকতি করিলে করে কৃপা দৃষ্টিপাত ॥ ৩৬
 যদি বা পাতকী মোরা হই অতিশয় ।
 জগন্নাথ বিনা কেবা আছেয়ে আশ্রয় ॥ ৩৭
 এই দক্ষকৃত জগন্নাথ নাম ধরে ।
 আমরা নহি যে কিছু জগত-বাহিরে ॥ ৩৮
 যদবধি না পাইব প্রভুর দর্শন ।
 তদবধি উপবাস করিব নিয়ম ॥ ৩৯
 এই মতে দুই সখা দৃঢ় করি মনে ।
 উপবাস করিয়া রহিল সেই খানে ॥ ৪০
 যাক্ষ জগৎপতি প্রভু নারায়ণ ।
 রাত্রি দিন এই যাত্র বলে দুই জন ॥ ৪১
 তিন দিন উপবাসে গেল এই মতে ।
 জ্যোতি এক দেখে দৌহে তৃতীয় নিশিতে ॥ ৪২

জ্যোতি দেখি হৈল মনে দরশন আশ ।
 পুনঃ আর তিন দিন করে উপবাস ॥ ৪৩
 এইমতে ছয় দিন ছয় রাত্রি গেল ।
 সপ্তম দিবস অস্তে রাত্রি প্রবেশিল ॥ ৪৪
 তার অর্ধরাত্রে হৈল সর্বসুখোদয় ।
 সুশীতল মলয় পবন মন্দ বয় ॥ ৪৫
 দৌহাকার ভাগ্য-কল উদয় হইল ।
 সাক্ষাৎ প্রভুর রূপ দেখিতে পাইল ॥ ৪৬
 রত্নসিংহাসনে বসি প্রভু নারায়ণ ।
 চারিদিকে স্তুতি করে যত দেবগণ ॥ ৪৭
 দরশন মাঝে মুক্ত হৈল পাপ হৈতে ।
 দিব্যজ্ঞান পাইয়া দৌহে লাগিল দেখিতে ॥ ৪৮
 উরিল নীরদ নীল-গিরির উপরে ।
 কুবলয় বিকশিত কালিন্দী মাঝারে ॥ ৪৯
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-ধারী ।
 দিব্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত গ্রীহরি ॥ ৫০
 রতন-পাছকা-পীঠে চরণ অর্পণ ।
 প্রফুল্লপুণ্ডরীক প্রসন্নবদন ॥ ৫১
 বামদিকে লক্ষ্মী, বাম ভূজে বেড়ি তাঁরে ।
 তাহুল যোগায় দেবী পরম সাদরে ॥ ৫২
 দেবীগণ রত্নবেত্র করেছে ধারণ ।
 কেহ কেহ করিতেছে চামর ব্যজন ॥ ৫৩
 গন্ধতৈলে দীপ্ত রত্নদণ্ড-দীপগণ ।
 কোন কোন রূপসীতে করেছে ধারণ ॥ ৫৪
 কোন রামা পশ্চাতে ধরেছে রত্ন-ছত্র ।
 কেহ সম্মুখেতে ধরিয়াছে ধূপ-পাত্র ॥ ৫৫
 সুধুগিত সেই পাত্র-কৃষ্ণ অঙ্কুরেতে ।
 স্বর্গের কিরণ জিনি অজের শোভাতে ॥ ৫৬
 প্রভুর সম্মুখে করবোড়ে দেবগণ ।
 নন্দ-শির হৈয়া সবে করয়ে স্তবন ॥ ৫৭
 নীলার অলস দুষ্টে সেই দেবগণে ।
 অহুগ্রহ করিছেন সন্তোষিত মনে ॥ ৫৮
 সনকাদি সিদ্ধগণ দিব্য সুনিগুণে ।
 নারদাদি গন্ধর্ব গায়ক বহু জনে ॥ ৫৯

সহাস্রবদনে প্রভু অমুগ্রহ করে ।
 গীত স্তব লীলায় শুনে বিশ্বস্তরে ॥ ৬০
 প্রজ্ঞাদাদি ভক্তগণ সম্মুখে দাণ্ডারে ।
 করয়ে স্বরূপ ধ্যান প্রেমের ভোর হয়ে ॥ ৬১
 চিত্ত আকর্ষণ লীলা করয়ে প্রকাশ ।
 দেবতাগণের ছবি কৌস্তভে বিলাস ॥ ৬২
 বিশ্বস্তর বিশ্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করে ।
 দেব দেবীগণ পুষ্প বরিষে উপরে ॥ ৬৩
 স্তম্ভরী অঙ্গরাগণ নাচয়ে অগ্রেতে ।
 মলিন গদধার সব লক্ষ্মীর সাক্ষাতে ॥ ৬৪
 অঙ্গভঙ্গিক্রমে সবার নৃত্য মনোহর ।
 ক্ষণেক কোতুক দেখে প্রভু দামোদর ॥ ৬৫
 এইরূপ দিবালীলা করেন বিলাস ।
 দেখি বিজ্ঞ ক্ষত্র দৌহে হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৬৬
 সকল বিভ্রান্তে জ্ঞান হৈল ততক্ষণে ।
 তিনবার প্রদক্ষিণ কৈলা নারায়ণে ॥ ৬৭
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতলে ।
 শত শত ধারা বহে নয়ন-স্রবণে ॥ ৬৮
 গদগদ বাক্যে পুণ্ডরীক মহামুনি ।
 প্রভুরে করয়ে স্তব করি পুটপাণি ॥ ৬৯
 পুণ্ডরীক মূনিবর, যোড় করি হই কর,
 এই বেশে করয়ে স্তবন ।
 নমঃ প্রভু বিশ্বরূপ, সংসার আধার রূপ,
 স্থষ্টিস্থিতি নাশের কারণ ॥ ৭০
 নমোনমো নারায়ণ, পরমাত্মা পরায়ণ,
 পরমার্থরূপ পরাংপর ।
 নাহি তব জন্ম নাশ, নিত্যানন্দ পরকাশ,
 ভক্ত-নরনে স্তুগোচর ॥ ৭১
 কল ভোগে করে আশ, সেই সবে মায়াদাস,
 জনমে ময়রে বার বার ।
 সেই সব অতি হুঃখী, কদাচ নহে হুঃখী,
 মোরে নাথ লহ তার পার ॥ ৭২
 তন নাথ কৃপাময়, ভুবনেতে হেন হয়,
 কার্যহীনে করয়ে করুণা ।

নাহি কাজ আপনার, দীনগণে কর পার,
 এই অতি মহিমার সীমা ॥ ৭৩
 তথাপিহ মূৰ্খগণ, ভোগ-আশে উপাসন,
 করে তোমা মারাত্তে ভুলিয়া ।
 অবহেলে হয় মুক্তি, বাহারে করিলে স্থতি,
 তাঁরে ভোগ ময়রে বাঙ্ছিয়া ॥ ৭৪
 জীবগণ কর্মকলে, কতু সুখ হুঃখ মিলে,
 স্বর্গে উঠে পড়য়ে অবনী ।
 জলযন্ত্র বাটবত, উঠে পড়ে অবিরত,
 সে সবারে তার চক্রপাণি ॥ ৭৫
 যজ্ঞসার তব নাম, সুনির্মল অমুপম,
 লইলেই মুক্তি সুনিশ্চর ।
 যেই যেই যজ্ঞ করে, সেই কল দেহ তারে,
 নাম তাহা নাহি বিচরয় ॥ ৭৬
 পড়িল যে ভবনীরে, আশ্রয় করিয়া তারে,
 পার কর তুমি কৃপাময় ।
 জাননোকা আরোহণ, করিয়াছে যেই জন,
 তার কর্ণধার সুনিশ্চর ॥ ৭৭
 অনন্ত ভক্তের আশ, পূর্ণ কর ত্রিনিবাস,
 অচেতনে ভবে কর পার ।
 অত্র দেব দেয় মুক্তি, তোমাতে জন্মায়ে ভক্তি,
 সেই ভক্তি মাগে এই ছার ॥ ৭৮
 ধর্ম অর্থ কামগণ, অহিত এ অমুকণ,
 অন্ন সুখ কার্য নাহি তার ।
 ত্রাস যোগ সব ছাড়ি, ও চরণে ভক্তি করি,
 এইমাত্র মাগিলে তোমার ॥ ৭৯
 তব পাদাম্বুজদয়, চিন্তনে উত্তব হয়,
 অপার অগাধ সুখার্ণব ।
 তাহে ভুবি নিরন্তর, আজ্ঞা কর দামোদর,
 ত্রিজগত-নাথ সে বাঙ্ছয় ॥ ৮০
 এইরূপ স্তুতিবাণী, করি সেই বিজ্ঞমণি,
 ভূমে পড়ি করে নমস্কার ।
 শ্রীভ্রজনাথপদ, আশা করি সুসম্পদ,
 দীন বিশ্বস্তর কহে সার ॥ ৮১

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।

উৎকল মাহাত্ম্য ।

তবে অধরীষ কত করিল স্তবন ॥ ৮২

স্তব পূজা করিয়া সকল দেবগণ ।

স্বর্গে নিজ নিজ স্থানে করিল গমন ॥ ৮৩

বিশ্বর হইয়া হুঁহে নয়ন প্রকাশে ।

মোহিত হইলা তবে বিষ্ণুমায়াবশে ॥ ৮৪

যেই লীলা দেখিলেন অস্থির নরনে ।

স্বপ্ন সম তারে জ্ঞান করে দুই জনে ॥ ৮৫

স্বপ্নপ্রায় মহৈশ্বর্য্য হুঁহে নিরখিল ।

ধ্যানভঙ্গ হয়ে পুনঃ দেখিতে লাগিল ॥ ৮৬

দিব্য সিংহাসনে বসি প্রভু জগন্নাথ ।

বলাই স্তভজা স্তম্ভদর্শন করি সাধ ॥ ৮৭

প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ প্রভু শ্রিয়ঃপতি ।

নবীন নীরদ অঙ্গ নয়ন আরতি ॥ ৮৮

হরির দক্ষিণে দেখে প্রভু হলধর ।

হুঁ আঁখি ঘূর্ণিত কিবা শ্বেত কলেবর ॥ ৮৯

সপ্তকণা শোভে শিরে মুকুট তাহায় ।

হুঁহা মাঝে স্তভজা স্তম্ভরী শোভা পায় ২০

কুঙ্কম-অরুণদেহা অম্বুজ-লোচনী ।

কোটি চাঁদ জিনি মুখ জগত-জননী ॥ ৯১

হরির বামেতে দেখে চক্ৰ স্তম্ভদর্শন ।

কোটি সূর্য্য-প্রভা জিনি অরুণ বরণ ॥ ৯২

দেখিয়া আনন্দ হৈয়া হুঁহে মহাশয় ।

বার বার প্রশংসা করিয়া হুঁহে কয় ॥ ৯৩

ধন্য ধন্য সেই বিপ্র কৈল উপদেশ ।

ধন্য মোরা দেখিলাম শ্রীউৎকল দেশ ॥ ৯৪

ধন্য ক্ষেত্র ধন্য ধন্য প্রভু জগন্নাথ ।

ধন্য লীলা বাজারে বিকায় দেখি ভাত ॥ ৯৫

এইরূপে বার বার করি প্রশংসন ।

মহানন্দে ক্ষেত্রে বাস কৈলা দুই জন ॥ ৯৬

এইরূপে হুঁহে সখা শ্রীক্ষেত্রে রহিল ।

দেহান্তরে নির্দোষ মুকুতি হুঁহে পাইল ॥ ৯৭

মুনিগণ কহে তবে করিয়া বিনয় ।

কোথা সেই ক্ষেত্রবর কহ মহাশয় ॥ ১

জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ ।

উৎকল নামেতে দেশ পরম পাবন ॥ ২

দক্ষিণ সমুদ্র তীরে হয় সেই স্থান ।

শ্বেতদ্বীপ সম সেই হরি নিত্য ধাম ॥ ৩

সর্ব বর্ণে নিজ নিজ ধর্ম্মেতে তৎপর ।

দেব দ্বিজ গুরু সেবে আনন্দ অন্তর ॥ ৪

অতিথি সেবন করে কাষ-বাক্য-মনে ।

ভকতি পিরীতি ধনে তোষে সর্বজন ॥ ৫

লজ্জা-ধর্ম্ম-ভূষা-পতিব্রতা নারীচর ।

সুশীলা সু-আচারী সুরূপা সবে হয় ॥ ৬

নানা বৃক্ষ লতা পুষ্প বিচিত্র উদ্যান ।

দিঘী সরোবর কূপ শোভে স্থানে স্থান ॥ ৭

কত কত পর্ব্বত কত বা নদীগণ ।

কত দেশ উৎকলেতে না যায় কথন ॥ ৮

ঋষিকুল্যা নদী যেই হয় মুনিগণ ।

দক্ষিণ সমুদ্রে তার হইল মিলন ॥ ৯

সে অবধি মহানদী সুবর্ণরেখার ।

মধ্যদেশ উৎকল নগর জ্ঞান সার ॥ ১০

এর মধ্যে আছে বহু ক্ষেত্র দেবালয় ।

ভূস্বর্গ বলিয়া ক্ষেত্র দেবগণে কয় ॥ ১১

এইত অবধি সূত্রখণ্ড বিবরণ ।

এবে লীলাখণ্ড সেবে করহ শ্রবণ ॥ ১২

পতিত অধম আমি অযোগ্য অজ্ঞান ।

দয়া করি শুন সবে পূর মনস্কাম ॥ ১৩

বাগকের বাক্য বলি না করিহ ঘৃণা ।

শ্রোতা সবে শুন মোরে করিয়া করুণা ॥ ১৪

গলিত নির্দোষ যদি কাকের বদনে ।

সাধুগণ ত্যাগ তাহা না করে কখনে ॥ ১৫

বিজ্ঞা নাহি পঠি, নাহি করি অধ্যয়ন ।

সেই প্রভু যে লিখান করিয়ে লিখন ॥ ১৬

মোর কিবা শক্তি হয় বর্ণন করিতে ।

ইচ্ছার প্রকাশ লীলা কৈলা দীননাথে ॥ ১৭

জয় জয় জগন্নাথ করুণা-সাগর ।

লীলা স্মৃতি আমারে করাহ নিরন্তর ॥ ১৮

সূত্রখণ্ড সম্পূর্ণ ।

লীলাখণ্ডঃ ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বিবরণ ।

জয় জয় শ্রীশঙ্করগোসাঞি দয়াবান ।
 জয় শিলাপুত্র প্রেম ভক্তি কর দান ॥ ১
 জয় জয় শচীর ছালাল গোরারায় ।
 জয় প্রভু নিত্যানন্দ বন্দি তব পায় ॥ ২
 জয়দৈতাচার্য্য শ্রীপণ্ডিত গদাধর ।
 শ্রীবাস পণ্ডিত জয় প্রেমকলেশ্বর ॥ ৩
 ভক্তগোষ্ঠী সহ জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
 অবতরি রাধানাথ ক্ষিতি কৈলা ধন্য ॥ ৪
 জয় জয় দারুভ্রম্ম প্রভু জগন্নাথ ।
 বলাই সুভদ্রা আর সুদর্শন সাথ ॥ ৫
 জয় জয় ক্ষেত্রবাসী শ্রীবৈষ্ণবগণ ।
 শিরে ধরি বন্দিলাম সবার চরণ ॥ ৬
 সুব্রতপুত্র সাজ লীলাখণ্ডের বর্ণন ।
 দারুভ্রম্ম যেই মতে হৈলা প্রকটন ॥ ৭
 নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণে ।
 জৈমিনিরে জিজ্ঞাসিল পরম যতনে ॥ ৮
 কহ কহ মুনিবর অদ্বৈত কখন ।
 লীলাখণ্ড কথা কহ করিব শ্রবণ ॥ ৯
 কিরূপে হইলা দারুভ্রম্মের প্রকাশ ।
 সেই কথা কহ মুনি শুনিবারে আশ ॥ ১০
 কোন্ বংশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি জন্মিলা ।
 কোন্ দেশে বাস করি প্রজারে পালিলা ॥ ১১
 কিরূপে পুরুষোত্তমে গেলা নৃপমণি ।
 করিলা প্রকাশ বিষ্ণু-প্রতিমা অবনী ॥ ১২
 সর্ব তত্ত্ব জান তুমি মহাবিচক্ষণ ।
 যে যেরূপ কহ সেই সব বিবরণ ॥ ১৩
 জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মনিগণ ।
 উত্তম জিজ্ঞাসা কৈলে করহ শ্রবণ ॥ ১৪

যেই ত চরিত্র হয় অতি পুরাতন ।
 সদা শুভ করে দান পাতকনাশন ॥ ১৫
 শ্রবণ কবিলে ভক্তি মুক্তি করে দান ।
 সেই সব কথা শুন হয়ে সাবধান ॥ ১৬
 প্রথম পরাক্ষি গত যখন হইল ।
 দ্বিতীয় পরাক্ষি আসি উদয় করিল ॥ ১৭
 স্বায়ম্ভুব প্রথম মনুর অধিকারে ।
 তাহে সত্যযুগে বাহা কহিয়ে বিস্তারে ॥ ১৮
 মরীচি নামেতে হৈল ব্রহ্মার মনন ।
 তাঁর পুত্র হইলা কশ্যপ ভূপাধন ॥ ১৯
 কশ্যপের পুত্র হৈলা সূর্য্য মহাশয় ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হৈলা তাঁহার তনয় ॥ ২০

তথাহি—

আসীং কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ ।
 সূর্য্যবংশে স ধর্ম্মাত্মা অষ্টঃ পঞ্চমপুরুষঃ ॥
 সত্যযুগে হৈলা ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি ।
 সত্যবাদী সদাচার দাতা শুদ্ধমতি ॥ ২১
 সাত্বিকের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পালে প্রজাগণ ।
 প্রজাগণে দেখে যেন আপন নন্দন ॥ ২২
 আত্ম-পরমাত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানেতে প্রবীণ ।
 ক্ষত্রধর্ম্মে শত্রুগণে করেছে অধীন ॥ ২৩
 সভায় বসিয়া সদা পূজে দ্বিজগণে ।
 পিতামাতা সেবে রাজা কায়-বাক্য-মনে ॥ ২৪
 অষ্টাদশ বিত্তার দ্বিতীয় বৃহস্পতি ।
 ঐশ্বর্য্যে হয়েন যেন ইন্দ্র সুরপতি ॥ ২৫
 ভাণ্ডার সঞ্চয়ে রাজা কুবের সমান ।
 দাতা ভোক্তা শ্রিয়বাদী অতি ভূপবান্ ॥ ২৬
 সুভগ শ্রীমান্ সর্ব-মুখ-অধিকারী ।
 সত্যবাদী সদাই বিষ্ণুর হিতকারী ॥ ২৭

আকিত্য সন্ধান তেজ বলয়ে রাজক ।
 সমর্থ না হয় সবে করিতে দূরন ॥ ২৮
 সহস্রাবধে রাজহর যজ্ঞধর ।
 সাবধান হৈয়া করিলেন নরবর ॥ ২৯
 মোক্ষ-বাছাবুদ্ধ সদা পরম শ্রীমান্ ।
 সকল গুণেতে হয় রাজার বাধান ॥ ৩০
 মালব নামেতে দেশ-বিখ্যাত ভুবনে ।
 অবন্তীনগর তাহে বৈসয়ে রাজনে ॥ ৩১
 নানা রঙ্গে যুক্ত সেই অবন্তী নগর ।
 দ্বিতীয় অমরাবতী শোভে মনোহর ॥ ৩২
 সেই খানে রহি রাজা কায়-বাক্য-মনে ।
 অদ্ভুত করিলা ভক্তি বিষ্ণুর চরণে ॥ ৩৩
 এইরূপে রহে রাজা অবন্তীনগরে ।
 বরনারীগণ সদা সেবয়ে সাদরে ॥ ৩৪
 বিষ্ণুপূজা করে সদা হরিষ-হৃদয় ।
 একদিন শ্রীপতির পূজার সময় ॥ ৩৫
 দেবতার গৃহে রাজা প্রবেশ করিল ।
 সেই কালে পুরোহিত রাজার আইল ॥ ৩৬
 সঙ্গে বহু পণ্ডিত দৈব কবিগণ ।
 তীর্থযাত্রিগণ আর অনেক ব্রাহ্মণ ॥ ৩৭
 সেই কালে জগন্নাথ জটিলরূপেতে ।
 পথে মিলি চলিলেন পুরোহিত সাথে ॥ ৩৮
 নীলাচলক্ষেত্র প্রকাশিতে সর্বজনৈ ।
 জটিলরূপেতে চলে রাজ সন্নিধানৈ ॥ ৩৯
 তেজোময় সন্ন্যাসী দেখিয়া বিপ্রবর ।
 সঙ্গে লয়ে চলিলেন করিয়া আদর ॥ ৪০
 এই সব সঙ্গে বিজ্ঞ প্রবেশ করিল ।
 দেখি রাজা আদরেতে তাঁহারে বলিল ৪১
 শুন পুরোহিত হেন ক্ষেত্র জান তুমি ।
 যথায় সাক্ষাৎ হস্তি বিহরে আপনি ॥ ৪২
 এই নেত্রে দরশন পাবি কি করিতে ।
 যদি জান কহ দেব আমার তরিতে ॥ ৪৩
 শুন পুরোহিত চাহি তীর্থযাত্রিগণে ।
 বিনয় করিয়া বলে মধুর বচনে ॥ ৪৪

শুন শুন ধর্মশীল তীর্থযাত্রিগণ ।
 যাহা কহিলেন রাজা করিলে শ্রবণ ॥ ৪৫
 সেই সভা মধ্যে যেই জটিল আছিল ।
 রাজারে করুণা করি কহিতে লাগিল ॥ ৪৬
 শুন মহারাজ কিছু আমার বচন ।
 শিশুকাল হৈতে আমি করিছি ভ্রমণ ॥ ৪৭
 ভ্রমণ করিহু আমি সেই তীর্থগণে ।
 সেই সব নাম নর আমা হৈতে শুনে ॥ ৪৮
 মনুষ্যের অগম্য দেখিহু তীর্থগণ ।
 বতনে কহিব তার বিস্তার কথন ॥ ৪৯
 জটিল বলয়ে রাজা শুনহ বচন ।
 পৃথিবীর তীর্থ আমি করিহু ভ্রমণ ॥ ৫০
 তাহাতে ভারতবর্ষ এক স্থান হয় ।
 ওড়্রদেশ নাম তার শুন মহাশয় ॥ ৫১
 সেই ওড়্রদেশেতে দক্ষিণ সিদ্ধ তীরে ।
 পুরুষোত্তম নাম ক্ষেত্র হয় মনোহরে ॥ ৫২
 সেই ক্ষেত্রবর হয় নীলগিরি নাম ।
 চারি দিক্ কাননে আবৃত অমুপম ॥ ৫৩
 কল্পবট আছে এক সেই গিরি মাঝে ।
 চারিদিকে এক এক ক্রোশ সেই সাজে ॥ ৫৪
 তাহার পত্রের ছায়া লাগে যার গায় ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ তার দূরেতে পলায় ॥ ৫৫
 তাহার পশ্চিমে কুণ্ড রোহিণী নামেতে ।
 সেই কুণ্ড পূর্ণ রাজা পাবন-বারিতে ॥ ৫৬
 স্পর্শিলে তাহার জল মুক্তিপদ পায় ।
 কুণ্ডের মহিমা কত কহনে না যায় ॥ ৫৭
 তার পূর্বতটে আছে প্রভু ভগবান ।
 ইন্দ্রনীলমণি-নীলমাধব আখ্যান ॥ ৫৮
 কুণ্ডে নান করি যেই দরশন করে ।
 ততক্ষণে মুক্তি পায় নাহিক বিচারে ॥ ৫৯
 প্রভুর পশ্চিমদিকে এক স্থান হয় ।
 শবরদীপক বলি তাহারে ঘোষণ ॥ ৬০
 উত্তম আশ্রম রাজা কহিবে তাহারে ।
 শবরের বর চারদিকে শোভা করে ॥ ৬১

একপদী পথ আছে দেই স্থান হৈতে ।
 গমন করয়ে বিষ্ণু আলয়ে যে পথে ॥ ৬২
 শ্রীনীলমাধব রূপ প্রভু ভগবান ।
 দরশন মাত্র তারে মুক্তি করে দান ॥ ৬৩
 তাঁর সেবা লাগি আমি বনবাসী হৈয়া ।
 সংবৎসর আছিলাম ব্রত আচারিয়া ॥ ৬৪
 প্রভুর দেখিতে নিতি আসে দেবগণ ।
 কলত্র করুণ করয়ে বরিষণ ॥ ৬৫
 নানা স্ততিগান আমি শুনিলাম কানে ।
 এ ছেন মহিমা রাজ্য নাহি কোন খানে ॥ ৬৬
 পুরাতন বাক্য এক তথায় শুনিল ।
 মাধবে দেখিয়া কাক চতুর্ভুজ হৈল ॥ ৬৭
 পূর্বে মহারাজ আমি ছিলাম অজ্ঞান ।
 হরি দেখি অষ্টাদশ হৈলু বিজ্ঞান ॥ ৬৮
 হেনই নির্মল হইয়াছে মোর মন ।
 বিষ্ণু বিনা নয়নে না করি দরশন ॥ ৬৯
 তুমি মহাত্মা তোমা করিতে আদেশ ।
 আইলাম মহারাজ্য তোমার এদেশ ॥ ৭০
 মান ভূমে নাহি কিছু মোর প্রয়োজন ।
 এই মাত্র মাগি ভজ মাধবচরণ ॥ ৭১
 মিথ্যা জ্ঞান না করিহ আমার বচন ।
 সত্য সত্য জান এই সব বিবরণ ॥ ৭২
 এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন জটিল করিয়া ।
 অন্তর্দান হইলেন সবারে বন্ধিয়া ৭৩

বিজ্ঞাপতি রামার বৃত্তান্ত ।

জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ ।
 জটিলের অন্তর্দান দেখিয়া রাজন ॥ ১
 ব্যাকুলিতচিত্ত হৈয়া কহে নরপতি ।
 হায় হায় এবে কি হইবে মোর গতি ॥ ২
 পুরোহিতে চাহি কহে বিবাদিত মনে ।
 কিরূপে পুরুষোত্তম করিব দর্শনে ॥ ৩

পুরোহিত কহে রাজা না হও কাতর ।
 অবশু দেখিবে তুমি দেব গদাধর ॥ ৪
 বিজ্ঞাপতি আমার কনিষ্ঠ সহোদর ।
 ক্ষেত্রে পাঠাইব তাঁরে শুন নরবর ॥ ৫
 তথা গিয়া মাধবের উদ্দেশ করিয়া ।
 বিবরণ কহিবেন তোমারে আসিয়া ॥ ৬
 এত কহি নিজালয়ে পুরোহিত গেলা ।
 বিজ্ঞাপতি সহোদরে বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ৭
 শুনিয়া হার্ষ-চিত্ত হৈল তপোধন ।
 রাজার নিকটে শীঘ্র করিয়া গমন ॥ ৮
 তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ্য দেখিয়া তাঁহারে ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে গদগদ স্বরে ॥ ৯
 শুন দেব বিজ্ঞাপতি করি নিবেদন ।
 যতপি আপনি ক্ষেত্রে করেন গমন ॥ ১০
 নির্গম করিয়া স্থান কহেন আমারে ।
 তবে দয়া জানি দেব এই হুরাচারে ॥ ১১
 বিজ্ঞাপতি কহে মোর ভাগ্যে এই বাণী ।
 স্থিরচিত্ত হৈয়া তুমি রহ নৃপমণি ॥ ১২
 এইক্ষণে ক্ষেত্রে আমি করিব গমন ।
 এত কহি চলে দ্বিজ করি প্রদক্ষিণ ॥ ১৩
 রথে চাপি চলে বিজ্ঞাপতি মতিমান ।
 মনে মনে প্রহৃদ করিছেন ধ্যান ॥ ১৪
 রথমধ্যে বিজ্ঞাপতি ভাবয়ে অন্তরে ।
 পূর্বপুণ্যকল অগ্র ফলি আমারে ॥ ১৫
 যেই হেতু সাক্ষাৎ দেখিব রম্যপতি ।
 বাহারে দেখিয়া কাক পাইল অব্যাহতি ॥ ১৬
 ঋতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণে বাহারে ।
 নিরুপিত্তে নারে আমি দেখিব তাঁহারে ॥ ১৭
 কন্দ ধর্মজ্ঞানে বাঁধ পদ নাহি মিলে ।
 কেবল ভক্তির রস বেদে বাঁধে বলে ॥ ১৮
 প্রতিলোম বাঁধার ব্রহ্মাণ্ড মালাময় ।
 বাঁধার নিম্নাঙ্গে বেদ উপাদান হয় ॥ ১৯
 যেই বস্তু স্তম্ভ পঙ্ককোষের ভিতরে ।
 স্বরূপ জ্ঞানেতে মাত্র জানিয়ে বাহারে ॥ ২০

বেই হরি হন নীলগিরির ভূষণ ।
 সাক্ষাৎ তাঁহারে আজি করিব দর্শন ॥ ২১
 এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে মুনিস্বর ।
 বহু দেশ লঙ্ঘিরে আরনয় অন্তর ॥ ২২
 কতদিনে মহানদী হইলেন পার ।
 কাননে আইলা একা বিপ্লবের কুমার ॥ ২৩
 চতুর্ভুজময় সবে দেখয়ে সেখানে ।
 প্রণমিয়া চলিলা শঙ্কর দরশনে ॥ ২৪
 কোটা লিঙ্গেশ্বর দেখি প্রণাম করিয়া ।
 তথা হৈতে চলে বিপ্র হরিব হইয়া ॥ ২৫
 বহু দেশ নদ নদী কানন লঙ্ঘিয়া ।
 নীলাচলে বিপ্রবর উত্তরিল গিয়া ॥ ২৬
 অতি উচ্চ গিরিবন কণ্টকে ব্যাপিত ।
 উঠিতে না পারি কালৈ মনে হয়ে ভীত ॥ ২৭
 হায় হায় কিবা বুদ্ধি করিব এখন ।
 কিরূপে বা পাব নীলমাধব দর্শন ॥ ২৮
 মজ্জা না দেখি সব সিংহ ব্যাজগণ ।
 নিশ্চয় হইল বুঝি আমার মরণ ॥ ২৯
 এত কহি কুশোপরি করিয়া শয়নে ।
 জপয়ে প্রণব মন্ত্র ঐকান্তিক মনে ॥ ৩০
 হেনকালে মজ্জবোর রব শুনে কানে ।
 ধীরে ধীরে গেল বিপ্র গিরির পশ্চিমে ॥ ৩১
 চতুর্ভুজ দেখে শুখা বৈসে যত জনে ।
 দরশন করি প্রণমিল সেইখানে ॥ ৩২
 নয়ন বাহিনী ধান্না বহে অনিবার ।
 হরি হরি বলি ডাকে ব্রাহ্মণকুমার ॥ ৩৩
 হেনকালে বিশ্বাবসু স্বর্ণতে শবর ।
 হরির সেবক সেই মহাভক্তবর ॥ ৩৪
 নীলমাধবের মালা প্রসাদ হইয়া ।
 নিজগৃহে আসিছেন হরির হইয়া ॥ ৩৫
 ব্রাহ্মণে দেখিয়া সেই শবরনন্দন ।
 ভূমে পড়ি পদযুগ করিল বন্দন ॥ ৩৬
 সম্মান করিয়া কহে বচন মধুর ।
 মোর গৃহে কেন আইলে ব্রাহ্মণ ॥ ৩৭

অতিথি পাইলু বড় ভাগ্য সে আমার ।
 বিপ্র বিষ্ণু এক বস্তু এক তত্ত্বসার ॥ ৩৮
 বিত্তাপতি বলয়ে শুনহু মহামতি ।
 ইন্দ্রদ্রুম রাজা জান অবস্কার পতি ॥ ৩৯
 হরির উদ্দেশে মোরে হেথা পাঠাইল ।
 দেখিয়া তাহার জন্ম করিব সকল ॥ ৪০
 যদবধি না দেখিব প্রভুর চরণ ।
 তাবৎ রহিব উপবাস মোর পণ ॥ ৪১
 শুনিয়া শবররাজ হইল বিস্ময় ।
 এতদিনে বুঝি তেজিলেন দয়াময় ॥ ৪২
 বিশ্বাবসু মনে হৈল পূর্ব বিবরণ ।
 সত্যযুগে ইন্দ্রদ্রুম হবেন রাজন ॥ ৪৩
 মহাভক্তিমান রাজা আসিয়া এখানে ।
 করিবে সহস্র যজ্ঞ হরির তোষণে ॥ ৪৪
 নীলরূপী নারায়ণ হবে অন্তর্দান ।
 পুনঃ দারুণপে প্রকটিব ভগবান ॥ ৪৫
 অগ্রেতে গমন করি তাঁর পুরোহিত ।
 মাধব দেখিয়া তাঁকে করিব বিদিত ॥ ৪৬
 এই কথা ভালমতে প্রসিদ্ধ আছে ।
 এই কালে অন্তর্দান হব দয়াময় ॥ ৪৭
 তবে আর বিপ্র প্রেতারণা কিবা কায ।
 ব্রাহ্মণের মন হুঃখে হইবে অকায ॥ ৪৮
 এত ভাবি বলে তাঁরে মধুর বচন ।
 আইস নীলমাধব করিব দরশন ॥ ৪৯
 এত বলি করে ধরি বিপ্রেরে লইয়া ।
 গিরির উপরে ছুয়ে উত্তরিল গিয়া ॥ ৫০
 শ্রীমোহিনীকুণ্ড বট দরশন করি ।
 শ্রীনীলমাধবের বিপ্র দেখে নেত্র ভরি ॥ ৫১
 কোটি কাম জিনি রূপ প্রসন্নবদন ।
 নবীন-নীরদ-তরু অতি অল্পবয়স ॥ ৫২
 চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ।
 হৃদয়ে কোষে কোটি স্বর্বাতিবহারী ॥ ৫৩
 গলে দোলে বনমালা বৈজয়ন্তী মরে ।
 মাধব মুকুট অঙ্গে নানা আভরণে ॥ ৫৪

উরণের তুলনা ভুবনে নাহি হেরি ।
 ভকত ভাবিলে জানে তাহার মাধুরী ॥ ৫৫
 বামদিকে শোভা করে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
 সৈন্ধবের সীমা বীণা-বাণপরায়ণী ॥ ৫৬
 শ্রাম মেঘে তড়িত জড়িত কি যে শোভা ।
 একজ্ঞে উদিত হেম-নীলমণি-আভা ॥ ৫৭
 মাধব-বদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া ।
 আছরে বদনে মুক্ত হাসি মিশাইয়া ॥ ৫৮
 ফণাবৃন্দ ছাত্র ধরি অনন্ত পশ্চাৎ ।
 সমুদ্রেতে স্নানদর্শন গরুড়ের সাথ ॥ ৫৯
 রূপ দেখি মুচ্ছিত হইল বিপ্রবর ।
 আখে বাণে ভুলি কোলে করিল শবর ॥ ৬০
 প্রেমার পরমানন্দে ব্রাহ্মণ ডুবিল ।
 ছকর ছুড়িয়া স্তব করিতে লাগিল ॥ ৬১
 বিদ্যাপতি হুইমতি করয়ে স্তবন ।
 বিশ্বসার, নারাপার, পরম কারণ ॥ ৬২
 বিশ্ববাপী, বিশ্বরূপী, সকলের পর ।
 পরমাশ্রয়, পরতত্ত্ব, সর্ব-অধীশ্বর ॥ ৬৩
 সর্বময়, সর্বশ্রয়, বীজ সবাকার ।
 অন্তর্যামী, বিশ্বরামী, সর্ববেদসার ॥ ৬৪
 নিশাত্ম, ভাস্করূপ, আদিদীপ্তিকারী ।
 সর্বরূপ, সর্বভূপ, সর্বময় হরি ॥ ৬৫
 পদজাত, গঙ্গা খ্যাত, ত্রিলোক-তারিণী ।
 লীলাগণ, অমুকণ, বিস্তার আপনি ॥ ৬৬
 শস্ত্র তরে, যজ্ঞ করে, ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
 অগ্নিতলে, ঘৃত ঢালে, তোমাকে অর্পণ ॥ ৬৭
 সনানন্দ, অংশানন্দ, জীবন সবার ।
 নারাপার, দেহধর, নির্মল আকার ॥ ৬৮
 জগন্ময়, পুন হও, জগত-বাহির ।
 পদবাহ, আঁখি বহু, বহুমুখশির ॥ ৬৯
 সর্বজিত, সর্বহিত-কারী নারায়ণ ।
 কমলার, অন্ত ধার, কমল আসন ॥ ৭০
 পদ্মপত্র-জিনি নেত্র, কমলবদন ।
 কর দয়া, পদচ্ছায়া, দিয়া নারায়ণ ॥ ৭১

বারে বারে, ভব ঘোরে, ডুবায় আমায় ।
 তার পরে, লহ মোরে, হইয়া সহায় ॥ ৭২
 এই মতে স্তব করি প্রণাম করিয়া ।
 শবর সহিতে তাঁর গৃহে উত্তরিয়া ॥ ৭৩
 সেই রাজি নিবসিয়া শবরের সনে ।
 তাঁর সহ সখ্য কৈলা হরিষ বিধান ॥ ৭৪
 প্রভুর নির্মল্য মালা তাঁর স্থানে পেয়ে ।
 প্রাতে সিদ্ধ স্নান করি হরি প্রণমিয়া ॥ ৭৫
 তবে প্রদক্ষিণ করি সেই ক্ষেত্রবর ।
 বিদ্যাপতি চলি গেল অবন্তীনগর ॥ ৭৬
 সেই দিন সারাক্ষে যতেক দেবগণ ।
 নিত্য অনুরূপ আইলা করিতে দর্শন ॥ ৭৭
 সেই কালে ঘোর বাত বহিতে লাগিল ।
 স্তবর্ণ-বালুকা উড়ি দিক্ আচ্ছাদিল ॥ ৭৮
 অতিশয় ঘোরতর প্রলয় সমান ।
 অন্ধকার হৈল কিছু নাহি হয় জ্ঞান ॥ ৭৯
 চক্ষু মেলি চাহিতে না পারে দেবগণে ।
 শক্তি নাহি ত্রীনীলমাধব দরশনে ॥ ৮০
 তবে সব স্তোর বাত নিবর্ত্ত হইল ।
 দেবগণ নিজ নিজ আঁখি প্রকাশিল ॥ ৮১
 দেখয়ে বালুকারাশি পর্কিত প্রমাণ ।
 মাধবরোহিণীকুণ্ড হৈল অন্তর্দান ॥ ৮২
 ব্যাকুলিতচিত্ত হৈয়া যত দেবগণ ।
 অঙ্গ আছাড়িয়া সবে করয়ে রোদন ॥ ৮৩
 তবে সব দেবগণ, হরে বিবাদিত মন,
 উচ্চস্বরে করিল রোদন ।
 নয়ন উৎসকারী, ত্রীনীলমাধব হরি,
 কোথা গেলে পাব দরশন ॥ ৮৪
 কি করিব হার হার, কেন আশা সবাকার,
 ঘটিল এ চরিত্র অপার ।
 তাজিলেন দয়াময়, প্রাণ স্থির নাহি ভয়,
 কোথা যাব কি করিব আর ॥ ৮৫
 কিবা অপরাধ দেখি, তাজিলে করুণ আঁখি,
 অঙ্গ হ সেবকের গণে ।

শরীর বিভূতি তব, আমরা সকল দেব,
 কদে ভ্যাগ কর কি কারণে ॥ ৮৩
 তন দেব দেবরাজে, আমরা সবা বেই পূজে,
 যে কিছু কামনা মনে করি ।
 তব আদেশেতে ফলে, তুমি তারে কুড়ুলে,
 এ তোমার অইকার ধরি ॥ ৮৭
 আর স্বর্গে না যাইব, নিরাহারে বনে রব,
 জটাবন্ধ করিয়া ধারণে ।
 যদবধি দরশন, না পাইব নারায়ণ,
 নিশ্চয় তাবৎ রব বনে ॥ ৮৮
 তোমার দর্শন হীন, আমরা অনাথ দীন,
 ডুবিয়াছি দুর্ধারব নীরে ।
 দীনবদ্ধ জগন্নাথ, কর কৃপা-দৃষ্টিপাত,
 উদ্ধারহু আমরা সবাকারে ॥ ৮৯
 এইরূপে দেবগণে, কান্দে বিষাদিত মনে,
 সদয় হইয়া দেবরায় ।
 অন্তরীক্ষে রহি কহে, তুন দেবগণ ওহে,
 না কান্দহু তুনহু উপায় ॥ ৯০
 যদ্ব তাজ এ বিষয়ে, হুল্লু-দর্শন হয়ে,
 আজি হৈতে শ্রীনীলমাধব ।
 এথায় যে প্রণমিবে, দরশন ফল পাবে,
 এই কথা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৯১
 এথা নমস্কার করি, যাহ সবে ব্রহ্মপুত্রী,
 কারণ জানাও ব্রহ্মা-স্থান ।
 তুনি সব দেবগণ, প্রণমিয়া সেই থান,
 ব্রহ্মলোকে করিল গমন ।
 মাধবের অন্তর্দান, বর্ণিতে বিদরে প্রাণ,
 কিবা করি না লিখিলে নয় ॥ ৯২
 তবে সব দেবগণ গেল ব্রহ্মাস্থানে ।
 সাব্বাইলা ব্রহ্মা সবে আশ্বাস বচনে ॥ ৯৩
 না কান্দিহু দেবগণ যাহ নিজালয় ।
 প্রভুর চরিত্র এই বুঝিতে বিশ্বাস ॥ ৯৪
 সম্প্রতি হইল শ্রীমাধব অন্তর্দান ।
 পুন দাক্ষপে প্রকটিবে ভগবান ॥ ৯৫

এত শুনি দেবগণ প্রবোধ পাইয়া ।
 নিজ নিজ গৃহে গেল দুঃখিত হইয়া ॥ ৯৬
 হেথা তুন বিদ্যাপতি অবস্খীনগরে ।
 মাধব নির্মালা মালা দিলেন রাজারে ॥ ৯৭
 হরির নির্মালা দেখি অবস্খীর পতি ।
 প্রেমগদগদ বাক্যে করে বহু স্তুতি ॥ ৯৮
 আজি জন্ম কর্ম সব সফল আমার ।
 প্রেমে পূর্ণ নরপতি বলে কার বার ॥ ৯৯
 জয় জয় মালা-রূপ মাধব আপন ।
 আজি আমি করিলাম সাক্ষাৎ দর্শন ॥ ১০০
 মুকুন্দের শিরোভূষা মালা নমস্কার ।
 কলতরুগন্ধে তুচ্ছ করে গন্ধ যার ॥ ১০১
 যার মধু-গন্ধে অন্ধ হয় অলিগণ ।
 যার বায়ে জগতের কলুষ নাশন ॥ ১০২
 পদ্মা হৃৎপদ্মবসতিং সপত্নী যা হসত্যসৌ ।
 বিকসিতৈঃ স্নুকুসুমৈবিশ্বদৃষ্টিভিগর্কিতঃ ॥
 প্রফুল্ল কুসুমগণ মালাতে যে হয় ।
 বুকিলাম প্রফুল্ল কুসুম সেই নয় ॥ ১০৩
 দেখ হরি বক্ষে থাকে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
 সেইত হৃদয়ে মালা থাকেন আপনি ॥ ১০৪
 তখন হৃদয়ে থাকি গর্কিতা হইয়া ।
 কমলারে আপনার সপত্নী মানিয়া ॥ ১০৫
 বিকসিত পুষ্প-চ্ছলে হাসিয়া জানায় ।
 দেখ রম্য বক্ষে বাস মোর সর্কোথায় ॥ ১০৬
 হেন কণ্ঠ-ভূষা দেখিছু নয়নে ।
 আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কহনে ॥ ১০৭
 তুনহু উজ্জলমালা মোর নিবেদন ।
 কোন তপে হেন ফল কৈলে উপার্জন ॥ ১০৮
 যেই তুমি সতত শ্রীনিধির শরীরে ।
 সর্ব অঙ্গে ব্যাপিয়াছ আনন্দ অন্তরে ॥ ১০৯
 এইরূপ করিতে করিতে নরপতি ।
 বাড়িল আনন্দসিদ্ধ প্রেমে পূর্ণ অতি ॥ ১১০
 ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজা দণ্ডবৎ করে ।
 গুলক-কদম্ব ফুটে প্রতি কলেবরে ॥ ১১১

তবে বিত্তা-সিংহাসনে বসিয়া রাজন ।
রাজারে ঘেরিয়া বৈসে পাত্তমস্ত্রিগণ ॥ ১১২
সম্মুখেতে বিত্তাপতি বৈসে সিংহাসনে ।
জিজ্ঞাসা করয়ে রাজা বিনয় বচনে ॥ ১১৩

—০—

বিত্তাপতির মাল্যপ্রাপ্তি ও ক্ষেত্র
বিবরণ কথন ।

তবে নরপতি, হরষিত অতি,
• জিজ্ঞাসিল বিবরণ ।
যথায় কখনে, না কর গমনে,
সে কথা জান কেমনে ॥ ১
কহে বিত্তাপতি, শুন মহামতি,
নীলগিরি সন্নিধানে ।
আছয়ে শবর, গণ বহুতর,
তথা বিশ্বাবস্তু নামে ॥ ২
সবার প্রধান, সেই মতিমান,
তাঁর সহ সখা হৈল ।
তেঁই সঙ্গে লয়ে, ভ্রমণ করিয়ে,
স্থান সব দেখাইল ॥ ৩
সখার সহিতে, সায়াক্ষ কালেতে,
ভ্রমিছু গিরি-উপরে ।
হরি সন্নিধান, গেলাম যখন,
সেই কালে নৃপবরে ॥ ৪
অশীতল বাত, অগন্ধির সাথ,
বহে অতি মনোরম ।
আকাশ মণ্ডলে, শুনি কুতূহলে,
বহুবিধ ধ্বনিগণ ॥ ৫
চল যাহ যাহ, প্রস্থান করহ,
বার বার ইহা কর ।
হরি সন্নিধান, আইল দেবগণ,
পুষ্প-বরিষণ হয় ॥ ৬
বীণা বেণু তুরী, মৃদঙ্গ ঝাঝরি,
বাজয়ে বহু বিশাল ।

সুধার মাখনি, সুপদ মাখনি,
গাইল গান রসাল ॥ ৭
দিব্য উপচারে, সহস্র প্রকারে,
দেব কৈল সমর্পণ ।
জয় জগৎপতি, এইরূপ স্তুতি,
বহু কৈল দেবগণ ॥ ৮
রব শুনি কানে, না দেখি নয়নে,
সেই সব দেবতায় ।
প্রভু তুষি তবে, সেই দেব সবে,
পুন স্বর্গপুরে যায় ॥ ৯
পূর্ব আগমন, কহিছু যেমন,
সেইরূপে সবে গেলা ।
সেই উপহার, এই মালা আর,
সখা মোরে আনি দিলা ॥ ১০
অলক্ষ্যে রাক্ষস, পাপ করে নাশ,
মালা সর্ব সুখ হেতু ।
মান কোনকালে, না হয় এ মালে,
শুন শুন ধর্ম সেতু ॥ ১১
তোমার কারণ, করিয়া যতন,
আনিয়াছি মালাবর ।
ক্ষেত্রবিবরণ, শুনহ রাজন,
যেই কথা মনোহর ॥ ১২
কার শক্তি হয়, কহিতে নির্ণয়,
স্থানপতি বিবরণ ।
তব ভাগ্যবলে, পুরুষার্থ ফলে,
করলাম দরশন ॥ ১৩
বিস্তার আয়াম, পঞ্চকোশ ধাম,
ক্ষেত্ররাজ রাজা হয় ।
চৌদিকে কানন, অতি মনোরম,
নীলগিরি বিরাজয় ॥ ১৪
সমুদ্রের তীরে, ক্ষেত্র শোভা করে,
সুবর্ণ বালুকাময় ।
নীলগিরি শিরে, অন্ন তরুরে,
হেয়িতে আনন্দময় ॥ ১৫

আয়তন তার, এক ক্রোশ যার,
 নাহি হয় ফুল ফল ।
 রবি-ঘবে চলে, ছায়া নাহি টলে,
 শুন শুন মহাবল ॥ ১৬
 তাহার পশ্চিমে, কুণ্ড মনোরমে,
 রোহিণী তাহার নাম ।
 জলাধার হৈতে, নীল পাষাণেতে,
 শোভে বিচিত্র সোপান ॥ ১৭
 তার চারিভিতে, স্ফটিক-নির্মিতে,
 শোভে উচ্চ বেদীগণে ।
 কারণ-বারিতে, সে কুণ্ড পূর্ণিতে,
 মুক্তি জল পরশনে ॥ ১৮
 বিষ্ণুপতি কহে শুন তপন তনয় ।
 কুণ্ড-পূর্বদিকে এক স্বর্ণবেদী হয় ॥ ১৯
 কল্লবট সুশীতল ছায়া মনোহর ।
 বিরাজয়ে বেদী পর জগৎ-ঈশ্বর ॥ ২০
 ইন্দ্রনীলমণিময় করয়ে বিরাজ ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপন্ন সাজ ॥ ২১
 একাশী অঙ্গুল তার দেহ পরিমাণ ।
 সূর্যের পদ্মাসনে প্রভু ভগবান ॥ ২২
 ললাট শোভয়ে অষ্টমীর বিধু যিনি ।
 নীলোৎপল আঁখি তেরছ চাহনি ॥ ২৩
 একাশীতাস্ত্রলমিতঃ স্বর্ণপদ্মোপরিস্থিতঃ ।
 অষ্টমীচক্রশকলশোভাবিজয়িতালভুঃ ॥
 নাসাপুট কুল্লতিল কুসুম জিনিয়া ।
 বিনতানন্দন দাস যে নাসা দেখিয়া ॥ ২৪
 পূর্ণবিধু বদনের অমৃত কিরণে ।
 তাপিতের তাপত্রয় করে বিমোচনে ॥ ২৫
 যদি বা পাঁচাণময় শ্রীবপুধারণ ।
 তথাপি ধরয়ে এই সব নিদর্শন ॥ ২৬
 অধর হাসিতে মাখা হান্তে গণ্ড ফুলে ।
 তাহাতে চিবুক হস্ত স্বকণী উজ্জ্বলে ॥ ২৭
 হস্ত বিদ্যায় ওষ্ঠ দুই গণ্ডস্থল ।
 চিবুক স্বকণী হস্ত বদন উজ্জ্বল ॥ ২৮

দয়া করি বিশ্বকর্মান্বিত রচনাতে ।
 চিত্রগণ ধরে শিল্পিগণ প্রকাশিতে ॥ ২৯
 মকরকুণ্ডল শোভে দুই শ্রুতিমূলে ।
 মাঝে মুখচাঁদ শোভা কি কহিব তুলে ॥ ৩০
 দুই পার্শ্বে গুরুগুরু মাঝে বিধুবর ।
 এমতি শোভিছে মুখ-কুণ্ডল সুন্দর ॥ ৩১
 কর্ণদেশ কর্ণভূষাগণে শোভা করে ।
 দক্ষিণ আবর্ত শঙ্খ মুকুতা যেন ধরে ॥ ৩২
 স্বকণ্ঠগুপ্ত সুপীন আয়ত মনোরম ।
 আজামুলস্থিত চারি ভুজ অঙ্গুণম ॥ ৩৩
 পরিসর বক্ষঃস্থল সুন্দর শোভিত ।
 নিম্নল মুকুতাহার তাহাতে ভূষিত ॥ ৩৪
 উজ্জল মুকুতা পুন বক্ষঃসজ পায়ে ।
 প্রকাশ করয়ে তেজ রবিরে জিনিরে ॥ ৩৫
 কর্ণমাঝে শ্রীমণি কোস্তত সুশোভন ।
 মাঝে তার ছটা লাগিয়াছে মুকুতাগণ ॥ ৩৬
 যেন কোস্তভের মাঝে এ চৌদ্দ ভুবন ।
 প্রতিবিম্ব হইয়াছে ধরে নারায়ণ ॥ ৩৭
 নিম্ন নাভি হৃদ স্তন্য রোমাবলীগণ ।
 আবিল্ব হইয়া মনোহর সুশোভন ॥ ৩৮
 যেন করিবর নিজ গুণ বাড়াইয়া ।
 জলপান করে সরোবরে মগ্ন হৈয়া ॥ ৩৯
 মুকুতাহার দোলে দুই উরুর উপরে ।
 কটীতে ত্রিবলিমধ্য স্থাপু সম সরে ॥ ৪০
 সুরস মেথলা দাম কিঙ্কণীর জালে ।
 তথি মনোহর অতি সুসুতার মালে ॥ ৪১
 দুই ক্ষিচ সন্ধিস্থান পরম শোভন ।
 উজ্জল লাবণ্যের বসতি ঘাতে হন ॥ ৪২
 পীতাম্বর পরিধান মুকুতাহার মলে ।
 জঘন অবধি সে মুকুতা মালা দোলে ॥ ৪৩
 শুভ্রের সমান দুই উরুর শোভন ।
 তাহে পীতবাস বেড়া মুকুতাদোলন ॥ ৪৪
 মুক্তিদানে মাংসল্য তোরণ খাটাইল ।
 তোরণ আশ্রয় দুই উরু শুভ্র হৈল ॥ ৪৫

অনুক্রমে বর্ষ ল'শোভেরে জাহ্নবী ।
 চরণের তুলনা ভুবনে নাহি হয় ॥ ৪৬
 রক্ত উৎপল কিবা জলের মাঝারে ।
 শ্বেতবর্ণ পুষ্প ফুটে তার ধারে ধারে ॥ ৪৭
 রতন বলয়া শোভে এ হেন চরণে ।
 দেখিয়া ভুলিছ আর না কিরে নয়নে ॥ ৪৮
 অলঙ্কৃত সর্ব অঙ্গ যুক্ত-অলঙ্কারে ।
 হেন রূপ নাহি আর এ তিন সংসারে ॥ ৪৯
 জ্ঞান অহংকার ঐশ্বর্য বেদ সাথে ।
 শঙ্কটক্রগদাপন্ন ধরে চারি হাতে ॥ ৫০
 দিক আলা করি রহে নীলাঞ্জলিধরে ।
 স্মরণে ভক্তি দেয় বন্ধ হৈতে তারে ॥ ৫১
 বিজ্ঞাপতি কহে রাজা করহ শ্রবণ ।
 অদ্ভুত দেখিছ যাহা করি নিবেদন ॥ ৫২
 মাধবের বামপার্শ্বে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
 সৌন্দর্যের সীমা বীণাবাদ্য পরায়ণী ॥ ৫৩
 মাধব বদনে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া ।
 আছেন বদনে মুহু হাসি মিশাইয়া ॥ ৫৪
 সকল সৌন্দর্য্য তাঁর দেহেতে বসতি ।
 কমলাক্ষী কমলবদনী কলাবতী ॥ ৫৫
 জগতের পিতা মাতা অবনীর মাঝ ।
 আপন নয়নে দেখিয়াছি মহারাজ ॥ ৫৬
 করুণা করয়ে তারে যে করে দর্শন ।
 সাক্ষাৎ এহেতু জ্ঞান হইল রাজন ॥ ৫৭
 তাঁহার পশ্চাতে রাজা অনন্ত বিহরে ।
 ফণাবৃন্দ ছত্র করি ধরিয়াছে শিরে ॥ ৫৮
 প্রভু অগ্রে দেখিলাম চক্রে সুদর্শন ।
 দেহ ধরি ঘোড় হাতে আছে বিজ্ঞান ॥ ৫৯
 সুদর্শন পশ্চাতে গরুড় মহামতি ।
 ঘোড়াহাতে দাড়াইয়া করিতেছে স্তুতি ॥ ৬০
 এইরূপ অদ্ভুত সকল রূপ দেখি ।
 আনন্দ-সমুদ্রে ডুবি গেল মোর আঁখি ॥ ৬১
 রজ্জু বাঁধি যেন কেহ করে আকর্ষণে ।
 এইরূপ মন সদা ধায় সেইখানে ॥ ৬২

বহু জন্মফল যদি এক কালে ফলে ।
 সেই ফলে মাধবের দরশন মিলে ॥ ৬৩
 তীর্থস্থান ফলদান বেদ যজ্ঞ ব্রহ্মে ।
 মর্ত্য জন সেই রূপ না পায় দেখিতে ॥ ৬৪
 পুরুষোত্তম নাম বিষ্ণু মূর্তি নীলমণি ।
 নিরমল অম্বর সমান অলঙ্কারি ॥ ৬৫
 সেইরূপ ধ্যান সদা করে যেই জন ।
 পাপে মুক্ত হয়ে পায় শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ৬৬
 অষ্টাদশ বিজ্ঞা নির্দান ফল মিলি ।
 বিষ্ণু দর্শনের শত ভাগ ফল বলি ॥ ৬৭
 কামনা অধিক ফল মিলে সেই থানে ।
 সেই দাতা সত্যবাদী যে করে দর্শনে ॥ ৬৮
 সর্ব যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ সর্বগুণে ।
 যেই মাধবের রূপ দেখিল নয়নে ॥ ৬৯
 মাধব সেবক যারা তথায় নিবসে ।
 সেই সব হৈতে তত্ত্ব গুনিছ বিশেষে ॥ ৭০
 যেই রূপ দেখিছ করিছ নিবেদন ।
 ইথে মহারাজ কর যাহা লয় মন ॥ ৭১

—০—

বিজ্ঞাপতির মুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব গুনিয়া
 রাজার উক্তি ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 বিজ্ঞাপতি মুখে তত্ত্ব গুনিয়া রাজন ॥ ১
 পরম হরিষে রাজা কহিতে লাগিল ।
 এত দিনে শুভ ভাগ্য উদয় হইল ॥ ২
 এত দিনে সকল কলুষ হৈল নাশ ।
 যোগ্য হইলাম ক্ষেত্রে করিতে নিবাস ॥ ৩
 অনেক জন্মের মোর পাতকের চর ।
 মালার পরশে এককালে হৈল কর ॥ ৪
 এবে রাজ্যসহ ক্ষেত্রে করিয়া প্রাণ ।
 নিবাস করিব গড় করিয়া নির্মাণ ॥ ৫
 ক্ষেত্রে নিবসিলা অশ্বমেধ যজ্ঞ করি ।
 নিত্য শত উপচারে পূজিব শ্রীহরি ॥ ৬

পরম তাপিত আশা দেখি মারায়ণ ।
 বচন-পীযুষে বোঝে করিবে সিকন ॥ ৭
 নিশ্চয় নিশ্চয় মোর এইত নিশ্চয় ।
 শ্রীপুরুষোত্তমকেন্দ্রে করিব বিজয় ॥ ৮
 এইরূপ নরপতি বলে বার বার ।
 হেনকালে নারদ করিলা আশুসার ॥ ৯
 বীণায় কুঙ্কর শব্দ গাইতে গাইতে ।
 উপনীত হইলেন রাজার সভাতে ॥ ১০
 সান্বিতাদি অষ্টভাবে সমাই বিভোর ।
 হরি বলি নয়নে গলয়ে বহু লোর ॥ ১১
 বৈষ্ণবের শিরোরশি ব্রজার নন্দন ।
 শতস্বর্ঘ্য-তেজস্বী সে উজ্জল বরণ ॥ ১২
 দেখি সভা সহ রাজা সম্মুখে উঠিল ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইল ॥ ১৩
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি বোড় হাত হয়ে ।
 মুনিবরে কহে কিছু বিনয় করিয়ে ॥ ১৪
 যজ্ঞ তপ দান মোর ব্রত অধ্যয়ন ।
 আজি সে সকল তব গমন কারণ ॥ ১৫
 নারদ বলয়ে রাজা আমি জানি ভালে ।
 ধ্যানে জ্ঞানিলাম তুমি যাবে নীলাচলে ॥ ১৬
 শীঘ্র যাত্রা নির্ণয় করহ নরবর ।
 নীলাচলে যাব হুঁহে চলহ সহর ॥ ১৭
 এত শুনি রাজা দৈবজ্ঞেরে ডাকাইল ।
 কেত্র যাত্রা নিরূপণ দৈবজ্ঞ করিল ॥ ১৮
 জ্যৈষ্ঠ শুক্ল সপ্তমীতে পুষ্যা শুক্রবার ।
 এই দিন নিরুপিতা করিয়া বিচার ॥ ১৯
 ভক্তিভক্ত মহিমা শুনিলা মুনিস্থানে ।
 পাঠগ্রন্থে সে সকল আছরে বর্ণনে ॥ ২০
 নারদ সহিত তবে সৌতি একাসনে ।
 রাজি বহিলেন হস্তি-কথা আলাপনে ॥ ২১
 উৎকল-ধণ্ডের কথা অতি সুমধুর ।
 শ্রবণে পরমানন্দ তাপ করে দুর ॥ ২২
 হইরূপ পুণি আশ্রি করিল বর্ণন ।
 পাঠ হেতু এক এক গীতের কারণ ॥ ২৩

যে কথা না পাবে ইথি পাইবে তথায় ।
 শ্লোক অর্থে মিলিবেক এইত উপায় ॥ ২৪
 ধন্য তাজি হরি কথা শুনহ সকলে ।
 কৃষ্ণ কথা শুনিলে সংসার তরি হেলে ॥ ২৫
 বিষম যমের দণ্ড নাহি পরিজ্ঞান ।
 ঘৃচিবে সে ভয় নামামৃত কর পান ॥ ২৬
 পরম দয়ালু প্রভু দেব জগন্নাথ ।
 নীলাচলে সুবিহার দেখহ সাক্ষাৎ ॥ ২৭
 জগতের হিত লাগি ব্রহ্মার প্রার্থনে ।
 অবতরি করেন উচ্ছিষ্ট বিতরণে ॥ ২৮
 বাহা ভুক্তি অগতি অধম তরে গেলে ।
 সাধন অপেক্ষা নাই যেই নীলাচলে ॥ ২৯
 হেন প্রভু রহিতেও পাষণ্ডের গণ ।
 অবস্থানে যাইতেছে যমের সদন ॥ ৩০
 যদি সাধা নাহি তথা গমন-কারণ ।
 তাঁর কথা শুন স্মৃতে পাবে সে চরণ ॥ ৩১
 মোর বাক্য বলি মনে ঘৃণা না করিবে ।
 পুরাণ-প্রসিদ্ধ ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৩২
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা দিলেন ঘোষণ ।
 রাজ্যসহ নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩৩
 যদবধি পরাণ ধরিব সর্ব্বজনে ।
 তাবত করিয়া বাস রহিব সেখানে ॥ ৩৪
 যার যেই কলিত আছরে বৃত্তিগণ ।
 সেই বৃত্তে তথায় রহিবে সেই জন ॥ ৩৫
 রাজা সব রাণীগণ-অমাত্যাদি লয়ে ।
 নীলাচলে যান সবে স্নসজ্জ হইয়ে ॥ ৩৬
 অগ্নিহোত্র অনলে বণিক্ ভাণ্ড সনে ।
 বিক্রয়ের দ্রব্য লয়ে ব্যবসায়ীগণে ॥ ৩৭
 সবে মিলি নীলাচলে করুন গমন ।
 স্বচ্ছন্দে করুন জগন্নাথ দরশন ॥ ৩৮
 মন্ত্রিগণ যতেক মণ্ডলগণ আর ।
 দৈবজ্ঞ শ্রায়জ্ঞ দণ্ডনীতে বুদ্ধি ধার ॥ ৩৯
 নৃত্য-গান-বাদ্যোক্ত-পণ্ডিত যত জন ।
 উত্তম ঔষধি-জাতা যত বৈদ্যগণ ॥ ৪০

দৃষ্টিকর্ণ-জ্ঞানী অষ্টাদশ বিদ্যাবান ।
 উপাঙ্গ বিদ্বান সবে করুন প্রেরণ ॥ ৪১
 বাটপাড় বেদে আর যত চোরগণ ।
 স্বর্ণকারগণ সহ করুন গমন ॥ ৪২
 চিত্রবাদী চাটুবাদী স্তাবক সকল ।
 শাস্ত্রবৃত্তিগণ সবে যান নীলাচল ॥ ৪৩
 শল্যহারিগণ আর যত দ্যুতকারী ।
 বাভিচারী নারী যত বেঙ্গাগণ আর ॥ ৪৪
 বেঙ্গাভুগ ধনী সব কৃষকের গণ ।
 মেঘ-ছাগ-ধর-উট-গোরক্ষক জন ॥ ৪৫
 শকুন্তলাদি যত কপি-রক্ষ আর ।
 ব্যাঘ্র-শার্দূলাদিরক্ষ মতেক প্রকার ॥ ৪৬
 অহিতুণ্ডি গোরক্ষ শবর যত জন ।
 আর যত বৈসে ইথি ম্লেচ্ছজাতিগণ ॥ ৪৭
 সবে মিলি হর্ষ হয়ে নিজ নিজ মনে ।
 গমন করুন নীলগিরি দরশনে ॥ ৪৮
 মালবদেশেতে জন্মি যেই সব জন ।
 মোর আজ্ঞা নিরন্তর করিছে পালন ॥ ৪৯
 নিজ নিজ বস্ত্র ভাগ করি সবজনে ।
 যেক্রমে মালবে করিতেছে নিবসনে ॥ ৫০
 সেইরূপ নিজ নিজ বাস্ত্র ভাগ হয়ে ।
 নীলাচল বাসে বাহু আনন্দ পাইয় ॥ ৫১

অন্তে চ যে মালবদেশজাতা
 আজ্ঞাং মদীয়ামহুপালয়ন্তি ।
 তেবাস্ত সর্কে বসন্তৌ হি নীলা-
 চলে যথাস্বং কৃতবাস্ত্রভাগাঃ ॥

—০—

নীলাচলগমনার্থ রাজার অভিষেক

এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সূর্য্যের নন্দন-
 হরিবে পুণ্ডিত অতি হইল তখন ॥ ১ ॥
 নারদ সহিত রাজা সজ্জা করিল ।
 নিরূপিত দিনে তবে দৈবজ্ঞে বলিল ॥ ২

এইত হইল সেই উত্তম সময় ।
 মাজলিক দ্রব্য আনিবারে যুক্ত হই ॥ ৩
 পুরোহিত মতে তুমি আন শীঘ্র করি ।
 বিলম্ব না সহে আর কর স্বরাকরি ॥ ৪
 আজ্ঞাপেয়ে দৈবজ্ঞ করিল আয়োজন ।
 যাত্রা করিবারে তবে বসিলা রাজন ॥ ৫
 সিংহাসনে বসিলা অবস্তী অধিকারী ।
 মঙ্গল আচার বিপ্র করে বেদ পড়ি ॥ ৬
 তবে সেই নরপতি, হয়ে সানন্দিত মতি,
 বসিলা উত্তম সিংহাসনে ।
 যাত্রা অভিষেক মত, মঙ্গল আচার যত,
 প্রথমে করয়ে বিপ্রগণে ॥ ৭
 শ্রীযুক্ত অনল হুকে, আর যে বরুণহুকে,
 তবে বায়ু হুকে মঙ্গলগণে ।
 পৃথক পৃথক বকে, তীর্থজল যব-গন্ধে,
 অভিষেক করিলা রাজনে ॥ ৮
 হস্ত বাস ঢাকি শিরে, স্নান করি দীপ্ত করে,
 ধুমহীন বহিসম সরে ।
 তবে গুরুবাস পরি, রাজা আচমন করি,
 কুশহস্তে নান্দীমুখ করে ॥ ৯
 রাজ্যজয়ী হোম তবে, করিলেন শুদ্ধভাবে,
 গণ হোম করিলা যতনে ।
 তবে করি শম্মধ্বনি, হরষিতে নৃপমনি,
 অনলে করিলা প্রদক্ষিণ ॥ ১০
 সে অনল স্বেতবর্ণ, স্তূপকাটা ধুমহীন,
 দক্ষিণ আবর্ত্ত শিখাগণ ।
 সাক্ষাৎ আপন করে, জয়সাক্ষাৎ নৃপবরে,
 মঙ্গল করিছে সমর্পণ ॥ ১১
 তবে নবগ্রহগণে, গুজা কৈল ক্রমে ক্রমে,
 জ্যোতিঃশাস্ত্র যত অঙ্গুলারে ।
 দৈবজ্ঞের বিচক্ষণে, পুঞ্জিল অবস্তীনাথে,
 হয়ে অতি আনন্দ অন্তরে ॥ ১২
 নবগ্রহ বজ্র করি, কুন্তলল মনে মনি,
 মঙ্গলভূষণ তবে-পারে ।

রতন মুকুট শিরে, পরিলেন নরবরে,
 শুভকালে পাগি বাজে শিরে ॥ ১৩
 রত্নের কুণ্ডলধর, শোভা অতি দীপ্তিময়,
 ক্রতিযুগে করিল ধারণ ।
 তরল সংযুক্ত হার, কণ্ঠভূষা কত আর,
 কণ্ঠেতে করিলা বিভূষণ ॥ ১৪
 করেতে পরিলা তাড়, অঙ্গদ বলয় আর,
 অঙ্গুলিতে মাণিকা অঙ্গুরী ।
 মহামূল্য ভূষণ, কত কব নিরূপণ,
 অঙ্গেতে পরিলা দণ্ডধারী ॥ ১৫
 মধ্যেতে জিবলী মাখে, কনকের সূত্র সাজে,
 পরিলেন তিন হার করি ।
 সূবর্ণ-কিঙ্কণীজালে, তাহে মুক্তা খোপ ঝুলে,
 কটিতে পরিলা হর্ষে ভরি ॥ ১৬
 পদে পরে অলঙ্কার, তুলনা নাহিক যার,
 বসন ভূষণে সজ্জ হয়ে ।
 মুকুর আনায়ে রায়, আপনাকে দেখে তায়,
 মনে অতি আনন্দ পাইয়া ॥ ১৭
 জৈমিনি বলয়ে শুন বত মুনিগণে ।
 এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন সকৌতুক মনে ॥ ১৮
 পূর্বমুখে করিয়া মঙ্গল আরোপণ ।
 শাস্ত্রানীত সর্ব কৰ্ম করি সমাপন ॥ ১৯
 পারিজাত হরণ করিয়া জগন্নাথ ।
 দ্বারকার ফিরি আইসে সত্যভামা-সাথ ॥ ২০
 এইরূপ হৃদয়ে ভাবিয়া নরবর ।
 প্রদক্ষিণ নারদে করিলা অতঃপর ॥ ২১
 সর্ব সুলক্ষণ তবে আসিয়া মিলিল ।
 যাত্রা করি দক্ষিণ চরণ বাড়াইল ॥ ২২
 সেইকালে বাজে বহু মঙ্গল বাজন ।
 বহু স্তমঙ্গল তবে দেখিয়া রাজন ॥ ২৩
 মুসিংহ দর্শন তবে করি নরপতি ।
 সেইখানে প্রেশিয়া দুর্গা ভগবতী ॥ ২৪
 দেবীর প্রসাদ বস্ত্র মস্তকে ধরিল ।
 রথের নিকট রাজা কৌতুকে চলিল ॥ ২৫

সেইকালে পুরবাসী সুলক্ষ হইয়া ।
 রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি চলিল ধাইয়া ॥ ২৬
 তবে শুভকণ্ঠে রথে চড়িল রাজন ।
 রাজারে ঘেরিয়া চলে অস্ত্র রাজগণ ॥ ২৭
 লক্ষ লক্ষ রথে শোভে লক্ষ লক্ষ রাজা ।
 মধ্য ভাহুসম ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাতেজা ॥ ২৮
 অন্তঃপুরনারীগণ চাপিয়া চৌদোলে ।
 রক্ষকে বেষ্টিত হয়ে চলে নীলাচলে ॥ ২৯
 রাজ্যসহ ইন্দ্রদ্যুম্ন গমন করিল ।
 নিজগুণে রাজা সবাকারে নিস্তারিল ॥ ৩০
 বৈষ্ণব-মহিমা কিছু কহনে না যায় ।
 বিষ্ণুভক্ত বিনা নাহি উদ্ধার-উপায় ॥ ৩১
 রথে চড়ি মহারাজা যায় নীলাচলে ।
 মহানন্দে লোক সহ হরি হরি বলে ॥ ৩২
 অবস্খী হইয়া পার সূর্য্যের তনয় ।
 চলিলেন পূর্বমুখে হরিষ-হৃদয় ॥ ৩৩
 তাজিয়া উদয়পুর মালবে আইলা ।
 সেই রাত্রি বন্ধি তথি প্রভাতে চলিলা ॥ ৩৪
 পূর্বাঙ্কে পুষ্করতীরে আইলা রাজনে ।
 স্নান দান কৈলা তথি হরষিত মনে ॥ ৩৫
 পার হয়ে পুষ্কর আইলা জয়নগরে ।
 নগর দেখিয়া রাজা প্রশংসা আচরে ॥ ৩৬
 তথি রাত্রি বন্ধি প্রাতে করিলা গমন ।
 পূর্বমুখে মহাস্থখে চলিলা রাজন ॥ ৩৭
 রাজগড়কুমের হইয়া রাজা পার ।
 আইলা ভরতগড়ে সূর্য্যের কুমার ॥ ৩৮
 ভরতের স্থান দেখি অতি মনোহর ।
 রাত্রি বন্ধিলেন তথি মালব ঈশ্বর ॥ ৩৯
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা বিমানে চাপিয়া ।
 পূর্বাঙ্কে মধুরাপুরী উত্তরিল গিয়া ॥ ৪০
 মধুবন দেখিয়া নারদ মুনিবর ।
 রাজারে বলয়ে অতি প্রমুদ অন্তর ॥ ৪১
 শুন রাজা মোর শিষ্য কবে এই বনে ।
 পাইল হরির পদ তপ আচরণে ॥ ৪২

তবে ধমুনাতে স্নান মুনিয়ার করি ।
 পার হয়ে দেখি বুলাবনের মাধুরী ॥ ৪৩
 বুলাবনে দেখি স্নুথে অবন্তীর পতি ।
 রাত্রি বঞ্চিলেন তথি হরষিত মতি ॥ ৪৪
 প্রভাতে উঠিয়া প্রণমিয়া সেই স্থান ।
 প্রেমানন্দে পূর্বমুখে করিলা গমন ॥ ৪৫
 তথা হৈতে চারি দিন গমন করিয়া ।
 চিত্রকূট পর্বতেতে উত্তরিল গিয়া ॥ ৪৬
 দীভারাম মূর্তি তথা করি দরশন ।
 বহুক্ষণ স্তব কৈলা সূর্য্যের নন্দন ॥ ৪৭
 তথি রাত্রি বঞ্চি প্রাতে চলে গঙ্গাতীরে ।
 দুই দিনে প্রয়াগে আইলা নরবরে ॥ ৪৮
 মাধব দেখিয়া চলিলেন তথা হৈতে ।
 দুই দিনে গঙ্গা পারে আইলা কাশিতে ॥ ৪৯
 বিশ্বেশ্বর দেখি প্রাতে চলে নরপতি ।
 পূর্বমুখে চলে রাজা হরষিত মতি ॥ ৫০
 সরস্বতী সরযু গঙ্গায় একধার ।
 পার হয়ে চলিলেন সূর্য্যের কুমার ॥ ৫১
 গঙ্গা তীরে তীরে রাজা করিলা গমন ।
 গয়াতে করিলা গদাধরের দর্শন ॥ ৫২
 তিন দিনে গঙ্গা পার হইয়া রাজনে ।
 রাজমহলেতে তবে আইলা দুই দিনে ॥ ৫৩
 তবে ত দক্ষিণ-মুখে চলিলা রাজনে ।
 বৈষ্ণনাথ শিব স্থান পাইলা তিন দিনে ॥ ৫৪
 তথা হৈতে দাক্ষিণাত্যে নৃপতি চলিল ।
 চরিকাদেবীর স্থান তিন দিনে আইল ॥ ৫৫
 চরিকা নামেতে দেবী আছে বন মাঝ ।
 মহাযোগেশ্বরী গলে মুণ্ডমালা সাজ ॥ ৫৬
 কহিয়ে উৎকল দেশ সেই স্থান হৈতে ।
 স্থান দেখি নারদ কহয়ে ভূমিনাথে ॥ ৫৭
 অগ্রে এই দেবী রাজা করহ দর্শনে ।
 রথে হৈতে নামি-স্তব কর এইখানে ॥ ৫৮
 চরিকা নামেতে ইহ মহাযোগেশ্বরী ।
 ইহার প্রসাদে হরি পাবে দণ্ডধারী ॥ ৫৯

নারদের উপদেশে গোপতিনন্দন ।
 রথে হৈতে নামি দেবী করিলা দর্শন ॥ ৬০
 রূপে করে আলো শঙ্কর-সুন্দরী ।
 প্রণাম করিয়া স্তব করে দণ্ডধারী ॥ ৬১
 নমো মাতা ত্রিদশ-ঈশ্বরী সনাতনী ।
 সকলের মাতা সর্ব-আপদ-নাশিনী ॥ ৬২
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সঙ্ক-রজ-তমো-গুণে ।
 স্বজ্ঞে পালে করে কর ব্রহ্মাণ্ডের গণে ॥ ৬৩
 সেই ত করনা সব করে তোমা দ্বারে ।
 পরম-ঈশ্বরী মাতা দয়া কর মোরে ॥ ৬৪
 তোমা বিনা জগতে আনন্দ নাহি হয় ।
 জগত-কারণ মাতা তুমি সে নিশ্চয় ॥ ৬৫
 সর্বকার্য্য-সিদ্ধি আর সকল মঙ্গল ।
 সেই সব সব পদ আরাধন ফল ॥ ৬৬
 তুমি চরাচরপতি বিষ্ণুর শক্তি ।
 তোমা দ্বারে সৃষ্টি আদি করে রম্যপতি ॥ ৬৭
 অতএব এই বর করিয়ে প্রার্থন ।
 নীলাচলে হরি যেন করিয়ে দর্শন ॥ ৬৮
 এই মতে বহু স্তব প্রণাম আচরি ।
 পুনঃ রথে চড়িয়া চলিলা দণ্ডধারী ॥ ৬৯
 সূর্য্যের সমান রথে অবন্তীর পতি ।
 বেশেতে চলিল রথ যেন বায়ুগতি ॥ ৭০
 নহ গ্রাম নদ নদী কানন লজ্জিয়া ।
 চিত্রোৎপলা নদী-তীরে উত্তরিল গিয়া ॥ ৭১
 মহানদী চিত্রোৎপলা দেখি নরপতি ।
 রথ রাখাইয়া শোভা দেখে মহামতি ॥ ৭২
 নদীতীরে শোভা করে বিরল কানন ।
 ধাতুময় সকল পর্ব্বত স্নশোভন ॥ ৭৩
 কত জাতি বৃক্ষ বনে কত জাতি লতা ।
 কত জাতি পক্ষিগণ গান করে তথা ॥ ৭৪
 স্থানে স্থানে কুসুম-উদ্ভান ননোরম ।
 বিকসিত নামা পুষ্প তাতে অল্পম ॥ ৭৫
 অশোক কিংকর জাতি বৃক্ষী নাগেশ্বর ।
 পলাশ কাঞ্চন খেতকরবী সুন্দর ॥ ৭৬

মল্লিকা মালতী জব্বা চম্পক টগর ।
 বক কুম্বক চম্পকমল্লিকা বিস্তর ॥ ৭৭
 মধুপানে মদমত্ত গুঞ্জরয়ে অলি ।
 শুকশারী ময়ূর ময়ূরী করে কেলি ॥ ৭৮
 কুহ কুহ রবে ডাকে কোকিল সকল ।
 যুবতী যুবকগণে করয়ে পাগল ॥ ৭৯
 বনের দেখিয়া শোভা রাজা হরষিত ।
 নদীতীরে রহিলেন সবার সহিত ॥ ৮০
 যথাযোগ্য স্থানে বাস দিলা রাজগণে ।
 ভক্ত্য ভোজ্য আসন পাইল সর্বজনে ॥ ৮১
 নারদ সহিত রাজা অন্তঃপুরে গেলা ।
 সুধা-রস ভোগ ছুইে ভোজন করিলা ॥ ৮২
 সূর্য্য অন্ত হৈল বিধু উদয় করিল ।
 বন-শোভা বিধুর কিরণে প্রকাশিল ॥ ৮৩
 সভামধ্যে বৈসে রাজা দিব্য সিংহাসনে ।
 সম্মুখে নারদ চারিদিকে রাজাগণে ॥ ৮৪
 পূর্ণ শরতের চাঁদে তারাগণ ঘেরি ।
 দেবগণ মাঝে কিবা দেব-অধিকারী ॥ ৮৫
 শ্রামল বরণ রাজা তেজেতে তপন ।
 সম্মুখে করয়ে নৃত্য নর্তকীর গণ ॥ ৮৬
 সুরূপা গণিকা সব উন্নতা যোবনে ।
 মদনে করয়ে মুচ্ছা নয়নের বাণে ॥ ৮৭
 তাল মান অঙ্গ হাবে নাচয়ে সম্মুখে ।
 ভাট স্ততিবাদী সবে স্তব করে স্মুখে ॥ ৮৮
 নৃপতির কীৰ্ত্তি সে নিখল সুধাধার ।
 কবিগণ বর্ণিতে লাগিলা অনিবার ॥ ৮৯
 পদ ছন্দে গুণ সব করিয়া গাঁথনি ।
 গাইছে গায়কগণ পীযুষ মাধনি ॥ ৯০
 এইমতে কোতুকে আছয়ে নরপতি ।
 হেনকালে কহে দ্বারী করিয়া প্রণতি ॥ ৯১
 আইলা উৎকলপতি তব দরশনে ।
 আজ্ঞা দিলা রাজা তাঁরে আনহ এখানে ॥ ৯২
 আজ্ঞা জানাইয়া দ্বারী অনিল তাঁহারে ।
 আসি সেই ইন্দ্রহাসে দণ্ডবৎ করে ॥ ৯৩

উৎকলের রাজা দেখি অবতী-ঈশ্বর ।
 উঠি আলিঙ্গন তাঁরে করিল সখর ॥ ৯৪
 আপন আসনে রাজা বসায় রাজারে ।
 মাধব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন সাদরে ॥ ৯৫
 রাজা কহে মহারাজ করহ শ্রবণে ।
 অল্প দিন ঘোর বাত বহিল এখানে ॥ ৯৬
 শুনিমু মাধব এবে হৈল অন্তর্দ্বান ।
 মনুষ্য-দুর্গম রাজা মাধবের স্থান ॥ ৯৭
 তথায় যাইতে নাহি মনুষ্য-শক্তি ।
 লোকমুখে অন্তর্দ্বান শুনিমু সম্ভ্রতি ॥ ৯৮
 শুনি ইন্দ্রহাস রাজা হইয়া কাতর ।
 সাস্থনা করিয়া তাঁরে কহে মুনিবর ॥ ৯৯
 না কান্দহ মহারাজা হির কর মতি ।
 অবশ্র দেখিবে তুমি কমলার পতি ॥ ১০০
 এইরূপে সাস্থনা করিলা নরবরে ।
 হরিগুণ-প্রসঙ্গের জপি শেষ করে ॥ ১০১

—০—

রাজার একান্তকাননে উপস্থিতি ৩
 নারদের হরপার্বর্তী কাহিনী বর্ণন ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিল গমন ॥ ১
 উৎকলের রাজা চলে ইন্দ্রহাস সাথে ।
 হরিগুণ আলাপে চলিলা হরষিতে ॥ ২
 মহানদী পার হইয়া সূর্য্যের তনয় ।
 চলিলা দক্ষিণমুখে উৎকর্থা-হৃদয় ॥ ৩
 তবে গন্ধবাহ নদী হইলেন পার ।
 একান্তকাননে আইলা আনন্দ অপার ॥ ৪
 তথায় ভুবনেশ্বর কোটিলিঙ্গেশ্বর ।
 পার্বর্তীর সহিত বিহরে নিরন্তর ॥ ৫
 তাঁহার পূর্ব্বাহ্ন-পূজাকালে বাগ্গণ ।
 বহুবিধ বাজে রাজা করিল শ্রবণ ॥ ৬
 নারদে জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয় ।
 হবে কিবা নীলাচলে আইমু মহাশর ॥ ৭

নারদ বলয়ে রাজা সে স্থান এ নর ।
 একান্তকানন এই শিবের আলয় ॥ ৮
 ভীত হৈয়া শরণার্থী হৈয়ে মহেশ্বর ।
 এই স্থানে আছেন শুনহ দণ্ডধর ॥ ৯
 রাজা বলে অপক্লপ করিহু শ্রবণ ।
 একবাণে ত্রিপুরে যে করিল দাহন ॥ ১০
 ধার পদাশ্রয়ে তরে ভব-ভীত জনে ।
 তিহৌ ভয়ে ভীত হৈলা কিসের কারণে ॥ ১১
 বিস্তারিয়া কহ মুনি খণ্ডক সংশয় ।
 এই অমুগ্রহ মোরে কর দয়াময় ॥ ১২
 নারদ বলয়ে শুন রাজা মহামতি ।
 পূর্বে যজ্ঞ কৈল যবে দক্ষ প্রজাপতি ॥ ১৩
 সেই যজ্ঞে শিব-নিন্দা শুনিয়া ভবানী ।
 নিন্দানলে দক্ষ কৈলা আপনার প্রাণী ॥ ১৪
 গৌরী হত শুনিয়া কোপিত পঞ্চানন ।
 বীরভদ্রে পাঠাইলা দক্ষের সদন ॥ ১৫
 যজ্ঞ নষ্ট করি দক্ষ মুণ্ড ছিণ্ডি নখে ।
 নিবেদন কৈল আসি হরের সম্মুখে ॥ ১৬
 শুনি মহাদেব তবে যজ্ঞস্থানে গেলা ।
 দক্ষস্বন্ধে ছাগমুণ্ড বসাইয়া দিলা ॥ ১৭
 নরদেহে ছাগমুণ্ড কোতুক দেখিতে ।
 শিবনিন্দাকলে এত হৈল বিপরীতে ॥ ১৮
 তবে মহাদেব সেই সতীদেহ লয়ে ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিলা শোকাকুল-চিত্ত হৈয়ে ॥ ১৯
 তবে শিব ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিল ।
 হিমগিরি-গৃহে এথা গৌরী জনমিল ॥ ২০
 জয় জয় শব্দ হৈল গিরিরাজপুরে ।
 কন্তা দেখি মেনকার আনন্দ না ধরে ॥ ২১
 কোটি চাঁদ এককালে যেমন প্রকাশ ।
 হেন রূপ দেখি সবে জন্ময়ে উল্লাস ॥ ২২
 নারদ বলয়ে তবে শুন নৃপমণি ।
 এইরূপে জনমিলা জগত-জননী ॥ ২৩
 দিনে দিনে বাড়ি দেহ অতি মনোহর ।
 গুরুপক্ষে ক্রমে পুষ্ট যেন শশধর ॥ ২৪

অমুপম রূপ তাঁর জিনি কোটিকায় ।
 অতুলনা প্রতি অঙ্গ লাভণের ধাম ॥ ২৫
 স্থলনলদল জিনি চরণযুগল ।
 শোভা দেখি পূর্ণচন্দ্র হইয়া বিকল ॥ ২৬
 আসিয়া চরণযুগে শরণ লইল ।
 নথরূপে অঙ্গুলেতে পড়িয়া রহিল ॥ ২৭
 চরণ-যুগলে শোভে কনক নুপুর ।
 রুণু বহু শব্দে বাজয়ে স্তমধুর ॥ ২৮
 কনক-কদলীজিনি উরুর বলনি ।
 তাহে নীলবাস বেড়া মুকুতা দোলনি ॥ ২৯
 করি-অরি-কটা জিনি মধ্য ক্ষীণ অতি ।
 তাহাতে কিঙ্কিনী বাজে স্তমধুর ভাতি ॥ ৩০
 সুপীন আয়ত উরু অতি মনোহর ।
 যুগল হুবাহ কর সরসিজবর ॥ ৩১
 নীলমণি চুড়ী তাড় বলয়া ভূষিত ।
 মাণিক্য হীরক মণি হেমেন্তে জড়িত ॥ ৩২
 কম্বুকণ্ঠে নানা মণিহার সুশোভন ।
 অতুলনা মুখশশী চিবুক চিকণ ॥ ৩৩
 তিলপুষ্প জিনি নাসা পকবিশাধর ।
 খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি ভুরু মনোহর ॥ ৩৪
 গৃধ্রিনীশ্রবণ জিনি শ্রবণযুগল ।
 তাহাতে বুমুকা মুকুতা করে ঝলমল ॥ ৩৫
 চাঁচর চিকুর ভাল অষ্টমীর ইন্দু ।
 তার তলে শোভিয়াছে সিন্দূরের বিন্দু ॥ ৩৬
 নারদ বলয়ে রাজা শুন সাবধানে ।
 পাইবে পুরুষোত্তম শুনি হরগুণে ॥ ৩৭
 দিনে দিনে বাড়ি দেবী শঙ্করমোহিনী ।
 শিশুকাল হৈতে শিবপূজা-পরায়ণী ॥ ৩৮
 হর হেতু হিমালয়ে তপস্বী করিল ।
 বিপ্ররূপে সদাশিব তাঁরে বিড়ম্বিল ॥ ৩৯
 শিবনিন্দা করিয়া বুঝিলা তাঁর মন ।
 বাঘছাল পরে শিব বিভূতি ভূষণ ॥ ৪০
 শিব হৈতে হই আমি পরম সুন্দর ।
 আচারে বিবাহ কর করিয়া আদর ॥ ৪১

গৌরী বলে করু হেন কেমন সাহসে ।
 ইহা বলি এখন আচ্ছন্ন প্রাণে কিসে ॥ ৪২
 বিশ্বয় হইয়া দেবী ভাবে মনে মনে ।
 মোরে হেন করি প্রাণে বাঁচে কোন জনে ॥ ৪৩
 পুন আর তাঁরে কিছু উত্তর না করি ।
 মোন হৈয়া তপ আনুজিলা মহেশ্বরী ॥ ৪৪
 শুদ্ধ মন জানি তাঁর প্রভু বিশ্বনাথ ।
 আপনার মূর্তি ধরি হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৪৫
 বুঝানু চন্দ্রচূড় হাড়মালা গলে ।
 বাঘছাল পরা ভালে ফণিহার দোলে ॥ ৪৬
 জটা মধ্যে করে শব্দ গঙ্গা হরষিতে ।
 বিভূষণ ভঙ্গগণ ধুতুরা কানেতে ॥ ৪৭
 উরুদ্বয় হেরি হয় কন্দর্পের লাজ ।
 মনোহর করোণর ডিম্বুর বিরাজ ॥ ৪৮
 স্ত্রীমোহন ত্রিলোচন ঢুলু ঢুলু রসে ।
 কামগর্ক করি থরু লাবণ্য প্রকাশে ॥ ৪৯
 যুগ্মভুরু দেখি চাকু রক্তবরণ ।
 অবিরাম হরিনাম মিশ্রিত বদন ॥ ৫০
 শিবরূপ রসকূপ দেখিয়া পার্কসী ।
 ব্যগ্র হয়ে দাণ্ডাইয়া করে বহু স্তুতি ॥ ৫১
 নারদ বলয়ে তবে শুন নরপতি ।
 নাথ দেখি পার্কসী করিলা বহু স্তুতি ॥ ৫২
 তুষ্ট হৈয়া সদাশিব করিলা আশ্বাস ।
 সম্রাতি চলহ দেবী জনকের বাস ॥ ৫৩
 সময়ে করিব আমি তোমা পরিণয় ।
 এত বলি অস্ত্রধীন হৈলা দয়াময় ॥ ৫৪
 আমারে ডাকিয়া কহিলেন ত্রিলোচন ।
 পর্বত-রাজার গৃহে করহ গমন ॥ ৫৫
 বিবাহ করিব তাঁর কন্যা পার্কসীয়ে ।
 আজ্ঞা পায় যাই আমি পর্বতের ঘরে ॥ ৫৬
 কহিহু পর্বতরাজে সব বিবরণ ।
 রূপেতে হুয়েন শিব ভুবনমোহন ॥ ৫৭
 পার্কসী সহিত তাঁর সবন্ধ কারণে ।
 আসিয়াছি যে বিহিত বলহ আপনে ॥ ৫৮

শুনি মেনকারে কহি সম্মতি করিল ।
 বিবাহের দিন তবে নির্ণয় হইল ॥ ৫৯
 এইমতে সম্বন্ধের নির্ণয় করিয়া ।
 শিবের নিকটে সব কহিলাম গিয়া ॥ ৬০
 শুনিয়া হরিশ্চিন্ত হৈল গঙ্গাধর ।
 আদর সম্মান মোরে করিল বিজয় ॥ ৬১
 নিমন্ত্রণ পাঠাইল যত দেবগণে ।
 ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র রবি যম হতাশনে ॥ ৬২
 গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিভ্রাধরগণে ।
 নাগাধিপ আদি সবে কৈল নিমন্ত্রণে ॥ ৬৩
 নিমন্ত্রণ পায় সবে হরষিত মনে ।
 চলিলেন কৈলাসেতে নিরূপিত দিনে ॥ ৬৪
 নিজ নিজ বাহনে চাপিয়া দেবগণ ।
 শিবের বিবাহে সবে করিলা গমন ॥ ৬৫
 চলিলা অনন্তদেব নাগগণ সনে ।
 হরের বিবাহে অতি হরষিত মনে ॥ ৬৬
 পঞ্চশত মুখ করে দ্বিশত বদন ।
 শত পঞ্চাশতমুখ অতি মনোরম ॥ ৬৭
 গায়িছে গন্ধর্বগণ নাচয়ে কিন্নরী ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবনারী ॥ ৬৮
 শিবের বিবাহে সবে একত্র হইল ।
 জয় জয় হলাহলি ব্রহ্মাণ্ড ভরিল ॥ ৬৯
 গুনি শিব-বিভা, মনে অতি লোভা,
 আইল অমরগণ ।
 মরাল বাহনে, ধায় পদ্মাসনে,
 মহিষ-পৃষ্ঠে শমন ॥ ৭০
 বারণ-উপরি, আইলা বজ্রধারী,
 হতাশন অজোপরি ।
 মকরে বরুণ, মৃগেতে পবন,
 আইনেন ভ্রম্য করি ॥ ৭১
 রক্তা তিলোত্তমা, রূপে অলুপমা,
 মেনকা উর্বসী আর ।
 যত বিভ্রাধরী, তেজ্ঞে স্বর্ঘপুরী,
 করিলেন আশ্রয় ॥ ৭২

আইল কুবের, চারি য়েখ আর,
চৌষষ্ঠি মেঘিনী সঙ্গে ।

আইলেন চন্দ্র, নক্ষত্রের বৃন্দ,
সংহতি করিয়া সঙ্গে ॥ ৭৩

এহ তিথি বার, অগ্নি দণ্ড আর,
আইল যোগ করণে ।

দিবস শরীরী, সন্ধ্যা আদি করি,
আইল হরিষ মনে ॥ ৭৪

সপ্ত জলনিধি, যত নদনদী,
আর যত গিরিবর ।

অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু আর,
আইলেন খগেশ্বর ॥ ৭৫

বিমান উপর, আইলা দিবাকর,
অরুণ করিয়া সঙ্গে ।

ষড়ঋতুগণ, করিল গমন,
জয় জয় দিয়া সঙ্গে ॥ ৭৬

দেবঋষিগণে, সকৌতুক মনে,
আইলেন কৈলাসেতে ।

যোগী মুনি জ্ঞানী, শিব-বিভা শুনি,
আইলেন হরষিতে ॥ ৭৭

ভূত প্রেতগণ, করিল গমন,
ডাকিনী যোগিনী যত ।

পিশাচ মণ্ডল, করি কোলাহল,
না জানি আইল কত ॥ ৭৮

না পারি লিখিতে, কেবা কোন্ পথে,
আনন্দ উন্মাদে ধায় ।

জয় জয় বাণী, বিনে নাহি শুনি,
হয় গুণ সবে গায় ॥ ৭৯

জয় গঙ্গাধর, দেব মহেশ্বর,
জয় জয় বিশ্বনাথ ।

এ আদি স্তবন, করে সূর্যজন,
ভূমে করে প্রণিপাত ॥ ৮০

বাজরে কাহাল, বরল বিশাল,
ধরসান দণ্ডী ধামা ।

শম্ব তুরী ভেরী, যুদ্ধ শব্দরী,
চেমচা মোচল সান্না ॥ ৮১

ধমক ধঙ্করী, মুরজ চর্চরী,
দগ্ধ মাদল জঙ্ঘ ।

জয়ঢাক কাড়া, বাজরে মন্দিরা,
শবদে ত্রিলোককম্প ॥ ৮২

বাজে বেণু বীণা, শিঙ্গা আদি নানা,
না জানি তার অবধি ।

শব্দ প্রচণ্ড, কম্পিত ব্রহ্মাণ্ড,
উথলিছে জলনিধি ॥ ৮৩

—০—

শিববিবাহ বর্ণন ।

নারদ বলয়ে রাজ্য করহ শ্রবণ ।

সুধাসার স্বাহ এই হরের কীর্তন ॥ ১

সর্বলোক একত্র এইরূপে ।

দেখি মহানন্দ হৈলা ব্রহ্মাণ্ডের ভূপে ॥ ২

বিবাহের দিনে শিব বরসজ্জা পরে ।

কটিতে বাঘছাল কণি-বন্ধবেড়ে ॥ ৩

টানিয়া বাক্সিল জটা অতি দৃঢ় করি ।

তার মাঝে ভাগীরথী কিরে শল্য করি ॥ ৪

সব অঙ্গে করিলেন বিভূতি ভূষণ ।

হাড়মালা গলায় পরিলা ত্রিলোচন ॥ ৫

কানেতে ধুতুয়া ফুল করেছে ডব্বক ।

বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ কৈলা বিশ্বগুরু ॥ ৬

বরসজ্জা করি চলিলেন মহেশ্বর ।

নন্দী ভক্তী সঙ্গে ছুই চলিল কিঙ্কর ॥ ৭

ছুই পার্শ্বে ছুই বীর করয়ে শোভন ।

মধ্যে মহাযোগেশ্বর সাজে মনোরম ॥ ৮

ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেব নরগণ ।

বরযাত্রী হৈয়া সব করিল গমন ॥ ৯

সংহতি প্রথমগণ হৈল আশুসার ।

ভূত প্রেত কাত কলস নখা নারি তার ॥ ১০

চাঁৎকার করিয়া আশু ধীর ভূতগণ ।

সেই শব্দ-বাক্তনন্দে করয়ে গম্বন ॥ ১১

উকাস্থ প্রেক্ষণ আগে আগে ধার ।
 উজ্জল হইল পথ তার কীন্তু তার ॥ ১২
 এইরূপে উত্তরিলা হিমাগর গিরি ।
 আইলেন গিরিরাজ হয়ে আশুগিরি ॥ ১৩
 বর দেখি রাজা ক্ষতি সন্দেহ করিল ।
 ধেরূপ শুনিবু কেন লেহন না হৈল ॥ ১৪
 যা হবার তাহা হৈল নারদ হইতে ।
 বুড়ার কহা ভালে আছিল লিখিতে ॥ ১৫
 যা হবার তাহা হৈল ভাবিয়া কি করি ।
 এত ভাবি নিজালয়ে গেল দ্বরা করি ॥ ১৬
 ঘারে উপস্থিত বর দেখি গিরিরাজী ।
 রূপ দেখি শিরে বজ্রাঘাত হেন মানি ॥ ১৭
 আশ্বনাশ করি দেবী করয়ে রোদন ।
 গৌরীর কপাল কেন হইল এমন ॥ ১৮
 কেন গিরিরাজ নাহি দেখে বিচারিয়া ।
 কেমনে ধরিব প্রাণ এ বর দেখিয়া ॥ ১৯
 পার্শ্বভী লইয়া আমি যাব দেশান্তরে ।
 কদাচিত্ বিবাহ না দিব এই বরে ॥ ২০
 এইমতে আশ্বনাশে করয়ে রোদন ।
 ছানলার বর তবে আনিল রাজন ॥ ২১
 তবে গিরিরাজ সব বরযাত্রিগণে ।
 মাগু করি বসাইলা ধামাগ্য স্থানে ॥ ২২
 বরেণে দেখিলা সব কুলের রমণী ।
 ঠারঠারি করি হাসে কহি নানা বাণী ॥ ২৩
 এমন সুন্দরী গৌরী হেন বুড়া বর ।
 যুবক যুবতী বড় সাজিবে সুন্দর ॥ ২৪
 দিক্ দিক্ গৌরীর কপাল বড় মন্দ ।
 দিক্কে বিধাতা তোর বুঝিবার ধন্দ ॥ ২৫ ॥
 বাঘ ছাল পরিধান বজ্র নাহি বুড়ে ।
 এ থাকুক তৈল বিনে গারে খড়ি উড়ে ॥ ২৬
 উত্তরী সাপের মাক্রা বলদ বাহন ।
 ভাল বর সুনিবর করিল খোটন ॥ ২৭
 এই রূপে পরম্পর শিবে নিন্দা করে ।
 স্বামীমনে করি পরস্পরে কটাক্ষ ॥ ২৮

কেহ বলে মোর স্বামী কেন হোক কাল ।
 শিব কাছে দাঁড়াইলে দেখিতেও ভাল ॥ ২৯
 কেহ বলে মোর স্বামী পরম সুন্দর ।
 গহনার চাকিরাছে মোর কলেবর ॥ ৩০
 অতি অন্ন কুজ তার কেবল পৃষ্ঠেতে ।
 এত গুণে সেই দোষ না পারি গণিতে ॥ ৩১
 কেহ বলে মোর স্বামী বুড়া হয় যদি ।
 তবু মুখখানি তার স্নেহের অবধি ॥ ৩২
 সতত মাখিয়া তৈল মুখটা চিকণ ।
 এ বুড়ার মত সই না হয় সে জন ॥ ৩৩
 ভাল বস্ত্রখানি পরি সম্মুখে দাঁড়ায় ।
 বুড়াকে দেখিলে মোর নয়ন যুড়ায় ॥ ৩৪
 হাসি হাসি কথা কয় হয়ে হৃদিতাপ ।
 মাগো এ বুড়ার গলে কতগুলি সাপ ॥ ৩৫
 আর এক নারী বলে শুন শুন সই ।
 তোমারা কহিলে ভাল মোর কথা কই ॥ ৩৬
 রসিক পুরুষ বড় আমার সে জন ।
 এক তিল মোরে আড় না করে নয়ন ॥ ৩৭
 রূপে গুণে অনুপম রসেতে নিপুণ ।
 দোষ-হীন হয় তার সকলি সদৃশ ॥ ৩৮
 কতক কহিব তার গুণ-পরিচয় ।
 আমি জানি সে জানে অন্তরেতে বেদ্য নর ॥
 সে পতিতে ভাগ্যবতী বলয়ে আমায় ।
 হাসি মাত্র আইসে সই দেখে এ বুড়ায় ॥ ৪
 এইরূপ পরস্পর কহে নারীগণ ।
 মনে মনে হাসে প্রভু দেব ত্রিলোচন ॥ ৪১
 শিবনিন্দা মানে গৌরী কোটি বজ্রাঘাত ।
 কর্ণ আচ্ছাদন করে দিয়া ছুই হাত ॥ ৪২
 মনে মনে শিব-প্রিয়া ভাবয়ে বিস্ময় ।
 দক্ষবজ্রে প্রাণত্যাগ সম পাছে হয় ॥ ৪৩
 কত ক্রেশে পাইবু যদি প্রভুর চরণ ।
 হায় কেন নিন্দা পুন করিগো শ্রবণ ॥ ৪৪
 মনে মনে মহাদেবে করিলা প্রার্থন ।
 দিব্যরূপ ধরিয়া সবার মোহ মন ॥ ৪৫

পার্কতীর মন তবে জানিয়া শঙ্কর ।
 মদন মোহিনী ধরে দিব্য কলেবর ॥ ৪৬
 কোটি চাঁদ এককালে যেমন প্রকাশে ।
 হেন রূপ ধরিলেন হৃদয় উল্লাসে ॥ ৪৭
 শিবরূপ দেখি গিরিরাজ চমৎকার ।
 পুলকে পুরিল অঙ্গ নারে ধরিবার ॥ ৪৮
 রূপ দেখি নারীগণ চমকিত হৈল ।
 অনঙ্গের বাণ সবার হৃদয়ে বিক্লিল ॥ ৪৯
 পার্কতীর ভাগ্য সবে প্রশংসা করিয়া
 মেনকা নিকটে তারা চলিল ধাইয়া ॥ ৫০
 আসিয়া দেখে গো রাণী দেখে দূর হতে ।
 আপন জামাতা দেখে ছানলাতলাতে ॥ ৫১
 কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিয়াছে রূপে ।
 অনঙ্গ হইল কাম দেখিয়া স্বরূপে ॥ ৫২
 শুনি সর্বস্বিতা হৈলা মেনকা স্তম্ভরী ।
 বাহির হইয়া দেখে জামাতা মাধুরী ॥ ৫৩
 রূপ দেখি আনন্দ সাগরে রাণী ভাসে ।
 কহা কোলে করি মুখে চুষয়ে হরিষে ॥ ৫৪
 আমি ধন্য মাতা তোমা ধরিলু উদরে ।
 ধন্য তুমি পাইলে জগত-জিত বরে ॥ ৫৫
 ধন্য ধন্য তপস্বী করিলে এত কাল ।
 ধন্য ধন্য বর ধন্য তোমার কপাল ॥ ৫৬
 এতক বলিয়া কহা বাহির করিল ।
 পার্কতীর রূপে দশ দিক্ প্রকাশিল ॥ ৫৭
 মলিন হইল সব চক্রে কিরণ ।
 পত্নী দেখি মোহিত হইল ক্লিষ্টোচন ॥ ৫৮
 আপনা সম্বন্ধে শিব সময় জানিয়া ।
 তবে কুলনারীগণ মঙ্গল করিয়া ॥ ৫৯
 আনন্দিত করয়ে স্ত্রী-আচার বিধান ।
 ছালাছলি দেয় বাজে নানা বাস্ত তান ॥ ৬০
 জালিল সাতাইশ কাঠি স্তুতেতে মাধিয়া ।
 নিরখি দোহাঁর রূপ হরষিত হিয়া ॥ ৬১
 বর কহা প্রদক্ষিণ করে সাত বার ।
 মঙ্গল বিধান করে আনন্দ অগার ॥ ৬২

বিধিমতে কহা দান কৈল গিরিরাজ ।
 মঙ্গল করয়ে সব নারীর সমাজ ॥ ৬৩
 জর জর ছালাছলি শব্দ শব্দন ।
 গাইছে গায়ক নাচে নর্ত্তকীর গণ ॥ ৬৪
 বহুবিধ বাস্ত বাজে শুনিতে মধুর ।
 দেবগণ পুলকিত করয়ে প্রচুর ॥ ৬৫
 শিবের বিবাহে হৈল জগত আনন্দ ।
 তবে গৌরীসহ অগ্নি পূজে সদানন্দ ॥ ৬৬
 এইরূপ শোভার তুলনা নাহি দেখি ।
 সভাসহ নৃপতি হইয়া মহাস্থধী ॥ ৬৭
 ছই রূপ প্রশংসয়ে কুলনারীগণ ।
 স্তব্ধরজতগিরি মিলিল যেমন ॥ ৬৮
 কুলরামাগণ সাথে মেনকা স্তম্ভরী ।
 হুহিতা জামাতা গৃহে লইলা আদরি ॥ ৬৯
 দিব্যাসনে হরগৌরী বসিলা ভুজনে ।
 বিদায় করিলা রাণী কুলবধু গণে ॥ ৭০
 ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ স্থানে ।
 পাতালে অনন্ত গেলা হরষিত মনে ॥ ৭১
 যার যেই গৃহেতে গেলেন সর্বজন ।
 দোহাঁরে হেরিয়া ছুই হরষিত মনে ॥ ৭২
 এইত কহিল রাজা আশ্চর্য্য কথন ।
 তবে বাহা হৈল শুন করি নিবেদন ॥ ৭৩
 শিবের বিবাহ যেবা ব্রহ্মা করি শুনে ।
 আয়ু ধন বল বিত্তা বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৭৪
 মনের আনন্দে সবে বল হস্তি হরি ।
 হরগৌরী বিবাহ কি অপূর্ণ মাধুরী ॥ ৭৫

—০—

হরগৌরীর বারাগসী পুরীতে
 গমন ।

নারদ বলয়ে তবে শুন মরুপতি ।
 এইরূপে বিবাহ করিল পতঙ্গতি ॥ ১
 পীড়িত আছিল পূর্বে মনোর বাণে ।
 গৌরীরে পাঠিয়া ক্রীড়া করে একমনে ॥ ২

ষষ্ঠের গৃহেতে রহিলা পঞ্চানন ।
 ত্রাত্রি দিন গৌরীসহ করয়ে ক্রীড়ন ॥ ৩
 এইরূপ আনন্দেতে কত দিন গেল ।
 একদিব মেনকা গৌরীয়ে জিজ্ঞাসিল ॥ ৪
 কুলের রমণীগণ মেনকার সাথে ।
 কতারে কহেন রাণী হাসিতে হাসিতে ॥ ৫
 শুনহ সুলক্ষ্মী সুবদনী হরপ্রিয়া ।
 কঠোর তপস্তা কৈলে যাহার লাগিয়া ॥ ৬
 সে হেন কঠোর করি পাইলে হেন বর ।
 ধনহীন কুলহীন বৃদ্ধ দিগম্বর ॥ ৭
 এমতেও রাত্রে কভু না ছাড় নিকট ।
 কি গুণ ইহাতে কহ বুঝিতে শঙ্কট ॥ ৮
 সতত তাঁহার বাস আমার গৃহেতে ।
 কিবা বস্ত্র ভূষা দিল তোমার অঙ্গেতে ॥ ৯
 বস্ত্র ভূষা ভোগে তুমি পিতার পালিত ।
 চিরকাল মোর গৃহে হও অবস্থিত ॥ ১০
 সংসারের মধ্যে এই কর্যাছি শ্রবণ ।
 বিবাহিত কন্তা স্বামী গৃহেতে গমন ॥ ১১
 দেখ পিতৃগণের মানসী কন্তা আমি ।
 বিবাহ করিয়া এথা আনিলেন স্বামী ॥ ১২
 গিরিরাজ দিল মোরে যোগ্য অলঙ্কার ।
 পিতৃগৃহে ঘাইতে বাসনা নাহি আর ॥ ১৩
 পরিহাসে কহেন না কবে জামাতারে ।
 জামাতা বিষ্ণুর সম শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ১৪
 মায়ের মুখেতে শুনি লিবেব নিন্দন ।
 ক্রোধেতে হইলা গৌরী অরুণ বরণ ॥ ১৫
 ঘন ঘন কাঁপয়ে অরুণ ওষ্ঠাধর ।
 মায়ের বচনে কিছু না দিলা উত্তর ॥ ১৬
 তুরিতে গমন করি পতি বিত্ৰমানে ।
 মায়ের নিষ্ঠুর বাক্য করি আচ্ছাদনে ॥ ১৭
 কহিতে লাগিলা কিছু ক্রোধ সবিনয়ে ।
 সতত নিরাম নাথ ষষ্ঠের আলয়ে ॥ ১৮
 অতি ক্ষুদ্রকায়ের কর্তব্য ইহা নয় ।
 কেমনে জোমার বাস উপভুক্ত হয় ॥ ১৯

শুনি মহাদেব স্বয়ং পৃষ্ঠেতে চাপিয়া ।
 চলিলেন গৌরীসহ বাহির হইয়া ॥ ২০
 প্রয়াগ হইয়া পার দেব পঞ্চানন ।
 বারাণসী পুরেতে করিলা প্রবেশন ॥ ২১
 গঙ্গার পশ্চিম তটে শোভে সেই পুরী ।
 বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিল বহু করি ॥ ২২
 শত শত অট্টালিকা বহু উপবন ।
 বহু দেবাগর নানা তীর্থ নদীগণ ॥ ২৩
 পঞ্চকোশ আয়তন হয় ক্ষেত্রবর ।
 গঙ্গার তরঙ্গ পাণ নাশে নিরন্তর ॥ ২৪
 তার মধ্যস্থানে হয় কনক মন্দির ।
 কনকের স্তম্ভ নব কনক প্রাচীর ॥ ২৫
 সেইত মন্দিরে শিব পার্শ্বতীর সনে ।
 ক্রীড়া করে নিরন্তর হরষিত মনে ॥ ২৬
 সেই পুরী ত্যাগ শিব কভু নাহি করে ।
 অতিমুক্ত নাম তেই বলিয়ে তাহারে ॥ ২৭
 সেই পুরী সর্বজীবে করে মুক্তিদান ।
 ভবভীত জন তারে সেবে অবিরাম ॥ ২৮
 তবে পতি হৈতে বহু অলঙ্কার পাইয়া ।
 তথায় রহিলা গৌরী উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৯
 ত্রাত্রি দিন শিবসহ করয়ে বিহার ।
 মাতা পিতা স্মরণ না করে কিছু আর ॥ ৩০
 এইরূপে কাশীতে রহিলা কাশীধর ।
 মেনকা হইলা তথা চুঃখিত অন্তর ॥ ৩১
 কৌতুক করিলু কন্তা তাহা না বুঝিয়া ।
 জামাতা সহিত গেল বাহির হইয়া ॥ ৩২
 কোথা গেল কিরূপে রহিল কোন্ থানে ।
 এইরূপ ত্রাত্রি দিন ভাবেন রাণী মনে ॥ ৩৩
 কত দিন লোকমুখে শুনিলেন রাণী ।
 বারাণসী পুরীতে আছেন শূলপাণি ॥ ৩৪
 শুনিয়া পর্বতরাজে করে নিবেদন ।
 বহুদিন গৌরী ক্রন্দা না করি শ্রবণ ॥ ৩৫
 অলঙ্কার লইয়া যাপ্য তাহার কারণে ।
 বারাণসী পুরে কুমিল্লকরহ সন্ধান ॥ ৩৬

শুনিয়া শব্দে স্বর্ণ অলঙ্কার লইলী ।
 বারানসী পুরে রাজা উত্তরিল মিলি ॥ ৩৭
 নগরে প্রবেশি দেখে অতি চমৎকার ।
 স্বর্ণময় গৃহ সব নাশে অলঙ্কার ॥ ৩৮
 শত শত অট্টালিকা সুন্দর রচিত ।
 মধ্যে মধ্যে কুসুম উদ্যান সুশোভিত ॥ ৩৯
 তার মধ্যে এক পুরী কনকে নির্মাণ ।
 তাহার সম্মুখে দেখে বিচিত্র উদ্যান ॥ ৪০
 নানাজাতি পুষ্প তাহে ভ্রমরা ঝঙ্কারে ।
 শুক শারী ময়ূর ময়ূরী কেলি করে ॥ ৪১
 কুহরে কুহু কুহু রবে পিকগণ ।
 সুমধুর নিনাদেতে জাগার মদন ॥ ৪২
 সরোবরে কুমুদ কল্লার বিকসিত ।
 জলচর চরে ধারে সুন্দর শোভিত ॥ ৪৩
 শত শত দাসী সঙ্গে মগি আভরণ ।
 জল আনিবারে তারা করিছে গমন ॥ ৪৪
 রূপে জিনিয়াছে সবে স্বর্ণ-বিভাধরী ।
 দ্বিরা-পমনে চলে কাখে কুস্ত করি ॥ ৪৫
 অবৃত্ত অবৃত্ত লোক হরশ্রুণ গায় ।
 বিশ্বয় হইয়া রাজা চিন্তয়ে তথার ॥ ৪৬
 কিবা স্বর্ণ কি বৈকুণ্ঠ কিবা এ কৈলাস ।
 কিবা বারানসী এই না জানি নির্ঘাস ॥ ৪৭
 কাহার আলয় এই মহা জ্যোতির্ধর ।
 কোথায় পাইব গিয়া গোবীর আলয় ॥ ৪৮
 আজন্ম ভিখারী শিব কে জানিবে তারে ।
 কুহু গৃহ নাহি দেখি এই মহাপুরে ॥ ৪৯
 তবে রাজা জিজ্ঞাসেন সেই সবাকারে ।
 এ পুরীর নাম কিবা কহ ত আমারে ॥ ৫০
 কাহার আলয় এই কহ মহাশর ।
 যদি জান কহ কোথা শিবের আলয় ॥ ৫১
 সবে বলে এই মুক্তি-রাক্ষস হইবে ।
 নতুবা এমন প্রভু কেহ জিজ্ঞাসিলে ॥ ৫২
 হস্ত করি কহে ভায়া কুমি কি অজান ।
 না জান এ বারানসী শব্দের স্থান ॥ ৫৩

আমরা তাহার দাস জানিহ নিশ্চয় ।
 ও সকল নারী পার্শ্বতীর দাসী হয় ॥ ৫৪
 শুনিয়া বিশ্বয় হৈলা পরিতরাজন ।
 মনে ভাবে কি করিব এই আভরণ ॥ ৫৫
 যার দাসী সঙ্গে দেখি শত অলঙ্কার ।
 এই কুম্ভ অলঙ্কার যোগ্য কি তাহার ॥ ৫৬
 এত ভাবি সেই স্থানে পুতে আভরণ ।
 অলঙ্কিতে দেখিল গোবীর দাসীগণ ॥ ৫৭
 তবে ধারে গেলা রাজা চমৎকার মনে ।
 শত শত ভৈরব আহরে সেই স্থানে ॥ ৫৮
 নিবেদন করিলেন জানাহ শব্দে ।
 আইল পরিতরাজা দেখিতে তোমারে ॥ ৫৯
 শুনিয়া শব্দে দ্বারী কৈল নিবেদন ।
 গোবীন্দ বাহিরে আইলা পঞ্চানন ॥ ৬০
 পিতারে দেখিয়া দুর্গা বন্দিনী চরণে ।
 উমা দেখি প্রকুঞ্জিত হইলা রাজনে ॥ ৬১
 তবে ত মায়ের কথা জিজ্ঞাসিলা মাতা ।
 একে একে পর্কত কহিল সব কথা ॥ ৬২
 তবে দিবাসনে তাঁরে বসার হরিষে ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা বিশেষে ॥ ৬৩
 উত্তম বাজ্ঞন অন্ন করিলা অর্পণ ।
 কৌতুকে পর্কতরাজা করিল ভোজন ॥ ৬৪
 আচমন করি সুতাঙ্গল দিল মুখে ।
 কনক-পর্ষাঙ্কোপরি বসিলেন স্নেহে ॥ ৬৫
 আজন্মে হেন কভু না দেখে পর্কত ।
 গোবীর ঐশ্বর্য দেখি হৈল চমৎকৃত ॥ ৬৬
 সেই ত সময় তবে সব দাসীগণ ।
 করযোড়ে গোবী আগে করে নিবেদন ॥ ৬৭
 তোমার জনক অলঙ্কার আনিহিল্য ।
 উদ্যান নিকটে তাহা পুতিয়া রাখিলা ॥ ৬৮
 ইহাতে লজ্জিত হৈল পর্কতরাজন ।
 করযোড়ে জিজ্ঞাসিল দুহুর মন ॥ ৬৯
 আমারে মা অলঙ্কার দিল পাঠাইয়া ।
 কেন নাতি দিলে পিতা নির্দয় হইয়া ॥ ৭০

কোথা অলঙ্কার দেখে করি পরিহার ।
 মাতৃদত্ত দ্রব্যে ঐতি বড়ই আশার ॥ ৭১
 শুনি রাজা লজ্জা পাইয়া উঠিলা সত্বরে ।
 পার্শ্বতী চলিলা সঙ্গে কোতুক অন্তরে ॥ ৭২
 উদ্যান সন্নিপে রাজা গেল ততক্ষণে ।
 দেখিলেন অলঙ্কার নাহি সেইখানে ॥ ৭৩
 বহুময় শিবলিঙ্গ হইয়াছে তথায় ।
 দেখি সবিস্ময় অতি হৈলা গির্জারার ॥ ৭৪
 পার্শ্বতী সহিত তবে আইলা মন্দিরে ।
 হাসিয়া শব্দর তবে কহিলা স্বপ্নরে ॥ ৭৫
 ভব অলঙ্কার আমি ফারছি গ্রহণ ।
 বান্ধব নাম তথা করিছ ধারণ ॥ ৭৬
 এত বলি বড় রত্ন দিলেন তাঁহাবে ।
 আনন্দে গেলেন গাঁর আপনার পুবে ॥ ৭৭
 মেনকাষে কহিলা সকল বিবরণ ।
 শুনিয়া রাণীর অতি প্রকলিত মন ॥ ৭৮
 এইমতে কোতুকে বিহরে দিক্‌বাস ।
 নিতি নব নব লীলা কবেন প্রকাশ ॥ ৭৯

-০-

কাশীরাজের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ ।

বহু যুগ অতীত হইল এইমতে ।
 তবে কোটি লিঙ্গ শিব কৈল অঙ্গ চৈত ॥ ১
 তথায় স্থাপিয়া গেল কৈলাস শিখরে ।
 বহু বাজা হৈল সেই বারাগসী পুবে ॥ ২
 কাশী নামে বাজা হৈল ষাপরযুগেতে ।
 শিবে আরাধিল সেই কৃষ্ণেবে জিনিতে ৩
 অহা উগ্রতপ করি বশ কৈল হবে ।
 তপে কুণ্ড হৈয়া শিব বর দিলা তারে ॥ ৪
 সংগ্রামে কৃষ্ণেবে তুমি জিনিবে রাজ্যন ।
 আবিহ সত্বরে করি তব প্রয়োজন ॥ ৫
 বহু দূরী বহুদৈর্ঘ্য অত্যাশ হৈল ।
 মহানন্দে নিজ গৃহে গেল ॥ ৬

উন্নত হইয়া তবে বলয়ে রাজন ।
 আমি বান্ধবের নাহি জানে কোন জন ॥ ৭
 কৃষ্ণে বান্ধবের কহে অবোধের পণে ।
 আমি বান্ধবের ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৮
 এত বলি শঙ্খ চক্র ধারণ করিল ।
 সূবর্ণকিৰীট শিরে বক্ষে মণি দিল ॥ ৯
 পীতবস্ত্র পবি ছুট বসিয়া সতায় ।
 কৃষ্ণেব নিকটে দূত স্বরিতে পাঠায় ॥ ১০
 বান্ধবের হয়েন কাশীর অধিকারী ।
 কি সাহসে বান্ধবের বলাইছ হবি ॥ ১১
 এহ কথা কহিবে কৃষ্ণেব সন্নিধানে ।
 শান্তি থাকে যুদ্ধ আসি করে মোব সান ॥ ১২
 দূত গিয়া কহে কৃষ্ণে সব সমাচাব ।
 শুনি সতাসদ সবে হাসিলা অপার ॥ ১৩
 হাসিয়া গোবিন্দ কাশীরাজের নিধনে ।
 সূদর্শন চক্রে পাঠাইল সেই থানে ॥ ১৪
 অতি যোগতব সেই চক্রে সূদর্শন ।
 সহস্র আদিত্য-তেজ ভীষণ গজ্জন ॥ ১৫
 বিষ্ণুণ মায়াব বীৰ্য্য ভালমতে জানে ।
 কাশীবাজা মস্তক ছেদিলা ততক্ষণে ॥ ১৬
 সব সেনাগণ বাবাগসী পুৰী আব ।
 দক্ষিতে লাগিল চক্র কোপিয়া অপার ॥ ১৭
 তাব বিপবীত কণ্ঠ দেখি পশুপতি ।
 বৃষপৃষ্ঠে চাপি সব প্রমথসংহতি ॥ ১৮
 সেইখানে আসিয়া হুটলা উপনীত ।
 সূদর্শনে দেখি শিব হইলা কোপিত ॥ ১৯
 পশুপত অস্ত্র তবে ত্যজিলেন হব ।
 সাহস না কর সেই যাইতে গোচব ॥ ২০
 পশুপত প্রমথগণেরে চক্র হেঁচি ।
 আগাচক্রেব সম সুরে সবে বেড়ি ॥ ২১
 শিবেব ভক্তিতে বর দিয়াছিল হরি ।
 আদ্য হিংসা কিলে অস্ত্র হুদে তেজধারী ॥ ২২
 আমারে হিংসিতে যদি বাছছ অন্তরে ।
 তেজহীন হবে অস্ত্র কহিছ তোমায়ে ॥ ২৩

পুবা বিকোর্বরঃ প্রোক্তঃ শঙ্কুনা ভক্তিতোষিতাৎ ।
 বলেনাপারমিবিগাধি তবাজ্জং সংসৃত্ত্বরা ।
 ময়ি চেৎ প্রতিকূলত্বং তবিবাতি চ নিশ্চতম্ ॥
 পান্তপত ব্যর্থ দেখি শিব সবিনয় ।
 বারাগসী দখে আর উপজিল ভয় ॥ ২৪
 ব্যগ্র হৈয়া মহাদেব করয়ে স্তবন ।
 জয় জয় জগন্নাথ প্রণতপালন ॥ ২৫
 অহঙ্কাবে না জানিহু মহিমা তোমার ।
 সেবক জানিয়া মোরে ক্ষম এইবার ॥ ২৬
 দীনবন্ধু জগন্নাথ প্রভু দয়াময় ।
 শরণ লইহু পদে করুণ-আলব ॥ ২৭
 নমো নারায়ণ পবনাত্মা পরধাম ।
 সচ্চিৎ আনন্দময় প্রভু ভগবান ॥ ২৮
 তমোগুণে সৃষ্টে মোবে করিলে আপনে ।
 তোমাব প্রভাব আমি জানিব কেমনে ॥ ২৯
 অতএব অপবাধ ক্ষমহ আমার ।
 শরণ লইহু ত্রাণ কর এইবার ॥ ৩০
 সৃষ্টোহুতং তমসা নাথ ত্বংপ্রভাবানভিজ্ঞকঃ ।
 তৎ ক্ষমস্বাপরাধং মে ত্রাণি মাং শরণাগতম্ ॥
 এইরূপে বচবিধ স্তবন কবিলা ।
 চক্ররূপ দেখি হরি দরশন দিলা ॥ ৩১
 প্রেমর বদন চন্দ্র অতি অল্পপম ।
 নরন কমল ভুরু কাম শরাসন ॥ ৩২
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।
 পদ্মাসনে বসিয়াছে গরুড় উপরে ॥ ৩৩
 গলে দোলে বনমালা রত্নহার সনে ।
 মস্তকে মুকুট শোভে কুণ্ডল শ্রবণে ॥ ৩৪
 কেয়ুর বলয়া আদি নানা আভরণ ।
 প্রতি অঙ্গে ঝলমল শোভে মনোহরম্ ॥ ৩৫
 নবীন নীরদ স্তায় রূপ মনোহর ।
 নরন আনন্দদাতা সুবর্ণজ্বর ॥ ৩৬
 বাম পার্শ্বে কমলা দক্ষিণে সজ্যাতামা ।
 শোভে অতি সুন্দর ত্বমে অল্পপমা ॥ ৩৭

এইরূপে আসিয়া শিবের শরিন্থানে ।
 কুঙ্ক জার তাঁয়ে কিছু বলয়ে বচনে ॥ ৩৮
 ভগবান বলয়ে জোমারে জিলোচন ।
 এতদিনে দুর্ব্বলি ঘটিল কি কারণ ॥ ৩৯
 নৃপতি কীটের লাগি হুঙ্ক মোর সনে ।
 হেন কর্ত্ত্ব কুজ্জিত না কর কদাচনে ॥ ৪০
 এত বলি প্রেমর হইয়া যহুয়ার ।
 শুভদৃষ্টে বারাগসী কৈলা পূর্ব্ব জার ॥ ৪১
 শিবেরে বলয়ে তুমি মোর আজ্ঞা ধর ।
 ত্রীপুরষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া বাস কর ॥ ৪২
 একান্তকাননে রহ আমার বচনে ।
 এথা একরূপে রহ পার্ব্বতীর সনে ॥ ৪৩
 তথায় ভুবনেশ্বর কোটি লিঙ্গেশ্বর ।
 এই নামে তোমারে ঘূষিবে দেব নর ॥ ৪৪
 আনাব আদেশ তথা ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 অভিষেক করিবেন কোটা লিঙ্গপতি ॥ ৪৫
 এত বলি অন্তহীন হৈল নরপতি ।
 আজ্ঞা পায় শিব এথা করিল বসতি ॥ ৪৬
 এইত কহিল রাজা পূর্ব্বের কাহিনী ।
 এই ছেতু এথার আছেন শূলপানি ॥ ৪৭
 তবে হরষিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশর ।
 হরগৌরী দরশনে করিলা বিজয় ॥ ৪৮
 বিন্দু তাঁথে নান করি অতি হরষিতে ।
 ত্রীপুরষোত্তম দেখি তাহার তীরেতে ॥ ৪৯
 বচবিধ দান করি তপন-কুমার ।
 শূলপানি দরশনে কৈলা আশুসার ॥ ৫০
 হর দরশন করি হইলা মোহিত ।
 বাঁগায় গাহিলা বহু তাহার চরিত ॥ ৫১
 প্রেমর হইয়া শিব দিল দরশন ।
 সাক্ষাৎ শিবেরে দেখি মোহিত রাজন ॥ ৫২
 ভূমে পড়ি প্রণমিয়া বহু স্তব কৈলা ।
 আশ্বাস করিয়া শিব স্বাক্ষারে কলিলা ॥ ৫৩
 বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব আমার প্রসাদে ।
 নারদ সহারে লিঙ্ক হবে অপ্রমাদে ॥ ৫৪

এত বলি অন্তর্যাম হৈরা বিশ্বনাথ ।
 স্বরিতে গেলেন তবে নারদ সাক্ষাৎ ॥ ৫৫
 যথা বিলুপ্তীয়ে মুনি পূজে মহেশ্বর ।
 তথাগ গেলেন ঐতু দেব দিগম্বর ॥ ৫৬
 ত্রিপুরাবি সঙ্কশে দেখিয়া মুনিবর ।
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তুমির উপর ॥ ৫৭
 শিব বসে শুনহ নারদ মহামতি ।
 স্কেন্দ্রপ আদেশ তোমা কৈলা প্রজাপতি ॥ ৫৮
 সহস্রেক বক্ষ আশে কবায়ৈ বাজাবে ।
 সেইরূপ বাধ্য সব কব তার পবে ॥ ৫৯
 এইক্ষণে মাধব হইলা অস্ত্রধান ।
 অতএব রাজা সঙ্ক করিয়া প্রার্থণা ॥ ৬০
 শঙ্খাকাব ক্ষেত্র অগ্রে নীলবর্ষ নামে ।
 আমি আছি যজ্ঞস্থানে নিম্নাবে সেখানে ॥ ৬১
 মুসিংহ স্থাপন আগে কবি সেই স্থানে ।
 যজ্ঞ করে নলভারি মোব বিজ্ঞানে ॥ ৬২
 তবে সহস্রেক অশ্বমেধের অস্ত্রবে ।
 অস্ত্রত ব্রহ্মাতরু দেখাবে রাজাবে ॥ ৬৩
 সকলেব গুরু তিহো পুরুষ প্রধান ।
 বিশ্ববর্ষা চাবি মূর্তি করবে নিষ্কাশ ॥ ৬৪
 প্রীতর্জি কবাবে বজ্রা আপনি আসিয়া ।
 গই সব কথা কহিলাম বিববিয়া ॥ ৬৫
 এত শুনি সন্তুষ্ট হইলা তপোধন ।
 প্রণাম করিয়া তবে কব নিবেদন ॥ ৬৬
 গোড় হাতে করে শুন জগতেব শ্রব ।
 আপনি জগতপতি হইবেন তরু ॥ ৬৭
 যেরূপ আদেশ কৈলে তাঁহার প্রকাশে ।
 এইরূপ পিতা মোরে কহিলা বিশেষে ॥ ৬৮
 তুমি আব বজ্রা বিষ্ণু একই স্বরূপ ।
 নৃপতির জাগ্যসীমা অতি অপক্লপ ॥ ৬৯
 এককালে হইল তিনেব অঙ্গুগ ৷
 অষ্টাঙ্গ সৎসর হইল স্থিতে সন্দেহ ॥ ৭০
 অতঃপর বিষ্ণুর অধিকার অঙ্গুগীন ।
 বুঝিও তাঁহার মায়া কে আর প্রবোধ ॥ ৭১

বেদ অমুসায়ে চিবকাল মুনিগণ ।
 বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি লাগি করয়ে বস্ত্র ॥ ৭২
 তথাপি বিষ্ণুর প্রীতি যেই ভক্তিতে ।
 তাঁব মায়া হইতে তাবা না পালে জানিতে ॥ ৭৩
 বিষ্ণুব চরণে ভক্তি কবে যেই জন ।
 অনায়াস তবে সেই নাথিক নিষম ॥ ৭৪
 এজ গোপাগণ দ্বাষে কামভাব ভজি ।
 পাঠ্যেন বোন শাস্ত্র বেদ নাহি যজি ॥ ৭৫
 শিওপাশ পাঠল কবিয়া শকুভাব ।
 বাণ বিন্ধি বাণবব হতল পদগাভ ॥ ৭৬
 ন্যান কব না পাইল শবনাসীগণ ।
 কুত পত্ন বঙ্গ কবি আকষণ ॥ ৭৭
 অম্পশু চণ্ডাল পায় হৈলে ভক্তমান ।
 অতঃপর সদস্ত নাহি জানে সে সন্ধান ॥ ৭৮
 বিজ্ঞা ব ধন যদে ভবি নাহি মিলে ।
 তাহাও উগায়াজি ভক্তি ববিলে ॥ ৭৯
 সন্যাস কবি পুন কতে মুনিবব ।
 নিবেদন কবি দেব তোমাব গোচর ॥ ৮০
 শোন কাশ্য যোগেশ্বর ভাবয়ে হবিসব ।
 শুনিতে কব না তচ্ছা আগাণ অস্ত্র ॥ ৮১
 শনি সদানন্দ বহে আনন্দিত মনে ।
 কাচব নিশ্চুট তম শুন সাবধান ॥ ৮২
 শ্যামগণ এইরূপ ভাবয়ে তাহাবে ।
 বহু ব সাধন লাবে কেহ নিবাকাবে ॥ ৮৩
 ভাব্য অক্লপ হবি দেন দুর্ভাবাবে ।
 নটস্ব হইলা শুন দেবত নিচাবে ॥ ৮৪
 অগাতিয়া ১০ বাসাব ভাবয়ে যে জন ।
 তেজোময় হৈবা চন্দ্র মেজোত মিলন ॥ ৮৫
 শ্যামপিত সেই ব্রহ্ম সাধজ্য পাইল ।
 সেবানন্দ সুখাবাধ তাহার না হইল ॥ ৮৬
 অতএব অধমর আনন্দ ভক্তি ।
 সাক্য ভাবনে হর তাহার সক্তি ॥ ৮৭
 আনন্দ ভক্তি কবে যেই ভক্ত জন ।
 দাতব্যে সদাই সেবস্য প্রীচণ ॥ ৮৮

সচ্চিৎ আনন্দতত্ত্ব প্রভু ভগবান ।
অপ্রকৃত হয় সেই রূপ অল্পময় ॥ ৮০
যাব উদ্ধার বস্তু নাহি কিছু আন ।
সেই সে পরম ব্রহ্ম বিচারপ্রমাণ ॥ ৮১
শ্রীমদ্বন্দ্বের অঙ্গ প্রসঙ্গবদন ।
আজ্ঞাস্থ-লঙ্ঘিত ভুঞ্জ কমলনয়ন ॥ ৮২
পদনখচ্ছটা কোটা সূর্য্য-তিবন্ধাবী ।
অগাধ অগাধ ধাব করুণার বাহি ॥ ৮৩
কোটা জগদগে হয় যাতার প্রকাশ ।
অন্ত তিমির গার কিরণে বিনাশ । ৮৪
গার প্রভাবশে দাপ্ত কোটা ভাঙ্গণ ।
টার রূপ নিরূপিত শক্তি কোন জন ॥ ৮৫

এক্ষ সন্ধি টায়—

যন্ত প্রভ প্রভবতো জগদ্রকোটা
কোটিধনেশবসাদি বৃত্তিচিন্ময় ।
ওষুক্ষ নিখলমনস্তমশেষতঃ
গোবিন্দমাদিগুরুত্ব তমহং ভজামি ॥
ধাব অংশে হয় কোটা কোটা বিকৃতি ।
কোটা কোটা জগদ্রক কনয় পালন ॥ ৮৬
কোটা কোটা একা দদ । ববে প্রশংশ ।
ধাব পদ ভাবিনে যুচয়ে মায়াপাণ ৮৭
ধাবাব কিরণে নিবাবাব এক মানো ।
তাভাব অঙ্গেব ছটা চটা নাতি জানন ॥ ৮৮

তথাঃ

অহো মুচা ন জানন্তি বাক্যত নিত্যসত্যতা ।
যন্ত পাদনখজ্যোৎস্না বন্ধোতি পবনং বিতঃ ॥
যথা প্রতিজ্ঞাপতি নিবিশেষ
স। সাতিথ্যন্তে সবিংশয়মেব ।
বিচারযোগে সতি হস্ত কাসা
প্রোন্নাবলীষ সবিশেষমেব ॥

ছটারে বলয়ে ব্রহ্ম নহে অপ্রমাণ ।
বস্তু বিনে কিরণ না হয় উপাদান ॥ ৮৯
অন্তরে আছরে বস্তু জানিয়ে কিরণে ।
কিরণ প্রকাশ নাহি হয় বস্তু বিনে ॥ ৯০

কিন্তু সে কিরণ একা বস্তুই মহিমা ।
ভিন্ন জ্ঞান করিলে হইবে বিশরীত ॥ ৯১
হই ব্রহ্ম বলি যদি হয় বিশবোধ ।
যথার্থ ভাবিলে তবে যুটিবে প্রমাণ ॥ ৯২
হৃদে ব উদয়ে যেন প্রকাশে কিরণ ।
অন্ত হৈলে কিরণ সহিত অস্ত্র হন ॥ ৯৩
অন্ত হৈলে বাছে যদি কিরণ বহিত ।
তবে হই ব্রহ্ম বলি সিদ্ধান্ত হইত ॥ ৯৪
পাঠার্থে এক ব্রহ্ম চইল্পে ভাবে ।
সাধনাব অল্পরূপ রূপ হয় লাভে ॥ ৯৫
এত শ্রমি শ্রমিবব গুরুভিত মনে ।
প্রণাম কবিতা পড়ে হরের চরণে ॥ ৯৬
এই যে প্রাকৃত ভাবা করিছে বচনে ।
পুণ্যে প্রসিদ্ধ বাস লিখেন স্থানে স্থানে ॥ ৯৭

—৭—

হবিনাম-মাহাত্ম্য ।

নাবদ জিজ্ঞাসে পুন হরের চরণে ।
হরিনাম মাহাত্ম্য শুনব তব স্থানে ॥ ১
হব বলে হবিনাম মাহাত্ম্য অপার ।
কহিতে তাভাব তব শক্তি কাহার ॥ ২
ব্রহ্মহত্যা আদি মহা-পাতকের চর ।
নিববনি করিতেছে সেই ছাবাশর ॥ ৩
সেই যদি বারেক ববয়ে হবিনাম ।
সদ্যপাপে মুক্ত হৈয়া চলে হরিনাম ॥ ৪
শঙ্ক্যুক্ত হবে যেই সদা নাম করে ।
হাতাব কি হন তাহা কে কহিতে পারে ॥ ৫
সদ্য অশারী ব্রহ্ম সবাকাব গতি ।
হবি বিন কোনরূপ নাহিক নিবৃত্তি ॥ ৬
বন্দ্য তপ বোগ জানে তাঁহাবে না মিলে ।
পাইবে সে পদ সেবা ভক্তি করিল ॥ ৭
সেই ব্রহ্ম নীলাচলে হবে অবতার ।
সবারে উচ্চিষ্টদানে করিবে নিস্তার ॥ ৮
অতএব রাজাসহস্রকর গমন ।
পাইবে পরমানন্দ দেখি আশ্রয়ণ ॥ ৯

এইরূপে নারদে করিলা পূজপাণি ।
তুমিরা পরমাত্মা প্রেমমিলা হুনি ॥ ১০
অন্তর্দান হইলেন দেব পঞ্চানন ।
১১

রাজার কপোতেষ্বরে বিজ্ঞান

তবে ইচ্ছায় রাজা নারদ সঙ্কিতে
দক্ষিণ মুখেতে পুনঃ চলিলেন রথে ॥ ১
মনের আনন্দে ক্ষেত্রে চলে ছইজন ।
কপোতেষ্বর শিব স্থান পাইলা ছই দিগে
দীর্ঘে প্রেমে পরিসর হয় সেই স্থান ।
বহু বৃক্ষ সরোবর বিচিত্র উদ্ভান ॥ ৩
সমুদ্রের ধারে পূর্বে দিকেতে তাহাব ।
বিষেখর মহাদেব করয়ে বিহার ॥ ৪
কপোতেষ্বর স্থান দেখি রাজা হরষিতে
পুনঃ পুনঃ বাধানয়ে নারদ সঙ্কিতে ॥ ৫
মন্ত্রী আসি নিবেদন করিল রাজার ।
এইখানে সেনাগণে রাখিতে ব্যায় ॥ ৬
তুমিরা প্রাশংসা তারে করিয়া রাজন ।
যথাযোগ্য স্থানে রাখাইলা সেনাগণ ॥ ৭
কপোতেষ্বর মহাদেবে পূজন করিয়া ।
বহু ধন ব্রাহ্মণগণেরে তথা দিয়া ॥ ৮
তবে বিষেখর আসি করিলা দর্শন ।
বিষেখর শিব দেখি প্রেক্ষিত মন ॥ ৯
শকরের স্বর কৈল বিবিধ বিধান ।
পূজা করি তথা হইতে নারদের সনে ॥
বিমান চাশিয়া যায় অতি হরষিতে ।
বদনে হরিয় গুণ গাইতে গাইতে ॥ ১১
এইরূপে প্রেমানন্দে করিলা গমন ।
নীলগিরির নিকটে চলিলা ছইজন ॥ ১২
জিজ্ঞাসিল হুনিগণ করিয়া বিনয় ।
কিহাশে

কে বাবা কপোত আর কে বাবা ঐশ্বর ।
সেই কথা বিস্তারিতা করি হুনিবর ॥ ১৪
জৈমিনি বলয়ে শুন অপূর্ণ কথন ।
পূর্বে স্থান অতি আছিল দুর্গম ॥ ১৫
কুশ কণ্টকেব ধারে কেহ যাইতে নায়ে ।
পিপাচ-নিবাস তুলা অতি ভয়ঙ্করে ॥ ১৬
একদিন মহাদেব চিন্তিলা অন্তরে ।
বিষ্ণুসম পূজ্য হব ভুবন ভিতরে ॥ ১৭
ইহাতে উপায়মাত্র বিষ্ণুর ভকতি ।
এত বলি তপ আবস্তিলা পশুপতি ॥ ১৮
যথা সর্বো ভগবতো নাত্তো দেবো হি পূজ্যতে
পূজ্যঃ শ্রামহমপোষ* শ্রদ্ধাসিদ্ধজলৈস্তথা ॥
চিন্তাব্রতি তন্ত্ৰৈব* বিষ্ণোর্বর্ত্তো মনোদধং
সেই কুশস্থলী নীলগিরি সন্নিধানে ।
মহাতপ তথায এবয়ে জিনাচনে ॥ ১৯
বায়ু ভঙ্গণ কনি কপ কার মকেখর ।
কপোত সমান হৈলা অষ্টমুর্দিব ॥ ২০
তপস্তায় তুষ্ট হইলেন বমানাথ ।
আপনি আইলা প্রভু শিবের সাম্য ॥ ২১
হনি বলে আর তপ নাহি প্রয়োজন ।
প্রসন্ন হইলু তব কর্তোব কাবণ ॥ ২২
এত বলি ঐশ্বর্য্য দিলেন মহেশ্বরে ।
শান্ত পূজা দিতে হৈলা প্রভুসম সবে ॥ ২৩
সেই কুশস্থলী তাঁর তপেব প্রভাবে ।
বৃন্দাবন সম হৈল দেখি মন গোভে ॥ ২৪
স্থানে স্থানে শোভয়ে উত্তম সরোবর ।
ভাগ্য সবসী নদী হইল বিস্তর ॥ ২৫
অমৃত সমান স্বাস্থ্য স্নানস্থল জল ।
সর্বোবব ধারে নানা পক্ষী কোলাহল ॥ ২৬
নানাজাতি বৃক্ষ লতা পরম শোভিত ।
সর্ব ঋতু কুন্তলে তাহাতে বিচুড়িত ॥ ২৭
অশোক কিংক জাতী যুথী নাগেশ্বর ।
পূর্য্যগ চন্দ্রক জবা মল্লিকা উপর ॥ ২৮

পারিজাত বক কুন্দ গলাশ কাঞ্চন ।
 মাধবী মালতী আদি শোভে মনোরম ॥ ২৯
 মধুপান-মদে মত্ত ঝঙ্করয়ে অলি ।
 তক শারী ময়ূর ময়ূরী করে কেলি ॥ ৩০
 কুহ কুহ নাগে ডাকে যত শিকগণ ।
 সকল স্তম্ভ স্থান ভুবনমোহন ॥ ৩১
 পাঁচ বাণ সাজিয়া মদন সেই বনে ।
 বিহরয়ে নিরন্তর হরষিত মনে ॥ ৩২
 এইরূপে সুশোভিত সেই স্থান হৈল ।
 দেখি সন্ধানন্দ অতি আনন্দ হইল ॥ ৩৩
 তবে ক্রম্য হাদিয়া কহিল। ঐলোচনে ।
 ভূপে কপোতের সম হইলে আপনে ॥ ৩৪
 এখার হইবে নাম কপোত-ঈশ্বর ।
 পার্শ্বতীর সহিত বিহর নিবন্তর ॥ ৩৫
 এতেক বলিয়া হরি হৈল অস্ত্রধান ।
 অতএব তেখার কপোতেশ্বর নাম ॥ ৩৬
 কপোতেশ্বর পূজন কবয়ে যেই জন ।
 পাপে মুক্ত হৈয়া পায় ত্রি পুরুষোত্তম ॥ ৩৭

বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য ।

এবে কহি বিবেশ্বরের মাহাত্ম্য কথন ।
 সাবধানে মনিগণ কণ্ঠ শ্রবণ ॥ ১
 পূর্বেতে পাতালবাসী যত দৈত্যগণে ।
 পৃথিবী করিয়া ভেদ পীড়ে সর্বজনে ॥ ২
 পৃথিবীর জনে সঙ্গে উপদ্রব কবে ।
 নবগণ ধরি খার সে সব পামরে ॥ ৩
 অবনীৰ ভার হরি করিতে হবণ ।
 দেবকীর উদরে প্রভু লভিলা জনম ॥ ৪
 পৃথিবীর চুটপণে করিয়া নিপাত ।
 তবে প্রভু বাহুব পাশুবগণ সাথ ॥ ৫
 পুরুষোত্তমে আসি সব সেনার লুহিতে ।
 তীর্থরাজ জলে স্বান কৈল হরষিতে ॥ ৬
 দূরে হৈতে প্রেরিয়া স্ত্রীলীলামাধবে ।
 দৈত্যেশ্বরে আসি উপনীত হৈল তবে ॥ ৭

সকীর্ণ সে গৰ্ভ শক্তি নাহি প্রবেশিতে ।
 দেখি সব সেনাগণ ভয় পাইল চিত্তে ॥ ৮
 নরলীলা করে প্রভু স্বয়ং রূপবান ।
 অতএব সেই গৰ্ভে না কৈলা প্রোদগ ॥ ৯
 মারার মোহিত প্রভু সবাচার মন ।
 শিব পূজা সকলি করিতে প্রকাশন ॥ ১০
 বিবকল লয়ে শিবে কল্পি আধাহন ।
 পূজা করি স্তব করে কমললোচন ॥ ১১
 নম তুমি ত্রিগুণ-অতীত মহেশ্বর ।
 তিনগুণ বিভাগ কর নিরন্তর ॥ ১২
 চাৰি বেদময় তুমি ত্রিকালের পায় ।
 তিন-কাল-তত্ত্বজ্ঞ তোমারে নমস্কার ॥ ১৩
 শশী সূর্য্য অনল তোমার তিন আঁখি ।
 বিপ্রেয় হিতৈষী তুমি বিপ্রস্বপে সুখী ॥ ১৪
 তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা অষ্ট ঐশ্বর্য্য নিধান ।
 তুমি অষ্টমুখিদারী তোমারে প্রণাম ॥ ১৫
 যে তোমার রূপ দেব হর মায়াপায় ।
 এবাঘ সে রূপ নাশ করে অন্ধকার ॥ ১৬
 অজ্ঞান জনেতে তোমা না জানে মারায় ।
 সেই মায়াপায় তুমি প্রণাম তোমার ॥ ১৭
 এইরূপ আপন স্বরূপ মহেশ্বরে ।
 আপনি করিলা গুণ জগত-ঈশ্বরে ॥ ১৮
 গ্রাহ্য প্রসাদে তবে দেখি দৈত্যদ্বার ।
 অনারাসে তাহাতে পারিবে যাইবার ॥ ১৯
 তবে হরি আপনার সেনাগণ লয়া ।
 সেই পথে পাতালেতে প্রবেশ করিয়া ॥ ২০
 সকল হরষিত দৈত্যে করিয়া সংহার ।
 শিবের নিকটে কিরি আইলা খার ব্যার ॥ ২১
 পুনরপি মহাদেবে করিয়া পূজন ।
 সেই দৈত্য দ্বারে তাঁরে করিলা স্থাপন ॥ ২২
 কহিতে লাগিলা হরে দেবকীমঙ্গল ।
 দ্বার যোদি এ বন্দিরে বহু জিলোচন ॥ ২৩
 তোমা বিনা বলিষ্ঠ কে অস্ত্ররনাশনে ।
 বিদায় মাগিরে হরে তোমার চরণে ॥ ২৪

এইরূপে মহাদেবে স্থাপন করিয়া ।
 ষারকা পেলেন হরি নিজগণ লয়া ॥ ২৫
 বিবকলে আবাহন কৈলা ভগবান ।
 সেই হইতে বিবেকর হইল আখ্যান ॥ ২৬
 বিবেকর জানিহ কেন্দ্রের পূর্বসীমা ।
 অপার অনন্ত সেই শিবের মহিমা ॥ ২৭
 বিবেকর পদ যেই দরশন করে ।
 সর্বকাম পায় আর বিপদেতে তরে ॥ ২৮
 কপোতেশ্বর বিবেকর মহিমা কখন ।
 এই ত কহিল সবে করিলা শ্রবণ ॥ ২৯
 অতঃপর মুনিগণ করি নিবেদন ।
 আর কিবা ইচ্ছা হয় করিতে শ্রবণ ॥ ৩০
 মুনিগণ কহে প্রভু যে কথা কহিলে ।
 হৃদয় মনের তাপ সকলি নাশিলে ॥ ৩১
 একমাত্র বাসনা হইল শুনিবারে ।
 কিরূপে আইলা হরি তার নাশিবারে ॥ ৩২
 কিরূপে অসুরগণে করিলা নাশন ।
 জন্মলীলা হৈতে কহি হে শ্রবণ ॥ ৩৩
 শুনিয়া প্রশংসা করি কহে মুনিবর ।
 অমৃত সমান লীলা শুন মনোহর ॥ ৩৪
 শুকদেব যে কথা কহিল পরীক্ষিতে ।
 সেই কথা কহি সবে শুন সার্বহিতে ॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণন

জৈমিনি বলয়ে কৃষ্ণলীলা সুবিস্তর ।
 সজ্জপে কহি যে কিছু শুন কথা সার ॥ ১
 অসুরের ভরে কল্প হইয়ে মেদিনী ।
 বিধাতারে নিবেদিল করি পুটপাণি ॥ ২
 সহিতে না পারি আর অসুরের ভার ।
 রসাতলে দাছি নহে করহ নিস্তার ॥ ৩
 পৃথিবীর গোহারী শুনিয়া প্রজানাথ ।
 কীকোঁকির ডীয়ে গেলা দেবগণ মাথ ॥ ৪

দ্ব-কর ষুড়িয়া ত্রকা করয়ে স্তবন ।
 নমো নমো নারায়ণ নিত্য সনাতন ॥ ৫
 অব্যয় অনন্ত তুমি জগত-আধার ।
 রক্ষা কর জগন্নাথ জগতের সার ॥ ৬
 এইরূপে পদ্মঘোনি করিলা স্তবন ।
 স্তবে তুষ্ট হইলেন কমললোচন ॥ ৭
 হইল আকাশবাণী গম্ভীর শবদে ।
 শুন ত্রকা দেবগণ না ভাব বিবাদে ॥ ৮
 ছুট সব নষ্ট হেতু হইবে অবতার ।
 তোমরাও পৃথিবীতে যাহ আশুসার ॥ ৯
 বসুদেব ঘরে আমি লভিব জনম ।
 তৎকালে করিব ছুট কংসের নিধন ॥ ১০
 আজ্ঞা পায় দেবগণ হইলা বিদায় ।
 পৃথিবীতে জনমিলা ধরি নরকায় ॥ ১১
 যদুকুল গোপকুলে জনম লভিল ।
 এইরূপে দেবগণ প্রকাশ হইল ॥ ১২
 উগ্রসেন দেবক জন্মিল ভোজবংশে ।
 মথুরামণ্ডল মাঝে ছই ভাই বৈসে ॥ ১৩
 দেবকের কন্যা হৈল দেবকী নামেতে ।
 সম্বন্ধ হইল তাঁর বসুদেব সাথে ॥ ১৪
 বৃষ্ণিবংশে বসুদেব মহাপুণ্যবান ।
 ধর্ম্মশীল সত্যের আলয় মতিমান ॥ ১৫
 বিধিমতে দেবকীরে বিবাহ করিল ।
 উগ্রসেন বহুবিধ যৌতুকে তুলিল ॥ ১৬
 তাহার নন্দন কংস ভগিনীর প্রীতে ।
 বসুদেব-বিমানে চলিল হরযিতে ॥ ১৭
 ধরিয়া অশ্বের রজ্জু চলে কংসরায় ।
 ভয়ঙ্করমুষ্টি বীর কালাস্তের প্রায় ॥ ১৮
 গভীর শব্দে ঘন সবারে ফুকারে ।
 ভালমতে চল সবে বসুদেব পুরে ॥ ১৯
 বহুবিধ বাঘ বাজে শুনিতে মধুর ।
 রথ-চক্রধনি সেনা গজ্জয়ে প্রচুর ॥ ২০
 এইমতে আনন্দে চলয়ে সর্বজন ।
 হেনকালে শুল্কবাণী করয়ে শ্রবণ ॥ ২১

শুন কংস যার হেতু করহ আনন্দ ।
 সেই তোমার শত্রু না জানিল মতিমন্দ ॥ ২২
 দেবকী-অষ্টমগর্ভে হবে যে সন্তান ।
 তোমার নাশক সেই শুন যে অজ্ঞান ॥ ২৩
 শক শুনি স্বরূপ হৈরা কংস ছুরাচার ।
 রজু ফেলি থুলা ডুলি বলে মার মার ॥ ২৪
 আরে ছুট ভরি তুই আমারে বধিতে ।
 মোর ঘরে আনিয়াছ দেবমহুগাতে ॥ ২৫
 তোমার স্মৃতে করিবেক আমার নিধন ।
 সেই ভয় আর না রাখিব কদাচন ॥ ২৬
 তোরে মারিলে কাঁটা খুলে এই সে বিচার ।
 এইক্ষণে করি যে ইহার প্রতিকার ॥ ২৭
 এত বলি লক্ষ দিরা ধরে তার চুলে ।
 মস্তক কাটিতে ছুট পাণ্ডাখান তুলে ॥ ২৮
 জ্বাসিত হইয়া দেবি করয়ে রোদন ।
 দেখি বহুদেব অতি বিবাদিত মন ॥ ২৯
 কংসেরে চাহিয়া কহে করিয়া বিনয় ।
 অমুচিত কর্ষ কেন কর মহাশয় ॥ ৩০
 আপনার মৃত্যুভয়ে মারহ ভগিনী ।
 কর্ষ ছাড়াইতে কার শক্তি কহ শুনি ॥ ৩১
 কালেতে জনমে জীব কালেতে নিধন ।
 ইহা না বিচারি কেন পাপে দেহ মন ॥ ৩২
 যেন নিরুপিত কর্ষ হয় তেন মতি ।
 নিরুপণ ছাড়াইতে কাহার শক্তি ॥ ৩৩
 তথাপিহ উপস্থিত ভয় নিবাসিতে ।
 যুক্তি করি বহুদেব লাগিলা কহিতে ॥ ৩৪
 রাজা তব দেবকীতনয়গণে ভয় ।
 সেই সবে তোমা আনি দিব মহাশয় ॥ ৩৫
 তবে দেবকীর বধে কিবা আর ফল ।
 বুদ্ধিমা করহ কার্য্য কংস মহাবল ॥ ৩৬
 সত্যবাদী বহুদেব জানি কংসরায় ।
 ভয়ীবধ তেয়াগিল তাহার কথায় ॥ ৩৭
 বহুদেব গেলা তবে আপন মন্দিরে ।
 হুঃখমনে দেবকী রহিলা অস্তঃপুরে ॥ ৩৮

কত দিনে দেবকী হইলা গর্ভবতী ।
 জনমিল পুত্র এক স্নহর আকৃতি ॥ ৩৯
 পুত্র দেখি বহুদেব হুঃখিত হইল ।
 কান্দিতে কান্দিতে পুত্রে লইয়া চলিল ॥ ৪০
 অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে দেবকী জননী ।
 কংস কাছে বহুদেব গেলেন-আপনি ॥ ৪১
 বার দিরা বসিয়াছে কংস ছুরাচার ।
 সম্মুখে দাণ্ডায়ে দৈত্য হাজার হাজার ॥ ৪২
 বহুদেব দেখি তার দয়া উপজিল ।
 সত্যবাদী বলি তাঁরে নিশ্চয় জানিল ॥ ৪৩
 কংস কহে এই স্মৃতে নাহি প্রয়োজন ।
 আমার আনিয়া দিবে অষ্টম নন্দন ॥ ৪৪
 শুনি বহুদেব সেই পুত্রে লয়ে গেল ।
 হরিষ বিবাদে গিয়া দেবকীরে দিল ॥ ৪৫
 পুত্র পায়া মাতা অতি উল্লাস অস্তর ।
 বদনে চুষন করে করিয়া আদর ॥ ৪৬
 তথা কংসে ধার্মিক দেখিয়া দেবগণ ।
 মনে ভাবে না হইল ইহার নিধন ॥ ৪৭
 ইহারে দেখিলে হরি হেন ধর্ম্মাচার ।
 পৃথিবীর মাঝে না হবেন অবতার ॥ ৪৮
 এইমত যুক্তি করিয়া দেবগণ ।
 নারদে ডাকিয়া সবে কৈল নিবেদন ॥ ৪৯
 তুমি কর মুনিবর ইহার উপায় ।
 করহ কংসের যেন মন ফিরে যার ॥ ৫০
 নারদ বলয়ে তাহা দেখিবে সাক্ষাতে ।
 কি কার্য্য সাধন করি গিয়া মথুরাতে ॥ ৫১
 এত কহি মুনিবর মথুরাতে গেলা ।
 কংসে দেখি মহাকোপে কহিতে লাগিলা ॥ ৫২
 গেলিরে গেলিরে কংস এতদিনে গেলি ।
 দেবতার ফাঁদে বেটা নিশ্চয় পড়িলি ॥ ৫৩
 তোমার অগচর আমি না পারি দেখিতে ।
 অতএব উপদেশ আইছে কহিতে ॥ ৫৪
 শুনি কংসরাজ পড়ে মুনির চরণে ।
 কহ প্রভু কিবা যুক্তি কৈলা দেবগণে ॥ ৫৫

তুমি মাত্র বন্ধু মোর অমরাবতীতে ।
 মোর উপকারী তুমি বিদিত জগতে ॥ ৫৬
 যুনি বলে মুখ তুই বুঝিতে নারিলি ।
 বসুদেব সন্তানে ছাড়িয়া কেন দিলি ॥ ৫৭
 অষ্টম সন্তানে যদি তোমার মরণ ।
 বুঝ দেখি কে নহিল অষ্টম মন্দন ॥ ৫৮
 প্রথম অষ্টম আর সপ্তমাদি করি ।
 পরিবর্ত ক্রমে সব অষ্টম বিচারি ॥ ৫৯
 চক্র করি এই মত করে দেবগণে ।
 বুদ্ধিতে বিহীন তুমি বুঝিবে কেননে ॥ ৬০
 এত বুঝাইয়া যুনি গেলা নিজ স্থানে ।
 কোপভরে কংস আদেশিলা দৈত্যগণে ॥ ৬১
 বসুদেব স্নতে তোরা আনহ সত্তরে ।
 বসুদেব দেবকীরে রাখ কারাগারে ॥ ৬২
 ঘর ঘর ভাঙ্গিয়া লুটায় দেহ ধন ।
 কারাগারে দোহাকারে করহ বন্ধন ॥ ৬৩
 একে দৈত্য আর তাহে কংসের আদেশ ।
 বসুদেব গৃহে সবে করিল প্রবেশ ॥ ৬৪
 ঘর ঘর ভাঙ্গি ফেলে গদার আঘাতে ।
 লুটিলেক ধন সব আপন ইচ্ছাতে ॥ ৬৫
 ততক্ষণে বাধি দৌড়ে কারাগারে গিল ।
 চরণে নিগড় দিয়া তথায় রাখিল ॥ ৬৬
 বসুদেবপত্নীগণ দুরে পলাইল ।
 এক এক স্থানে গিয়া সকলে রহিল ॥ ৬৭
 যৌহিণী গেলেন তবে গোকুল নগরে ।
 প্রীতি পায়্য রহিলেন যশোদা-মন্দিরে ॥ ৬৮
 দ্বারী প্রহরীগণ রহিল ছুরারে ।
 তনয় লইয়া গেল কংসের গোচরে ॥ ৬৯
 বসুদেব-তনয়ে দেখিয়া কংস রাগ ।
 চরণে ধরিয়া মায়ে শিলাতে আছাড় ॥ ৭০
 পরাণ ভেজিল সেই কংসের প্রহারে ।
 তবে ছুট তুই হরে গেল নিজপুরে ॥ ৭১
 সিংহাসনে বসি তবে কংস ছুরাচার ।
 উগ্রসেন বাপ প্রতি করিল হুকার ॥ ৭২

আরে ছুট বাপ তুই দেবতার গণ ।
 উপযুক্ত ফল বেটা পাইবে এখন ॥ ৭৩
 এত বলি আদেশ করিল নিজগণে ।
 কারাগারে কন্যা বাপে করহ যতনে ॥ ৭৪
 মোর পিতা বলি উপরোধ না করিবে ।
 চরণে নিগড় দিয়া বাধিয়া রাখিবে ॥ ৭৫
 আদেশ পাইয়া তারে তেমতি করিল ।
 সর্ব কার্য সারি নিজ সেনা ফুকানিল ॥ ৭৬
 তৃণাবর্ত পুতনা প্রলম্ব বকাস্বর ।
 কেশী অঘাসুর শঙ্খচূড় বৎসাস্বর ॥ ৭৭
 কত কত অসুর সম্মুখে ডাকাইল ।
 সিংহাসনে বসিয়া সবারে নিরখিল ॥ ৭৮
 কেহ বলে ইচ্ছ বেটা কি করে বড়াই ।
 আজ্ঞা পাইলে ধরি তারে আনি হেণাই ॥ ৭৯
 মরিলে যমের ঘরে সব জনে যায় ।
 আজ্ঞা পাইলে ধরি আনিয়ে হেতায় ॥ ৮০
 অসুর আনরা রাজা বুঝিছে বিচারে ।
 যমেরে মারিতে পারি মো-সবে কে পারে ॥ ৮১
 কংস বলে মোর ভয় ত্রিভুবনে নাই ।
 তোমরা সহায় আর কাহারে ডরাই ॥ ৮২
 সংপ্রতি করহ গাভী বিপ্রের পীড়ন ।
 তবে কোন যত্ন না করিবে কদাচন ॥ ৮৩
 যজ্ঞ বিনা দেবগণ আপনে মরিবে ।
 যুদ্ধে কিবা কাজ মোরা উপায়ে নাশিবে ॥ ৮৪
 গুনি দৈত্যগণ সদা পীড়য়ে সবারে ।
 গো-ব্রাহ্মণে হিংসে সমা উপদ্রব করে ॥ ৮৫
 ত্রাসিত হইল স্বর্গে যত দেবগণ ।
 পাপভরে মেদিনী কাঁপয়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮৬
 এইরূপে রহে ছুট মথুরা নগরে ।
 আর এক পুত্র হইল দেবকী উদরে ॥ ৮৭
 জনমনাক্রোড়ে কংস আছড়ে পাষণে ।
 কান্দয়ে দেবকী দেবী বিষাদিত মনে ॥ ৮৮
 এইমতে ছয় পুত্র তাঁর জনমিল ।
 ক্রমে ক্রমে সবে ছুট বিনাশ করিল ॥ ৮৯

যোগমায়া বর্জক গর্ভ চালন ও কৃষ্ণ বলরামের আবির্ভাব।

জৈমিনি বলরে শুন অপূর্ণ কথন।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন হয়ে এক মন ॥ ১

ছয় পুত্র দেবকীর করিল বিনাশ।

সপ্তমে অনন্তদেব গর্ভে কৈলা বাস ॥ ২

এক দুই তিন ক্রমে ছয় মাস গেল।

সপ্তম মাসেতে হরি উপায় করিল ॥ ৩

যোগমায়া স্মরণ করিলা রম্যপতি।

হরির নিকটে দেবী গেলা শীঘ্র গতি ॥ ৪

প্রণাম করিয়া কহে করি ঘোড়হাত।

কি কার্য আমারে আজ্ঞা কর রমানাথ ॥ ৫

বিষ্ণু বলে শুন দেবী আমার আদেশ।

মথুরানগরে তুমি করহ প্রবেশ ॥ ৬

দেবকীর গর্ভে জন্ম অনন্ত আপনে।

রোহিণী উদরে তাহা করহ চালনে ॥ ৭

এই নিজ কার্যে নোর হবে সাবধান।

অবনীতে বাড়িবেক তোমার সম্মান ॥ ৮

অধিকা মঙ্গলা চণ্ডী দুর্গা নারায়ণী।

এই সব নামে তোমা তুষিবে আপনি ॥ ৯

প্রসাদ করিয়া তাঁরে পাঠাইলা হরি।

মথুরানগরে চণ্ডী গেলা ভরা করি ॥ ১০

দেবকীর গর্ভ মাতা করিয়া চালন।

রোহিণী উদরে করাইল প্রবেশন ॥ ১১

সব কথা নিবেদিল হরি সন্নিধান।

বিদায় করিল তাঁরে করিয়া সম্মান ॥ ১২

লোকমতে রটিল দেবকীর গর্ভপাত।

কংস বলে আপনিই ঘুচিল উৎপাত ॥ ১৩

সময়ে প্রসব হৈলা রোহিণী জননী।

প্রকটিল বিশ্বস্তর আসিয়া ধরনী ॥ ১৪

বলরাম জন্ম লভিলা শুভ কালে।

দেবগণ কুসুম বসিবে কুহুহলে ॥ ১৫

সাধু সকলের দেহ পুলকে পুরিল।

কোটা বজ্রপাত চুইগণেতে মানিল ॥ ১৬

তবেত আপনি হরি গোলক হইতে।

বসুদেব মনে আসি হইল উদিত ॥ ১৭

প্রফুল্লিত বসুদেব দেবকীরে কয়।

বন্দী থাকি মনে এত স্নেহ কেন হয় ॥ ১৮

এতক কহিতে গেলা দেবকীর সনে।

কহিতে লাগিলা দেবী বিনয় বচনে ॥ ১৯

সত্য প্রাণনাথ আজি প্রফুল্ল অন্তর।

কারণ না জানি কিছু দেবের গোচর ॥ ২০

এইমতে আনন্দে রহিল দুইজনে।

বন্দিঘরে বৈকুণ্ঠ সমান স্নেহ মনে ॥ ২১

হেনরূপে আবির্ভাব হইলা শ্রীহরি।

নিতি বাড়ি দেবকীর রূপের মাধুরী ॥ ২২

এক দুই তিন চারি পাচ মাস গেল।

মনে মনে কংসরাজ প্রমাদ গণিল ॥ ২৩

এক দিন দেখিতে আইল দেবকীরে।

স্বপ্ন দেখি সশঙ্কিত চাহিতে না পারে ॥ ২৪

তেজোতে হইল চুই অন্ধের সমান।

নিজ গৃহে গিয়া তবে করে অহুমান ॥ ২৫

এইত অষ্টম গর্ভ মোর কাল-প্রায়।

এইরূপে বধিলে আপদ ঘুচে যায় ॥ ২৬

একে নারী বধ তাহে ভয়ী গর্ভবতী।

বধিলে পাতক অতি ঘৃষিবে অকীর্তি ॥ ২৭

অতএব শিশু জনমিলে বিনাশিব।

আমার-বধে ছাওরাল কিরূপে শঙ্ক হব ॥ ২৮

এইরূপ বিচারে রহিল দুরাশয়।

দশদিক্ সকল দেখয়ে কৃষ্ণময় ॥ ২৯

উঠিতে বসিতে কৃষ্ণভোজনে শয়নে।

জলে স্থলে দেখে কৃষ্ণ নিদ্রা ভাগরণে ॥ ৩০

দেবগণ কারাগারে গমন করিয়া।

প্রভুর করয়ে স্তব কৃতাজলি হৈয়া ॥ ৩১

জয় জয় নারায়ণ জগত-আধার।

জয় অগতির গতি দেবকীকুণ্ডার ॥ ৩২

যুগে যুগে আগনি করিয়া অবতার ।
 রক্ষা কর সাধুগণে দুষ্টের সংহার ॥ ৩৩
 এইরূপে নিতি ব্রহ্মা আদি দেবগণ ।
 স্তুতি করি নিজহানে করয়ে গমন ॥ ৩৪
 এইরূপে দশ মাস হইল পূর্ণিত ।
 সর্ব সুলক্ষণ কাল হইল উদ্ভিত ॥ ৩৫
 তাদ্র মাস অসিত অষ্টমী নিশাকালে ।
 মন্দ মন্দ বহে বাত স্নগন্ধি মিশালে ॥ ৩৬
 মন্দ মন্দ বরিষণ করে জলধর ।
 অর্ধরাত্রে উদয় হইল যজ্বর ॥ ৩৭
 কোটাচাঁদ-জিনি মুখ কমলনয়ন ।
 নবাব্দতত্ত্ব পীতবাস পরিধান ॥ ৩৮
 চারি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে ।
 রতন কিরীটি মাথে দিক্ আলো করে ॥ ৩৯
 বলমল করে অঙ্গে নানা অভরণ ।
 শ্রীবৎস কোমলভণি বক্ষে মনোরম ॥ ৪০
 মূহ মূহ হাসিমাখা রঞ্জিত অধরে ।
 লাবণ্য তরঙ্গ বহে প্রীতি কলেবরে ॥ ৪১
 শ্রামচাঁদে দেখি দৌড়ে প্রেমানেন্দ্রে ভাসে ।
 ছুই কর মুড়ি স্তব করয়ে হরিশে ॥ ৪২
 নমো নমো নারায়ণ অখিল আশ্রয় ।
 নমো দশ অবতার নমো দয়াময় ॥ ৪৩
 নমো নমো সকলের আদি সনাতন ।
 নমো নমো বিশ্বস্তর বিশ্বের কারণ ॥ ৪৪
 আত্ম অন্ত মধ্য তুমি পৃথিবী আকাশ ।
 তুমি জল তুমি স্থল অনল বাতাস ॥ ৪৫
 তুমি চন্দ্র ভানু তারা গ্রহ বোণ বার ।
 সকল জগত তব মায়ার বিকার ॥ ৪৬
 এইরূপ শুনি পিতা মাতার স্তবন ।
 হাসিয়া কহয়ে প্রভু কমললোচন ॥ ৪৭
 যুগে যুগে হয় যত মোর অবতার ।
 সেই কালে পিতা মাতা তোমরা আমার ॥ ৪৮
 কসেবধু হৈতু হবে মোর আগমন ।
 গৌরুলে আমারে লয়ে রাখহ এখন ॥ ৪৯

নন্দের মন্দিরে কত দিন হবে বাস ।
 তবে দুষ্ট কংসে আসি করিব বিনাশ ॥ ৫০
 এতেক বলিয়া হরি দেখিতে দেখিতে ।
 সামান্য বালকরূপ হৈলা আচম্বিতে ॥ ৫১
 মায়ায় মোহিত কৈলা দুহাকার মন ।
 পুত্র পুত্র বলি মুখে করিলা চূষন ॥ ৫২
 কি নীলকমল জিনি সুন্দর বদন ।
 কোলে করে দেবকী হইল দৃষ্টমন ॥ ৫৩
 বসুদেব বলে শুন দেবকী সুন্দরী ।
 স্নেহ ছাড়ি পুত্র দেহ যাই ত্রা করি ॥ ৫৪
 দারুণ দুর্বার কংস শুনিলে এই কথা ।
 এইক্ষণে বিপদ পড়িব আমি হেণা ॥ ৫৫
 এত বলি বসুদেব পুত্র কৈলা কোলে ।
 কাঁদিয়া দেবকী দেবী পড়ে ভূমিতলে ॥ ৫৬
 হায় নীলকমল আমার আমি তারা ।
 জনমের মত বৃদ্ধি হইলাম হারা ॥ ৫৭
 এইরূপে কাঁদে বিশ্ব-পিতার জননী ।
 বসুদেব প্রবোধিলা কহি নানা বাণী ॥ ৫৮
 পায়ের নিগড় তার খুচি গেল দূরে ।
 পুত্র কোলে বসুদেব হইলা বাহিরে ॥ ৫৯
 জলধর মন্দ মন্দ ববিষণ করে ।
 ফণা বিস্তারিয়া শেষ ছত্র ধরে শিরে ॥ ৬০
 যমুনার তীরে উত্তরিল এইরূপে ।
 জলের তরঙ্গ দেখি বসুদেব কাঁপে ॥ ৬১
 অতি বেগবতী মাতা কলিন্দতনয়া ।
 পুণ্ড্রকে পূর্ণিতা অতি ত্রীকৃষ্ণে দেখিয়া ॥ ৬২
 জলের তরঙ্গচ্ছলে প্রেমের তরঙ্গ ।
 ঢেউ শব্দচ্ছলে কৃষ্ণগুণ-গান রঙ্গ ॥ ৬৩
 তীরে থাকি বসুদেব ভাবে মনে মনে ।
 এস্থানে তরঙ্গে পার হইব কেমনে ॥ ৬৪
 গভীর যমুন। অতি বেগ খর তর ।
 কিরূপে হইয়া পার, যাব নন্দ ঘর ॥ ৬৫

বসুদেবের নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণ স্থাপন

এইরূপে বসুদেব ভাবে মনে মনে ।
 জগৎ-জননী উমা আইল সেই ধানে ॥ ১
 শৃগালিনী রূপেতে যমুনা পার হৈলা ।
 তাহা দেখি বসুদেব জলেতে নামিলা ॥ ২
 অন্ন জল দেখিয়া হইলা হরষিত ।
 পার হৈয়া চলিলেন মনে নাহি ভীত ॥ ৩
 যমুনার বাসনা পূরিতে দয়াময় ।
 কোলে হোতে পড়ি গেল। যমুনা আলয় ॥
 বসুদেব কান্দিয়া করয়ে হাহাকার ।
 ধুঁজিতে লাগিলা জলে চক্ষে জলধার ॥ ৫
 তথা সিংহাসনে দেবী হরি বসাইয়া ।
 পূজিলা পরমানন্দে প্রেমে নয় হৈয়া ॥ ৬
 বিদায় হইয়া তবে দেবকী-নন্দন ।
 পিতার করেতে উঠে সহাস্ত-বদন ॥ ৭
 পুত্র পেয়ে বসুদেব অতি হরষিত ।
 হারাইল নিধি যেন পাইল আচম্বিত ॥ ৮
 কোলে করি পার হয়ে গেল। নন্দালয় ।
 মারায় নিদ্রিত সবে কিছু না জানয় ॥ ৯
 নন্দরাণী প্রসব হইলা এক কন্তা ।
 পরম সুন্দরী সেই ত্রিজগতে ধন্তা ॥ ১০
 আপনার পুত্র রাখি রাণীর সমীপে ।
 তাঁর কন্তা লয়ে পুন আইল সেইরূপে ॥ ১১
 দ্বারী প্রহরী সব নিদ্রায় বিভোর ।
 কঁজারে আনিয়া দিল দেবকীর কোর ॥ ১২
 কন্তা দেখি জননী হইয়া ছটমন ।
 যেন পুত্র তেন কন্তা মিলিল এখন ॥ ১৩
 ক্রন্দনের শব্দ করি উঠে মহামায়া ।
 জাগিল প্রহরী সব হুহুকার দিয়া ॥ ১৪
 দেবকী প্রসব জানি খাইল সন্ধরে ।
 ঘোড় হাতে জানাইল কংসের গোচরে ॥ ১৫
 শুনিয়া দৈত্যের পতি ক্রুদ্ধ হৈয়া উঠে ।
 খাণ্ডা হাতে ধায় ছুট তরীর নিকটে ॥ ১৬

অষ্টম গর্ভের কথা ভাল মতে জানে ।
 হৃদয় কাঁপিছে শ্বাস বহে মনে মনে ॥ ১৭
 কারাগারে অবশি তরীর কোল হৈতে ।
 কাড়িয়া লইল কন্তা কাঁপিতে কাঁপিতে ॥ ১৮
 কন্তা দেখি কহে ছুট তত্ত্ব দেবগণ ।
 মিছামিছি আমারে করিল প্রভারণ ॥ ১৯
 যা হউক শত্রুবীজ রাখা যোগ্য নয় ।
 এত বলি কন্তা লয়। গেল দুয়াশয় ॥ ২০
 শিশুবধ পাটে আসি ধরিয়া চরণে ।
 শূন্তে ঘুরাইছে তারে আছাড় কারণে ॥ ২১
 হেনকালে হস্ত পিছলিয়া মহামায়া ।
 আকাশ মণ্ডলে উঠে শক্তি প্রকাশিয়া ॥ ২২
 অষ্টভূজা তথায় হইয়া নারায়ণী ।
 কংসেরে ডাকিয়া তবে কহে ঘোর বাণী ॥ ২৩
 ওরে ছুট মোরে চাহ করিতে বিনাশ ।
 তোর হস্তা করিলেক কোন স্থানে বাস ॥ ২৪
 এত বলি নিজ স্থানে গেলেন শঙ্করী ।
 নিজালয়ে গেল কংস অতি দুঃখে ভরি ॥ ২৫
 দেবতার বাক্য মিথ্যা মনে করি জ্ঞান ।
 বসুদেব দেবকীরে করিল সম্মান ॥ ২৬
 বদ্ধ হৈতে মোচন করিল হুঁহাকারে ।
 বিনয় বচনে শাস্ত কৈল দেবকীরে ॥ ২৭

নন্দগৃহে উৎসব ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন পীযুষ মিলন ॥ ১
 প্রাতঃকালে জাগিলেন নন্দের ঘরণী ।
 উঠিয়া দেখয়ে পুত্র ইন্দ্র-নীলমণি ॥ ২
 যখন প্রসব হইলেন যশোমতী ।
 নাহি জানে সম্ভান কি জন্মিল সন্ততি ॥ ৩
 পুত্র দেখি নন্দরাণী আপনা পাসরে ।
 আনন্দে ভুবিল স্নেহে বচনানুসারে ॥ ৪
 হেনকালে রোহিণী বলাই করি কোলে ।
 যশোদা নিকটে আইলা অতি কুতূহলে ॥ ৫

যশোদা তনয়ে দেখি অতি হরষিত ।
 যশোদারে কহে একি ভোকার চরিত ॥ ৬
 হেন নীলকমল তনয় হৈল সৌর ।
 ধূলায় আছরে পড়ি নাহি কর কোর ॥ ৭
 রোহিণী বচনে রাণী পাইল সন্তিত ।
 পুত্র পুত্র বলি কোলে করিলা তুরিত ॥ ৮
 শুনিয়া ধাইল নন্দ পুত্রে দেহিতে ।
 উপনন্দ আদি ঘেরি চলে চারি ভিতে ॥ ৯
 পুত্রে দেখিয়া নন্দ আনন্দে ডুবিল ।
 বার্তা শুনি ব্রজবাসী দেখিতে ধাইল ॥ ১০
 নন্দের ভবনে শুনি বাধাই আনন্দ ।
 কান্দে তার ধারে চলে যত গোপবৃন্দ ॥ ১১
 ব্রজের রমণী সব চিত্ত পুলকিতে ।
 বেশ ভূষা করি চলে কৃষ্ণেরে দেখিতে ॥ ১২
 তরুণ রমণীগণ কেশ নাই বাক্কে ।
 নন্দের ভবনে ধেরে চলিল আনন্দে ॥ ১৩
 কৈলাস হইতে শিব পার্শ্বতীর সনে ।
 নন্দের ভবনে যান কৃষ্ণ দরশনে ॥ ১৪
 গালবাণ্ড করি সঙ্গে চলে নিজগণ ।
 শচীসহ শচীনাথ করিলা গমন ॥ ১৫
 কুবের বরুণ আদি দিকপাল চয় ।
 সবে হরষিতে যান নন্দের আগর ॥ ১৬
 নন্দের ভবনে হৈল আনন্দ তরঙ্গ ।
 বিবিধ বাজনা বাজে গীত নাট রঙ্গ ॥ ১৭
 জৈমিনি বলয়ে শুনি মুনিমণ্ডল ।
 নন্দের মন্দিরে মহানন্দ কোলাহল ॥ ১৮
 দেব নাগ নরে মিলি করয়ে নর্তন ।
 লজ্জা পরিত্যজি নাচে যত নারীগণ ॥ ১৯
 তৈল দধি হরিত্রা ছড়ায় সবে মিলি ।
 পরস্পর গারে ফেলে হৈল ঠেলাঠেলি ॥ ২০
 নাচয়ে নর্তকী গায় গায়কের গুণ ।
 জঙ্গ জঙ্গ জলাহলি শব্দ সঘন ॥ ২১
 নন্দ আনন্দে করিলা বহু দান ।
 পুত্র অথ পাণ্ডী দিল নাহি পরিমাণ ॥ ২২

রতন হীরক মুক্তা রজত কাঞ্চন ।
 দ্বিজে ভাটে দরিদ্রে দিলেন বহু ধন ॥ ২৩
 সবারে বিদায় করি নন্দ মহাশয় ।
 পুত্র মুখ দেখি অতি হরষ হৃদয় ॥ ২৪
 তবে নন্দ যশোদা রোহিণী হরষিতে ।
 কৃষ্ণ বলরাম হেরে চিত্ত পুলকিতে ॥ ২৫
 হরি বলরাম তবে এক ঠাই করি ।
 আঁখি ভরি পান করে রূপের মাধুরী ॥ ২৬
 কি যে নীলমণি শুভ্রমণিতে মিশাল ।
 অপকূপ দ্যুতি কি যে নয়ন রসাল ॥ ২৭
 পান করি রূপের মাধুরী নিরবধি ।
 নিদগন তহু মন বহে প্রেমদী ॥ ২৮
 এইমতে ত্রীহরি বাড়েন দিনে দিনে ।
 যেই দিনে যেই কন্ধ্য কৈলা সেই দিনে ॥ ২৯
 কুণ্ডাচার কন্ধ্য করিলেন যে যে দিনে ।
 কর্ণবেধ আদি কৈলা বিবিধ বিবানে ॥ ৩০

শ্রীকৃষ্ণের পুতনাদি বধ ।

কিছু দিবসের যবে হইলা ত্রীহরি ।
 পুতনা রাক্ষস মারিল স্তন পান করি ॥ ১
 কংসের আদেশে আইল কৃষ্ণ বধিবারে ।
 স্তন পান করি হরি বিনাশিল তারে ॥ ২
 স্তন-পান হেতু মাতৃপদ দিল দান ।
 হেন দয়াময় কোথা হইবেক আন ॥ ৩
 তৃণাবর্ত বধ কৈলা শকটভঞ্জন ।
 এইরূপে বহু লীলা কৈলা নারায়ণ ॥ ৪
 মায়ার জঁধর বলি কেহ নাহি জানে ।
 এইরূপে নারায়ণ রহেন গোপনে ॥ ৫
 দিনে দিনে বাড়ে প্রভু যশোদা-নন্দন ।
 হামাগুড়ি দিয়া যান শোভা মনোরম ॥ ৬
 চরণ পরশে মহী-চিত্ত পুলকিত ।
 ভূগ ছলে প্রেমাসুর করে প্রকাশিত ॥ ৭

জলশ্রোত ছলে নদী ভাসে প্রেমজলে ।
কৃষ্ণ বলরাম দুই হরষিতে খেলে ॥ ৮

—:—

কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ ।

এইরূপে দুই ভাই করয়ে বিহার ।
একদিন গর্গমুনি কৈলা আশুসার ॥ ১
নন্দেয়ে ভেটিলা মুনি রাজ-সভামাখ ।
হরষিতে আসন দিলেন ব্রজরাজ ॥ ২
সভাসহ প্রণমিলা নন্দ মহাশয় ।
পাশ্বে অর্ঘ্য দিয়া অতি হরিশ-রুদয় ॥ ৩
বোড়হাতে কহে নন্দ মুনিসন্নিধানে ।
দুই বালকের নাম স্থাপহ আপনে ॥ ৪
এত শুনি হরিশ হইলা তপোধন ।
কহে দুই বালকে করাহ দরশন ॥ ৫
এত শুনি ব্রজরাজ মুনিরে লটরা ।
অস্ত্রপুরে প্রবেশিলা হরিশ হইয়া ॥ ৬
কৃষ্ণ বলরামে মুনি করি নিরীক্ষণ ।
যোগবলে জানিলা সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ৭
অনন্ত গোবিন্দ বিহরয়ে ব্রজপুরে ।
মারায় না জানে গোপ শিশুবুদ্ধি করে ॥ ৮
নন্দেয়ে চাতিয়া বলে মধুর বচন ।
শুন নন্দ আপন তনয় বিবরণ ॥ ৯
রূপে আকর্ষণ করে মন সবাচার ।
অতএব কৃষ্ণ নাম রহিল ইহার ॥ ১০
যুগে যুগে অবতরে তোনার তনয় ।
সত্যযুগে গুরুবর্ণ ধারণ করয় ॥ ১১
এই শিশু রক্তবর্ণ ত্রেতাযুগে ধরে ।
কলিতে হবেন পীত জানিহ নিকারে ॥ ১২
এবে কৃষ্ণবর্ণ-ধারী তনয় তোমার ।
নারায়ণ সম সর্ব চরিত্র ইহার ॥ ১৩

তথাহি শ্রীভাগবতে গর্গবচনঃ—

আসন্ বর্ণাঙ্করো হুস গৃহুতোহনুযুগং ততঃ ।
গুরুারকৃৎথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

প্রাগয়ং বসুদেবস্ত কচিচ্ছ্রীতস্তবায়ুজঃ ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিষ্ঠাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥
কভু ইহী হৈলা বসুদেবের তনয় ।
অতএব বাসুদেব নাম স্মৃনিশ্চয় ॥ ১৪
রোহিণীনন্দন হবে অতি বলবান ।
অতএব ইহার হইল বলরাম ॥ ১৫
রূপ অতি রমণীয় নমন আরতি ।
বলরাম নাম ইহার হইবেক খ্যাতি ॥ ১৬
অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো জ্ঞপৈঃ ।
আখ্যাত্তে রাম ইতি বলামিকাদলং বিজ্ঞঃ ॥
এত শুনি হরষিত হইল বৈষ্ণুরাজ ।
মুনিবরে প্রণমিলা পড়ি কিত্তি মাখ ॥ ১৭
বিদায় করিলা বচ ব্রহ্ম ধন দিয়া ।
নিজ গৃহে গেলা মুনি হরিশ হইয়া ॥ ১৮
গর্গাচার্য কৃষ্ণ করিলা প্রচার ।
কৃষ্ণনামে ব্রজবাসী আনন্দ অপার ॥ ১৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে হইল কৃষ্ণময় ।
অস্তরে বাহিরে কৃষ্ণ সমা বিরজয় ॥ ২০
কেহ দাস্তভাবে সেবা করয়ে চরণ ।
কেহ সখ্যভাবে করে প্রিয় আচরণ ॥ ২১
কেহ বা বাৎসল্যভাবে পুত্র স্নেহ করে ।
এইরূপে ব্রজনাথ ভ্রমে ব্রজপুরে ॥ ২২
এই প্রভু কলিকালে পীতবর্ণ ধরি ।
হইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী ॥ ২৩
অগ্রজ বলাই সঙ্গে নিত্যানন্দ রাম ।
রূপা করি জীবগণে দিলা হরিনাম ॥ ২৪
কভু মিথ্যা না জানিহ গর্গের বচন ।
অতএব ভজ কৃষ্ণচৈতন্য চরণ ॥ ২৫
জৈমিনি ভারতে আর শ্রীমহাভারতে ।
চৈতন্তের তব সব করিলা বিমিত্তে ॥ ২৬
তথাহি জৈমিনিভারতে উদ্ধকঃ প্রতি
নারদবাক্যং ।

ভগবান্ দেবকীপুত্রশ্চৈতন্ত ইতি বিশ্রুতঃ ।
অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং সত্যং সত্যং জয়ন্ত্যহো ॥

ঐবহাভারিতে মহেন্দ্রনামভোজে ।
 স্রবর্ণবর্ণে হেবাদো বরাহচন্দনাদিঃ ॥
 নর্যাসকুং সবঃ শাক্তো নিষ্ঠাশান্তিপরাধনঃ ॥
 শাস্ত্রজ্ঞান যার সেই জানে এই গুণ ।
 অন্ন পক্তি এসব না জানে বুধ মূঢ় ॥ ২৭
 কিবা শাস্ত্র না পড়িয়া ভকতি আচরে ।
 ঐকৃষ্ণচৈতন্য তব্ব তাহারে গোচরে ॥ ২৮
 অভএষ ভ্রাজ্জ ভাই মদ অভিমান ।
 চৈতন্য-চরণ ভজ হইবে কল্যাণ ॥ ২৯
 জয় জয় ঐকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় ।
 আমারে করুণা কর যশোদা তনয় ॥ ৩০

—o—

ঐকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন ।

কৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 ঐকৃষ্ণের লীলা অতি অদ্বুত কথন ॥ ১
 অদ্বুত বারিধি লীলা অতি সুগভীর ।
 তাহাতে ডুবির। কোন জন হবে স্থির ॥ ২
 লীলামৃত তরঙ্গে ভাসয়ে মোর মন ।
 সজ্জপে কহি যে কিছু করহ শ্রবণ ॥ ৩
 এইরূপে রহে কৃষ্ণ গোকুল নগরে ।
 দিনে দিনে বাড়ি দেহ অতি মনোহরে ॥ ৪
 বাল্যলীলারশে ভোর জগতের পতি ।
 সতত খেলয়ে ব্রজ শিশুর সংহতি ॥ ৫
 বলরাম আর কৃষ্ণ শ্রীদাম অুবল ।
 অংগুমান অর্জুন সুদাম মহাবল ॥ ৬
 মধুমঙ্গলাদি সনে সতত বিহার ।
 দিগন্ত পিশুগণ খেলে অনিবার ॥ ৭
 ররেক রাখন চুরি গোরালাস ঘরে ।
 তাণ্ড তাকি যত দধি অপচয় করে ॥ ৮
 কেহ কিছু কহিতে না পারে সুখ দেখি ।
 এত কহেতেও সবে হয় সুখী ॥ ৯
 কোন দিন গোপীগণ হয়ে এক মিলি ।
 যশোদার কণ্ঠে গিয়া কৃষ্ণের ধামালি ॥ ১০

ডাকিয়ে বলয়ে মাতা আশ্বিনার হৃদে ।
 কেন উপজব বাছা কর-হেন মতে ॥ ১১
 হাসিয়া কহয়ে হরি আমি না করিল ।
 মিছামিছি গোপী হেন গোহারি করিল ॥ ১২
 নগরে খেলিয়ে আমি ব্রজ শিশুসনে ।
 ধরি লয়ে যায় মোরে নিজ নিকেতনে ॥ ১৩
 বাল্য বাল্য বীধি গায়ে দেয় ধূলা ।
 রঞ্জন নাটুরা মোরে পায় গোপীপুলা ॥ ১৪
 পুন মোর উপজব তোমায়ে জানায় ।
 ধরম না গণে গোপী এত বড় দায় ॥ ১৫
 লজ্জা পায় গোপীগণ কৃষ্ণের বচনে ।
 কিছু না কহিয়া কিরি যায় নিকেতনে ॥ ১৬
 স্নন্দর বদনচাঁদ কি নীলকমল ।
 হেরি ব্রজবাসীগণ হইল বিহবল ॥ ১৭
 তিল এক কৃষ্ণ বিনে না পারে রহিতে ।
 কৃষ্ণের বদন হেরে চিত্ত পুলকিতে ॥ ১৮
 শিশুগণ সনে করে যমুনা বিহার ।
 সেই সব লীলা হয় অনন্ত অপার ॥ ১৯
 ভাগ্যমানে যমুনা কৃষ্ণের পদ পেলে ।
 শ্রোত-ছলে বাড়ি দেবী প্রেমে পূর্ণা হয়ে ২০
 এইরূপে লীলা করে গোলকের সার ।
 কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥ ২১
 একদিন যশোমতী অতি উষাকালে ।
 মন্থন করয়ে দধি বসিয়া বিরলে ॥ ২২
 মন্দ মন্দ মধুর শব্দ ঘর ঘরি ।
 নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিয়া বসিলা প্রভু হরি ॥ ২৩
 মায়ের সদনে গেলা আঁখি কচালিয়া ।
 মা বলি অকালে ধরে মাখন লাগিয়া ॥ ২৪
 নিমগ্ন আছেন মাতা কিছু না জানিয়া ।
 উত্তর না পেয়ে হরি কোপিত হইলা ॥ ২৫
 ভাঙ্গিল গৃহেতে যত ছিল দ্রব্যচর ।
 ছদ্ম হাঁড়ি দধি হাঁড়ি কৈল অপচয় ॥ ২৬
 দধি ছদ্ম যত সব এক মিলাইল ।
 ঘর দ্বার বাহির শ্রোতেতে পূর্ণ কৈল ॥ ২৭

দ্রবন করয়ে দধি যশোদা জননী ।
 চরণতলেতে মাতা স্রোত হেন মানি ॥ ২৮
 অধোমুখে দেখিলা দধির স্রোতোধার ।
 আচক্ষিতে দেখি হেন হৈল চমৎকার ॥ ২৯
 চারি পানে চাহে মাতা কাহারে না হেরে ।
 অরা করি প্রবেশিল গৃহের ভিতরে ॥ ৩০
 দেখে কৃষ্ণ সব দ্রব্য অপচয় করি ।
 ক্রোধে ঠেঙ্গা মারিতেছে ভূমির উপরি ॥ ৩১
 দেখিয়া জননী অতি কোপিত চইয়া ।
 কৃষ্ণেরে বাবিতে যান রজ্জু হাতে লয়া ॥ ৩২
 ধাইলা শ্রীহরি মাতা পিছে পিছে ধায় ।
 কতক্ষণে লাগি পেয়ে ধরিল তাঁহার ॥ ৩৩
 বাধিতে যতন করে না পারে বাধিতে ।
 আনিল অনেক রজ্জু প্রতিবাদী হৈতে ॥ ৩৪
 যতেক বন্ধন করে রজ্জু না কুলার ।
 বিস্ময় হইয়া মাতা করে হায় হায় ॥ ৩৫
 জননীর দুঃখ দেখি জগতের পিতা ।
 ইচ্ছায় বন্ধন লয় বিশ্ববন্ধু দাতা ॥ ৩৬
 শাহার মায়ায় বন্ধ সকল সংসার ।
 ব্রজবাদী-প্রেমে কৈলা বন্ধন স্বীকার ॥ ৩৭
 উদ্বৃথলে বান্ধি কৃষ্ণে অত কার্য্যে গেলা ।
 বিঃ উদ্বৃথলে বন্ধন রাখিলা ॥ ৩৮
 করণ শ্রবণ ।

যমল অর্জুন নামে বড় ছই ভর ।
 তাহারের উদ্ধার চিহ্নে লিখি গুরু ॥ ৪১
 নাচিতে নাচিতে গেলা বৃন্দগম্বীরাণে ।
 ছই হাতে ছই বৃক্ষে দিয়া একটান ॥ ৪২
 অমনি পড়িল বৃক্ষ ভূমির উপর ।
 শব্দ হইল বজ্রপাত সম স্বর ॥ ৪৩
 শব্দ শুনি ব্রজবাদী সবে চমকিত ।
 বিনা মেঘে বজ্রপাত কেন আচক্ষিত ॥ ৪৪

যমল অর্জুন যবে উজ্জ কৈলা হরি ।
 বাহির হইল ছুই নিজ দেহ ধরি ॥ ৪৫
 নল আর কুবের পড়িল পদতলে ।
 ষোড়হাতে স্তুতি করে নেত্রে ধারা গলে ॥ ৪৬
 ননোনমঃ অনন্ত অনাদি বিশ্বগুরু ।
 নমোনমঃ সর্বাশ্রয় বাঙ্কাকল্পতরু ॥ ৪৭
 নমো যোগেশ্বরের ঈশ্বর নারায়ণ ।
 আমি ছই পতিতের করহ মোচন ॥ ৪৮
 স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি বলেন হাসিয়ে ।
 নিজ গৃহে যাহ ছুই বিদায় হইয়ে ॥ ৪৯
 আচরে পাইবে ছুই আমার চরণ ।
 গুনিয়া হরিয়ে তারা করিল গমন ॥ ৫০
 তথা মহাশয় পেয়ে যশোদা কাতর ।
 কৃষ্ণ না দেখিয়া ঘরে হইলা কাঁকর ॥ ৫১
 শিরে করাবাত হানি কান্দয়ে অপার ।
 হায় কিবা মন্দবুদ্ধি ঘটিল আমার ॥ ৫২
 কৃষ্ণেরে বাধিছ কেন আপনা থাইয়া ।
 কোথা গেল পুত্র মোর মোরে না কহিয়া ॥ ৫৩
 ঘরে ঘরে খুঁজে মাতা দেখিতে না পায় ।
 নন্দ উপনন্দ আদি আইল তথায় ॥ ৫৪
 খুঁজিতে লাগিলা সবে বিকল হইয়া ।
 যমল অর্জুন তলে মিলিল যাইয়া ॥ ৫৫
 তথ বৃক্ষ উপরে নাচয়ে দামোদর ।
 দাউয়া যশোদা তুলে বৃক্ষের উপর ॥ ৫৬
 বৃক্ষে স্তন দিয়া মাতা গেলা নিজ ঘরে
 দৈববলে রাখিল আজি কহে বারে বারে ॥ ৫৭
 নন্দ আদি সব গোপ হইলেন স্থির ।
 ভাণ্যোত্ত আছিল কৃষ্ণ বৃন্দের বাহির ॥ ৫৮
 যশোদা রোহিণী রক্ষা পড়ে বারে বারে ।
 অঙ্গঙ্গল মান করাইল দামোদরে ॥ ৫৯
 গৃহে আনিবেন তবে মঙ্গল করিয়া ।
 মুকতি করিলা সবে একত্র হইয়া ॥ ৬০
 উৎপাত কদিক এথা থাকি যোগ্য নয় ।
 অতঃপর বৃন্দাবনে বাইব নিশ্চয় ॥ ৬১

এত কহি গোকুল জ্যোতিয়া সর্বজনৈ ।
 নন্দ আদি সকলে গেলেন বুন্দাবনে ॥ ৬২
 এইরূপ লীলা হরি করেন প্রকাশন ।
 কত বালালীলা কৈলা না যায় গণন ॥ ৬৩
 সমুদ্র অপার লীলা নাহি পারাবার ।
 হুজ পাইয়া কণামাত্র করিহু বিস্তার ॥ ৬৪
 ইচ্ছ ভরি লিখিতে সদাই মনে আশ ।
 পুখি বিস্তারের হেতু বড় পাই ত্রাস ॥ ৬৫
 অন্নমাত্র হুজরূপে করি যে বর্ণন ।
 অপরাধ না লইবে আমি অভাজন ॥ ৬৬

—:—

কৃষ্ণ বলরামের গোধন চারণ ।

জৈমিনি বলয়ে সবে শুনহ সাদরে ।

এইরূপে ব্রজনাথ আনন্দে বিহরে ॥ ১

সপ্তম বৎসর যবে হইল বয়স ।

গোধন চারণ হেতু হইল আবেশ ॥ ২

একদিন মাগেরে বলিলা বিশ্বস্তর ।

গোচারণে যাব আমি বনের ভিতর ॥ ৩

শুনি যশোমতী হাসি কহিলা নন্দরে ।

তাহা শুনি নন্দ হৈলা প্রফুল্ল অন্তরে ॥ ৪

কৃষ্ণ বলে গোচারণে তোমার কি কাজ ।

রাজচক্রবর্তী আমি হই ব্রজ মাঝ ॥ ৫

শুনিয়া যতন করি কহেন পিতারে ।

গোপ হয়ে গোচারণ কুল ব্যবহারে ॥ ৬

বারণ না কর পিতা অবশ্য করিব ।

দাদা বলরাম সঙ্গে নির্ভয়ে থাকিব ॥ ৭

কৃষ্ণের নিতান্ত পণ জানি নন্দ ঘোষ ।

অমৃত বচনে পাইলা পরম সন্তোষ ॥ ৮

অল্পমতি দিলা নন্দ গোধন চারণে ।

এই কার্য যশোদার নাহি ভয় মনে ॥ ৯

পুত্রের দেখিয়া যম নারে ছাড়াইতে ।

শুভদিনে গোপবেশ লাগিলা করিতে ॥ ১০

শিরে বাঁধে চূড়া শিখি-প্রচ্ছেদ সংহতি ।

নবশুভ্রা মালা তাহে বেড়ে যশোমতী ॥ ১১

অলকা তিলকা ভালে রচিলা সুন্দর ।

চন্দনের পাঁতি তাহে রচে মনোহর ॥ ১২

পীতধড়া পরায়ে মুরলী দিল করে ।

গোচারণ-বেত্র হরি বাম কক্ষে ধরে ॥ ১৩

সহজ রূপেতে হরি ভুবনমোহন ।

গোপবেশে উজ্জল হইল মনোরম ॥ ১৪

বেত্রবেণুধারী হরি মদনমোহন ।

ব্রজবাসিগণের হরিল তনু মন ॥ ১৫

নব নব ব্রজবধু কৃষ্ণরূপ হেরি ।

প্রেমের তরঙ্গে ভাসে আপনা পাসরি ॥ ১৬

বলরামে সাজাইলা ধড়া নীলবাসে ।

শিঙ্গা বেত্র ধরে প্রভু মনেক হস্তিষে ॥ ১৭

এক কর্ণে কুণ্ডল বারুণী মদে ভোরা ।

শ্রীকৃষ্ণের ভাবে গর গর মাতোয়ারা ॥ ১৮

হেনকালে শ্রীদামাদি ব্রজ শিশুগণে ।

কৃষ্ণপ্রিয় সখাগণ আইল সেখানে ॥ ১৯

মায়ে প্রণমিয়া সবে চলে গোষ্ঠমুখে ।

রোদন করয়ে নন্দরাণী মনোহুঃখে ॥ ২০

এথা হরি গোষ্ঠমাঝে করেন গমন ।

দক্ষিণে বলাই মন্ত চলে মনোরম ॥ ২১

বামেতে দাম শ্রীদাম সুবল দক্ষিণে ।

চলিল অনেক সখা গোধন চারণে ॥ ২২

শিঙ্গা বেণু মুরলী বাজায়ে সুনধুরে ।

গাভী সব হাঙ্গারবে হইল বাহিরে ॥ ২৩

আগে আগে গাভীগণ যায় বৎস সনে ।

পাছে সখাগণ চলে হরষিত মনে ॥ ২৪

গোপবধুগণ দেখি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ।

নবীন জলদশ্রাম প্রেম রসকূপ ॥ ২৫

—:—

শ্রীরাধিকার পূর্ববরাগ ।

বৃষভাস্তকঙ্কানাম রাধা ঠাকুরাণী ।

ব্রজনাথ রূপে শুণে প্রধান বাখানি ॥ ১

কঙ্কাকাল হৈতে কৃষ্ণ গাঢ় অমুরাগে ।

কৃষ্ণের মোহন রূপ সদা ক্ষুদ্রে জাগে ॥ ২

ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ সনে ।
 নিরথয়ে কৃষ্ণরূপ হরষিত মনে ॥ ৩
 দেখিয়া গোপাল বেশ নয়ন ভুলিল ।
 জনন প্রেমবাণ হৃদয়ে বিক্লিল ॥ ৪
 সখীসহ কৃষ্ণগুণ লাগিল কহিতে ।
 প্রেমায় পুর্ণিত দেহ ধারা নয়নেতে ॥ ৫
 ওথা হরি সখা সহ গিয়া গোবর্দ্ধনে ।
 ধেমুগণে চরাইলা আনন্দিত মনে ॥ ৬
 নব নব তৃণ সব গিরিবর ধারে ।
 ভোগ করে গাভীগণ আনন্দ অন্তরে ॥ ৭
 শীতল তরুর ছায়ে বসিলা গোবিন্দ ।
 চারিদিকে বেড়িয়া বসিল সখাবৃন্দ ॥ ৮
 কেহ নব পল্লবের করয়ে বাতাস ।
 সবাংকার মনে অতি আনন্দ উল্লাস ॥ ৯
 তবে দিবা অন্তে পুনঃ সখাগণ সনে ।
 ধেমু সব লইয়া আইলা নিকেতনে ॥ ১০
 পথে পুনঃ গোপীগণ কৈলা দরশন ।
 শ্রামরূপ সাগরে ভুবিয়া গেল মন ॥ ১১
 নিত্য অনুবাগ বাড়ে রাধার অন্তরে ।
 রাত্রি দিন কৃষ্ণরূপ হৃদিমাঝে ছেরে ॥ ১২
 অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণে ।
 কৃষ্ণ বিনা আর কিছু না দেখে নয়নে ॥ ১৩
 ওথা হরি সখাগণে করিয়া বিদায় ।
 বলরামসহ আপনার ঘরে যায় ॥ ১৪
 পুত্র দেখি যশোদা রোহিণী হরষিতে ।
 নিশ্চিন্ত করি গৃহে লইলা স্বরিতে ॥ ১৫
 স্নান করি ছুই ভাই করিয়া ভোজন ।
 রাজ সভা গিয়া কৈল নিত্য দরশন ॥ ১৬
 গান বাজু গুনি অতি হরষ হইয়া ।
 নন্দ আদি গোপগণে মহাসুখ দিয়া ॥ ১৭
 জননী নিকটে পুনঃ আসি ছুইজনে ।
 হৃদ্যপান করিলেন হরষিত মনে ॥ ১৮
 দিব্য নিত্য শয্যাতে শুইলা দৌহে সুখে ।
 জরাসন্ধিগণ লীলা দেখয়ে কৌতুকে ॥ ১৯

এইরূপে বিহরয়ে রাম দামোদর ।
 দেখি নন্দ যশোমতী আনন্দ অন্তরে ॥ ২০

অনন্তর

বৎসাসুর বকাসুর ও অঘাসুর বধ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অমৃত কথন ॥ ১
 প্রভাতে মিলিল আসি যত সখাগণ ।
 নিদ্রা তাজি উঠিলেন রাম জনার্দন ॥ ২
 সখাগণ সনে গাভী দোহন করিয়া ।
 স্নান পান ভোজন করিলা হর্ষ হয়ে ॥ ৩
 গোষ্ঠবেশ জননী রচিল ভালমতে ।
 পুনঃ গোষ্ঠ গেলা হরি সখাগণ সাথে ॥ ৪
 সেই দিনে বৎসাসুর কংসের প্রেরিত ।
 বৎসরূপ ধরি তথা ভ্রমে আচরিত ॥ ৫
 অসুর জানিয়া হরি বিনাশিলা তারে ।
 মহানন্দে সখাগণ সঙ্গে সুবিহরে ॥ ৬
 গোচারণ করি পুনঃ ফিরিয়া আইলা ।
 পূর্ববৎ লীলা সব আনন্দে করিলা ॥ ৭
 এইরূপ নিতি নিতি করয়ে বিহার ।
 হেরি সব ব্রজবাসী আনন্দ অপার ॥ ৮
 একদিন গোষ্ঠে হরি সখাগণ সনে ।
 গোধন চারণ করে হরষিত মনে ॥ ৯
 কংসের প্রেরিত দুই বকাসুর নাম ।
 মহাভয়ঙ্কর মুক্তি দেখি উড়ে প্রাণ ॥ ১০
 মুখ মিলি আইসে দুই কৃষ্ণেরে গিলিতে ।
 দেখি সব সখাগণ ভয় পাইল চিতে ॥ ১১
 নির্ভয় করিয়া হরি সকল সখায় ।
 আশুবাদি তার ওষ্ঠ ধরিল লীলার ॥ ১২
 দুই হাতে দুই ওষ্ঠ ধরিল শ্রীহরি ।
 চিরিয়া ফেলিলা তারে দুইখান করি ॥ ১৩
 ঘোরতর শব্দ করি বকা ত্যজে প্রাণ ।
 যমুনা নামিয়া হরি করিলেন স্নান ॥ ১৪

সখা মাঝে মিলিলেন হরষিত-মন ।
 দেখি সব সখাগণ কৃষ্ণেরে বাঁধানে ॥ ১৫
 কি বিজ্ঞা শিখিলে ভাই এ বড় বিষয় ।
 অস্তুর নিকটে গেলেন না করিলে ভয় ॥ ১৬
 এইরূপে হরি প্রাশংসিয়া সখাগণে ।
 সন্ধ্যাকালে গেল পুনঃ যে যার ভবনে ॥ ১৭
 যশোদা এ সব কথা শ্রবণ করিয়া ।
 হরি অঙ্গে বান্ধে রক্ষা মহাভয় পায়্যা ॥ ১৮
 আর একদিন গোষ্ঠে গেলা ভগবান ।
 সেই দিনে গমন না কৈল বলরাম ॥ ১৯
 সখাগণ সহ খেলে অতি হরষিত ।
 হেনকালে অঘাস্তুর কংসের প্রেরিত ॥ ২০
 ভয়ঙ্করমূর্তি সর্প গিলিতে সবায় ।
 বিস্তারিল দুই ওষ্ঠ সেই মহাকায় ॥ ২১
 পৃথিবী আকাশ যুড়ি মেলিল বদন ।
 প্রবেশিল উদরে গোদন সখাগণ ॥ ২২
 দেখি ব্রহ্ম হয়ে হরি প্রবেশি উদরে ।
 ধরিল বিরাট মূর্তি বধিতে তাহারে ॥ ২৩
 বাড়ে কৃষ্ণ-দেহ সর্প-উদর-ভিতরে ।
 উদ্বলে লাগে শির সহিতে না পারে ॥ ২৪
 ভয়ে ভয়ঙ্কর করে ভীষণ গর্জ্জন ।
 দন্ত কড়মড়ি করে বজ্রের নিম্বন ॥ ২৫
 স্বর্গে বসি কৌতুক দেখয়ে দেবগণে ।
 সর্পের উদরে হরি দেখি ভয় মানে ॥ ২৬
 বিরাট মূর্তির ভার ধরে কার শক্তি ।
 প্রাণ ছাড়ি অঘাস্তুর পাইলেক মুক্তি ॥ ২৭
 পাকিলে ফাটে যেন কর্কটীর ফল ।
 জুইখান হৈয়া তেন পড়ে মহাবল ॥ ২৮
 স্বর্গ হৈতে কুসুম বরিষে দেবগণে ।
 জন্মভির শব্দ করে হরষিত মনে ॥ ২৯
 ক্রুদ্ধ হৈল গোবৎস সঁকল সখাগণ ।
 প্রাণ পায়া কৃষ্ণ বাধানেয় সর্বজন ॥ ৩০
 তবু সবে যখনা নামিয়া হরষিতে ।
 নান করি জাহিলেন পুলিনে ধরিতে ॥ ৩১

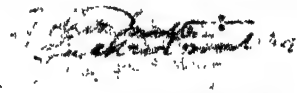
এই লীলা দেখি ব্রহ্মা চিস্তিতে লাগিলা ।
 শিশু হয়ে এ অস্তুরে কেমনে বধিলা ॥ ৩২
 কি বুঝি পরম ব্রহ্ম হরি হইবেন ।
 নতুবা এমন শক্তি কেন ধরিবেন ॥ ৩৩
 নিশ্চয় নিশ্চয় আমি একথা বুঝিব ।
 আজি বৃন্দাবনে আমি গমন করিব ॥ ৩৪

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ।

ওথা হরি মহানন্দে সখাগণ মনে ।
 করিয়া বিবিধ লীলা সকৌতুক মনে ॥ ১
 যমুনার তীরে করে পুলিন ভোজন ।
 মিষ্ট অন্ন বাঞ্জন করেন আশ্বাদন ॥ ২
 যেই দ্রব্য মিষ্ট জ্ঞান হয় সখাগণে ।
 পিরীতি করিয়া দেন হরির বদনে ॥ ৩
 দূরে থাকি দেখি ব্রহ্মা প্রমাদ গণিল ।
 এইরূপ দেখি ব্রহ্মা বিষয় হইল ॥ ৪
 পূর্ণব্রহ্ম হবে যদি বশোদানন্দন ।
 গোপের উচ্চিষ্ট কেন করিবে ভোজন ॥ ৫
 মোহিত হইলা ব্রহ্মা হরির মায়ায় ।
 কিরূপে বুঝিব ইহা ভাবয়ে উপায় ॥ ৬
 হেনকালে ধেনুগণ গেল দূর বনে ।
 দেখিয়া উৎকর্ষা হৈল সব সখাগণে ॥ ৭
 বুঝিয়া মনের কথা শ্রীহরি সত্তরে ।
 সখাগণে কহিলেন আনন্দ অন্তরে ॥ ৮
 ভোজন করহ স্নেহে তোমরা এখানে ।
 আমি গিয়া ফিরাইব সব ধেনুগণে ॥ ৯
 এত বলি হরি শীঘ্র করিলা গমন ।
 ওথা ব্রহ্মা হরিয়াছে সব ধেনুগণ ॥ ১০
 হরি অব্যয়ণে গেলা দেখি প্রজাপতি ।
 মায়া করি শিশুগণে হরে শীঘ্রগতি ॥ ১১
 পর্বতের গুহা মাঝে সে সবে রাখিয়া ।
 আপন ভবনে গেলা উৎকর্ষা হইয়া ॥ ১২

গোধন না পায় হরি উৎকণ্ঠিত মনে ।
 হরিতে আইলা যথা ছিল সখাগণে ॥ ১৩
 দেখিলেন কেহ মাত্র নাহি সেইখানে ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে বিষাদিত মনে ॥ ১৪
 হার প্রিয়সখা কোথা শ্রীদাম সুবল ।
 প্রাণের গমান কোথা সে মধুমঙ্গল ॥ ১৫
 ধবলী শ্রামলী কোথা পিশঙ্গী পিয়লী ।
 কেন না দেখি সে সবে কোথা গেল চলি ॥ ১৬
 এইরূপ নয়লীলা-বশে ভগবান ।
 কতক্ষণ বিলাপিয়া কৈলা অহুমান ॥ ১৭
 জানিলেন এ সকল ব্রহ্মার কারণ ।
 হাসি অঙ্গ হইতে হৃজে শিশু বৎসগণ ॥ ১৮
 পূর্ববৎ সখাগণ ধেমুগণ আর ।
 অঙ্গ হৈতে হৃজিলেন নন্দের কুমার ॥ ১৯
 নিজ নিজ ঘরে সবে করিলা গমন ।
 কৃষ্ণ ভাবে স্নেহ করে পিতা মাতাগণ ॥ ২০
 কৃষ্ণ দরশনে সবে নাহি যায় আর ।
 আপনার পুত্রে স্নেহ করয়ে অপার ॥ ২১
 গাভী সব বৎসগণে মহাপ্রীতি করে ।
 এত রূপ ধরি কৃষ্ণ ভ্রমে ব্রজপুরে ॥ ২২
 যাহার মায়ায় বশ সকল সংসার ।
 তাঁর আগে মায়া করে শক্তি বা কাহার ॥ ২৩
 আর একদিন ব্রহ্মা আসি বৃন্দাবনে ।
 কৃষ্ণসহ দেখে সেই সব সখাগণে ॥ ২৪
 চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা পর্কিত গুহার ।
 দেখে সেইরূপ সবে আছয়ে তথায় ॥ ২৫
 বিস্ময় হইয়া পুনঃ আইলা আর বার ।
 দেখে কৃষ্ণ সহ সবে করয়ে বিহার ॥ ২৬
 আর বার ধায়্যা চলে গুহার ভিতর ।
 সেইরূপ সব দেখি হইল ফাঁপর ॥ ২৭
 এইমতে গতায়াত করে বার বার !
 জাসিত হইয়া ব্রহ্মা মানে চমৎকার ॥ ২৮
 অপরাধ মানি পড়ে হরিপদতলে ।
 চারি মুখে স্তুতি করে নেত্র ধারা গলে ॥ ২৯

অনেক করিলা তব দেব প্রজাপতি ।
 হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তাঁর প্রতি ॥ ৩০
 মোর ব্রজলীলা ব্রহ্মা বুঝিতে হুকর ।
 এই গুঢ় লীলা নহে কাহারো গোচর ॥ ৩১
 আপনি অবশ আমি এ ব্রজলীলায় ।
 তুমি কি বুঝিবে লক্ষী সন্ধান না পায় ॥ ৩২
 অতএব যাহ তুমি আপনার পুরে ।
 দেখু আর সখাগণে আন এখাকারে ॥ ৩৩
 আজ্ঞা পায়্যা গেল ব্রহ্মা তা সব জানিতে ।
 পূর্বে সৃষ্টি মিশাইল কৃষ্ণের অঙ্কেতে ॥ ৩৪
 আনিয়া দিলেন ব্রহ্মা শিশু বৎসগণে ।
 প্রণমিয়া প্রকুল্লিতে গেলেন ভবনে ॥ ৩৫
 অগাধ অপার সিন্ধু লীলার কখন ।
 কিছুমাত্র স্পর্শি তার করিয়া বর্ণন ॥ ৩৬



কালীয় দমন ।

জৈমিনি বলয়ে শুন বত মুনিগণ ।
 অপূর্ব রহস্ত কথা করহ শ্রবণ ॥ ১
 আর একদিন গেলা গোধন চারণে ।
 সখা সহ প্রবেশ করিলা বৃন্দাবনে ॥ ২
 সেই দিন বলরাম রহিলেন ঘরে ।
 মনে হৈল উজ্জ্বলিতে কালীর-নাগেয়ে ॥ ৩
 যমুনার তীরে হরি সখাগণ মনে ।
 গোচারণ করে দূর গেল ধেমুগণে ॥ ৪
 আপনি গেলেন হরি দেখু ফিরাইতে ।
 বোর বনে প্রবেশিল না পাই দেখিতে ॥ ৫
 প্রচণ্ড হইল অতি রবির কিরণ ।
 তৃষ্ণায় আকুল হৈল যত সখাগণ ॥ ৬
 ব্যগ্র হৈয়া কালীদহে জল কৈলা পান ।
 বিবেতে ঘেরিয়া সবে হইলা অজ্ঞান ॥ ৭
 সূচ্ছিত হইয়া পড়ে কালিন্দীর তীরে ।
 দেখু ফিরাইয়া হরি আইলা তথাকারে ॥ ৮

সখাগণে খুঁজি কোথা দেখা নাহি পায় ।
 বিষম হইয়া প্রভু করে হার হার ॥ ৯
 পরম জৈব হরি নর লীলা করে ।
 কণেক চিত্তিয়া গেলা কালিন্দীর তীরে ॥ ১০
 দেখে সব সখাগণ পড়ি ভূমিতলে ।
 ধাইয়া শ্রীহরি জ্বলেগে কৈলা কোলে ॥ ১১
 প্রাণহত দেখি হরি জানিলা কারণ ।
 সবাংকার অঙ্গে হাত দিলা নারায়ণ ॥ ১২
 কমল হস্তের স্পর্শ অঙ্গেতে লাগিল ।
 প্রাণ পাইয়া সখাগণ উঠিয়া বসিল ॥ ১৩
 কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি একা ঘোর বনে ।
 প্রবেশ করিলে ভয় না করিলে মনে ॥ ১৪
 নিজার আছিন্ন মোরা বনুনার তীরে ।
 এবে পুলিনেতে চল আনন্দ অন্তরে ॥ ১৫
 কৃষ্ণ বলে নিজা নহে শুনহু কারণ ।
 বিষজল পানে সবে তাজিলে জীবন ॥ ১৬
 পুনরপি জৈব দিলেন প্রাণদান ।
 চল পুলিনেতে সবে করিব প্রয়াণ ॥ ১৭
 এত বলি সখাসনে পুলিনে আইলা ।
 শীতল তরুর ছায়ে সবে বসাইলা ॥ ১৮
 কালীর উদ্ধার হেতু প্রভু বিশ্বস্তর ।
 আশ্বাসিয়া কহে সব সখার গোচর ॥ ১৯
 কণ এক বৈস ভাই তরুর তলায় ।
 কালীদহ বিচারিয়া আসিব হেথায় ॥ ২০
 এতবলি খটি দৃঢ় কটিতে বান্ধিয়া ।
 কেলিকদম্বের বৃক্ষে উঠে লক্ষ দিয়া ॥ ২১
 কাঁপ দিয়া কালীদহে শড়িলা শ্রীহরি ।
 কান্দে সব সখাগণ হাহাকার করি ॥ ২২
 কোথা গেলে সখা আমা সবারে ছাড়িয়া ।
 জননীয়ে কি আর বলিব ঘরে গিয়া ॥ ২৩
 অনেক বিলাপ করি কান্দে সখাগণ ।
 বশোদাক্সে গিয়া সব কৈল নিবেদন ॥ ২৪
 নন্দ উপনন্দ আদি বর্ত গোপগণে ।
 হাহাকার করি কান্দে এ কথা শ্রবণে ॥ ২৫

রোহিণী বশোদা কান্দে হাহাকার করি ।
 অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে কুলের নাগরী ॥ ২৬
 কালীদহ মুখে সবে হাহাকারে ধায় ।
 উপনীত হৈল গিরা কদম্ব তলায় ॥ ২৭
 কৃষ্ণ না দেখিয়া নন্দ হৈল অচেতন ।
 বশোদা বিলাপ কেবা করিবে বর্ণন ॥ ২৮
 ক্রন্দন করয়ে বগরাম দুঃখভরে ।
 রোহিণী ক্রন্দন শুনি মেদিনী বিদরে ॥ ২৯
 নব অমুরাগিণী শ্রীরাধিকা সুন্দরী ।
 ফুকে কান্দিতে নারে কান্দয়ে গুমরি ॥ ৩০
 এইরূপ শোকার্ণবে সকলে ডুবিলা ।
 ওখা হরি কালীনাগ পুরে প্রবেশিলা ॥ ৩১
 তবে ক্রোধে কালীর গর্জন করি ধায় ।
 কৃষ্ণ দেখি মহাক্রোধ অঙ্গে কামড়ায় ॥ ৩২
 বজ্রসম অঙ্গে ঠেকি দস্ত ভাঙ্গি গেল ।
 শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেতে ঘাত করিতে নারিল ॥ ৩৩
 তবে হরি কালীরের মস্তকে উঠিয়া ।
 নাচিতে লাগিলা অতি আনন্দিত হয় ॥ ৩৪
 বলকে বলকে তার রক্ত উঠে মুখে ।
 প্রাণ যায় কালীর উপায় নাহি দেখে ॥ ৩৫
 তেনকালে আসি তথা কালীর রমণী ।
 প্রভু আগে করে স্তব করি পুটপাণি ॥ ৩৬
 তব পদধূলির মহিমা কেবা জানে ।
 অত্রে কি জানিবে লক্ষ্মী না জানে আপনে ॥ ৩৭
 ক্রুরমতি সর্পনাথ তোমা কি জানিবে ।
 তুমি না নিস্তার কর পরাণে মরিবে ॥ ৩৮
 করুণা শুনিয়া প্রভুর উপজিল দয়া ।
 কালীরগণেরে কহে করুণা করিয়া ॥ ৩৯
 তোমার মস্তকে আমি করিহু নর্তন ।
 পদচিহ্ন মাথে তোমার রহিল ধারণ ॥ ৪০
 তোমার সন্তানগণ যতেক জন্মিবে ।
 মোর পদচিহ্ন সবার মস্তকে রহিবে ॥ ৪১
 রমণক দীপে তুমি কর গিয়া বাসে ।
 ব্রজের অকার্য্য হবে এথায় নিবাসে ॥ ৪২

গুরুত্বের ভর তুমি ত্যজহ অন্তরে ।
 মোর পদচিহ্ন দেখি না পীড়িবে তোরে ॥ ৪৩
 নাগপত্নী প্রতি প্রভু আশ্বাস করিলা ।
 প্রণমিয়া ছইজন বিদায় হইলা ॥ ৪৪
 কালিন্দীর জল করি অমৃত সমান ।
 জল হৈতে গাত্রোত্থান কৈলা ভগবান ॥ ৪৫
 হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ ব্রজের জীবন ।
 তীরে আসি বন্দিলেন পিতার চরণ ॥ ৪৬
 কৃষ্ণে দেখি সর্বজন পাইলেন প্রাণ ।
 রোদন ত্যজিয়া হৈলা সহস্র বদন ॥ ৪৭
 ধাইয়া যশোদা কৃষ্ণে করিলেন কোলে ।
 লক্ষ লক্ষ চুষ দিলা বদনকমলে ॥ ৪৮
 নন্দ উপনন্দ আর বত গোপগণ ।
 কৃষ্ণে দেখি আনন্দে নাচে সর্বজন ॥ ৪৯
 জননী রোহিণী যশোদার কোল হৈতে ।
 কৃষ্ণেরে লইয়া কোলে অতি হরষিতে ॥ ৫০
 সব ব্রজবাসী হৈলা আনন্দ অপার ।
 কৃষ্ণে দেখি হাস্তমুখ হইল রাখার ॥ ৫১
 হুঁ হুঁ হা হুঁ কটাক্ষে নিরখিল ।
 ছইজন মহানন্দ তরঙ্গে ভাসিল ॥ ৫২

—:—

শ্রীকৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণ ।

সেইকালে অস্ত হইলেন দিবাকর ।
 অন্ধকার রজনী দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ ১
 ঘোর অন্ধকার গৃহে যাইতে না পারিয়া ।
 যমুনার তীরে সবে রহিলা শুইয়া ॥ ২
 হেনকালে উপস্থিত আর দাবানল ।
 উজ্জ্বল দশদিক্ ব্যাপিল সকল ॥ ৩
 ভয়ে পরিজ্ঞাহি ডাকে ব্রজবাসীগণ ।
 এইবার রাখ কৃষ্ণে সবার জীবন ॥ ৪
 জয় যশোদার হুত গোলোকের প্রাণ ।
 এ ঘোর বিপদে তুমি কর পরিভ্রাণ ॥ ৫
 কৃষ্ণ অঙ্গে অঞ্চল আচ্ছাদি যশোমতী ।
 চক্ষু না মিলহ বাপ করয়ে আকৃতি ॥ ৬

কৃষ্ণ বলে চক্ষু মুদি রহ সর্বজন ।
 তবে দাবানল হৈতে পাবে পরিভ্রাণ ॥ ৭
 এত শুনি সর্বজন নরন মুদিল ।
 অঞ্জলি করিয়া হরি অনল তুলিল ॥ ৮
 পরিভ্রাণ পায়। সব ব্রজবাসীগণে ।
 কৃষ্ণে আশীর্বাদ করে হরষিত মনে ॥ ৯
 প্রাতঃকালে সব ব্রজবাসীর সহিত ।
 ভবনে গেলেন হরি অতি হরষিত ॥ ১০
 ভর পায়। যশোমতী মঙ্গলকারণ ।
 রক্ষা বাঁধে কৃষ্ণ অঙ্গে করিয়া যতন ॥ ১১
 গোমুত্রে করায়ো ন্নান পরম যতনে ।
 দ্বাদশাঙ্গে বাঁধে অতি সাবধানে ॥ ১২
 উরু পদ জঙ্ঘ কটি রাখুন অচ্যুত ।
 কেশব করুণ হৃদি রক্ষা অবিরত ॥ ১৩
 উদর রাখুন ঈশ বিষ্ণু বাহুধর ।
 উপেঙ্গ রাখুন চক্ষু হইয়া সদয় ॥ ১৪
 ঈশ্বর রাখুন মুখ অগ্র স্মদর্শন ।
 পশ্চাৎ শ্রীহরি পার্শ্ব শ্রীমধুসূদন ॥ ১৫
 শঙ্খ কোণ রক্ষা করুণ ক্রিতি হলধর ।
 সর্বস্থানে পুরুষ রাখুন নিরন্তর ॥ ১৬
 ইন্দ্ৰিয়াণী হৃদীকেশ প্রাণ নারায়ণ ।

শ্বেতদ্বীপপতি চিন্ত করুণ রক্ষণ ॥ ১৭
 প্রস্নিগর্ভ রাখ বুদ্ধি যোগেশ্বর মন ।
 ভগবান আত্মা রক্ষা কর সর্বক্ষণ ॥ ১৮
 জীড়ায় গোবিন্দ রাখ মাধব শরনে ।
 গমনে বৈকুণ্ঠ রাখ শ্রীপতি আসনে ॥ ১৯
 বজ্রভূক্ত ভোজনে রাখহ অনিবার ।
 এইরূপে বাঁধি রক্ষা আনন্দ অপার ॥ ২০
 নিরখি কৃষ্ণের মুখ নন্দের ঘরগী ।
 প্রেমানন্দে পুলকিত নাহি ক্ষুরে বাণী ॥ ২১
 এইরূপ লীলা করে নন্দের কুমার ।
 নিগূঢ় সে সব লীলা বুঝে শক্তি কার ॥ ২২

বস্ত্রহরণ লীলা ।

জৈমিনি বলরে শুন সুনীর মণ্ডল ।
 শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন কণ-কুতূহল ॥ ১
 গোলোকের নাথ হরি ব্রজেতে বিহরে ।
 নিতি নব নব লীলা সুপ্রকাশ করে ॥ ২
 কৃষ্ণের প্রেমদী রাখা আদি গোপীগণে ।
 কৃষ্ণ সহ অবতার হইলা এখানে ॥ ৩
 শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছা করি ।
 কাত্যায়নী পূজা করে ভক্তি আচারি ॥ ৪
 এইরূপে অহুরাগ বাড়ে নিতি নিতি ।
 দেবী স্থানে বর মাগে করিয়া আকৃতি ॥ ৫

তথাহি শ্রীভাগবতে—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিগুধীধরি ।
 নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে ননঃ ॥
 নন্দের নন্দনে দেবী পতি দেহ করি ।
 এই বর তোমারে মাগি যে যোগেশ্বরী ॥ ৬
 এইরূপ নিতি করে পূজন প্রার্থন ।
 এক দিন পূজা করি সব গোপীগণ ॥ ৭
 যমুনার তীরে সবে বসন রাখিয়া ।
 জলে নামি স্নান করে হরষিত হৈয়া ॥ ৮
 কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কহে পরস্পর ।
 কৃষ্ণ হেতু অহুরাগ বাড়ে নিরন্তর ॥ ৯
 গোপীনাথ তা সবার জানি শুদ্ধ মন ।
 ধীরে ধীরে সেইখানে করিয়া গমন ॥ ১০
 তীরে হৈতে বস্ত্র সব লইয়া শ্রীহরি ।
 হরষিতে উঠে কেলিকন্ড উপরি ॥ ১১
 বৃন্দভালে বস্ত্র বাঁধি মদনমোহন ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে রাখার জীকন ॥ ১২
 নাথায় ময়ূরপাখা চূড়ার উপর ।
 মুহু মুহু শ্রীবদনে হাসে মনোহর ॥ ১৩
 দেখে সব তৃণ খায় কদম্বের তলে ।
 তরুর উপরে প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ১৪

বাম পদোপরি রাখি দক্ষিণ চরণ ।
 কোটি-কাম-মোহিনীপ ধরে মনোরম ॥ ১৫
 জলকেলি করি রাখা আদি গোপীগণে ।
 তীরে উঠি বস্ত্র নাই দেখিল নয়নে ॥ ১৬
 লজ্জিতা হইয়া সবে চাহে চারি পাশে ।
 দেখে বৃক্ষে বস্ত্র লয়া গোপীনাথ হাসে ॥ ১৭
 লজ্জায় আকুল দেখি যশোদানন্দন ।
 হাসিয়া সবার বস্ত্র কৈলা সমর্পণ ॥ ১৮
 কহিলেন এইক্ষণে বাহ সবে বাস ।
 কিছু দিনে পূরিবে সবার মন আশ ॥ ১৯
 বস্ত্র পেয়ে গোপীগণ বাঞ্ছা পূর্ণ জানি ।
 নিজ নিজ ঘরে গেলা মহানন্দ মানি ॥ ২০

—:—

কৃষ্ণের বস্ত্রাঙ্গ ভোজন ।

একদিন সখাসনে যশোদানন্দন ।
 বৃন্দাবন মাঝে করে গোপন চারণ ॥ ১
 যমুনার তীরে তরু ছায়া স্নানীতলে ।
 যমুনাকল্লোল ধ্বনি কণ-কুতূহলে ॥ ২
 খেলয়ে পবন কিবা কল্লোল সহিত ।
 কৃষ্ণের নধু গঞ্জে তীরে আনোদিত ॥ ৩
 বসিলা অখিলপতি কদম্বের মূলে ।
 অতি হরষিত সখাগণ সহ খেলে ॥ ৪
 নীলমণিপুঞ্জ কিবা বাজকয়ে কাস্তি ।
 মাগায় ময়ূরপাখা চূড়ার সংহতি ॥ ৫
 মাল শ্রী-কৃষ্ণ-মালে বেড়নি তাহার ।
 মধুলোভে চারিপাশে ভ্রমর বন্ধার ॥ ৬
 অলকা আবৃত ঘেন পূর্ণিয়ার চাঁদ ।
 জগদনমোহন কামের কান ফাঁদ ॥ ৭
 দক্ষিণে বসিয়া আছেন প্রভু হৃদয় ।
 শ্বেতবর্ণ কাস্তি মুখ পূর্ণ শশধর ॥ ৮
 মৃগন্দ চন্দনের তিলক নাসায় ।
 শুভ্র অলৌক্য বিন্দু ভাল শোভা পায় ॥ ৯
 শ্বেত শ্রুত্রে মাঝে করি যত সখাগণ ।
 চারিদিকে আছে বেড়ি সহস্র বদন ॥ ১০

হেনকালে শ্রীদাম বলয়ে ষোড় হাতে ।
 ক্ষুধায় জলে প্রাণ না পারি সহিতে ॥ ১১
 ওদন ব্যঞ্জন যদি বনমাঝে পাই ।
 প্রাণ সুশীতল করি তব গুণ গাই ॥ ১২
 সেইকালে সুবলাদি সব সখীগণ ।
 কৃষ্ণে সঙ্ঘোষিয়া বলে বিনয় বচন ॥ ১৩
 শুন সবে বহুবার করিলে নিস্তার ।
 ক্ষুধানলে আজি হয় সবার সংহার ॥ ১৪
 যদি না নিস্তার আজি করহ আপনে ।
 ক্ষুধায় মরিব সবে তব বিত্তমানে ॥ ১৫
 শুনি বলরাম প্রতি চাহে ভগবান ।
 ইচ্ছিতে হাসিয়া ছুঁহে সবা প্রতি চান ॥ ১৬
 রাম কৃষ্ণ কহে শুন শ্রীদাম সুবল ।
 বিপিনের অন্তে যাহ মুনি-যজ্ঞস্থল ॥ ১৭
 যজ্ঞ করে তথা বাজিক বিপ্রগণ ।
 তা সবার কাছে গিয়া কর নিবেদন ॥ ১৮
 বনমাঝে রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় পীড়িত ।
 কিছু অন্ন দান করি কর সবে হিত ॥ ১৯
 শুনিয়া শ্রীদাম গেলা সুবল সংহতি ।
 যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্ন মাগে বিপ্র প্রতি ॥ ২০
 কৃষ্ণ বলরাম মুনি পীড়িত ক্ষুধায় ।
 কিছু অন্ন দেহ মোরা আইলু এথায ॥ ২১
 শুনি হাসি বলে যত অবোধ ব্রাহ্মণ ।
 যজ্ঞ অগ্রে উপযুক্ত রাখাল-ভোজন ॥ ২২
 যাহ যাহ কি সাহসে কহিলে এ কথা ।
 রাখালে রাখাল-বুদ্ধি ঘটয়ে সর্বথা ॥ ২৩
 শুনি অপমান পায়ে গেলা হরি স্থানে ।
 বিরস বদন বাণী না সরে বদনে ॥ ২৪
 বৃন্দাবন লীলা ভাব প্রকাশ করিতে ।
 এই লীলা করে প্রভু সবা জানাইতে ॥ ২৫
 বিরস বদন দেখি কহে ভগবান ।
 কহ ভাই মুনি কি করিল অপমান ॥ ২৬
 যত কথা ছইজন কৈল নিবেদন ।
 শুনিয়া হাসিয়া বলে যশোদানন্দন ॥ ২৭

যজ্ঞগঙ্গীগণ স্থানে যাহ অন্তঃপুরে ।
 আমার সংবাদ কহ তা সবা গোচরে ॥ ২৮
 শুনি পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 ছইজনে প্রবেশ করিল অন্তঃপুরী ॥ ২৯
 কৃষ্ণসখা দেখি সব বিপ্রের স্তম্ভী ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে কহে মুহু বাণী ॥ ৩০
 কি কারণে আইলে ছুঁহে কহ শীঘ্র করি ।
 শুনিয়া সুবল সব কহিল বিবরি ॥ ৩১
 শুনি পুলকিত হয়্যা বিপ্রনারীগণে ।
 অন্ন লয়ে বাহির হইলা ততক্ষণে ॥ ৩২
 কোন বিপ্র আপনার নারীয়ে বাঙ্ছিল ।
 ধ্যানানন্দে আগে সেই হরি কাছে গেল ॥ ৩৩
 তবে সব বিপ্রবধু হরষিত মনে ।
 অন্ন লয়ে উত্তরিল হরি সন্নিধানে ॥ ৩৪
 মনোহর রূপ হরি মদনমোহন ।
 দেখিয়া ভুলিল মন না ফিরে নয়ন ॥ ৩৫
 চিত্রপুত্তলির সম আছে ঠাঁড়াইয়া ।
 সবারে চাহিয়া হরি কহেন হাসিয়া ॥ ৩৬
 তোমা সবা মনোরথ করিব পূরণ ।
 সংপ্রতি আপন গৃহে করহ গমন ॥ ৩৭
 যাহ সেই স্বামী কিছু না করিবে রোষ ।
 তোমা সবা প্রতি তারা হইবে সন্তোষ ॥ ৩৮
 যেই অন্ন মোর হেতু আনিলে যতনে ।
 অমৃত সমান তাহা করিলু গ্রহণে ॥ ৩৯
 বিপ্রবধুগণ কহে শুনিয়া বচন ।
 শুন নাথ রূপাময় করি নিবেদন ॥ ৪০
 তোমার দর্শন হয় অতি সুহৃৎভ ।
 যদি পাইয়াছি না ছাড়িব আমরা সব ॥ ৪১
 মনে করি গৃহে যাইতে না চলে চরণ ।
 তব পদ ত্যজি না যাইব কদাচন ॥ ৪২
 হরি কহে তুমি সবে মোয় নিজ জন ।
 যথা রহ তথা আমি নিশ্চয় বচন ॥ ৪৩
 আশ্বাস পাইয়া সখে হইলা বিদায় ।
 হরি অল্পরাগ জাগে সবার হৃদয়ে ॥ ৪৪

শ্রীহরির গুণ মুখে কহে পরম্পর ।
 নিজ নিজ ঘরে চলে ব্যক্তি অন্তর ॥ ৪৫
 ওথা সব বিপ্রগণ জানিলেন ধ্যানে ।
 পূর্বব্রহ্ম হরি রাম অনন্ত আপনে ॥ ৪৬
 যজ্ঞেশ্বর আপনে হইলা অবতার ।
 তব জানি করে সবে আপনা ধিকার ॥ ৪৭
 ধিক মোরা বেদশাস্ত্র করি অধারন ।
 তব না জানিহু জানিলেক নারীগণ ॥ ৪৮
 এইরূপ বিচার করয়ে পরম্পর ।
 সেইকালে যজ্ঞপত্নীগণ আইলা ঘর ॥ ৪৯
 দূরে হৈতে দেখিলেন উল্লাসিত হরে ।
 আদরে আনিলা ঘরে গুণ প্রশংসিয়ে ॥ ৫০
 ওণা কৃষ্ণ ভোজন করিয়া সখা সনে ।
 সন্ধ্যাকালে গেলা সবে যে যার ভবনে ॥ ৫১

—০—

গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ

আর একদিন নন্দ গোপগণ সনে ।
 ইন্দ্রপূজা হেতু করে বহু আয়োজনে ॥ ১
 হরি বলে কেন পিতা এত আয়োজন ।
 কৃষ্ণে কহিলেন নন্দ সকল কারণ ॥ ২
 স্রবষ্টি হইবে বাপু ইন্দের পূজনে ।
 বহু শস্ত তৃণ জন্মিবেক বৃন্দাবনে ॥ ৩
 তৃণ খায়ে পুষ্ট হইবেক ধেমুগণ ।
 বহু ক্ষীরবতী হবে সব গাভীগণ ॥ ৪
 ইন্দের পূজনে বাপ সকল মঙ্গল ।
 অতএব ব্রজে এত বাণ্ড কোলাহল ॥ ৫
 হাসিয়া কহেন হরি সবাই অবোধ ।
 ইন্দের পূজন এ কেবল উপরোধ ॥ ৬
 যাহা হৈতে উপকার তাহারে ছাড়িয়া ।
 কিবা প্রয়োজন আর অন্তরে পূজিয়া ॥ ৭
 গোবর্দ্ধন হন শস্ত তৃণের কারণ ।
 হিত চাহ কর এই পর্বত পূজন ॥ ৮

যাহা হৈতে মিলে কৃষ্ণ তাহারে সেবিব ।
 অকারণে অস্ত্রে কেন পূজন করিব ॥ ৯
 ইন্দ্র কভু নাহি আইসে করিতে ভোজন ।
 মূর্ত্তিমান আসিয়া ভুক্তিবে গোবর্দ্ধন ॥ ১০
 নন্দ বলে সত্য কি পর্বত মূর্ত্তিমান ।
 ভোজন করিবে বসি সবা বিশ্বমান ॥ ১১
 কৃষ্ণ বলে কভু মিথ্যা নাহি কহি আমি ।
 গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ দেখিবে সব তুমি ॥ ১২
 প্রতীত হইল আরো কৌতুক দেখিতে ।
 গোবর্দ্ধন পূজা কৈল ঘোষণা ব্রজেতে ॥ ১৩
 প্রভাতে উঠিয়া বৃন্দাবনবাসীগণ ।
 ভারে ভারে লইল অনেক আয়োজন ॥ ১৪
 পর্বত নিকটে সবে উপনীত হইলা ।
 বেশ করি ব্রজবধূগণ তথা গেলা ॥ ১৫
 তবে হরি পর্বতে করেন আবাহন ।
 আইস গোবর্দ্ধন শীঘ্র করহ ভোজন ॥ ১৬
 মায়াধারী শ্রীহরি ডাকেন একরূপে ।
 পর্বতের রূপ ধরে দ্বিতীয় স্বরূপে ॥ ১৭
 দীর্ঘকায় দীর্ঘভুজ শ্রামল বরণ ।
 পদভরে কাঁপে নহী গভীর গর্জনে ॥ ১৮
 গোবর্দ্ধন গুহা হৈতে হইলা বাহির ।
 দেখয়ে সকল লোক আঁখি করি স্থির ১৯
 কৃষ্ণ বলে আইলা পর্বত মহাশয় ।
 নন্দ বলে উহা সহ করি পরিচয় ॥ ২০
 কৃষ্ণ বলে পিতা মনে ভয় না করিবে ।
 মোর প্রিয় সখা বলি উহারে জানিবে ॥ ২১
 মোর যত গুরুবর্গ আছেয়ে এখানে ।
 নন্দকার কৈলে ক্রোধ করিবেন মনে ॥ ২২
 কহিতে কহিতে তবে মায়াধারী হরি ।
 সবা অগ্র আইলেন গিরিরূপ ধরি ॥ ২৩
 পাণ্ড অর্ঘ্য কৃষ্ণ করিলেন সমর্পণে ।
 সবারে আশ্বাসি তবে বসিলা ভোজনে ॥ ২৪
 প্রীত হয়ে ভোজন করিলা মায়াধারী ।
 বিশ্বয় হইলা সবে চমৎকার হেরি ॥ ২৫

জৈমিনি বলয়ে শুন যত শুনিবুন্দ ।
 এইরূপে ভোজন করিলা কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২৬
 হাসি বলরাম কহে কৃষ্ণেরে চাহিয়া ।
 ভাল নীলা কৈলা ভাই ব্রজেতে আসিয়া ॥ ২৭
 হুই ভাই ঠাঠাঠা হাঙ্গে অতি রঙ্গে ।
 মগন হইলা সবে আনন্দ তরঙ্গে ॥ ২৮
 তবে ত পর্বতরাজ ভোজন করিয়া ।
 প্রীত হৈয়া যশোদারে বলেন হাসিয়া ॥ ২৯
 শুন মাতা কৃষ্ণ মোর প্রিয় সখা তন ।
 অতএব মোরে জ্ঞান আপন নন্দন ॥ ৩০
 নন্দেরে কহেন তবে করিয়া বিনয় ।
 তুমি মোর পিতৃতুলা শুন মহাশয় ॥ ৩১
 আমার আশ্রিত যত ব্রজবাসীগণ ।
 চারিযুগ করি আমি সবার রক্ষণ ॥ ৩২
 ব্রজবাসীগণ মোর প্রাণ সম সবে ।
 কাহার শক্তি তোমা সকলে পাড়িবে ॥ ৩৩
 সম্প্রতি আপন স্থানে করিয়ে গমন ।
 শুনিয়া কহেন নন্দ করুণা বচন ॥ ৩৪
 দয়া না ছাড়িবে বাপ গোবর্দ্ধন গিরি ।
 কৃষ্ণেরে করিবে স্নেহ মোর বাকা ধরি ॥ ৩৫
 এইরূপে মায়াধারী বিদায় হইলা ।
 তবে গোপগণ সবে নিজ গৃহে গেলা ॥ ৩৬
 ওথায় নারদমুনি কৌতুক কারণ ।
 স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রে কহে এ সব কথন ॥ ৩৭
 তোমারে না মানি বৃন্দাবনবাসী যত ।
 পর্বতে পূজিল কৃষ্ণবাক্যে হয়ে রত ॥ ৩৮
 তব পূজা বাদ কৈল কৃষ্ণের কথায় ।
 সহিতে না পারি আইলু কহিতে তোমায় ॥ ৩৯
 এত শুনি অপমান মানি দেবরাজ ।
 ক্রোধ হয়ে ডাকে সব মেঘের সমাজ ॥ ৪০
 শীঘ্র বৃন্দাবনে সবে করহ গমন ।
 সপ্ত দিব্যরাত্রি কর ঘোর বরিষণ ॥ ৪১
 সমভূমি করি ব্রজ ফিরিয়া আসিবে ।
 আজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পরাণ হারাইবে ॥ ৪২

শুনিয়া গর্জন করি চলে মেঘগণ ।
 বৃন্দাবনে গিয়া করে ঘোর বরিষণ ॥ ৪৩
 অতি ঘোরতর, বর্ষে জলধর,
 মুঘল সমান ধার ।
 বন বন বন, বজ্রের নিশ্বন,
 হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ ৪৪
 ব্রজবাসী যত, হৈল মহাভীত,
 কি হইল আচম্বিতে ।
 ঘোর অন্ধকারে, নারি দেখিবারে,
 পলাইবে কোন ভিত্তে ॥ ৪৫
 ছাওয়াল বছনে, স্বন্দ ইন্দ্র সনে,
 এত দিনে গেল প্রাণ ।
 নন্দের নন্দন, আসিয়া এখন,
 কেন না করয়ে ত্রাণ ॥ ৪৬
 নন্দ উপনন্দ, আদি গোপবৃন্দ,
 পরাণ কাপয়ে ছালে ।
 কৃষ্ণেরে লইয়া, অঞ্চলে ঢাকিয়া,
 যশোদা করিল কোলে ॥ ৪৭
 কহে নন্দরাণী, বাছা নীলমণি,
 মুদিয়া রহ নয়ন ।
 শব্দ কিছু নয়, কি জানি কি হয়,
 জানিতে কি প্রয়োজন ॥ ৪৮
 সুরপতি রীত, ব্রজপতি স্তত,
 দেখিয়া করিল ক্রোধ ।
 বাহিরে আসিয়া, আশ্বাস করিয়া,
 করেন সবে প্রবোধ ॥ ৪৯
 ভয় না করিহ, মোর কথা লহ,
 স্তুতি কর গোবর্দ্ধন ।
 দিবেন আশ্রয়, না করিহ ভয়,
 এথা রহ সর্বজন ॥ ৫০
 ব্রজবাসীগণে, কৃষ্ণের বচনে,
 পুসকে পুরিল তহু ।
 গিরিবর তলে, রহে কুতূহলে,
 গৃহের সমান জহু ॥ ৫১

ধেম্ব বৎসগণ, মহিব বারণ,

ছাগ উষ্ট্র অহি পাখি ।

গোবর্দ্ধন তলে, রহে কুতূহলে,

গিরিধারী রূপ দেখি ॥ ৫২

নব বধূগণ, কৃষ্ণের বদন,

দেখি চিত্ত পুলকিত ।

এতেক বিপদ, মানয়ে সম্পদ,

বিপদ নহে এ হিত ॥ ৫৩

সপ্ত দিবা রাত্রি, নিবসিলা তথি,

ব্রজের যতেক জনে ।

কিছু না পড়িল, স্নেহে নিবসিল,

আনন্দ কোতুক মনে ॥ ৫৪

সপ্ত দিন পর, যত জলধর,

দেখে বৃন্দাবন নাই ।

গিরিবর পৃষ্ঠে, পড়ে সবা দৃষ্টে,

সন ভূমি মানে তাই ॥ ৫৫

স্বরপতি আগে, গিয়া মেঘ ভাগে,

কহিলেক বিবরণ ।

শুনিয়া অবোধ, তাজিলেক ক্রোধ,

প্রসন্ন হইল মন ॥ ৫৬

এখান ত্রীহরি, নামাইয়া গিরি,

রাখিলেন যথাস্থানে ।

সর্বজন সনে, গেলা নিকেতনে,

কোতুক হইয়া মনে ॥ ৫৭

তবে ইন্দ্র দেবরাজ গেলা বৃন্দাবনে ।

পূর্বমত দেখি সব ভয় পাইল মনে ॥ ৫৮

কিছু ছিন্ন না দেখিল এতেক প্রমাদে ।

অপরাধ মানি ইন্দ্র ভাবয়ে বিষাদে ॥ ৫৯

হায় পূর্ব পাপ ফল আমারে ফলিল ।

তে কারণে পূর্ণব্রজ জানিতে নারিল ॥ ৬০

সকল জগত সার গোকুলে উদয় ।

• স্রোপবেশে গোপ সনে সনা বিহরয় ॥ ৬১

অহঙ্কারে মত্ত আমি মুঢ় জ্ঞানচোর ।

কেমনে বলিলা জানি শূন্য পারাবার ॥ ৬২

প্রমাদ ঘটিল মোরে নাহি প্রতিকার ।

হরি বিনা কে আর ভারিবে আমা ছাড় ॥ ৬৩

সমীপে যাইতে তবে সন্তোচ মানিয়া ।

স্বরভীরে করে স্তব ছ কর যুড়িয়া ॥ ৬৪

ইন্দ্রের স্তবনে দেবী সন্তোষ হইলা ।

গোলোক হইতে ইন্দ্র নিকটে আইলা ॥ ৬৫

স্বরভী দেখিয়া ইন্দ্র করিলা প্রণাম ।

মিনতি করিয়া জানাইলা মনস্কাম ॥ ৬৬

অপরাধ করিয়াছি হরির চরণে ।

সহায় হইয়া মোরে করহ মোচনে ॥ ৬৭

এতেক শুনিয়া ইন্দ্রে করিয়া আশ্বাস ।

সংহতি করিয়া লয়ে গেলা হরি পাশ ॥ ৬৮

ইন্দ্রেয়ে দেখিয়া হরি মুখ নামাইলা ।

ক্রোধ হেতু এক বাক্য তারে না বলিলা ॥ ৬৯

মুকুট সহিত তবে ইন্দ্র দেবরায় ।

স্তুতি করি পড়িলেন গোবিন্দের পায় ॥ ৭০

আকুতি করিয়া মানে নিজ অপরাধ ।

জয় জয় পূর্ণব্রজ করহ প্রসাদ ॥ ৭১

হরি কহে শুন ইন্দ্র আমার বচন ।

প্রাণের সমান মোর ব্রজবাসীগণ ॥ ৭২

আমার হিংসায় ক্রোধ নহে মোর তত ।

ব্রজবাসীগণে অপরাধ কৈলে যত ॥ ৭৩

তবে ত স্বরভী বহু করিয়া বিনয় ।

সাস্বাইয়া হরি ক্রোধ হরিষ হৃদয় ॥ ৭৪

তবে ইন্দ্র সহ হরি অভিষেক কৈল ।

গোবিন্দ গোবিন্দ ইন্দ্র বলিতে লাগিল ॥ ৭৫

গোবিন্দ গোবিন্দ বলি দেব স্বরপতি ।

প্রেমায় পুরিল দেহ না ক্ষুরে ভারতী ॥ ৭৬

যন যন গোবিন্দ বলয়ে নিজ মুখে ।

প্রণাম করিয়া নিজ পুরে গেলা স্নেহে ॥ ৭৭

স্বরভী চলিয়া গেলে আপন আলয় ।

স্নেহে ব্রজমাকে ব্রজনাথ বিহরয় ॥ ৭৮

শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে ।

দৃঢ় ভক্তি হয় তার গোবিন্দ চরণে ॥ ৭৯

ইঙ্গকৃত অভিষেক শুনে যেই জন ।
যাহা বাঞ্ছে তাহা পায় ব্যাসের বচন ॥ ৮০
সমুদ্র অপার লীলা নাহি পারাবার ।
এক কণা স্পর্শমাত্র বর্ণিছে তাহার ॥ ৮১
বিস্তারিয়া লিখিতে সতত মনে আশ ।
পুথি বিস্তারের হেতু মনে পাই আস ॥ ৮২

—ঃ—

বরুণালয় হইতে নন্দের প্রত্যাগমন ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
এইরূপে বিহরয়ে ব্রজের জীবন ॥ ১
ব্রজবাসীগণ দেখি লীলা চমৎকার ।
গরুড় কৃষ্ণগুণ কহে অনিবার ॥ ২
একাদশী ব্রত নন্দ করি এক দিনে ।
রাজি শেষে গেলা কালিন্দীর জলে স্নানে ॥ ৩
অরুণ উদয় নাহি হয় সেই কালে ।
দেখিয়া কুপিল জল-রক্ষক সকলে ॥ ৪
অসময়ে স্নান হেতু ক্রোধিত হইয়া ।
বরুণ আলয়ে তারে গেলেন লইয়া ॥ ৫
প্রাতঃকালে নন্দে না দেখিয়া সর্বজন ।
অতি উৎকণ্ঠিত হৈল বিবাদিত মন ॥ ৬
কারণ জানিয়া হরি আশ্বাসি সবारे ।
সেইরূপে চলিলেন বরুণের পুরে ॥ ৭
কৃষ্ণে দেখি বরুণ হইয়া পুলকিত ।
পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজিলেন সাবহিত ॥ ৮
ঘোড় করে স্তুতি করে সমুখে দাণ্ডাইয়া ।
ক্ষম অপরাধ নিজ সেবক জানিয়া ॥ ৯
অজ্ঞগণ নন্দ মহাশয়ে না জানিয়া ।
কালিন্দী হইতে তাঁরে আনিল হরিয়া ॥ ১০
এই অপরাধ ক্ষমা কর জগন্নাথ ।
দাসে দয়া বারেক করহ দীননাথ ॥ ১১
প্রসন্ন হইয়া হরি বরুণ-স্তবনে ।
পিতারে লইয়া গেলা নিজ নিকেতনে ॥ ১২

হরষিত সর্বজন নন্দেই দেখিয়া ।
কৃষ্ণগুণ গায় সব বিভোর হইয়া ॥ ১৩
জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী ।
এইরূপে ব্রজে বিহরয়ে বনমালী ॥ ১৪
কিশোর বয়স প্রভু নন্দের নন্দন ।
তমাল শ্রামল রূপ ভুবনমোহন ॥ ১৫
সে রূপ তুলনা নাহি এ তিন ভুবনে ।
রূপ রূপ পায় সেই রূপ দরশনে ॥ ১৬
অরুণ অম্বুজ জিনি দুই পদতল ।
অনুপম সাজে তার পঞ্চ পঞ্চদল ॥ ১৭
শ্রীমণি-মঞ্জীর সাজে এ হেন চরণে ।
যার ধ্বনি শুনে মোহে মদন আপনে ॥ ১৮
অতি ক্লশ কটি পাছে ভাজে অঙ্গ ভরে ।
বিধি বাঁধিয়াছে তাহা ত্রিবলীর ডোরে ॥ ১৯
শ্রাম অঙ্গে শোভে ভাল চারু পীতাম্বরে ।
স্থির হয়ে চপলা কি আছে জলধরে ॥ ২০
নীলমণি দোলা জিনি বক্ষ পরিসর ।
দোলায় যুবতী মতি তাহে নিরন্তর ॥ ২১
কি এ করিগুণ জিনি দুই বাহদও ।
হেরিয়া মানিনী মাঝ হয় খণ্ড খণ্ড ॥ ২২
মোহন মুরলী তাহে সাজে মনোহর ।
অধরে মিলিত বিষ দেখিতে সুন্দর ॥ ২৩
কণ্ঠে মুক্তাহার বনমালা স্নশোভিত ।
চরণ অবধি তাহা রয়েছে লবিত ॥ ২৪
অলকা আবৃত মুখ অধর সুরজ ।
দশনে রসনাযুক্ত মুরলীর সজ ॥ ২৫
নালাতটে বিকাশে লবিত মুক্তাফল ।
নীলমণি দর্পণ ঝলকে গগনস্থল ॥ ২৬
শ্রীমুখ চন্দ্রের রাজা মঞ্জী বিনয়ন ।
যুক্তিকরি লুটে ব্রজনারী মন ধন ॥ ২৭
ভালে ভাল চন্দনের বিন্দু জিনি ইন্দু ।
হেরিয়া উথলে নারী মনোভব-সিন্দু ॥ ২৮
মকর কুণ্ডল কর্ণে দোলা মনোহর ।
কামিনীর কুল মীন গ্রাসে নিরন্তর ॥ ২৯

চাঁচর চিকুর চুড়া শিখিপুঙ্খ তার ।
 নবগুণা বেড়া তাহে কামিনী নাতার ॥ ৩০
 মদন মদনে মোহ হেরিয়া বদন ।
 কি আর কহিব কুলকামিনী কখন ॥ ৩১
 যথাযুক্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত অঙ্গ ।
 হেলি ছলি চলি যার স্রবলের সঙ্গ ॥ ৩২
 নববধূগণ ডুবি রূপের পাথারে ।
 মগন হইল মন আঁখি মাত্র বুঝে ॥ ৩৩
 প্রেমভাবে ব্রজবধু হইল বিভাবিত ।
 যতন করিয়া ভাব করয়ে গোপিত ॥ ৩৪
 গোপন করিতে চাহে করিতে না পারে ।
 গুরুজন গঞ্জন সহরে অনিবারে ॥ ৩৫
 গুমরি গুমরি ঝরে ছদি অর জর ।
 কৃষ্ণময় হৈল সবে বাহির অন্তর ॥ ৩৬
 নিতি নিতি অমুরাগ-সিন্ধু উথলিল ।
 প্রেমসিন্ধু সলিলে শ্রীকৃষ্ণ ডুবাইল ॥ ৩৭
 গোপীর প্রেমতে হরি অস্থির হইলা ।
 গোপীরে করিব দয়া নিশ্চয় করিলা ॥ ৩৮

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পিণ্ড মিলন ॥ ১
 প্রক্লিষ্ট চিত্তে শুকদেব যোগীশ্বর ।
 পরীক্ষিতে কহিছেন লীলা মনোহর ॥ ২
 সেই সব কথা কহি শুন সাবধানে ।
 পাইবে পরমানন্দ সে লীলা শ্রবণে ॥ ৩
 তবে ত শরৎকাল হইল উদ্ভিত ।
 শরৎ কুসুমে বৃন্দাবন কুসুমিত ॥ ৪
 মদনমোহন বেশ ধরিয়া গোবিন্দ ।
 বৃন্দাবন মাঝে গেলা হইয়া আনন্দ ॥ ৫
 দেখ কুসুমিত সব তরুলতাগণ ।
 মল্লিকা মালতী যুগ্মী ফুলে মনোরম ॥ ৬
 পারিজাত-চম্পক কল্লবী নাগেশ্বর ।
 পুমাগ শেফালী জাতী পাকল টগর ॥ ৭

অশোক কিংকরু জবা কুল কোবিদার ।
 ছয় ধাতু পুষ্প বৃন্দাবনে সুপ্রচার ॥ ৮
 মন্দ স্রশীতল বহে মলয়া পবন ।
 কুসুমের মধু গন্ধে মাথা মনোরম ॥ ৯
 উদয় শরৎ শশী হইল আকাশে ।
 প্রক্লিষ্ট কুমুদিনীগণ সুপ্রকাশে ॥ ১০
 শ্রামল চিকণ কিবা যমুনার জল ।
 শরচ্ছত্র চন্দ্রিকাতে করে ঝল মল ॥ ১১
 বনশোভা দেখি ব্রজ-কুমুদিনী প্রাণ ।
 গোপীসহ বিহারিব কৈল অসুমান ॥ ১২
 তাহে উদ্দীপন আর হইল উদয় ।
 পূর্নদিক নিরখিলা প্রক্লিষ্ট হৃদয় ॥ ১৩
 পূর্নদিক নাগিকা সমান জ্ঞান করে ।
 কাস্ত সম হয়ে বিধু তাহাতে বিহরে ॥ ১৪
 দেখিয়া গোবিন্দ অতি হৃদয়ে উল্লাস ।
 মনোহর লীলা আজি করিব প্রকাশ ॥ ১৫
 এতেক চিন্তিয়া হরি ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
 গোপীর মোহন বেণু অধরে লইয়া ॥ ১৬
 মধুর মধুর পদ করিয়া গাঁথনি ।
 গোপিকার নাম ধরি ডাকে ব্রজমণি ॥ ১৭
 মধুর স্রবরে ডাকে আইস ত্বর করি ।
 তৃপ্তময় কর হেরি বনের মাধুরী ॥ ১৮
 সে বাশীর শব্দ শুনি ব্রজাণ্ড মোহিত ।
 ব্রজ গোপীগণ সব ধাইল স্রবিত ॥ ১৯
 এইরূপ বাশী শুনি গোপিকা অস্থির ।
 যেহ যেহ রূপে ছিলা হইল বাহির ॥ ২০
 কেহ গাবী দ্রুহিতেছিলেন নিজ ঘরে ।
 দোহনের ভাণ্ড ফেলি ধাইল স্রবরে ॥ ২১
 স্বামিসেবা ছাড়িয়া ধাইল কোনজন ।
 শিশু ভূমে ফেলি কেহ করিল গমন ॥ ২২
 কেহ কেহ করিতেছিলেন কেশ বেশ ।
 অর্ধবেশে ধাইলেন নাহি বাক্যে কেশ ॥ ২৩
 ভরমে উলটাবেশে কেহ কেহ ধায় ।
 মুক্তাহার পরে কাটি কিঙ্কিনী গলায় ॥ ২৪

করেতে নুপুর কেহ পদেতে কঙ্কণ ।
 পদাঙ্গুলে অঙ্গুলি পরিলা কোনজন ॥ ২৫
 নাসায় কুণ্ডল কেহ, গজ মুক্তা কাণে ।
 একচক্ষে কৈলা কেহ কঙ্কণ লেপনে ॥ ২৬
 এইরূপে গোপীগণ উন্মত্ত হইয়া ।
 বংশী শুনি ধাইলেন স্বভাব ভুলিয়া ॥ ২৭
 বাকিল কাহার পতি যাইতে না দিল ।
 বন্ধন করিয়া গৃহে মুদিয়া রাখিল ॥ ২৮
 বিকল হইয়া সেই মুদিয়া নয়ন ।
 কৃষ্ণপদ ধ্যান করে হয়ে একমন ॥ ২৯
 সেই পদ ধানেতে ঘুচিল অমঙ্গল ।
 পাপ পুণ্য ফল তার ঘুচিল সকল ॥ ৩০
 প্রেমময় হৈয়া সেই কৃষ্ণ কাছে গেল ।
 হরি-আলিঙ্গন আগে ধানেতে পাইল ॥ ৩১
 তবে সব গোপী পরস্পর অলঙ্কিতে ।
 উন্মত্ত হইয়া আইলা শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাতে ॥ ৩২
 সারি সারি দাড়াইলা হরি-বিগ্ৰহানে ।
 সবার ঈষৎ দৃষ্টি গোবিন্দ-বদনে ॥ ৩৩
 গোপীর সমাজে দেখি গোপীর জীবন ।
 হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে মঙ্গল কারণ ॥ ৩৪
 কহ ভাগ্যবতীগণ আইলে কুশলে ।
 গমন কারণ কিবা কহ রাজিকালে ॥ ৩৫
 তজ্জে কি বিপদ হৈল কহ স্বরা করি ।
 অসুরে কি পীড়িলেক গোপের নগরী ॥ ৩৬
 ব্রজের অকার্য্য আমি দেখিতে না পারি ।
 বিপদ করিব মুক্ত কহ হরা করি ॥ ৩৭
 কিবা মোরে দেখিতে আইলে বা এখানে ।
 ইবে দেখা হৈল, গৃহে করহ গমনে ॥ ৩৮
 এ ঘোর রজনী তাতে তোমরা স্ত্রীজাতি ।
 বিলম্বে কুশল হবে যাহ শীঘ্রখতি ॥ ৩৯
 মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি বন্ধুগণ ।
 খুঁজিয়া আকুল ঘরে করহ গমন ॥ ৪০
 ইষ্টদেব সম নিজ পতিরে জানিবে ।
 মুখরা হইলে তবু ভক্তিতে সেবিবে ॥ ৪১

বনশোভা দেখিতে বহুপি আগমন ।
 শোভা নিরখিলে, ইবে করহ গমন ॥ ৪২
 এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাণী শুনি ।
 বিষম বদন সব গোপের রমণী ॥ ৪৩
 মাথা নামাইয়া সবে ধরণী নিরখে ।
 মেদিনী বিদগ্ধে পদ অঙ্গুলের নখে ॥ ৪৪
 কতক্ষণ গোপীগণ মৌনভাবে রয়ে ।
 সক্রোধে কহয়ে কিছু নিশ্বাস ছাড়িয়ে ॥ ৪৫
 শুন নাথ যার হেতু তাজি ঘর দ্বার ।
 ঘোর বনে আমরা করিহু অভিযার ॥ ৪৬
 এতেক নিষ্ঠুর বাক্য তার যোগ্য নয় ।
 আপনি বিচার কর যাহা যুক্তি হয় ॥ ৪৭
 সত্য মে পরম ধর্ম পতির সেবন ।
 সকলের পতি ভূমি সবার জীবন ॥ ৪৮
 তোমা ছাড়া পতি নাথ কেবা আছে আর ।
 অত্র জনে পতি জ্ঞান সেই যিক্ ছার ॥ ৪৯
 এইরূপে গোপীর করুণা বাক্য শুনি ।
 তুষ্ট হৈয়া আশ্বাস করিলা ব্রজমণি ॥ ৫০
 সব লইয়া গেল তবে যমুনা-পুলিনে ।
 সবার মনের আশা করিলা পূরণে ॥ ৫১
 নগরী করিয়া হরি করে রাসলীলা ।
 কৃষ্ণের সহিত স্নেহে নাচে ব্রজবালা ॥ ৫২
 কৃষ্ণ পাইয়া বিহ্বল হইলা নারীগণ ।
 মনে মনে নিজ ভাগ্য করে প্রশংসন ॥ ৫৩
 জগতের মাঝে মাত্র আমরা প্রধান ।
 আমাদের বশ মাত্র হন ভগবান ॥ ৫৪
 এইরূপে গর্ভিতা হইলা গোপীগণ ।
 মনে মনে জানিলেন যশোদানন্দন ॥ ৫৫
 প্রিয়গণে অল্পগ্রহ অধিক কারণে ।
 অন্তর্দ্বান হৈলা হরি রাধিকার মনে ॥ ৫৬
 নগরীর মাঝে সবে নাহি হেরে হরি ।
 হার হার করি কান্দে বিলাপ আচরি ॥ ৫৭
 কিবা অপরাধ নাথ না দেহ দর্শন ।
 তোমা হীন বুঝা প্রাণ করি হে ধারণ ॥ ৫৮

দরশন দেহ ব্রজরমণীর বহু ।
 পার কর গোপীনাথ আর হৃৎখসিন্দু ॥ ৫৯
 করুণা করিয়া কেন কর নিষ্ঠুরালি ।
 তোমাহীন গোপীগণ মরিব সকলি ॥ ৬০
 এত বলি কান্দি কান্দি সব গোপী ধার ।
 মালতী মল্লিকা জাতি দেখিয়া সুধার ॥ ৬১
 শুনহ মালতী সখী গোপীর জীবনে ।
 এ পথে যাইতে কিবা দেখেছ আপনে ॥ ৬২
 মল্লিকা দেখেছ কিবা কৃষ্ণেরে যাইতে ।
 উত্তর না পা'য়া পুনঃ যায় তথা হৈতে ॥ ৬৩
 শুন যুথী জানি তুমি আমাদের সখী ।
 গোবিন্দ উদ্দেশ্য কহি কর সবে স্তম্বী ॥ ৬৪
 তবে তুলসীরে দেখি কহে নন্দ বাণী ।
 সত্য কথা কহ গোবিন্দের প্রিয়া তুমি ॥ ৬৫
 উত্তর না পারে জিজ্ঞাসেন বৃক্ষগণে ।
 কহ আশ্রয় কদম্বাদি সুসত্য কথনে ॥ ৬৬
 রামের অমুজ্ঞে কিবা দেখেছ যাইতে ।
 উত্তর না পা'য়ে কোথা কান্দয়ে ব্যথিতে ॥ ৬৭
 তবে সব গোপী কৃষ্ণ বিচ্ছেদে ডুবিল ।
 কৃষ্ণময় হয়ে নিজ দেহ বিস্মরিল ॥ ৬৮
 কৃষ্ণের যতেক লীলা করয়ে প্রকাশ ।
 কেহ বলে কৃষ্ণ আমি করহ বিশ্বাস ॥ ৬৯
 দেখ এই পুতনার বধিহু জীবন ।
 তৃণাবর্তে এই দেখ করিহু নিধন ॥ ৭০
 এই দেখ যমল-অর্জুন কৈহু ভঙ্গ !
 কালীর মস্তকে দেখ মোর নৃত্য-রঙ্গ ॥ ৭১
 এই দেখ গোবর্দ্ধন ধরি বাম হাতে ।
 বস্ত্র হরি রাধি এই কদম্বশাখাতে ॥ ৭২
 এইরূপ পরস্পর হরি-লীলা-রসে ।
 ভুবি গেল তহু মন বাহু না প্রকাশে ॥ ৭৩
 কতক্ষণে পুনর্বার হইল উদয় ।
 'হা নাথ' বলিয়া সবে বিলাপ করয় ॥ ৭৪
 বনে বনে ভ্রমে বুলে পাগলিনী প্রায় ।
 প্রাণনাশে না দেখিয়া ধূল্য লোটার ॥ ৭৫

ওথা রাধা সনে হরি নিভৃত কাননে ।
 পুষ্প তুলি বিহরণে হরবিত মনে ॥ ৭৬
 প্রিয়া অঙ্গে পুষ্পবেশ করিলা শ্রীহরি ।
 কৃষ্ণ কৃত বেশে আরো সাজিল সুন্দরী ॥ ৭৭
 একেলা কৃষ্ণেরে পারে হৈলা গর্জবতী ।
 মনে জানি অন্তর্দান হৈলা গোপীপতি ॥ ৭৮
 অন্তর্দান হৈলা রাগ-বুদ্ধির কারণ ।
 কৃষ্ণ হারাইয়া রাই করয়ে রোদন ॥ ৭৯
 সেই কালে গোপী সব আইল সেইখানে ।
 ক্রন্দনের শব্দে গেলা রাই-সন্নিধানে ॥ ৮০
 রাধিকার দশা দেখি কাতর ললিতা ।
 কোলে করি ধূলা ঝাড়ি ঘুচাইল বাধা ॥ ৮১
 তবে রাধা সহ সবে পুলিনে আইলা ।
 কৃষ্ণগুণ বিলাপিয়া গাইতে লাগিলা ॥ ৮২
 তবে সবে এক মেলি হইয়া
 কৃষ্ণগুণ সুপদে গাখিয়া ।
 গান করে যত গোপীগণ
 প্রেমজলে ঝরয়ে নয়ন ॥ ৮৩
 নাথ তব কথামৃত সার
 নাশ করে কন্মল বিকার ।
 তপ্ত প্রাণ করয়ে শীতল
 শ্রবণের করয়ে মঙ্গল ॥ ৮৪
 তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
 কবিভিরীড়িতং কন্মলপহং ।
 শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
 ভুবি গুণস্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥
 মন্থণ-বিষ-তাপে মরি
 চরণ ছন্দরে দেহ হরি ।
 ফণি-ফণা বিষ আছে তথি
 অতএব মাগি প্রাণ পতি ॥ ৮৫
 ছন্দরেতে মদন-হতাশ
 বিষের মিলনে হইবে নাশ ।
 অধর-অমৃত দেহ দান
 যাহাতে সুরত উপাদন ॥ ৮৬

কমল সমান সে চরণে
কেমনে ভ্রমণ কর বনে ।
গোপীকুচ কঠিন ভাবিয়া
হৃদয়ে সাধয়ে ভর পাইয়া ॥ ৮৭
সে পদে কণ্টক কুশা বাজে
আসি মোরা করিহু অকায়ে ।
ছাড় বরং আমা সবাকার
আর না হাঁটিও রাজাপার ॥ ৮৮
যত বাজে তোমার চরণে
বাজে তত আমাদের প্রাণে ।
এই ছুঃখে কর নাথ পার
আর প্রাণ না কর সংহার ॥ ৮৯

যৎ তে সূজাতচরণাধুরহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিরদধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীনটসি তদ্বাপতে ন কিং শ্বিং
কূর্পাদিভিভ্রমতিধীর্ভবদায়ুমাং নঃ ॥

শুকদেব কহে রাজা শুন সাবধানে ।
এইরূপে গোপীগণ করে বিলপনে ॥ ৯০
লজ্জিত হইলা রসিকের চূড়ামনি ।
গলে পীতাম্বর ধরি আইলা তথনি ॥ ৯১
মদনের মন মোহে বদন সুন্দর ।
হাস্তমুখ শিরে চূড়া রঞ্জিম অধর ॥ ৯২
মনোহর মুরলী ধরিয়া বাম হাতে ।
গোপী মাঝে দাণ্ডাইলা অবনত মাথে ॥ ৯৩

তাসামাবিরভুচ্ছোরিঃ স্মরমানমুখাধুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ অগ্নী সাক্ষান্নগ্নথমগ্নথঃ ॥

প্রাণনাথ দেখে সবে পাইলেন প্রাণ ।
জীবৎ কটাক্ষ করি কৃষ্ণ-মুখ চান ॥ ৯৪
কেহ কৃষ্ণ করে ধরে কেহ বা চরণে ।
কেহ একদৃষ্টে মুখ করে নিরীক্ষণে ॥ ৯৫
সবা লয়ে গেলা কৃষ্ণ কালিন্দী-পুলিনে ।
নানাজাতি কুসুম শোভিত সেইখানে ॥ ৯৬

তবে গোপীগণ বক্ষ কাচলী বসনে ।
থরে থরে রাখি উচ্চ করিল যতনে ॥ ৯৭
তাহে বসাইয়ে কৃষ্ণে কহে নন্দরানী ।
নিবেদন শুন পণ্ডিতের চূড়ামনি ॥ ৯৮
ভজিলে না ভজে আর ভজয়ে ভজিলে ।
না ভজিলে ভজে কেহ জগত-মণ্ডলে ॥ ৯৯
ইহার কারণ কিবা কহ বিভারিয়া ।
শুনিয়া গোবিন্দ কহে জীবৎ হাসিয়া ॥ ১০০
ভজিলে ভজয়ে এই লোক ব্যবহার ।
ইহাতে সৌজন্য নহে স্বার্থ আপনার ॥ ১০১
না ভজিলে পুত্র পিতা ভজে করুণায় ।
ভজিলে না ভজে তাহা কহি যে তোমায় ॥ ১০২
আত্মারামগণ আদি ভজিলে না ভজে ।
আমি কভু নহি প্রিয়ে এই সব মাঝে ॥ ১০৩
আমারে যে ভজে তারে প্রসন্ন কারণ ।
অনুরাগ বৃদ্ধি তার করি সর্বকণ ॥ ১০৪
দরিদ্র পাইয়া ধন যদি সে হারায় ।
পুনঃ তাহা পাইলে দেখ কত স্তম্ভ পায় ॥ ১০৫
এইরূপ যারে মোর দয়া অতিশয় ।
তারে এইমত করি জানিহ নিশ্চয় ॥ ১০৬
যেক্ষপ তোমরা মোরে করিলে ভজন ।
সত্য ঈশী হইলাম তোমাদের স্থান ॥ ১০৭
দেবতা সমান যদি পরমায়ু পাই ।
তথাপি শুধিতে ধার মোর শক্তি নাই ॥ ১০৮

ন পারয়েহং নিরবস্থ সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধ্যুবাপি বঃ ।
বা মাতঙ্গন হৃজ্জয়-গেহ-শৃঙ্গালাং
সংবৃঢ়্যাতদ্বঃ প্রতিবাতু সাধনা ॥

এত বলি সঙ্কষ্ট করিল গোপীগণে ।
প্রেমার পূর্ণিতা গোপী কৃষ্ণের বচনে ॥ ১০৯

শ্রীকৃষ্ণের রাস কেলি ।

তবে হরকিতে হরি যমুনার তীরে ।
 গোপীগণ সহ রাস করে মনোহরে ॥ ১
 কিবা সে যমুনা শোভা না যায় कहনে ।
 ঝলমল করে জল তাহার কিরণে ॥ ২
 নানাজাতি পুন্স বিকশিত তার তীরে ।
 মধুগন্ধে মাতি সব ভ্রমর ঝঞ্ঝারে ॥ ৩
 কুহু কুহু নিনাদে ডাকরে পিকগণ ।
 শুক শারী আদি সব গায় মনোরম ॥ ৪
 তবে পূর্ণ করিতে সবার অভিলাষ ।
 বত কান্ধা তত রূপ হইল প্রকাশ ॥ ৫
 এক গোপী এক কৃষ্ণ করে করে ধরি ।
 মণ্ডলী করিয়া নাচে বিনোদ-মাধুরী ॥ ৬
 মণ্ডলীর মধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।
 করে করে ধরি ধরি নাচে অতি রঙ্গে ॥ ৭
 ছই দিকে ছই গোপী মাঝে শ্রীগোবিন্দ ।
 ছই দিকে কৃষ্ণ মাঝে গোপী মহানন্দ ॥ ৮
 এক এক কনক-কমল মাঝে মাঝে ।
 এক এক ইন্দীবর মাঝে মাঝে সাজে ॥ ৯
 তাল-মান-অঙ্গহাবে নাচয় হরিষে ।
 সুবস্ত্র মিশায়ে গায় প্রতি মন তোষে ॥ ১০
 পদে তালবাছ নুপুরের রণরণি ।
 সংহতি মিলিয়া বাজে বলয়া কিঙ্কিণী ॥ ১১
 বলয়ানাং নুপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ ঘোষিতাম্ ।
 স্বপ্রিয়ানামভূচ্ছকস্তমুলো রাসমণ্ডলে ॥
 স ঞ গ ম প ধ নি আলাপে সপ্ত স্বর ।
 পঞ্চদশ প্রকার গমক মনোহর ॥ ১২
 মোল্লার কর্ণাট গৌরী কামোদ কেদার ।
 দেশাগ বসন্ত বেলাবেলী শ্রীগাঙ্গার ॥ ১৩
 মাগধী কৌশিকী পালি ভোড়ি গোণ্ডকিরী
 বারাড়ি ললিত রামকিরী আশারুরী ॥ ১৪
 এ আদি রাগেতে গায় মধুর স্বরে ।
 নিঃসর্গ শব্দযুক্ত অতি মনোহরে ॥ ১৫

কন্দর্প রূপক রজ একতাল বতী ।
 এ আদি তালেতে নৃত্য মন্দ ক্রতগতি ॥ ১৬
 মুরজ ডমুক ডম্ব বিপক্ষী মহতী ।
 বংশী বীণা আদি বাস্ত্র সুমধুর অতি ॥ ১৭
 বাজে তথ থৈরা তিগড় তিথৈরা ।
 গাইছে আশাতি আই অতি আশা ॥ ১৮
 কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে কণ্ঠস্বরে ।
 মোহিত জিদিববাসী অনিমিষে হেরে ॥ ১৯
 সংহতি রাগিণীগণ রাগের মণ্ডলী ।
 শুক হয়ে আছে সবে করি কৃতাজলি ॥ ২০
 মহারাস স্বর্গ হৈতে দেখে দেবগণ ।
 স্থগিত হইয়া দেখে না চলে নয়ন ॥ ২১
 মণ্ডলে বসিয়া শশী হইল মোহিত ।
 রথ রাখি সজা দেখে হইয়া স্থগিত ॥ ২২
 কতকাল করে রাস না যায় লিখন ।
 ত্রয়োত্ত স্থগিত শুক চরাচরগণ ॥ ২৩
 তবে হরি সবা লয়ে জলে করি কেলি ।
 নিকুঞ্জে প্রবেশ কৈল মহা কুতূহলী ॥ ২৪
 সাধে গোপীগণ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ।
 হরষিত হইলেন গোপীর জীবন ॥ ২৫
 মহানন্দ প্রকাশিয়া রাধার বস্ত্রভ ।
 গোপীগণে কহে অতি করিয়া গোরব ॥ ২৬
 যাহ গোপীগণ এবে আপন আলয় ।
 তোনা সব ছাড়ি আমি নহি সুশিচর ॥ ২৭
 গোবিন্দ বচনে গোপী বিচ্ছেদে কাতর ।
 কাতরে ব্যথিত সবে গেল নিঃস্বর ॥ ২৮
 কেহ কিছু না জানিল মায়ার কারণে ।
 গোবিন্দের প্রেম জাগে সবার মনে ॥ ২৯
 ত্রয়োত্তি বিলসিয়া প্রভু ভগবান ।
 আনন্দে আপন গৃহে করিল প্রয়াণ ॥ ৩০
 এই লীলা শ্রবণে উথলে সুখসিদ্ধ ।
 অতএব শ্রদ্ধা মনে শুন সব বহু ॥ ৩১
 অতি সুবিস্তার লীলা বর্ণিতে কে পারে ।
 পূর্ণ নহে মনস্কাম সুবিস্তারের ডরে ॥ ৩২

অতএব ভক্তগণ করহ করুণা ।

বা লিখি শুনিয়া পূর্ণ করহ কামনা ॥ ৩৩

— — —

অকুর সংবাদ । শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের
মথুরা যাত্রা ।

জৈমিনি বলয়ে শুন অপূৰ্ণ কথন ।

এইমত বিহরয়ে ব্রজের জীবন ॥ ১

শঙ্খচূড় দৈত্য কংস করিল প্রেরণ ।

তারে বধি মণি পাইলেন নারায়ণ ॥ ২

কোন দিন গেল কৃষ্ণ গোপন চারণে ।

গোপীগণ কৃষ্ণশুণ করিলেন গানে ॥ ৩

সে বিস্তার লীলা রহিল বর্ণিতে ।

পুস্তক বিস্তার ভরে নারিহু লিখিতে ॥ ৪

তবে বুঝাসুরে হরি বিনাশ করিল ।

শুনিয়া কংসের মনে ভয় উপজিল ॥ ৫

হেনকালে নারদ আইলা কংসস্থানে ।

পাত্ত অর্থা দিয়া কংস বসায় আসনে ॥ ৬

মুনি কহে কংস তুমি না জান কারণ ।

কৃষ্ণ বলরাম বসুদেবের নন্দন ॥ ৭

দেবকীতনয় কৃষ্ণ, রাম রোহিণীর ।

করহ উপার ইথে শুন মহাবীর ॥ ৮

তব অপচয় আশ্রিতা পারি দেখিতে ।

পাইবামাত্র সন্ধান আইলাম কহিতে ॥ ৯

শুনি ক্রোধানলে জলে কংস দুঃশর ।

আজি বসুদেবে আমি নাশিব নিশ্চয় ॥ ১০

এত বলি আদেশ করিল দৈত্যগণে ।

বসুদেবে নিরাশ করহ এইকণে ॥ ১১

শুনিয়া নিবর্ত্ত তারে করিলেন মূনি ।

রাম কৃষ্ণ হেতু চেষ্টা করহ আপনি ॥ ১২

তবে কংস আদেশ করিল দৈত্যগণে ।

লৌহনয় পাশে বদ্ধ কর ছইজনে ॥ ১৩

আদেশ পাইয়া দৈত্যগণ কোপভরে ।

বন্ধন করিল বসুদেব দেবকীর ॥ ১৪

নারদ বিদায় হৈয়া গেলা বখাস্থানে ।

কেলী নামে অহুরে পাঠার বৃন্দাবনে ॥ ১৫

অশ্রুগ ধরি কেলী মহা ভয়ঙ্কর ।

শব্দ করি প্রবেশিল ব্রজেতে সম্বর ॥ ১৬

সশঙ্কিত ব্রজবাসী তাহার গর্জনে ।

লীলার শ্রীহরি তারে করিলা নিধনে ॥ ১৭

তবে ব্যোমাসুরে নষ্ট করিলা গোবিন্দ ।

বৃন্দাবনে বিহরেন পরম আনন্দ ॥ ১৮

তথা কংস শুনিয়া এ সব বিবরণ ।

হুই দৈত্যগণে ডাকি বলে ততক্ষণ ॥ ১৯

রাম কৃষ্ণ বিনাশ উপায় করিয়া ।

এত বলি অকুরেরে বলয়ে ডাকিয়া ॥ ২০

তুমি মাত্র বন্ধু মোর এই মথুরায় ।

ব্রজেতে গমন তুমি করহ অসার ॥ ২১

দুঃখজ্ঞ হেতু নন্দে করি নিমন্ত্রণে ।

রাম কৃষ্ণ সহ আন মথুরা ভবনে ॥ ২২

রথে করি ছইজনে আনিবে শব্বরে ।

মিত্রকার্য্য করি তুষ্ট করহ আমায় ॥ ২৩

শুনিয়া অকুর শীঘ্র বিদায় হইল ।

কৃষ্ণ-দরশন হেতু উৎসাহ বাড়িল ॥ ২৪

অকুর আনন্দ মনে করিলা গমন ।

সন্ধ্যাকালে প্রবেশিলা নন্দের ভবন ॥ ২৫

কংস-নিমন্ত্রণ ব্রজরাজে জানাইলা ।

শুনি ব্রজপতি অতি হরিষ হইলা ॥ ২৬

অকুর কহয়ে নন্দ রামকৃষ্ণ সনে ।

মথুরানগরে যাবে কংস সন্নিধানে ॥ ২৭

শুনি নন্দ ব্রজমাঝে দিলেন ঘোষণা ।

মথুরানগরে যাব কালি সর্ব্বজনা ॥ ২৮

কৃষ্ণ বলরাম আর ব্রজবাসী সনে ।

মথুরানগরে কালি যাব সর্ব্বজনে ॥ ২৯

কৃষ্ণ বলরাম ইহা করিলা শ্রবণ ।

প্রভাতে মথুরা বাইতে করিলেন মন ॥ ৩০

এত শুনি যশোদার বিবাদিত মন ।

কৃষ্ণেরে কহয়ে কিবা করিয়ে শ্রবণ ॥ ৩১

কালি নাকি গমন করিবে মথুরায় ।
 প্রাণ স্থির নহে বাপ কহয়ে স্বরায় ॥ ৩২
 শুনি মৌন হইল হরি না দিল উত্তর ।
 যশোদা ক্রন্দন করে হইয়া কাতর ॥ ৩৩
 হায় হায় কিবা এই দুর্দৈব ঘটিল ।
 বুঝি ব্রজপতি অতি অবোধ হইল ॥ ৩৪
 তিল এক চিন্ত স্থির নহে যাহা বিনে ।
 সে যাবে মথুরা আমি বাঁচিব কেমনে ॥ ৩৫
 রাম কৃষ্ণ কভু আমি যাইতে না দিব ।
 না শুনিলে নিশ্চয়ই পরাণ তাজিব ॥ ৩৬
 জননীর ক্রন্দনে অস্থির হৈল হরি ।
 প্রকারে করিলা শাস্ত সুপ্রবোধ করি ॥ ৩৭
 ওথা সখী সঙ্গে রাখা বসিয়া নির্জনে ।
 শ্রীকৃষ্ণের গুণ কহে হরষিত মনে ॥ ৩৮
 হেনকালে করিলেন ঘোষণা শ্রবণ ।
 অকস্মাৎ যেন কোটি বজ্রের নিশ্বন ॥ ৩৯
 কি শুনি কি শুনি বলি পড়ে মুচ্ছা হয়ে ।
 প্রাণ-হত ছায় রহে স্তম্ভিত হইয়ে ॥ ৪০
 শ্বাসমাত্র নাহি আর বহয়ে নাসায় ।
 দেখি ব্রজগোপীগণ করে হায় হায় ॥ ৪১
 কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কহে শ্রামনাম ।
 সে নাম শ্রবণে কতক্ষণে হৈল জ্ঞান ॥ ৪২
 বাহুজ্ঞান পায়ে রাই করয়ে রোদন ।
 বিধাতারে নিন্দা করে অতি দুঃখ মন ॥ ৪৩

তথাহি—

অহো বিধাতস্তব ন কচিদদ্য
 সংযোজ্য মৈত্র্যাংপ্রণয়েন দেহিনঃ ।
 তাংস্চাকৃতার্থান্ বিঘ্ননজ্ঞ্য পার্থক্য
 বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥

অহো বিধি তব দয়া নাহিক কখন ।
 উভয়ে করিয়া তুমি মৈত্র্য নিয়োজন ॥ ৪৪
 বিচ্ছেদ করই আশা না হতে পূর্ণিত ।
 বাসকের চেষ্টা ভাঙ্গি তোমার চরিত ॥ ৪৫

এইরূপ রাখা আদি সব গোপীগণ ।
 অনেক বিলাপ করি করিলা রোদন ॥ ৪৬
 আমার শক্তি নহে সে সব বর্ণিতে ।
 পাষণ গলিত হয় রোদন শ্রবণে ॥ ৪৭
 প্রাতঃকালে উঠি কৃষ্ণ ভাবেন অন্তরে ।
 অঙ্গীকার করিয়াছি গোপীর গোচরে ॥ ৪৮
 কভু না ছাড়িব করিয়াছি অঙ্গীকার ।
 কেমনে মথুরা যাব করয়ে বিচার ॥ ৪৯
 মরিবেক ব্রজবাসী আমা অদর্শনে ।
 জননীর প্রাণ না রহিবে কদাচনে ॥ ৫০
 আনাগত হয় সব ব্রজবাসি-প্রাণ ।
 আমার গমনে সবে হইবে অজ্ঞান ॥ ৫১
 এতেক চিন্তিয়া হরি উপায় করিয়া ।
 বলরাম সহ চলে বিমানে চাপিয়া ॥ ৫২
 রোহিণী যশোদা কান্দে কুলনারীগণ ।
 পশু পক্ষী আদি সব করয়ে রোদন ॥ ৫৩
 অক্রুর সহিত যান দৌহে রথোপরে ।
 নন্দ সহ গোপ আইসে পশ্চাৎ স্বরে ॥ ৫৪
 অক্রুরের বহ লীলা দেখাইয়া পথে ।
 সায়াংকালে প্রবেশ করিলা মথুরাতে ॥ ৫৫
 রণ হৈতে নামি দুই ভাই হরষিতে ।
 পুরী শোভা দেখিয়া চলিল রাজপথে ॥ ৫৬
 বহ লীলা কৈল পথে বলরাম হরি ।
 রজকের মস্তক কাটিল হাতে করি ॥ ৫৭
 বসন লইল তার বাছিয়া বাছিয়া ।
 বস্ত্র পরে তত্ত্বায়ে করুণা করিয়া ॥ ৫৮
 মালাকার ঘরে গিয়া পরিলেন মালা ।
 রাজপথে চলিলেন দিক করি আলা ॥ ৫৯
 কুব্জীর চন্দন পরিলা গিরিধারী ।
 কুঁজ ঘুচাইয়া কৈল পরম সুন্দরী ॥ ৬০
 প্রসন্ন হৃদয়ে তারে করুণা করিয়া ।
 রাম সহ চলিলেন মহা সুখী হৈয়া ॥ ৬১
 নগরের মাঝে হরি করয়ে গমন ।
 মথুরার নরনারী করে দর্শন ॥ ৬২

ধাইল যতক লোক কৃষ্ণেরে দেখিতে ।
 কুলের কামিনী ধায় চিত্ত পুলকিতে ॥ ৬৩
 পক্ষু কান্দে করি অন্ধ গেল দরশনে ।
 দেখি পদ চক্ষু পাইলেক দুইজনে ॥ ৬৪
 কৃষ্ণেরে দেখিয়া যত মথুরানগরী ।
 একদৃষ্টে করে পান রূপের মাধুরী ॥ ৬৫
 গোপীরা মৌভাগ্য সব করে প্রশংসন ।
 ধন্ত ব্রজনারী ধন্ত সবার নয়ন ॥ ৬৬
 হেনরূপ নিরবধি দেখিলে নয়নে ।
 তাহাদের ভাগ্য সীমা না যায় कहনে ॥ ৬৭
 এইরূপে প্রশংসা করয়ে সর্বজন ।
 দুই ভাই রাজদ্বারে করিলা গমন ॥ ৬৮
 কংসের ভবনে হরি হৈলা উপনীত ।
 ধনুর্যজ্ঞ যথা তথা গেলেন দ্বারিত ॥ ৬৯
 দুইজনে যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া ।
 বাম হাতে তুলি ধনু ত্রীহরি হাসিয়া ॥ ৭০
 মধ্যে ভাজি ফেলে যেন ভাজে ইন্দ্রদণ্ড ।
 ঘোরতর শব্দ তার হইল প্রচণ্ড ॥ ৭১
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল শব্দে পূর্ণ হৈল ।
 শব্দ শুনি কংস ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ ৭২
 তবেত রক্ষকগণ আইল কুপিয়া ।
 তা সবে নাশিলা ভয়ধনু প্রহারিয়া ॥ ৭৩
 তবে নন্দ আদি সঙ্গে মিলিয়া ত্রীহরি ।
 উত্তম ভবনে গেলা সুখে ভরা করি ॥ ৭৪
 প্রকালন করি পদ শীতল হইলা ।
 নিশিতে উত্তম ভোগ ভোজন করিলা ॥ ৭৫
 সুখে নিদ্রা গেলা হুঁহে গোপগণ সঙ্গে ।
 মথুরানিবাসী গুণ প্রশংসয়ে রঙ্গে ॥ ৭৬
 ওথা কংস ধনুর্যজ্ঞ সংবাদ পাইল ।
 বিগরীত কথা শুনি হৃদয় কাঁপিল ॥ ৭৭
 আপনি আলয়ে দ্রষ্ট করিল শরনে ।
 বহু অমঙ্গল যাত্রে দেখিল নয়নে ॥ ৭৮
 মরণ নিশ্চয় হুঁহে জানিয়া অন্তরে ।
 তথাপি সে কাল হেতু সাহস আচরে ॥ ৭৯

প্রভাতে উঠিয়া সব মন্বরে ডাকিল ।
 রাম কৃষ্ণ বধিবারে আদেশ করিল ॥ ৮০
 মন্বন্তর রাজ্যমাঝে করিল ঘোষণ ।
 শুনিয়া দেখিতে ধায় পুরবাসীগণ ॥ ৮১
 শত শত রাজা বসিলেন চারি ভিতে ।
 মাঝে মাঝে বৈসে কংস অতি হুঃখ চিতে ॥ ৮২
 সুবর্ণ পর্বতে ঘেন ভূষিত অঙ্গার ।
 হেনই কুংসিত সভা মাঝে চরাচর ॥ ৮৩
 প্রাতঃকালে রাম কৃষ্ণ জাগিয়া দ্বারিতে ।
 প্রাতঃকৃত্য করিয়া সাজিলা হরষিতে ॥ ৮৪
 নন্দ আদি গোপগণ আনন্দে চলিলা ।
 পশ্চাৎ শ্রীরাম কৃষ্ণ গমন করিলা ॥ ৮৫
 উপনীত দুই ভাই হৈল রাজ্যদ্বারে ।
 মনোহর বেশ দৌহে জগন্মনোহরে ॥ ৮৬
 সেই দ্বারে আছে মন্ত কুবলয় করী ।
 গভীর শব্দেতে ডাকি বলে তবে হরি ॥ ৮৭
 শীঘ্র করি কুবলয়ে রাখহ অন্তরে ।
 নতুবা পাঠাই শীঘ্র অন্তক-নগরে ॥ ৮৮
 কৃষ্ণের বচন শুনি রক্ষক কুপিত ।
 কৃষ্ণের উপর করী চালায় দ্বারিত ॥ ৮৯
 কালান্তক যম যেন আইসে করিবর ।
 হাসিয়া তাহার শুণ্ড ধরে গদাধর ॥ ৯০
 যেমন সুপর্ণ অবহেলে সর্প ধরে ।
 সেইরূপ ধরি তুলে শূন্তের উপরে ॥ ৯১
 দুই তিন পাক মারি দিলেন আছাড় ।
 প্রাণ-হত হৈল হস্তী, পূর্ণ হৈল হাড় ॥ ৯২
 তবে তার দন্ত উপাড়িয়া গদাধর ।
 প্রহার করিলেন সেই রক্ষক উপর ॥ ৯৩
 এক প্রহারে সেই পরাণ ত্যজিল ।
 একে একে ধারিগণে বিদ্যাস করিল ॥ ৯৪
 তবে দুই ভাই হস্তিনন্ত করি কয়ে ।
 সভামাঝে প্রবেশ করিলা মহানন্দে ॥ ৯৫
 যার বেই জায কৃষ্ণ সে দেখে সেজ্ঞ ।
 মন্বন্তরে দেখে ইন্দ্র-কল্লের কলপ ॥ ৯৬

নরে দেখে নরবর, নারীতে মনন ।
 স্বজনে দেখে গোপ, শান্তা হুটপন ॥ ৯৭
 নন্দ মহাশর করে নিজ শিশুজান ।
 মৃত্যুরূপী ভোজপতি করে অজ্ঞান ॥ ৯৮
 কংস-পক্ষ-বিপ্র দেখে বিরাটবরণ ।
 যোগিগণ দেখে পরতত্ত্বের স্বরূপ ॥ ৯৯
 নিজ কুলদেব দেখে বত বৃষ্টিগণে ।
 বলরাম সঙ্গে সঙ্গে আইল বধনে ॥ ১০০

মল্লানামশনিরূপাং নরবরঃ
 দ্রীপাং স্মরোমূর্ত্তিমান,
 গোপানাং স্বজনোহসতাং কিতিকুজাং
 শান্তাং হৃদিভ্রোঃ শিশুঃ ।
 মৃত্যুর্ভোজপতের্জিহ্বাত বিহ্বাং
 তৎসং পরং যোগিনাং,
 বৃক্ষোনাং পরদেবতেতি বিদিতো
 রজং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

চানুর মুষ্টিক বধ ।

চানুর কহয়ে তবে রাম কৃষ্ণ প্রতি ।
 শুন রাম দামোদর আমার ভারতী ॥ ১
 বৃন্দাবনে ছুই ভাই কৈলে গোচারণ ।
 মল্লযুদ্ধে কুশল শুনিয়াছি হুজন ॥ ২
 আজি বুদ্ধ কর হুঁহে রাজা সন্নিধানে ।
 সন্তোষ হবেন রাজা বুদ্ধ দরশনে ॥ ৩
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা মথুরার পতি ।
 উচিত করিতে হর রাজার পীরিত ॥ ৪
 কিন্তু শিশু অমরা চাহিয়ে সব সময় ।
 ভোমার সহিত নহে উচিত সময় ॥ ৫
 চানুর কহয় কুমি শুণ্ডবেশধারী ।
 সুবলরে নিদ্রাশিলে শিশু কি বিচারি ॥ ৬
 কপট ছদ্মকরা বুদ্ধ কর আত্মা সঙ্গে ।
 লম্বতি করিয়া কুমি আত্মক রক্তকে ॥ ৭

সত্যর বসিল তবে বত বীর চর ।
 অদ্ভুত দেখিয়া সবে প্রফুল্ল হৃদয় ॥ ৮
 অস্তুর করিবে বুদ্ধ রাম কৃষ্ণ সনে ।
 চমকিত ব্রজরাজ ভাবি মনে মনে ॥ ৯
 রক্ষা কর জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ ।
 বিপদে রাখহ আজি আমার নন্দন ॥ ১০
 ছুই ভাই রণস্থলে করয়ে বিহার ।
 দেখি সব সভাবাসী মানে চমৎকার ॥ ১১
 চানুর মুষ্টিক তবে রণস্থলে আসি ।
 গভীর গর্জন করে কাঁপে সভাবাসী ॥ ১২
 চানুর সহিত বুদ্ধ আরস্তিলা হরি ।
 দেখয়ে সকল লোক মহানন্দে ভরি ॥ ১৩
 বাহ বাহ ছাঁদি ছাঁদে চরণে চরণ ।
 ঘন মালসাট মারে গভীর গর্জন ॥ ১৪
 ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ কতু কতু আক্ষালন ।
 লীলার ক্ষণেক রজ কৈলা নারায়ণ ॥ ১৫
 তবে ক্রুদ্ধ হয়ে হরি কহেন চানুরে ।
 আরে ছুট আসিয়াছ বুদ্ধ করিবারে ॥ ১৬
 এইক্ষণে পাঠাইব অন্তক-আলয় ।
 ঘরে ফিরি (আর) না যাইবে ছুরাশয় ॥ ১৭
 এতেক বলিয়া চুলে ধরিল তাহার ।
 তুলিয়া ঘুরান উর্দ্ধে চক্রের আকার ॥ ১৮
 কতক্ষণ ঘুরাইয়া দিলেন আছাড় ।
 ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ ১৯
 পরাণ ছাড়িয়া সেই মুক্ত হৈয়া গেল ।
 তবে রাম মুষ্টিকেতে বুদ্ধ আরস্তিল ॥ ২০
 বাহ বাহ ভিড়ি দৌহে করে মহারণ ।
 মাথে মাথে ঠেলাঠেলি গভীর গর্জন ॥ ২১
 দোহাঁকার মালসাট হকার গর্জনে ।
 ঘোরতর শব্দ কিছু নাহি শুনি কানে ॥ ২২
 লক্ষ দিয়া উঠে কতু উর্দ্ধের উপর ।
 জ্বাসিত দেবতাগণ দেখিয়া সমর ॥ ২৩
 কতক্ষণ রজবুদ্ধ করি বলরাম ।
 উদয় করিল তার বহিরাগ প্রাণ ॥ ২৪

করিল মুষ্টিকাঘাত মুষ্টিক উপরে ।
প্রাণ-হত হৈল ছুট সেইত প্রহারে ॥ ২৫

কংস বধ

তবে কুটশল তোশলাদি মল্লগণে ।
একে একে ছই ভাই করিলা নিধনে ॥ ২
দেখিয়া জ্বাসিত হৈল কংস ছুটমতি ।
নাহি জানে ওই রূপ আপনার গতি ॥ ৩
অতিক্রোধে পাড়ে গালি যাহা আইসে মনে
বল্লদেব দেবকী দেব উগ্রসেনে ॥ ৪
মহাক্রোধ হৈয়া তবে প্রভু যজ্ঞবর ।
লক্ষ দিয়া উঠিলেন মঞ্চের উপর ॥ ৫
খড়্গা উঠাইল কংস কৃষ্ণের হানিতে ।
কেশ ধরি কংসেরে কেলিলা ধরণীতে ॥ ৬
বুকের উপরে তার বৈসে যজ্ঞবীর ।
সহিতে না পারে ভার হইল অস্থির ॥ ৭
বিষম্বর মুষ্টি হইলেন যজ্ঞবর ।
পর্ষত উপরে যেন শূন্য মনোহর ॥ ৮
কাহার শক্তি সহিবারে এই ভার ।
পরাণ ছাড়িল কংস করিয়া হকার ॥ ৯
কংস তেজ বিশাইল গোবিন্দ চরণে ।
স্বর্গ হৈতে কুতুম বরিষে দেবগণে ॥ ১০
তবেত টানিয়া সেই কংসের শরীর ।
কতদূরে লইয়া চলিল যজ্ঞবীর ॥ ১১
ধরণী কল্মিত হৈল কংসের নিধনে ।
গোপকুল যজ্ঞকুল আনন্দ সবধে ॥ ১২
কংসের নিধনে দেবপুরে কোলাহল ।
জয় জয় চন্দ্রভি বাজরে স্তম্ভকল ॥ ১৩
কংস-পরিবার সব ব্যাকুল কান্দিয়া ।
সবা প্রবোধিলা হরি আশ্বাস করিয়া ॥ ১৪
তবে রানকৃষ্ণ ছুই হরিষে চলিলা ।
বদ্ধ হৈতে বাপ মায়ে মোচন করিলা ।
প্রথমে দৈবদত্ত হইল হইল ॥ ১৫

মারার যোহিরা শেষে পুত্র-বুদ্ধি কৈল ॥ ১৬
বল্লদেব দেবকী, নন্দন করি কোলে ।
সিকিলা দোহাঁর অঙ্গ নরনের জলে ॥ ১৭
তবে ছই প্রবোধিলা জগতের পতি ।
উগ্রসেনে বদ্ধ যজ্ঞ কৈলা নীত্রপতি ॥ ১৮
যযাতির শাপ হেতু রাজা না হইলা ।
রাজসিংহাসনে উগ্রসেনে বসাইলা ॥ ১৯
আনন্দিত সর্বজন নিরখি বদন ।
মহানন্দ তরঙ্গে ডুবিল যজ্ঞগণ ॥ ২০
একদিন সংহতি লইয়া হলধরে ।
হুঃখ মনে গেলা নন্দ পিতার গোচরে ॥ ২১
কৃষ্ণ দেখি কহে নন্দ চল বৃন্দাবনে ।
কহিতে না আইসে কিছু কৃষ্ণের বদনে ॥ ২২
নন্দ কহে কেন তাত নাহি কহ বাণী ।
বলরাম কহে গৃহে চলহ আপনি ॥ ২৩
দিন কতক থাকি মোয়া মথুরা নগরে ।
ছুটগণে নষ্ট করি যাব ব্রজপুরে ॥ ২৪
এতেক শুনিয়া নন্দ মুচ্ছিত হইল ।
দেখিয়া সকলে তবে কান্দিতে লাগিল ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে

বৃন্দাবনবানীর বিলাপ ।

মুচ্ছাগত ব্রজপতি, দেখিয়া বিকল অতি,
কহিলেন রাম জনাৰ্দ্দন ।
বদনে সিকিয়া নীর, করিলেন কিছু স্থির,
কহে পিতা হুঃখ কি কারণ ॥ ১
তুমি যাহ ব্রজমাঝে, আমরা অতি অব্যাহে,
গমন করিব বৃন্দাবনে ।
শুনিয়া ব্রজের পতি, চলিলেন হুঃখমতি,
রামকৃষ্ণ রহিলা বিদানে ॥ ২
নন্দ ব্রজে প্রবেশনে, রণেশ্বরী শুনিলেন,
খাইলেন কৃষ্ণ দেখিবারৈ ।

দেয়ে একা আসে নন্দ, নাহি সঙ্গে নেত্রানন্দ,

ক্ষিকাসিলেন কৃষ্ণ কতদূরে ॥ ৩

তনিয়া রাণীর কথা, করিলেন হেটনাথা,

কহিতে বচন নাহি দুরে ।

হুকরি কান্দয়ে নন্দ, আর সব গোপবৃন্দ,

কান্দি কহে কৃষ্ণ মধুপুরে ॥ ৪

বজ্রাঘাত সম রাণী, তনি তবে নন্দরাণী,

পড়ে তথা মুচ্ছিত হইয়া ।

বুঝি দেহে নাহি প্রাণ, করে লবে অহুমান,

বিলপয়ে রাণীয়ে ঘেরিয়া ॥ ৫

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি, সব গড়ি যায় ধূলি,

কান্দে সব ব্রজবধুগণে ।

হার কোথা চজ্ঞান, দেহ তরা দরশন,

না রহে জীবন তোমা বিনে ॥ ৬

শ্রীদামাদি সখা কান্দে, চিত্ত স্থির নাহি বান্ধে,

কান্দে বৃন্দাবনবাসী সব ।

গাভী তৃণ নাহি খায়, শুক শারী নাহি গায়,

পিকগণ হইল নীরব ॥ ৭

বিরহাক্তি উথলিল, সকলে তাহে ডুবিল,

প্রবোধ করিলে কে বা কার ।

উপায় শ্রীকৃষ্ণ বিনে, আর কেহ নাহি আনে,

এ বিপদে করহ উদ্ধার ॥ ৮

ভাবাবেশে কতকণে, করে সব দরশনে,

যেন কৃষ্ণ সম্মুখে আসিয়া ।

কহে সুধা-মাধা কথা, আমিত না যাই কোথা,

তোমরা কান্দহ কি লাগিয়া ॥ ৯

এই বৃন্দাবন ভূমি, তাজিয়া কোণার আমি,

তিল এক না করি গমন ।

সত্য সত্য স্ননিশ্চয়, সত্য এই স্ননিশ্চয়,

সকলে ত্যজহ হৃৎমন ॥ ১০

এ কথা শুনিয়া সবে, হৃৎমন ত্যজি তবে,

যেন কৃষ্ণে হৃদয়ে পাইল ।

স্বরভাবে ভোর হয়ে, ভাবাবেশে কৃষ্ণে লয়ে,

সুখে সবে ।

জগন্নাথ দলন ।

ওথা হরি মথুরায় বলরাম সঙ্গে ।

রাত্রি দিন বিহার করয়ে অতি রঞ্জে ॥ ১

তবে কত দিন স্নখে মথুরা বিহারি ।

অবন্তী নগরে গেলা বলরাম হরি ॥ ২

অবন্তী নগরে মুনি সান্দীপনি নাম ।

তথা বিত্তা শিখিলেন হরি বলরাম ॥ ৩

মৃত পুত্র অন্তক-নগর হৈতে আনি ।

শুকরে দক্ষিণা দিল যত্নচূড়ামনি ॥ ৪

তবে গুরুস্থানে দোহেঁ বিদায় লইয়া ।

মথুরা নগরে গেলা মহাসুখী হইয়া ॥ ৫

তবেত উদ্ধবে পাঠাইলা বৃন্দাবনে ।

তিহো গিয়া শান্তাইলা ব্রজবাসীগণে ॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বাক্য কহি সবাকারে ।

বুঝাইয়া আইলেন কৃষ্ণের গোচরে ॥ ৭

ব্রজবাসী হেতু হরি অতি উৎকণ্ঠিত ।

সেহিত প্রসঙ্গ সদা উদ্ধব সহিত ॥ ৮

পূর্বেতে স্নন্দরী হরি কৈলা কুবুজারে ।

বাঙ্গা পূর্ণ কৈল তার হরিশ্ব অন্তরে ॥ ৯

কংসের স্বপুত্র তবে জরাসন্ধ রাজা ।

মগধে নিবাস করে বলে মহাতেজা ॥

শুনিল কংসেরে কৃষ্ণ করিল নিধন ।

যুদ্ধ করিবারে সেই করিল গমন ॥ ১১

ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনা সাথে করি ।

আসিয়া বেড়িল ছুট মথুরানগরী ॥ ১২

দেখিয়া তাহার কাজ প্রভু ভগবান ।

পৃথী ভার বিনাশিব কৈলা অহুমান ॥ ১৩

দিব্য ছুই রথ উপস্থিত সেইকণে ।

দারুক সারথি আছে হরির বিমানে ॥ ১৪

তবে অতি ক্রোধভরে হরি সঙ্কর্ষণ ।

সংগ্রামের স্থলে দৌহে করিলা গমন ॥ ১৫

গদা হাতে গদাধর গমন করিলা ।

বলরাম হাতে হল যুগল ধরিলা ॥ ১৬

দুই ভাই গদা হল মুঘলের ঘাতে ।
 বিপক্ষের সেনাগণে করিল নিপাতে ॥ ১৭
 ভগ্ন-সৈন্য জরাসন্ধ যায় পলাইয়া ।
 পাছে বলরাম তারে যান খেদাড়িয়া ॥ ১৮
 নিবৃত্ত করিল কৃষ্ণ বিনয় বচনে ।
 দুই ভাই গেলা তবে নিজ নিকেতনে ॥ ১৯
 এই মতে জরাসন্ধ সপ্তদশ বার ।
 পূর্ববৎ সেনা সনে আইল দুর্য্যচার ॥ ২০
 সেইরূপ দুইভাই সকলে নাশিল ।
 পৃথিবীর ভার তবে অনেক ঘুচিল ॥ ২১
 দৈশ্বরের মন-ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে ।
 আর বার জরাসন্ধ আইল ঘুঝিতে ॥ ২২
 কাণ যবনের সহ নৈত্রতা করিল ।
 তিনকোটি স্নেহ আসি মথুরা বেড়িল ॥ ২৩
 বেড়িল স্নেহের হাট শ্রীহরি দেখিয়া ।
 বলরাম সনে তবে যুক্তি করিয়া ॥ ২৪
 স্থির কৈল সমুদ্রেতে নির্মাইব পুরী ।
 বিশ্বকর্মা স্মরণ করিলা ভরা করি ॥ ২৫
 আসি বিশ্বকর্মা গোড়াহাতে দাণ্ডাইলা ।
 তাহারে দেখিয়া হরি আদেশ করিলা ॥ ২৬
 সমুদ্রেতে পুরী এক করহ নির্মাণ ।
 মনোহর পুরী হবে দ্বারকা আখ্যান ॥ ২৭
 বিচিত্র করিয়া স্থান কর মনোহর ।
 শত কোটি অট্টালিকা রচিবে সুন্দর ॥ ২৮
 আজ্ঞা নাজ বিশ্বকর্মা রচিয়া সহরে ।
 আসি নিবেদন কৈলা গোবিন্দ-গোচরে ॥ ২৯
 শুনি হরষিত হৈল গোবিন্দের মন ।
 যোগবল প্রকাশ করিয়া তত্তক্ষণ ॥ ৩০
 জাতি বন্ধ পরিবার কুটুম্বের গণে ।
 মুহূর্ত্তেকে আনিলেন দ্বারকাভূবনে ॥ ৩১
 দ্বারকা-নিবাসে হরি রাখি সবাকারে ।
 রাম সহ আইলেন মথুরানগরে ॥ ৩২
 শূন্ত-রথ-অস্ত্র প্রভু চতুর্ভূজ হইয়ে ।
 আইলা গড়ের দ্বারে বলরাম লইয়ে ॥ ৩৩

দেখিয়া কখন রাজা জানিল তাঁহারে ।
 এই বহুদেব-সুত চারি হাত ধরে ॥ ৩৪
 কৃষ্ণে মারিবারে ধায় যবন রাজন ।
 দেখিয়া দিলেন রক্ত প্রভু নারায়ণ ॥ ৩৫
 পাছু খেদাইয়া ধায় স্নেহে অধিকারী ।
 পর্বত উপরে উঠিলেন চক্রধারী ॥ ৩৬
 পর্বতে উঠিল কাল যবন পশ্চাতে ।
 দেখি প্রবেশিলা হরি পর্বত গুহাতে ॥ ৩৭
 গুহা প্রবেশিল কাল যবন তখন ।
 মুচুকুন্দ রাজা তথা আছেয়ে শয়ন ॥ ৩৮
 পদাঘাত করে তারে বজ্রের সমান ।
 নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি চক্ষু মেলি চান ॥ ৩৯
 দৃষ্টিমাত্রে ভয়রাশি হৈল দুর্য্যশর ।
 মুচুকুন্দে দয়া হরি কৈলা অতিশয় ॥ ৪০
 বহুবিধ স্তব কৃষ্ণে করিলা রাজন ।
 তাহাতে প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ ॥ ৪১
 প্রণাম করিয়া রাজা বিদায় হইলা ।
 বহুতীর্থ ভ্রমি বদরিকাশ্রমে গেলা ॥ ৪২
 পুনঃ আর বার হরি মথুরা আসিয়া ।
 তিন কোটি স্নেহে তবে বিনাশ করিয়া ॥ ৪৩
 ধন সব লয়ে চলে দ্বারকানগরে ।
 পথে জরাসন্ধ পুনঃ সেনাসহ বেড়ে ॥ ৪৪
 কিল্লপে কি লীলা করে কে পারে জানিছে ।
 ব্রহ্মাদির অগোচর অস্ত্র কি ইহাতে ॥ ৪৫
 পুনঃ ত্রয়োবিংশ অর্কোহিণীতে বেড়িল ।
 ভয়বিনাশন ভয়ে ভীতপ্রায় হৈল ॥ ৪৬
 ধন জন ফেলি পলাইলা দুই জন ।
 পাছে ধায় জরাসন্ধ করিয়া গর্জন ॥ ৪৭
 অতি উচ পর্বতে উঠিলা দুইজন ।
 দেখি জরাসন্ধ রাজা চিন্তে মনে মনে ॥ ৪৮
 বেড়া অগ্নি দিরা আজি মারিব দুর্জন ।
 তবে ভ্রংস দুয়ে যায় কংসের নিধন ॥ ৪৯
 এত ভাবি বেড়া অগ্নি দিলেক পর্বতে ।
 অতি বিপরীত অগ্নি উঠে চতুর্ভিতে ॥ ৫০

চটচট শব্দেতে গিরির কাঠ পুড়ে ।
 নানাজাতি পক্ষী নানা পশু পুড়ি মরে ॥ ৫১
 তবে রামকৃষ্ণ সেই পর্বত হইতে ।
 লক্ষ দিরা মালসাটে পড়িল ভূমিতে ॥ ৫২
 এগার যোজন উচ হইতে পড়িল ।
 নিজ জন কাছে পুনঃ আসিয়া মিলিল ॥ ৫৩
 ধনজন লয়া হুই গেল দ্বারকাতে ।
 জরাসন্ধ মনে করে মরিল নিশ্চিতে ॥ ৫৪
 গিফটক হইল করিয়া অমুমান ।
 সেনাসহ মগধেতে করিল প্রয়াণ ॥ ৫৫
 এথা হরি দ্বারকা করিল নিবাস ।
 নিতি নব নব লীলা করেন প্রকাশ ॥ ৫৬
 দ্বারকার শোভা কিছু না যায় বর্ণন ।
 স্থানে স্থানে শোভয়ে বিচিত্র উপবন ॥ ৫৭
 স্থানে স্থানে নির্মাণ সুন্দর সরোবর ।
 অমৃত সমান জল স্বাদ মনোহর ॥ ৫৮
 কুমুদ কল্লার পদ্ম সরোবর জলে ।
 হংস সারসাদি পক্ষী খেলে কুতূহলে ॥ ৫৯
 সরোবর ধারে কুসুমিত তরুণ ।
 প্রতিবিম্ব জলে তার শোভা মনোরম ॥ ৬০
 নগরের দুই পার্শ্বে বকুলের শ্রেণী ।
 স্থানে স্থানে উদ্যান পক্ষীর রব শুনি ॥ ৬১
 কত কত অট্টালিকা কনকে নির্মাণ ।
 প্রতি স্থানে এক এক কুসুম উদ্যান ॥ ৬২
 নগরের মধ্যে পুরী মণিতে নির্মাণ ।
 তাতে পরিবার সনে রহে ভগবান ॥ ৬৩
 অষ্টাদশ মাতা রহে অষ্টাদশ পুরে ।
 শত কোটি অট্টালিকা পুরীর ভিতরে ॥ ৬৪
 নীলমণি রক্তমণি স্বেত পীত মণি ।
 স্ফটিক হীরকস্তম্বে মুকুতা বুলনি ॥ ৬৫
 চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণি পদ্মরাগে ।
 প্রতি গৃহে শোভিত নয়নে ছটা লাগে ॥ ৬৬
 দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ হস্ত দ্বারকা নগর ।
 স্তম্বে নিবসিলা তথি হরি হলধর ॥ ৬৭

রুক্মিণীর বিবাহ ।

রেবত রাজ্যের কন্যা রেবতী নামেতে ।
 বিবাহ করিলা রাম অতি হরষিতে ॥ ১
 রুক্মিণীকে বিবাহ করিল ভগবান ।
 শুনি পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিল মুনি স্থান ॥ ২
 কিরূপে বিবাহ করিলেন যদুবর ।
 সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর ॥ ৩
 জৈমিনি বলয়ে সুখে এ কথা শুনিয়া ।
 কিরূপে কহিল তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৪
 বিদর্ভ নগরে রাজা ভীষ্মক নামেতে ।
 মহাসাধু ধর্ম্মশীল বিখ্যাত জগতে ॥ ৫
 রাজার নন্দন পঞ্চ মহাবলবান ।
 রুক্মী জ্যেষ্ঠ রুক্মিরথ রুক্মবাহ নাম ॥ ৬
 রুক্মকেশ রুক্মমালী রুক্মিণী নন্দিনী ।
 সেই কন্যা রূপে পৃথ্বী-প্রদানা বাধানি ॥ ৭
 গোরোচনা গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ ।
 অপাঙ্গ ইঙ্গিতে মুচ্ছা করয়ে অনঙ্গ ॥ ৮
 কৃষ্ণ পতি বাঞ্ছি গৌরী করে আরাধনা ।
 কৃষ্ণে পতি দেহ এই করয়ে প্রার্থনা ॥ ৯
 ভীষ্মকরাজার ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা দিতে ।
 রুক্মী হুরাচার হৈল পাষাণ তাহাতে ॥ ১০
 দমযোয-পুত্রসহ সশস্ত্র করিল ।
 বিবাহের দিন সবে নির্ণয় হইল ॥ ১১
 রাজগণে রুক্মী পাঠাইল নিমন্ত্রণ ।
 বিবাহ শুনিয়া শিশুপাল হুটমন ॥ ১২
 ভীষ্মক নৃপতি অতি হৈল বিদ্রোহিত ।
 দুষ্ট পুত্র জানি অতি হইল মনে ভীত ॥ ১৩
 হায় হায় হেন ভাগ্য কেমনে পাইব ।
 ত্রিজগৎ-গুরুপদে কন্যা সমর্পিব ॥ ১৪
 বিলাপ করিয়া রাজা করয়ে রোদন ।
 রুক্মিণী এ সব কথা করিল শ্রবণ ॥ ১৫
 কান্দিয়া কান্দিয়া দেবী কহে সখীগণে ।
 অভাগিনী হেন ভাগ্য পাইব কেমনে ॥ ১৬

এ সব কর্মের দোষ কায়ে কি বলিব ।
 কৃষ্ণে পতি না পাইলে নিশ্চয় মরিব ॥ ১৭
 হার কোথা আছ কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জন ।
 নিজ দাসী মরে তব করহ রক্ষণ ॥ ১৮
 এত বলি প্রিয়া তবে চিন্তি মনে মন ।
 পুরোহিত আনাইয়া করে নিবেদন ॥ ১৯
 স্বরিতে গমন কর দ্বারকানগরে ।
 মোর নিবেদন কহ শ্রীকৃষ্ণ গোচরে ॥ ২০
 শোকনীরে ডুবিল রুক্মিণী তব দাসী ।
 দ্রোণ কর দীননাথ বিদর্ভেতে আসি ॥ ২১
 দীনবন্ধু নাম তুমি করহ ধারণ ।
 ছাড়িবে সে নাম হৈলে রুক্মিণী-মরণ ॥ ২২
 ভুবনসুন্দর তুমি তব গুণ গুনি ।
 প্রাণ মন ও চরণে দিয়াছে রুক্মিণী ॥ ২৩
 এইরূপে বহুবিধ করিয়া মিনতি ।
 দ্বারকায় বিপ্রে পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥ ২৪
 জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণ ।
 দ্বারকানগরে দ্বিজ করিলা গমন ॥ ২৫
 দ্বারকায় শোভা দেখি ব্রাহ্মণ বিস্ময় ।
 মনে ভাবে মনুষ্যের সাধা এত নর ॥ ২৬
 সাক্ষাৎ দৈবের কৃষ্ণ অখিলের পতি ।
 দরশন করি আজ পাব অব্যাহতি ॥ ২৭
 এই মনে চিন্তা করি গেলেন সভায় ।
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া উঠিলেন যতুরায় ॥ ২৮
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে করিয়া পূজন ।
 সুধামার স্বাহু দ্রব্য করাইলা ভোজন ॥ ২৯
 উত্তম শয্যায় বিপ্রে করিলা শয়ন ।
 আপনি করেন হরি পাদ সংবাহন ॥ ৩০
 ব্রাহ্মণের প্রিয় সে ব্রহ্মণ্যাদেব হর ।
 ব্রাহ্মণের মহিমা অন্তরেতে বিশ্ব নয় ॥ ৩১
 বিনয় করিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে ।
 এদেশে পবিত্র হেতু আইলে কি কারণে ॥ ৩২
 দ্বিজবর কহে হরি নিবেদন করি ।
 রুক্মিণী ভীষ্মককন্য ভুবনসুন্দরী ॥ ৩৩

শিশুকাল হৈতে পতি তোমায়ে থাকিয়া ॥
 সেবিল গৌরীর পদ একান্ত হইয়া ॥ ৩৪
 পিতা তার ভীষ্মক তোমায়ে কন্যা দিতে ।
 মন কৈল রুক্মী হৈল পাষাণ তাহাতে ॥ ৩৫
 দমবোম-পুত্র শিশুপাল চেনীপতি ।
 সম্বন্ধ করিল রুক্মিণী তাঁহার সংহতি ॥ ৩৬
 এ কথা শুনিয়া রুক্মিণী হৃৎ মনে ।
 আমায়ে পাঠাইয়া দিলা তব সম্মিধানে ॥ ৩৭
 বিলম্ব করহ যদি তথায় যাইতে ।
 রুক্মিণী ত্যজিবে প্রাণ কহিল নিশ্চিতে ॥ ৩৮
 যেই কথা কহিলেন করি নিবেদন ।
 এত কহি কহে দ্বিজ রুক্মিণী বচন ॥ ৩৯

তথাহি রুক্মিণী বচনম্ ।

শ্রদ্ধা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণুতাং তে,
 নির্দিষ্ট কর্ণবিবরৈর্হরিতোহজ্ঞতাং ।
 রূপং দৃশ্যং দৃশিমতামধিলার্থলাভং
 স্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥
 ভুবনসুন্দর কৃষ্ণ করি নিবেদন ।
 তোমার বিনোদ গুণ করিয়া শ্রবণ ॥ ৪০
 হৃদি প্রবেশিয়া সেই গুণ কর্ণদ্বারে ।
 শীতল হইল অঙ্গ তাপ গেল দূরে ॥ ৪১
 অখিল মোহনরূপ নয়ন আরতি ।
 শুনিয়া দেখিতে সাধ হয় প্রাণপতি ॥ ৪২
 দেহ প্রাণ সমর্পণ কৈলু ও চরণে ।
 দাসীরে করহ দয়া আগনার গুণে ॥ ৪৩
 শুন হে পুরুষ-সিংহ করি নিবেদন ।
 সিংহ-ভাগ লইতে শৃগাল করে মন ॥ ৪৪
 তব পাদপদ্ম যোগী নাহি পায় ধ্যানেন ।
 উমাগতি বাঞ্ছে সদা যে হই চরণে ॥ ৪৫
 তাহার উদয় যদি মম ভাগ্যে হয় ।
 তবেত জানিব দয়াময় সুনিশ্চয় ॥ ৪৬
 এই মতে বহুবিধ রুক্মিণীবচন ।
 কহিয়া বলেন বিপ্রে মধুর বচন ॥ ৪৭

কল্লিণীর নিবেদন কহিলু তোমার ।
 বাহা ইচ্ছা করহ এখন যত্নরার ॥ ৪৮
 কল্লিণীর সন্দেহ শুনিয়া যত্নবীর ।
 অতি উৎকণ্ঠিত মনে হইলা অস্থির ॥ ৪৯
 হাসিয়া কহিলা বিপ্র বিদর্ভে যাইব ।
 শোকসিদ্ধ হইতে কল্লিণী উদ্ধারিব ॥ ৫০
 এত বলি উৎকণ্ঠায় রাজি শেষ করি ।
 প্রভাতে দারুকে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি ॥ ৫১
 নীত্র সম্ভা কর রথ বিদর্ভে যাইব ।
 ভরা যত্ন করহ বিলম্ব না সহিব ॥ ৫২
 আজ্ঞায় দারুক রথ অনে ততক্ষণে ।
 বিপ্রসহ মহানন্দে চাপিয়া বিমানে ॥ ৫৩
 এক রাজ্যে বিদর্ভেতে আইলা শ্রীহরি ।
 ভীষক পুত্রীর স্নেহ এড়াইতে নারি ॥ ৫৪
 শিশুপালে কণ্ঠা দিতে উদ্যোগ করিল ।
 বিবাহের দিনে রাজগণ তথা আইল ॥ ৫৫
 জয় জয় স্তম্ভল বিদর্ভনগরে ।
 সেই রাজ্যযোগে হরি আইলা তথাকারে ॥ ৫৬
 বিদর্ভনগর রাজা সাজাল যতনে ।
 সারি সারি রোপিল কদলীতরুগণে ॥ ৫৭
 চিত্রধ্বজ পতাকা সাজায়ে পথ মাঝে ।
 মাল্যায় তোরণ পুষ্পমালা ভাল সাজে ॥ ৫৮
 তবে স্তম্ভল কর্ম করয়ে যতনে ।
 পিতৃদেবে পূজিলেন বিবিধ বিধানে ॥ ৫৯
 কল্যানে মঙ্গল স্নান করায় রাজন ।
 দাসীগণে আজ্ঞা দিল বেশের কারণ ॥ ৬০
 আজ্ঞা মাত্রে দাসীগণ অঙ্গবেশ কৈল ।
 যথাযোগ্য ভূষণে সে অঙ্গ সাজাইল ॥ ৬১
 একে সে রূপ অসীম বেশ কৈল তার ।
 কি কহিব সেই শোভা বর্ণন না যায় ॥ ৬২
 তবে শিশুপালে আত্মীয়ক করাইল ।
 শিশুপাল সহায় অনেক রাজা আইল ॥ ৬৩
 জরাসন্ধ দম্ভবক্র পৌণ্ড্র কাদি করি ।
 সভায় বসিয়া কহে অতি গর্ব করি ॥ ৬৪

ওহে শুনিয়াছি কৃষ্ণ গোপেন্দ্রনন্দন ।
 ক্ষত্রিয় সহিত চাহে করিতে মিলন ॥ ৬৫
 মহারাজা শিশুপাল কুলেতে প্রধান ।
 কৃষ্ণের বাসনা হৈতে ইহার সমান ॥ ৬৬
 এইমত গর্ব করি কহে বার বার ।
 সাধু রাজগণ শুনি হুঃখিত অপার ॥ ৬৭
 ওথায় কল্লিণী দেবী ধরি সখীকরে ।
 অত্যন্ত করিয়া খেদ কহয়ে তাহারে ॥ ৬৮
 কহ সখি আর প্রাণে কিবা প্রয়োজন ।
 না আইলা যত্নবর আমার জীবন ॥ ৬৯
 না আইল সেই দ্বিজ সংবাদ লইয়া ।
 নিশ্চয় মরিব আমি কিছু না শুনিয়া ॥ ৭০
 কাদিছে কল্লিণী, আমি অভাগিনী,
 চাহিব কত পথ তার গো ।
 থাইব বিষ আমি, নিশ্চয় এই বাণী,
 মানা না শুনিব আর গো ॥ ৭১
 সে দ্বিজ না আইল, না জানি কি হইল,
 বিবাহ নিশি সখি আজি গো ।
 হরির পদ বিনে, তাজিব এ জীবনে,
 বৃথাই ইথে কিবা কাজ গো ॥ ৭২
 মহেশ অলুকুল, কেন গো না হইল,
 কিবা অপরাধ গো ।
 বিমুখী মহেশানী, দেখিয়া এ পাপিনী,
 না দিল মম মন সাধ গো ॥ ৭৩
 এতক বিলপন, শুনিয়া সখীগণ,
 প্রবোধে কেন তুমি কঁাদ গো ।
 ভক্তবৎসল সেই, শুনেছি দৃঢ় এই,
 আগিবে তোর শ্রামচাঁদ গো ॥ ৭৪
 এ তোর বাম আঁখি, ফুরিছে হেন দেখি,
 বিলাপ না করহ আর গো ।
 দেখগো এক সখী, বাহির হয়ে দেখি,
 আইল কিবা ভূমিসার গো ॥ ৭৫
 তাহার শুনি কথা, হইয়া উনমতা,
 বাহির হয়ে কেহ চায় গো ।

দেখরে রথোপর, নবীন জলধর,

নুপুর সাজে রাজা পায় গো ॥ ৭৬

দেখিয়া সেই সখী, কন্যা হরিশমুখী,

হাসিয়া তাঁরে আসি কয় গো ।

তাজহ বিলপন, আইল প্রাণধন,

ঘুচিল তব সব ভয় গো ॥ ৭৭

তাহার বাণী শুনি, হরিশ কল্মসী,

পুলকে পূর্ণিত কার গো ।

আনন্দে আঁখি বুঝে, বচন নাহি ক্ষুদ্রে,

* হাসিয়া সখী মুখ চায় গো ॥ ৭৮

রাজার আদেশনে, অধিকা-ভবনে,

সখীর সনে তবে যায় গো ।

হইয়া উপনীত, পরম হরষিত,

পুঞ্জিল অধিকা মায় গো ॥ ৭৯

হুকর ঘুড়ি তবে, কহয়ে আগো শিবে,

মাগিয়ে এই তব পায় গো ।

কৃষ্ণেরে দেহ পতি, কহি প্রণয়ি সতী,

সখীরা পুনঃ তবে যায় গো ॥ ৮০

চলিতে মঞ্জীর, বাজয়ে সুরমধুর,

নিতম্বে কিঙ্করী দাম গো ।

দেখিয়া মুগ্ধশরী, কিরণ ঢাকে শরী,

হইল কম্পিত-কার গো ॥ ৮১

কুটিল কুন্তলে, বিনোদ বেণী দোলে,

সখীর করে ধরি যায় গো ।

জদয়ে ভাবি হরি, চলিছে ধীরি ধীরি,

গগনপথে ঘন চায় গো ॥ ৮২

শ্রামে না নিরখিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,

সখীরে করে ধরি কয় গো ।

কোথায় প্রাণপতি, দেখাও ত্বরাত্তি,

তা বিনে প্রাণ নাহি রয় গো ॥ ৮৩

কহিছে এই বাণী, তখনি যদুমনি,

আসিয়া তথা কহে তার গো ।

আর না কান্দ প্রিয়ে, এতক কহিয়ে,

লইয়া রথোপরে যায় গো ॥ ৮৪

শ্রামের বাম ভিতে, কল্মসী শোভে রথে,

হুজনে ভাল শোভা পায় গো ।

অসত নৃপ যত, হইয়া চমকিত,

কে নিল বলি সবে চায় গো ॥ ৮৫

তবে দৃষ্ট রাজাগণ দেখি এত কাষ ।

অপমান পাইয়া সবে বলে সাজ সাজ ॥ ৮৬

সমুদ্র সমান সেনা বেড়িল হরিরে ।

চারিদিকে অস্ত্র সব বরিষণ করে ॥ ৮৭

শক্তি জাঠা মুঘল মুদগর শেল আর ।

ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল খরশান ধার ॥ ৮৮

অর্ধচন্দ্র গারুড়াজ্ঞ ত্রিশূল তোমর ।

বায়ু বরুণাজ্ঞ আদি অস্ত্র খরতর ॥ ৮৯

শরজালে অন্ধকার হইল অধর ।

ত্রাসিত কল্মসী দেবী রথের উপর ॥ ৯০

আখ্যানিয়া কহে হরি মধুর বচন ।

ভয় দূরে তাজ প্রিয়ে কয় স্থির মন ॥ ৯১

এসব পতঙ্গ বিনাশিব এইকণে ।

এত বলি শরজাল কাঁটেন তখনে ॥ ৯২

আপনার অস্ত্র মারি প্রভু ভগবান ।

বিপক্ষের সেনাগণে কৈলা খান খান ॥ ৯৩

কত হাতী ঘোড়া সেনা পড়িল অপারে ।

রক্তে নদী বহে সেনা তাহাতে সাঁতারে ॥ ৯৪

এইরূপে ভগবান করেন সংগ্রাম ।

হেনকালে তথা উপনীত বলরাম ॥ ৯৫

নীল ধটি কটি আঁটি মস্ত হলধর ।

ঢলি ঢলি গতিভরে কাঁপে ধরাধর ॥ ৯৬

লাঙ্গল মুঘল করে আইলা রণস্থলে ।

বিপক্ষ দেখিয়া রাম জলে কোপানলে ॥ ৯৭

লাঙ্গল ঘুরাইয়া তবে প্রভু সঙ্কর্ষণ ।

বিপক্ষের সেনাশি করিলা মর্দন ॥ ৯৮

পলাইল রাজগণ সহিতে না পারে ।

জরাসন্ধ দম্ভবক্র পঞ্চাং না হেরে ॥ ৯৯

ভয়সুসজ্জে ধার ছুঁহে আর কাশীধর ।

আর যত দৃষ্টগণ ধাইল সঙ্কর ॥ ১০০

জরাসন্ধে শিক্কাপাল কান্ধি তবে কর ।
 আমার কি পতি হবে কহ মহাশয় ॥ ১০১
 জরাসন্ধ কহে তুমি হির কর মন ।
 জর পরাজয় লয় দৈবের ঘটন ॥ ১০২
 এইরূপে জরাসন্ধ ফারে প্রবেশিল ।
 তবে রাজগণ নিজ নিজ স্থানে গেল ॥ ১০৩
 তবে কুম্ভী অপমান না পারি সহিতে ।
 অকৌহিনী সেলা লয়ে আইল কুঞ্চিত ॥ ১০৪
 রহ রহ গোপাল না পলাইহ ভরে ।
 এত বলি সেনা লয়ে ধার কোণতরে ॥ ১০৫
 রথ ফিরাইয়া হরি মায়ে তারে ধাণ ।
 হাতের ধনুক কাটি কৈলা হুই খান ॥ ১০৬
 পুনঃপুনঃ ধনু কুম্ভী বত হাতে নিল ।
 চকুর নিম্নেবে হরি সকল কাটিল ॥ ১০৭
 খড়্গ চর্চ লয়ে ধার কুঞ্জে হানিতে ।
 তাহাও কাটিয়া হরি কৈলে ধরণীতে ॥ ১০৮
 তবে ক্রোধযুক্ত হৈয়া প্রভু ভগবান ।
 অস্ত্র হাতে নিলা তার বধিতে পরাণ ॥ ১০৯
 ভ্রাতৃবধ হর দেখি কুম্ভী কাতরে ।
 হরির চরণে ধরি নিবেদন করে ॥ ১১০
 শ্যালকে বধিতে নাথ উপযুক্ত নয় ।
 ভিক্ষা মাগি ভ্রাতৃদান দেহ দ্বারাবর ॥ ১১১
 জীবৎ হাসিয়া অস্ত্র রাখিয়া শ্রীহরি ।
 বসনে বন্ধন তারে কৈলা দ্বরা করি ॥ ১১২
 এইরূপ যবে হরি বাঁধিল কুম্ভীরে ।
 হেনকালে বলরাম আইলা তথাকারে ॥ ১১৩
 কুম্ভির মিতথ দেখি কহেহ হরিরে ।
 মুক্ত নহে স্ত্রীলকে এরূপ করিবারে ॥ ১১৪
 বন্ধমুক্ত কর ভাই আমার ঘটনে ।
 নতুবা অকীর্তি মুখিমেক সর্বজনে ॥ ১১৫
 এতেক কহিয়া ফারে মুক্ত করি দিল ।
 অপমান পায়ে হুই পলা স্থানে গেল ॥ ১১৬
 রাম কৃষ্ণ বিজয় করিলা দ্বারকাতে ।
 হরষিত লোক সব আইল দেখিতে ॥ ১১৭

বসুদেব দেবকী যথুঃ সুখ দেখি ।
 আনন্দ-সাগরে ডুবি হইলেন সুখী ॥ ১১৮
 আইলা যাদবগণ কুম্ভীগী দেখিতে ।
 রূপ দেখি সবে লাগিলেন প্রশংসিতে ॥ ১১৯
 হরষিত পুরবাসী সবার আনন্দ ।
 নগন ভরিয়া দেখে কুম্ভীগী গোবিন্দ ॥ ১২০
 তবে শুভ দিনে করিলেন স্নানমঙ্গল ।
 বিবাহ ঘোষণা হইল দ্বারকা মণ্ডল ॥ ১২১
 আয়োগ্য করে সব মঙ্গল আচার ।
 হলাহলি দেয় সবে আনন্দ অপার ॥ ১২২
 মণিতে খচিত দিব্য সুবর্ণপীঠেতে ।
 বসিলা কুম্ভীগী কৃষ্ণ অতি হরষিতে ॥ ১২৩
 ভাবে গদগদ হুঁহে হুঁহা নিরখিয়া ।
 তবে কুলনারীগণ মঙ্গল করিয়া ॥ ১২৪
 আনন্দেতে করয়ে স্ত্রী-আচার বিধান ।
 হলাহলি দেয় বাজে নানা বাস্ত তান ॥ ১২৫
 আলিল সাতাইশ কাঠি স্তুতেতে মাখিয়া ।
 নিরখি দৌহার রূপ আছাদিল হিয়া ॥ ১২৬
 বর কহা প্রদক্ষিণ করি সাতবার ।
 মঙ্গল বিধান করে আনন্দ অপার ॥ ১২৭
 গর্গাচার্য্য বিবাহ দিলেন শুভকণে ।
 বাসর গৃহে গমন করিলা ছজনে ॥ ১২৮
 কুলনারীগণ সব গাইছে নকুল ।
 মধুর মধুর ঘন বাদ্য কোলাহল ॥ ১২৯
 নাচয়ে নর্তকীগণ অঙ্গভঙ্গী-ঠামে ।
 স্বর্ণ হৈতে কুসুম বরিষয়ে দেবগণে ॥ ১৩০
 নিজ নিজ ঘরে সবে বিদায় হইলা ।
 প্রসন্ন হৃদয়ে দৌহে কৌতুকে রহিলা ॥ ১৩১
 কুম্ভী-বাক্য-অনলে তাপিত ছিল মন ।
 শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া হৈল অমৃত সিক্তন ॥ ১৩২
 কুম্ভীগী বিবাহ বেবা শ্রদ্ধা করি শুনে ।
 কৃষ্ণের চরণ লভ্য হয় সেই জনে ॥ ১৩৩
 জৈমিনি বলয়ে শুন মূনির মণ্ডলী ।
 এইরূপে বিবাহ করিল। বনমালী ॥ ১

কতদিনে কুকিণী হইল। গৰ্ভবতী ।
 সেই গর্ভে জনম লভিলা রতিপতি ॥ ২
 এসব কালেতে শিশু হরিল সধরে ।
 সমুদ্রে ফেলিয়া গেল আপনার পুরে ॥ ৩
 গিলিল বৃহৎ মৎস্ত কৃষ্ণের মন্দনে ।
 ধরিল ধীবর তারে দৈবের ঘটনে ॥ ৪
 ধীবর বেচিল মৎস্ত সেইত সধরে ।
 মৎস্ত-গর্ভে পাইল সেই সুল্লর কুমারে ॥ ৫
 সধরের গৃহে মায়াক্রমে ছিলা রতি ।
 নারদ বচনে জানিলেন নিরুপতি ॥ ৬
 অতি স্নেহে পালিলেন সেই কামদেবে ।
 নানা শাস্ত্র যুক্ত মায় শিখাইল তবে ॥ ৭
 সময়ে সকল কথা কহিলা সুল্লরী ।
 তব জানি কাম তবে সধরেরে মারি ॥ ৮
 রতিসহ চলিলেন দ্বারকাভূবনে ।
 প্রণাম করিল গিয়া কুকিণী চরণে ॥ ৯
 পুত্রশোকে আছিলেন ব্যাকুলা হইয়া ।
 পুত্র অহুমান করে প্রহ্লাদে দেখিয়া ॥ ১০
 কামদেব কহিলা সকল বিবরণ ।
 তব জানি মহানন্দে হইল অচেতন ॥ ১১
 তবে কাম বন্দিয়া সকল গুরুজনে ।
 পুনরপি আইলেন মাতা সন্নিধানে ॥ ১২
 পুত্র পুত্রবধু গৃহে সাদরে লইলা ।
 স্নেহের সমুদ্রে পুরবাসী ডুবি গেলো ॥ ১৩
 হরনিত হৈলা হরি পাইয়া তনয় ।
 এইরূপে নিতি নয়লীলা প্রকাশ ॥ ১৪
 সত্রাজিত মণি হরণের অপঘণে ।
 জাধমানে জিনি মণি আনিলা হরিবে ॥ ১৫
 জাধবতী কন্তা সহ পাইলেন মণি ।
 বিবাহ করিলা তারে দ্বারকার আনি ॥ ১৬
 সত্রাজিতে মণি দিলা দেবকী-মন্দন ।
 লজ্জিত হইল রাজা শুকাইল বদন ॥ ১৭
 মণি সহ সত্যভামা কন্তা কৈল দান ।
 তবে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলো প্রভু ভগবান ॥ ১৮

বৃথিত্তির ভীমে হরি করিলা বন্দনে ।
 আলিঙ্গন কৈলা পার্শ্ব বমক-ভূজনে ॥ ১৯
 তবেত অর্জুন সহ চাপিরা বিদানে ।
 যমুনার তীরে গেলো আনন্দ বিদানে ॥ ২০
 যুগয়া করয়ে পার্শ্ব মহানন্দ ভরে ।
 বহু যুগ মারি রাশি কৈলা ধরে ধরে ॥ ২১
 হেনকালে তথায় দেখয়ে যদুমণি ।
 কালিন্দী নামেতে কন্তা ভুবনমোহিনী ॥ ২২
 কৃষ্ণে পতি বাহি তপ করে রূপবতী ।
 তারে আনি বিবাহ করিলা যদুপতি ॥ ২৩
 দিনকত ইন্দ্রপ্রস্থে রহি ভগবান ।
 কালিন্দী লইয়া কৈলা দ্বারকা প্রয়াণ ॥ ২৪
 তবে মিত্রবৃন্দা লগ্নজিতা হইলেনে ।
 বিবাহ করিলা হরি কোতুক বিদানে ॥ ২৫
 ভদ্রা নামে রূপবতী কীর্ত্তির নন্দিনী ।
 তাহারে বিবাহ কৈলা যদুচুড়ামণি ॥ ২৬
 তবেত লক্ষণা নামে কন্তা রূপবতী ।
 বিবাহ করিলা তারে অধিলের পতি ॥ ২৭
 কুকিণ্যাদি অষ্ট কন্তা বিবাহ করিয়া ।
 সত্যভামা সহ তবে গুরুড়ে চাপিরা ॥ ২৮
 নরক রাজার দেশে গেলো যদুধর ।
 সেনা সহ নষ্ট তারে কৈলা গদাধর ॥ ২৯
 ষোড়শ সহস্র কন্তা পাইলা তথায় ।
 সবে বিভা করিলেন আনি দ্বারকার ॥ ৩০
 তবে চূর্ণ করিয়া ইন্দ্রের অভিমান ।
 পারিজাত আনিগেন প্রভু ভগবান ॥ ৩১
 তবে মহাব্রত করিলেন সত্যভামা ।
 বাহাতে প্রকাশ হরি নামের মহিমা ॥ ৩২
 তবে যদুবংশ জনে বাড়িতে লাগিল ।
 প্রতি মহিবীর দশ দশ পুত্র হৈল ॥ ৩৩
 সে পুত্র সবার কত হৈল পুত্রগণ ।
 অসংখ্য সে যদুবংশ না বার গণন ॥ ৩৪

উষাবতীর বিবাহ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।

অনিরুদ্ধ হৈলা কামদেবের নন্দন ॥ ১ ॥

সন হইল তাঁর উষাবতী সনে ।

স অতি কৌতুক কথা শুন সাবধানে ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদেক্স পুত্র বিরোচন দৈত্যেশ্বর ।

তাহার নন্দন বলি মহাভক্তবর ॥ ৩ ॥

শত পুত্র পৃথিবীতে রাখিয়া রাজন ।

হরিদান ছলে গেলা পাতাল ভুবন ॥ ৪ ॥

সর্ব জ্যেষ্ঠ বাণ হৈল মহাবলবান ।

সকল দৈত্যের মধ্যে হইল প্রধান ॥ ৫ ॥

বৈসয়ে শোণিতপুরে বাণ মহারাজ ।

যেন সুরপতি রহে সুরপুরী নাক ॥ ৬ ॥

মহারাজ তপ করি আরাধিল হরে ।

সাক্ষাৎ হইয়া শিব বর দিলা তারে ॥ ৭ ॥

সহস্রেক বাহু দিলা তাহার শরীরে ।

বলেতে বলিষ্ঠ হৈল ভুবন ভিতরে ॥ ৮ ॥

তার পুত্র রহে সদা গৌরী পঞ্চানন ।

শূল হস্তে পুরী রক্ষা করে বড়ানন ॥ ৯ ॥

একদিন মহাদেবে করিল প্রার্থন ।

মহারণে ইচ্ছা সদা হর মম মন ॥ ১০ ॥

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মহারণ মিলাইয়া ।

শুনি সদানন্দ কহে সক্রোধ হইয়া ॥ ১১ ॥

অতি শীঘ্র মহারণ পাইবে রাজন ।

সংগ্রামের মধ্যে আমি করিব গমন ॥ ১২ ॥

এত বলি অন্তর্দান হইলা শরীর ।

বর পারে বাণ রাজা হরিষ অন্তর ॥ ১৩ ॥

উষাবতী নামে তার কন্তা রূপবতী ।

হর গৌরী আরাধিল করিয়া ভক্তি ॥ ১৪ ॥

সাক্ষাৎ হইয়া গৌরী বর দিলা তারে ।

উত্তম পুরুষ বর মিলিবে তোমারে ॥ ১৫ ॥

স্বপ্নযোগে যার সহ হইবে মিলন ।

সেই সে তোমার পতি নিশ্চয় কখন ॥ ১৬ ॥

তবে সেই উষাবতী, গৌরী পূজে নিতি নিতি,
কামনোবাক্যে শ্রদ্ধা করি ।

পূজিয়া পরমেশ্বরী, স্তব করে কর ঘৃড়ি,
দয়া কর দাসীরে শঙ্করী ॥ ১৭ ॥

এইরূপে দিনে দিনে, পূজিয়ে একান্ত মনে,
শুদ্ধভাবে বাণের তনয়া ।

দেখি তার শুদ্ধমতি, সুপ্রসন্না হৈমবতী,
করণা করিলা মহামায়া ॥ ১৮ ॥

এক দিন নিশা কালে, শুইয়াছে কুড়ুহলে,
বিচিত্র পালাকে উষাবতী ।

নিদ্রা যার অচেতন, স্বপ্নে করে দরশন,
মিলে এক পুরুষ সংহতি ॥ ১৯ ॥

কি নীল-জীমূত জিনি, মনোহর স্নেহাবলি,
যথাযোগ্য অঙ্গে অলঙ্কার ।

আসি গৃহে আচর্ষিতে, তার সহ হরষিতে,
বাঞ্ছা ভরি করয়ে বিহার ॥ ২০ ॥

পরশি শীতল অঙ্গ, বাড়ে কত রসরঙ্গ,
ভাবে অঙ্গ পড়ে এলাইয়া ।

সে স্নেহ সম্ভোগ রসে, হইলেন রসাবেশে,
রসিক পুরুষে দেহ দিয়া ॥ ২১ ॥

এইরূপে রসবতী, ভুঞ্জি সেই উষাবতী,
আচর্ষিতে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ।

চমকি চৌদিকে চার, কারে না দেখিতে পার,
সঘনে কম্পিত সব অঙ্গ ॥ ২২ ॥

বিরহ সমুদ্র জলে, কাম তিমিলিলে গিলে,
ঘন ঘন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ।

হার বলি খাটে হৈতে, পড়ে রামা আচর্ষিতে,
শব্দ শুনি সখীগণে দ্রাস ॥ ২৩ ॥

ধাইয়া দেখয়ে তার, পড়িয়াছে মৃতপ্রায়,
শ্বাসহীন দেখি হৈল ভয় ।

বদনে সিকয়ে নীর, ক্ষণেক হইয়া স্থির,
সখী প্রতি মুহূর্ত্তে কর ॥ ২৪ ॥

চেতন করিলে মোরে, কেবল হৃৎথের তরে,
প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে ।

যদি বাঁচাইতে চাহ, হৃদয়ের নাথ দেহ,
নতুবা মরিব বিব পানে ॥ ২৫
এইরূপে উষাবতী করয়ে রোদন ।
নানা বাক্যে প্রবোধ করিছে সখীগণ ॥ ২৬
চিত্তরেখা নামে সখী কহে ঘোড়করে ।
কিবা মনঃকথা তব বলহ আমারে ॥ ২৭
জগতে অসাধ্য কিছু নাহিক আমার ।
কি বেদনা কহ শীঘ্র করি প্রতিকার ॥ ২৮
উষা কহে অতি গুপ্ত মম মনঃকথা ।
কহিতে তোমারে লজ্জা বাসি যে সর্বথা ॥ ২৯
চিত্তরেখা কহে সখী বলগো আমার ।
উপায় করিয়া শীঘ্র তুধিব তোমার ॥ ৩০
তবে উষা বিরলে কহিলা সব তারে ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে সখেদ অন্তরে ॥ ৩১
অচেতন নিদ্রা যাই পালঙ্ক উপর ।
হেনকালে আইল পুরুষ মনোহর ॥ ৩২
নানাবিধ কৌতুক করিয়া মোর সনে ।
কোথা গেল পোড়ে মন তাহার কারণে ॥ ৩৩
যদি বা তাহার সহ না হয় মিলন ।
নিশ্চয় হইবে সখী আমার মরণ ॥ ৩৪
চিত্তরেখা কহে শোক ত্যজ গুণবতী ।
সাক্ষাতে দেখহ তুমি আমার শক্তি ॥ ৩৫
ত্রিভুবন মধ্যেতে বৈসয়ে যত জনে ।
সবারে লিখিতে পারি দেখহ নরনে ॥ ৩৬
চিনি লহ নিজ পতি হয় কোন জনে ।
তাহারে আনিয়া তবে দিব এইক্ষণে ॥ ৩৭
এত কহি তিন দিনে লিখে ত্রিভুবন ।
একে একে উষাবতী করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৮
স্বর্ণ আর পাতাল দেখিল গুণবতী ।
তথায় না দেখিলেক আপনার পতি ॥ ৩৯
পৃথিবীনিবাসীগণে করে নিরীক্ষণ ।
অনিরুদ্ধে দেখি উষা হৈল অচেতন ॥ ৪০
সন্নিহ্ন পাইয়া কহে অজুলি দেখায়া ।
লুটিল যৌবন এই এখায় আসিয়া ॥ ৪১

চিত্তরেখা বলে তব বড় ভাগ্য হয় ।
ত্রীকৃষ্ণের পোজ এই কামের তনয় ॥ ৪২
এইক্ষণে আমি আমি মিলাব তোমারে ।
সর্বস্থানে গতি মোর হয় সুনিবরে ॥ ৪৩
উষা কহে বিলম্বে তাজিব আমি প্রাণ ।
শীঘ্র কর সহচরী ইহার বিধান ॥ ৪৪
উষা শাস্ত করি চিত্তরেখা চড়ে রথে ।
ত্বরিতে মিলিল অনিরুদ্ধের সাক্ষাতে ॥ ৪৫
এথা অনিরুদ্ধ কামদেবের কুমার ।
স্বপ্নে উষা সহ করে বিবিধ বিহার ॥ ৪৬
নিদ্রাভঙ্গে উষা সম ব্যাকুল হইয়া ।
উষা রূপ ধ্যানে ভুমে আছয়ে বসিয়া ॥ ৪৭
কেমনে মিলিবে সেই উক্তয়া রমণী ।
কোথা তার স্বর কিছু না জানি না শুনি ॥ ৪৮
এইরূপ অনিরুদ্ধ ভাবে নিরবধি ।
দরিত্রের নিধি তারে মিলাইল বিধি ॥ ৪৯
চিত্তরেখা সন্মুখেতে আসিয়া তাহার ।
বলে উঠ ভাবা নিধি মিলাব তোমার ॥ ৫০
চক্ষুঃ মেলি অনিরুদ্ধ চমকিয়া চায় ।
পরম সুন্দরী দেখি জিজ্ঞাসে তাহার ॥ ৫১
কেবা তুমি দুর্গ লজ্জি আইলে মোর পুরে ।
সখী কহে তার দ্বী ভাবিতেছ যারে ॥ ৫২
বাণশ্রুতা উষা তোমা স্বপ্নেতে দেখিল ।
তোমার অধিক দশা তাহার হইল ॥ ৫৩
উঠহ কুমার শীঘ্র করহ গমন ।
এতক্ষণ বাঁচে মরে না জানি কারণ ॥ ৫৪
শুনি অনিরুদ্ধ মুখে বাক্য নাহি ক্ষুরে ।
হরিন উৎকণ্ঠা মনে চলিল সত্তরে ॥ ৫৫
মনোমুগ্ধ-গতি রথে উত্তরিল গিয়া ।
চিত্তরেখা কহে সখী দেখগো আসিয়া ॥ ৫৬
আনন্দে অস্থির উষা উঠিয়া সত্তরে ।
অভিন্ন মদন সম পতি রূপ হেরে ॥ ৫৭
মুগ্ধিত পড়িল উষা পাশে অর্ঘ্য দিয়া ।
অনিরুদ্ধ হইল মুগ্ধ উষারে দেখিয়া ॥ ৫৮

দুই। সুখে নীর সিঞ্চি সহচরীগণে ।
 চেতন করিল তবে অনেক যতনে ॥ ৫৯
 আনন্দে আকুল হয়ে সহচরীগণ ।
 গন্ধর্ব্ব বিবাহ হুঁহার দিল ততক্ষণ ॥ ৬০
 পালঙ্কে বসিয়া দৌছে মিলন করিল ।
 নানারঙ্গে রসাবেশে রজনী বঞ্চিল ॥ ৬১
 রূপণের হেম সম উভয় মিলন ।
 আনন্দ মিলিলে হুঁহে হইল মগন ॥ ৬২
 উদয় অন্ত নাহি জানে কিবা দিব্য রাতি ।
 সদা রসমগে মত্ত যুবক যুবতী ॥ ৬৩

অনিরুদ্ধের সহিত বাণরাজার যুদ্ধ ।

এইমতে হরষিতে আছে দুইজনে ।
 উষা গর্ভবতী তবে হৈল কৃত দিনে ॥ ১
 দেখি সখীগণ জ্বলে নৃপে গিয়া কয় ।
 প্রমাদ উষার গৃহে শুন মহাশয় ॥ ২
 কোথা হৈতে আইল পুরুষ স্তম্ভর ।
 উষা সনে বিহার করয়ে নিরন্তর ॥ ৩
 কি দেব মানুষ সেই আমরা না জানি ।
 ইহার বিধান যাছা কর নৃপমণি ॥ ৪
 শুনিয়া সক্রোধে কহে বলির নন্দন ।
 মোর পুরী লজ্বে হেন আছে কোন জন ॥ ৫
 সম্মুখে দেখিল বাণ চারি সেনাপতি ।
 আজ্ঞা দিল বাকি চোরে আন শীঘ্রগতি ॥ ৬
 রাজ-আজ্ঞা পায়্যা তারা চলিল ধাইয়া ।
 ঘেরিল উষার গৃহে বহু সৈন্ত লয়া ॥ ৭
 উষা সনে পাশা খেলে কামের নন্দন ।
 যুদ্ধ সাজ দেখিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥ ৮
 চারি সেনাপতি স্থানে বত অস্ত্র ছিল ।
 চাপড় মারিয়া সব কাড়িয়া লইল ॥ ৯
 সেই অস্ত্র বরিষণে অনিরুদ্ধ করি ।
 সেনাপতি সনে সব সৈন্তগণ মারি ॥ ১০
 পুনরপি খেলিতে লাগিল উষা সনে ।
 ভয় সৈন্ত কহে গিয়া রাজ-সরিধানে ॥ ১১

শুনিয়া সক্রোধে বাণ করিল গমন ।
 সংহতি চলিল তার বহু সেনাগণ ॥ ১২
 মার মার শব্দে ধায় উষার ভবনে ।
 বাণ দেখি অনিরুদ্ধ উঠে ক্রোধ মনে ॥ ১৩
 চরণেতে ধরি উষা করয়ে মিনতি ।
 রণে কার্য্য নাহি প্রভু রাজার সংহতি ॥ ১৪
 পলাইয়া যাহ প্রাণ লইয়া আপনে ।
 উষারে ভুবি বীর মধুর বচনে ॥ ১৫
 বীরদর্প করি বাণ অগ্রে দাড়াইল ।
 দুইজনে বাক্যযুদ্ধে দ্বন্দ্ব উপজিল ॥ ১৬
 দিব্য দিব্য বাণ বাণ করে অবতারণা ।
 নিমেষে কাটিল সব কামের কুমার ॥ ১৭
 তবে সর্পবাণ বাণ এড়িল তাহারে ।
 শত শত সর্প আইসে গিলিতে কুমারে ॥ ১৮
 এড়িল গন্ধুড় অস্ত্র কামের নন্দন ।
 সর্পগণে গিলি চলে গিলিতে রাজন ॥ ১৯
 অনলাস্ত্র এড়ি বাণ পক্ষী পোড়াইল ।
 বরুণাস্ত্রে অনিরুদ্ধ অগ্নি নিবাইল ॥ ২০
 বোরতর বরিষণ করে জলধর ।
 বায়ুবাণে মেঘ উড়াইল নরবর ॥ ২১
 এইমত নানা অস্ত্র ফেলে দুইজন ।
 হুঁহে সম শরযুদ্ধে কেহ নহে উন ॥ ২২
 শক্তি জাঠা মুঘল মুকার অর্দ্ধচন্দ্র ।
 ব্রহ্মজাল বিষুজাল আদি অস্ত্রবৃন্দ ॥ ২৩
 যেই বাহা জানে ফেলে অস্ত্রের উপর ।
 কাটিল হুঁহার অস্ত্র দুই ধনুর্ধর ॥ ২৪
 সব বাণ কাটি গেল বাণ ক্রুদ্ধবান ।
 ভীষণ দর্শন হাতে তুলে শক্তিখান ॥ ২৫
 বলকে বলকে অগ্নি উঠে শক্তিযুগে ।
 শক্তি দেখি অনিরুদ্ধ কাঁপিলেন বৃকে ॥ ২৬
 শক্তি এড়িলেক বাণ বীরদর্প করি ।
 গর্জিয়া চলিল অস্ত্র কুমার উপরি ॥ ২৭
 গোবিন্দচরণাশুজ চিহ্নি এক মনে ।
 শক্তিখান অনিরুদ্ধ কাটে দিব্যবাণে ॥ ২৮

শক্তি কাটা গেল বাণ হৈয়া মনে ভীত ।
নাগপাশ বাণ তবে এড়িল হরিত ॥ ২০
বাণ এড়ি বাণ রাজা বলয়ে ডাকিয়া ।
করিতে আইলে যুদ্ধ ছাওয়াল হইয়া ॥ ৩০
শিবদত্ত বাণ এই দিলা যত্ন করি ।
কেমনে ছরিবে ইথে যাবে যমপুরী ॥ ৩১
নাগপাশ গিয়া তবে কুমারে বাঁধিল ।
কাতর হইয়া বীর ভূমেতে পড়িল ॥ ৩২
রণ জয় করিয়া চলিল নৃপমণি ।
উদার মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের ধ্বনি ॥ ৩৩

—•—

উষাবতীর বিলাপ ।

পূজিহু গৌরী হরে, বর দিলেন মোরে,
পাবে উত্তম বরে, তাহা না হইল ।
প্রসন্ন ভগবতী, দিলা সুন্দর পতি,
তবে এমন গতি, কেন বা ঘটিল ॥ ১
বুঝি সে সুরেশানী, দেখিয়া এ পাপিনী,
নিদয়া হলো তিনি, আগো আগো সখী ।
আন গরল খাব, পরাণ না রাখিব,
নিশ্চয় মরিব, নাথে নাহি দেখি ॥ ২
পাতিরে করি কোলে, তিতয়ে আঁখির জলে,
সকল সখী মিলে, প্রবোধিছে তায় ।
বদন সিঞ্জে নীরে, রামা না হয় স্থিরে,
কঙ্কণ মারে শিরে, করে হায় হায় ॥ ৩
উদার বিলপন, বর্ণিবে কোন জন,
দেহে না রহে প্রাণ, সে সব কাহিতে ।
কামের সূত তবে, হইয়া এক ভাবে,
হরির পদ ভাবে, হৃদয় মাঝেতে ॥ ৪
কোথায় নারায়ণ, রাখহে দীনজন,
কেবল ও চরণ, ভরসা আমার ।
বিষম বিষদাহে, পরাণ নাহি রহে,
কৃপার এ দীনে হে, করহ উদ্ধার ॥ ৫
কোণায় ভগবতী, তুমি ত্রিলোকের গতি,
কঙ্কণা মোর প্রতি, করহ ভাবনী ।

ছরিতে আগমন, করিয়া রাখ প্রাণ,
ডাকরে দীনজন, শুন সুরেশানী ॥ ৬
এতেক স্তুতি যবে, করিল এক ভাবে,
শঙ্করী আসি তবে, বলেন সাক্ষাৎ হইয়া ।
শুন শুন সার, হুঃখ না ভাব আর,
শ্রীহরি প্রতিকার, করিবে আসিয়া ॥ ৭
কহিয়া এত কথা, অদেখ সুরমাতা,
নারদ আসি তথা, আশ্বাসে কুমারে ।
না ভাব আর তুমি, দ্বারকা যাই আনি,
হরিরে, এথা আনি, উদ্ধারিব তোরে ॥ ৮
কুমারে আশ্বাসিয়া, উবারে প্রবোধিয়া,
অতি ছরিত হয়, চলে মহাঋষি ।
এথা দ্বারকাপুরে, না দেখি কুমারে,
গোবিন্দ গোচরে, কহে দূত আসি ॥ ৯
বিষম নারায়ণ, চিন্তিয়া মনে মন,
জানিলা সে কারণ, উষা হরি নিল ।
বাণ বিষম শরে, বাধিয়া কুমারে,
রাখি নিজ পুরে, বহ হুঃখ দিল ॥ ১০
অন্তর্যামী নারায়ণ, জানিয়া সে কারণ,
করিলা স্নগোপন, নরলীলা তরে ।
পাঠায় দূতগণে, খুঁজিতে স্থানে স্থানে,
রত্নর নন্দনে, আনি দেহ মোরে ॥ ১১
না দেখি তহু দহে, প্রাণ নাহি রহে,
শ্রীহরি এত কহে, উগ্ধনীত মুনি ।
দেখিয়া নারদে, উঠিয়া সত্বরে,
পাশ্চ অর্ঘ্য তারে দিলা যত্নমণি ॥ ১২
যুড়িয়া দুই কর, কহেন গদাধর,
কি ভাগ্য মুনিবর, আইলে মোর পুরে ।
কহেন ঋষিবর, শুনহ গদাধর,
কামের কোণ্ডর, শোণিত নগরে ॥ ১৩
নৃপতি বাণ নাম, শোণিতে পাবে ধাম,
তার সূতার নাম, উষা রূপবতী ।
করিয়া চুরি তারে, কুমার বিভা করে,
জানিয়া নরবরে, বাধিলেক স্তুতি ॥ ১৪

বিষম বিষণ্ণেরে, দগধী স্কন্ধমায়ে,
করহ প্রতিকারে, তথার হাইয়া ।
শুনিয়া বহুবর, কান্দিয়া বহুতর,
হইলা সঙ্কর, সাজহ বলিয়া ॥ ১৫

—০—

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের যুদ্ধ ।

সাজিয়া চলিল হরি বলরাম সঙ্গে ।
প্রহ্মর সাত্যকি আদি চলে চতুরঙ্গে ॥ ১
বার অকোহিনী সেনা শ্রীহরি লইয়া ।
ঘেরিলা বাণের পুরী চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ২
অগ্নিগড় আছে তার পুরীর বাহিরে ।
আকাশ পরশে শক্তি নহে যাইবারে ॥ ৩
দেখি আজ্ঞা দিলা হরি গরুড়ের প্রতি ।
মহা অগ্নি নির্বাণ করহ শীঘ্রগতি ॥ ৪
আজ্ঞা পায়া বৈনতেয় স্বর্গ-গঙ্গার গিয়া ।
ঠোঁটে জল লয়ে দেন অগ্নিতে ঢালিয়া ॥ ৫
সকল অনল ক্রমে করিয়া নির্বাণ ।
উপনীত হইল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়মান ॥ ৬
তুষ্ট হইয়া পুরে প্রবেশিলা গদাধর ।
যুদ্ধবার্তা শুনি বাণ প্রকুল অন্তর ॥ ৭
নাচিতে নাচিতে রাজা হরিষ হইয়া ।
সৈন্তসহ রণস্থলে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৮
সহস্রেক হাতে করে বাণ বরিষণ ।
বুবণ্ঠে চাপি যুদ্ধে আইলা পঞ্চানন ॥ ৯
কৃষ্ণের উপরে বাণ এড়িলা শঙ্কর ।
হুই জনে ঘোর যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ॥ ১০
কার্ত্তিকৈয় সহ কামদেব করে রণ ।
হুইজনে শরজালে ছাইল গগন ॥ ১১
প্রলয় কালেতে যেন উথলে অর্ণব ।
এইমতে ঘোর যুদ্ধ দেখে দেব সব ॥ ১২
শূল হস্তে মহাদেব করে মহারণ ।
শূল দেখি চক্র লইলেন নারায়ণ ॥ ১৩
দেখি দেবগণ সব মনে পাইল জ্বাশ ।
বিষম অনলে পুড়ে এ ভূমি আকাশ ॥ ১৪

অগ্নির দহনে পুড়ে বাণ সৈন্তগণ ।
সহিতে না পারি ভক্ত দিলেন রাজন ॥ ১৫
মহাদেব এড়ি কৃষ্ণ চক্র হাতে লয়া ।
বাণেরে কাটিতে যান সক্রোধ হইয়া ॥ ১৬
বিষম চক্রের অগ্নি শিবেরে বেড়িল ।
বিপদ দেখিয়া হুর্গা মধ্যে দাণ্ডাইল ॥ ১৭
পার্কণী দেখিয়া হরি বিশ্বয় হইয়া ।
চক্র লয়ে যুদ্ধ করে কৈষণ হাঙ্গিয়া ॥ ১৮
অবসর পায়ে রাজা গেল নিজ ঘরে ।
মহেশ্বর জর ধায় যুদ্ধ করিবারে ॥ ১৯
তিন পদ ত্রিনয়ন শিরে জটাতার ।
ছয় হাতে অস্ত্র ধরি বলে মার মার ॥ ২০
জর দরশনে কৃষ্ণ নোহিত হইল ।
সখিৎ পাইয়া নিজ জর সৃষ্টি কৈল ॥ ২১
ধাইল বৈষ্ণব জর শিবজর স্থানে ।
হুই জরে ঘোর যুদ্ধ কাঁপে দেবগণে ॥ ২২
তবে ত বৈষ্ণবজর ধরি শিবজরে ।
জটে ধরি অবনীতে ফেলিল সত্তরে ॥ ২৩
মোহিত হইল জর ছুঙ্কর তাড়নে ।
করপুটে স্তব করে হরির চরণে ॥ ২৪
নমোনমঃ জগন্নাথ প্রণতপালন ।
নমোনমঃ পরমাত্মা নমো নারায়ণ ॥ ২৫
আপনি স্বজিয়া কেন সংহার আপনি ।
তোমার প্রভাব কেবা জানে চক্রপাণি ॥ ২৬
জরের এতেক স্তব শুনি নারায়ণ ।
দয়া করি নিজ জর হরিল তখন ॥ ২৭
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে ঘেই নরে ।
জরশক্তি তার কিছু করিতে না পারে ॥ ২৮

—ঃ—

শিবের শ্রীকৃষ্ণস্তব ।

তবে শিবজর কৃষ্ণে প্রণাম করিয়া ।

নিজ স্থানে চলি গেল বিদায় হইয়া ॥ ১
জর ব্যর্থ দেখি বাণ কাঁপিল অন্তরে ।
সহস্রেক হস্তে রাজা বাণবৃষ্টি করে ॥ ২

কাটিল সকল অস্ত্র প্রভু চক্রধর ।
 শূলহস্তে লৈল রাজা অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৩
 শূল দেখি চক্র হস্তে নিলা গদাধর ।
 বিপদে পড়িল বাণ দেখিলা শঙ্কর ॥ ৪
 ঘোড়াহাতে স্তব করে পার্বতীর পতি ।
 নমো নমো নারায়ণ অখিলের গতি ॥ ৫
 অচ্যুত অনন্ত অজ অব্যয় আকার ।
 আশ্বারাম আদি রূপ আত্রক আধার ॥ ৬
 ইক্ষিতে ইতরে ইষ্টপদ কর দান ।
 ঈশং ঈক্ষণে ঈশ কর পরিজ্ঞান ॥ ৭
 উপেন্দ্র উজ্জ্বল রসোন্মাদী সর্বোত্তম ।
 উর্দ্ধ সবাকার উর্দ্ধে নাহি যার সম ॥ ৮
 ঋতি ঋষভ দেবরিপু-অস্ত্রকারী ।
 এ ঘোর বিপাকে এইবার রাখ হরি ॥ ৯
 ওই পদ বিনে আর নাহিক উপায় ।
 ওৎসুক্যে মাগিয়ে দয়া থাও এই দায় ॥ ১০
 অংশরূপে অসংখ্য তোমার অবতার ।
 ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সর্ব সারাংসার ॥ ১১
 করুণানিধান কৃষ্ণ কমলা-জীবন ।
 খেচর গজেন্দ্রপতি খলবিনাশন ॥ ১২
 গোপীনাথ গো-গোপ-গোপিনীহিতকারী ।
 ঘন ডাকি ঘনশ্রাম রাখ রূপা করি ॥ ১৩
 নমো নারায়ণ নিত্যানন্দ নিত্যরূপ ।
 চতুর্ভুজ চিন্তামণি চৈতন্যরূপ ॥ ১৪
 ছলা ছাড়ি মোরে পদছায়া কর দান ।
 জয় জগদীশ জগন্নাথ ভগবান ॥ ১৫
 বলকে বলকে অগ্নি উঠে স্তম্ভদর্শন ।
 নিরখিয়া নারায়ণ জ্বাস হয় মনে ॥ ১৬
 টলহীন অটল-বিহারী ভগবান ।
 ঠেকিয়াছি ঠাকুর করহ পরিজ্ঞান ॥ ১৭
 ভষ্মক বাজারে সদা ডাকি তব নাম ।
 ঢল ঢল জলদবরণ করি ধ্যান ॥ ১৮
 নিমিয়া নীরজ নীল-নয়ন তোমার ।
 তার কোণে এ তাপিতে চাহ এইবার ॥ ১৯

থর থর কাঁপি করে হির-হইতে নারি ।
 দয়াময় দোষ ক্ষমা কর দয়া করি ॥ ২০
 ধরাধর-ধারী ভূমি ধর্মের ঈশ্বর ।
 নমো নারায়ণ নরসিংহ কলেশ্বর ॥ ২১
 পতিতপাবন প্রভু পরম আশ্রয় ।
 ফেরে পড়িয়াছি ফিরে চাহ দয়াময় ॥ ২২
 বিঘ্ন-বিনাশক বিষ্ণু বৈকুণ্ঠের প্রাণ ।
 ভয়ে ভীতজনেই অস্ত্র দেহ দান ॥ ২৩
 মায়ায় মোহিনীরূপে মোহিলে অস্তুরে ।
 যমের যন্ত্রণা যায় যে ভাবে তোমারে ॥ ২৪
 রামরূপে রাবণে করিয়া বিনাশন ।
 লক্ষ্মী লক্ষ্মণেরে লয়ে অবৈধ্যা গমন ॥ ২৫
 বিধির বাসনা পূর্ণ কর অনিবার ।
 শরণ্যে শুভদ শাস্তিদাতা শিবাকার ॥ ২৬
 যৈড়ৈশ্বর্য পূর্ণময় ঘোড়শ কৈশোর ।
 সর্বসেধ সর্বসিদ্ধি স্বভক্ত গোচর ॥ ২৭
 হরিপ্রিয় হবির্ভোক্তা হব্যবাহ রূপ ।
 ক্ষীণ জনে ক্ষম দোষ না হও বিকল্প ॥ ২৮
 তোমার প্রসাদে মহাদেব মম নাম ।
 বাণ-প্রাণ দান মোরে দেহ ভগবান ॥ ২৯
 শিবের স্তবতে হরি প্রসন্ন হইয়া ।
 কহিলেন তাঁরে কিছু ঈশং হাসিয়া ॥ ৩০
 নাহি লব বাণ-প্রাণ প্রহ্লাদ বচনে ।
 বাহ সব ঘুচাইব করিয়া ছেদনে ॥ ৩১
 সহস্রেক হস্ত মদে মত্ত অভিযার ।
 চারি হাত রাখি সব কাটির নিশ্চর ॥ ৩২
 এত শুনি মহাদেব অলুপতি দিলা ।
 চক্রে করি হস্ত সব কাটিল কেলিলা ॥ ৩৩
 অবশেষে চারি হস্ত ছাড়ি দিল হরি ।
 তবে শিব ক্ষারে আনিলেন কোলে করি ॥ ৩৪
 কহেন বিদ্যর করি ত্রীকূট গোচরে ।
 পদ্মহস্ত দেখে প্রভু ইহার শরীরে ॥ ৩৫
 চক্রের আশায় লক্ষ রূপ কলেশ্বর ।
 ত্রীকূট পঞ্চপদে লক্ষ কর গদাধর ॥ ৩৬

মহাদেব বাক্যে কৃষ্ণ শর্পিল তাহারে ।
 চারি হাত হৈল রাজা বিগুণ অন্ধরে ॥ ৩৭
 তবে শ্রীকৃষ্ণেরে রাজা বড়কে পূজিয়া ।
 গৃহে আনিলেন বহু স্তবন করিয়া ॥ ৩৮
 তবেত সঙ্কমে অনিরুদ্ধে মুক্ত করি ।
 উদ্যবতী কত দান দিল দণ্ডধারী ॥ ৩৯
 নানা রত্ন যৌতুকে ভূষিয়া নরপতি ।
 গোবিন্দে দিলেন অনিরুদ্ধ উদ্যবতী ॥ ৪০
 কোতুকে শ্রীহরি তবে বিদায় হইয়া ।
 দ্বারকা গেলেন প্রভু নিজগণ লৈয়া ॥ ৪১
 উষা দেখি হরষিত পুরবাসীগণ ।
 পুত্র পুত্রবধু গেলা রতি নিকেতন ॥ ৪২
 অমৃত বারিধি লীলা অতি সুবিস্তার ।
 বাহা ভরি সদা সাধ হয় বর্ণিবার ॥ ৪৩
 পুখি বিস্তারের ভরে লিখিতে না পারি ।
 শ্রোতা সব শুনিবেন মোরে দয়া করি ॥ ৪৪

—:—

বিবিধ লীলা বর্ণন ।

এইরূপে দ্বারকা বিহরে ভগবান ।
 নিতি নব নব লীলা করে উপাদান ॥ ১
 তবে বলরাম ব্রজে করিলা গমন ।
 বলরামে দেখি সবে পাইলা জীবন ॥ ২
 ব্রজেতে নিবাস রাম কৈলা দুই মাস ।
 নিজগণ গোপী সহ করিলেন রাস ॥ ৩
 জলকেলি ছলে কৈলা কালিন্দী দমন ।
 দ্বারকানগরে পুনঃ করিলা গমন ॥ ৪
 বহুবিধ লীলাগণ ইখি মাঝে হয় ।
 লিখিতে নারিহু পুখি বিস্তারের ভয় ॥ ৫
 একদিন নারদ ভাবরে মনে মন ।
 দ্বারকানগরে আমি করিব গমন ॥ ৬
 বিবাহ করিলা ষোল সহস্র কামিনী ।
 কিল্পে বিহার একা করে যজুনি ॥ ৭
 এত বলি গেলা মুনি কুন্ডলী মন্দিরে ।
 তথা কৃষ্ণ তাঁর সহ পাশকীড়া করে ॥ ৮

সঙ্কমে নারদে দেখি উঠি ভগবান ।
 যোড় হাতে দাণ্ডাইলা তাঁর বিজ্ঞমান ॥ ৯
 কি ভাগ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল ।
 তোমার চরণধূলি গৃহেতে লাগিল ॥ ১০
 মুনি কহে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান ।
 এসব করুণা বাক্য হয় অবিধান ॥ ১১
 এত বলি অত্ন গৃহে করিল গমন ।
 তথা দিব্যাসনে বসি করেন ভোজন ॥ ১২
 তবে অত্ন গৃহে প্রবেশিলা মুনিবরে ।
 পুত্র কোলে করি তথা বহু স্নেহ করে ॥ ১৩
 অত্ন গৃহে গিয়া পুনঃ করয়ে দর্শন ।
 সভায় বসিয়া বিচারয়ে পাত্ৰগণ ॥ ১৪
 অত্ন গৃহে গেলা মুনি উৎকণ্ঠ হইয়া ।
 জলকেলি করে তথা প্রিয়াগণে লইয়া ॥ ১৫
 কোনখানে নৃত্য গীত করে দরশন ।
 কোনখানে বাগকে করায় অধ্যয়ন ॥ ১৬
 এইমতে ষোড়শ সহস্র অষ্ট স্থানে ।
 ভিন্ন ভিন্ন লীলা করিলেন দরশনে ॥ ১৭
 চমৎকার হইয়া মুনি হরিরে বন্দিয়া ।
 যথাস্থানে চলি গেলা আনন্দ হইয়া ॥ ১৮
 এইরূপ ব্রজা কতু আইলা দর্শনে ।
 জানিয়া তাহার মন গোবিন্দ আপনে ॥ ১৯
 অত্ন ব্রজাণ্ডের ব্রজা করিলা স্মরণ ।
 সকলে আইলা হরি দর্শনকারণ ॥ ২০
 এইত ব্রজার মাত্র চারি মুখ হয় ।
 সে সব দ্বিগুণ ক্রমে চমৎকারময় ॥ ২১
 অষ্ট মুখ ষোড়শ দ্বাত্রিংশ চতুঃষষ্টি ।
 যেমন বদন সেইমত অঙ্গ পুষ্টি ॥ ২২
 সহস্র অমৃত লক্ষ নিবৃত্ত বদন ।
 কোটি অর্কুদ মুখ অতি মনোরম ॥ ২৩
 আসি সে সকল ব্রজা মুকুট সহিতে ।
 গোবিন্দের পদে প্রণময়ে সাবহিতে ॥ ২৪
 কুশল জিজ্ঞাসি সবে করিলা বিদায় ।
 দেখি চতুর্মুখ ব্রজা পড়ে হরি পায় ॥ ২৫

কি আশ্চর্য্য আজি করিলাম দরশন ।
 কহ প্রভু ভগবান ইহার কারণ ॥ ২৬
 হরি কহে যত ব্রহ্মা দেখিলে নয়নে ।
 ব্রহ্মাণ্ডমূরুগ হয় শরীর বদনে ॥ ২৭
 এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হও তুমি ।
 উপযুক্ত ইহার শরীর দিহু আমি ॥ ২৮
 যেমন ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা হৈলু তেন মত ।
 শুনি প্রজাপতি অতি হইলা বিস্মিত ॥ ২৯
 অপার অগাধ তত্ত্ব নাই পারাবার ।
 দেখি শুনি হইলেন অতি চমৎকার ॥ ৩০
 প্রণাম করিয়া স্মৃথে বিদায় হইলা ।
 গাইতে গাইতে গুণ নিজস্থানে গেলা ॥ ৩১
 আর বার ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা নারায়ণ ।
 রাজসূয় যজ্ঞ করে ধর্ম্মের নন্দন ॥ ৩২
 ভীমার্জুন সঙ্গে হরি মগধে যাইয়া ।
 ভীমদ্বারা জরাসন্ধে বিনাশ করিয়া ॥ ৩৩
 বন্ধ মুক্ত করি দিলা যত রাজাগণে ।
 ইন্দ্রপ্রস্থে আইলেন ভীমার্জুন সনে ॥ ৩৪
 নিন্দা শুনি শিশুপালে বধিলা সভায় ।
 রাজসূয় পূর্ণ করি গেলা দ্বারকাষ ॥ ৩৫
 তবে শাৰ দত্তবজ্রে বিনাশিলা হরি ।
 আর যত চট্টগণে নাশিলা মুরারি ॥ ৩৬
 এইরূপে পৃথিবীর হরি সব ভার ।
 আনন্দে করেন হরি দ্বারকা বিহার ॥ ৩৭
 তবে কুরুক্ষেত্র তীর্থে করিলা গমন ।
 সত্যভামা আদি গেলা কোতুক বিধানে ॥ ৩৮
 তথায় মিলিলা বৃন্দাবনবাসীগণে ।
 গোপীগণে সন্তোষিলা মধুর বচনে ॥ ৩৯

তথায় দ্রৌপদী আদি করিলা গমন ।
 মহিষীগণের সহ কথোপকথন ॥ ৪০
 সে সব বিস্তার লীলা রহিল বর্ণিতে ।
 তবে ত্রিগুণ সনে গেলা দ্বারকাতে ॥ ৪১
 বৃন্দাবনবাসীগণ গেলা নিজস্থানে ।
 দ্রৌপদী স্মৃত্তরা গেলা হস্তিনাভুবনে ॥ ৪২
 স্মৃতেতে দ্বারকা বিহরেন ভগবান ।
 নিতি নব নব স্মৃথ হয় উপাদান ॥ ৪৩

লীলাখণ্ডের উপসংহার ।

অগাধ অপার সিদ্ধ লীলার কথন ।
 সূত্র পাইয়া কণা মাত্র করিহু বর্ণন ॥ ১
 এই কৃষ্ণলীলা জাগে বাহার অন্তরে ।
 আনন্দ-জলধি মাঝে সে সদা সন্তরে ॥ ২
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহ্য নাই করে ।
 নিরবধি ভাসে লীলা রসের মাঝারে ॥ ৩
 কৃষ্ণলীলা চরিত্র গুণেরে যেই জন ।
 প্রেমময় হৈয়া পার ত্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ৪
 অতএব নিবেদন গুন সর্বজন ।
 পুরুষোত্তমে বাস করি ভজে নারায়ণ ॥ ৫
 সেই দ্বারকার নাথ দারু দেহ ধরি ।
 প্রকাশ করয়ে লীলা জগমনোহারি ॥ ৬
 অতএব ছাড় মনে অন্ত্র অভিলাষ ।
 জগন্নাথ পাদপদ্মে করহ বিশ্বাস ॥ ৭
 এইত কহিহু লীলাখণ্ড বিবরণ ।
 ক্ষেত্রখণ্ড কণা কহি গুনহ এখন ॥ ৮

ক্ষেত্রখণ্ড ।

ইন্দ্রদ্যুম্নের ত্রৈলোক্যগমনানন্তর কাণ্ড ।

জর জর ত্রৈলোক্য চৈতন্য গৌরধাম ।
 জর জর নিত্যানন্দ ভকতের প্রাণ ॥ ১
 জরাধৈতাচার্য্য গদাধর ত্রিনিবাস ।
 জর রূপ সনাতন রঘুনাথ দাস ॥ ২
 জর ত্রিগোপাল ভট্ট ভট্টরঘুনাথ ।
 জর জর ভৃগুর্ষ ত্রিজীৱ লোকনাথ ॥ ৩
 জর রামানন্দ ত্রৈলোক্য দামোদর ।
 জর জর হরিদাস প্রেমকলেবর ॥ ৪
 জর গুরু শিলাগুরু রসময় তনু ।
 হৃদিতমে উদয় করাও ভক্তিভানু ॥ ৫
 জর জর জগন্নাথ জয় বলরাম ।
 জর ভদ্রা স্মদর্শন করিয়ে প্রণাম ॥ ৬
 জর জর ক্ষেত্রবাসী ত্রিবৈকুণ্ঠ চরণ ।
 বরুণা করিয়া লীলা করহ সুরণ ॥ ৭
 লীলাখণ্ড কথা সবে করিলে শ্রবণ ।
 এবে ক্ষেত্রখণ্ড শুন হৈয়া একমন ॥ ৮
 মুনিগণ কহে তবে জৈমিনি চাহিয়া ।
 কৃতার্থ করিলে কৃষ্ণ লীলা শুনাইয়া ॥ ৯
 তবে কি করিলা কহ ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় ।
 ক্ষেত্র গিয়া কি করিলা কহ সবাঁকায় ॥ ১০
 মুনিসহ রথে চড়ি চলিলা যখন ।
 কোথায় চলিলা কিবা কৈলা দুইজন ॥ ১১
 জৈমিনি বলয়ে শুন আশ্চর্য্য কাহিনী ।
 নারদ সহিত রথে যায় নৃপমণি ॥ ১২
 পুরোহিত কমিষ্ঠ সোদর বিদ্যাপতি ।
 তিনিও আছেন রথে দুইার সংহতি ॥ ১৩
 চলিলা আইল রথ লীলকণ্ঠপুরে ।
 সেই লিঙ্গ রহেন ক্ষেত্রের পূর্ব্বধারে ॥ ১৪

পথে যাইতে অমঙ্গল দেখেন রাজন ।
 বামচক্ষুঃ বামভুজ করয়ে নর্জন ॥ ১৫
 পুনঃপুনঃ এইরূপ হয় অমঙ্গল ।
 দেখিয়া নৃপতি অতি হইলা বিকল ॥ ১৬
 মুনিবরে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
 হেন অকুশল কেন দেখি মহাশয় ॥ ১৭
 বাম অঁধি নাচে মোর বাম বাহু ফুরে ।
 কারণ না জানি প্রভু কহত আমারে ॥ ১৮
 রাজচক্রবর্তী আমি ভুবন ভিতর ।
 তার বিষটিত কিছু নাহি মুনিবর ॥ ১৯
 মঙ্গল এ যাত্রা হরি দর্শন কারণ ।
 তবে অমঙ্গল কেন কহ কি কারণ ॥ ২০
 কিবা হুঃখ হবে মুনি কহ মুনিশ্চিত ।
 তিনকালতত্ত্ব সব তুমি সুবিদিত ॥ ২১
 ইন্দ্রদ্যুম্ন বাক্য তবে শুনি তপোধন ।
 শাস্তনা করিয়া কহে ব্রহ্মার বচন ॥ ২২
 শুন রাজা বিষাদ না ভাবিহ অন্তর ।
 অন্ন বিত্ত শুভ তব হইবে বিস্তর ॥ ২৩
 ভাগ্যবান যেই জন হয় নরবর ।
 শুভ পুনঃ মিলে তারে বিঘ্নের অন্তর ॥ ২৪
 সত্য তুমি রাজচক্রবর্তী নহে আন ।
 সত্য এই বিষ্ণুক্ষেত্রে আইলে মতিমান ॥ ২৫
 কিন্তু যেই হেতু যাত্রা করিলে আপনে ।
 অন্তর্দ্বান সেই প্রভু হইলা একণে ॥ ২৬
 যে দিনে দর্শন কৈলা এই বিদ্যাপতি ।
 তার পর দিনে অন্তর্দ্বান রম্যাপতি ॥ ২৭
 সুবস্ত্র বালুকাতে আবৃত হৈয়া হুগ্নি ।
 পাতালে গেলেন ভূমিলোক পরিহারি ॥ ২৮
 নারদের মুখে শুনি দারুণ উত্তর ।
 অতিশয় ব্যথিত হইলা নরবর ॥ ২৯

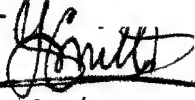
সেই কথা কোটি বজ্রাঘাত সম মানি ।
 অচেতন হৈয়া রাজা পড়িলা ধরনী ॥ ৩০
 অতি উচ্চ রথে হৈতে পড়িলা রাজন ।
 প্রাণ-হত হৈল হেন দেখে সর্বজন ॥ ৩১
 হাহাকার করি ডাকে পাত্র মিজগণ ।
 পুরোহিত আদি সবে করয়ে রোদন ॥ ৩২
 প্রজাগণ কান্দে অতি বিকল হইয়া ।
 কোথা গেল নরনাথ সবারে ত্যজিয়া ॥ ৩৩
 নারীগণ কান্দে সব করি হাহাকার ।
 আত্মনাশ করি কান্দে রাজার কুমার ॥ ৩৪
 কর্পূরবাসিত সূশীতল জল লয়ে ।
 ঘন ঘন মুখে সিক্তে বিলাপ করয়ে ॥ ৩৫
 কর্পূর অগুরু আর শীতল চন্দন ।
 সর্ব অঙ্গে রাজার করয়ে বিলেপন ॥ ৩৬
 কেহ কেহ ভালবৃষ্ণের চামর লইয়া ।
 রাজারে ব্যজন করে উৎকর্ষা হইয়া ॥ ৩৭
 দেখিয়া নারদ মুনি পরম বিস্ময় ।
 ত্রস্ত হৈয়া যোগেতে বসিলা মহাশয় ॥ ৩৮
 রাজার ভবিষ্য শুভ জানি মতিমান ।
 ধারণ করিয়া বোগ রাখিলেন প্রাণ ॥ ৩৯
 এইরূপে বহু বহু করিতে করিতে ।
 বহুক্ষণে চেতন পাইলা নরনাথে ॥ ৪০
 উঠিয়া নারদ পদে পড়িলা রাজন ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে গদগদ বচন ॥ ৪১
 কোন বড় পাপ আমি কৈলু জন্মান্তরে ।
 যার ফলে এত দুঃখ ফলিল আমারে ॥ ৪২
 এজন্যে নিজজ্ঞানে পাপ নাহি করি ।
 তবে কেন আমারে বিমুখ হইলা হরি ॥ ৪৩
 কায়মনোবচনে স্বপনে বা কথনে ।
 অপরাধ নাহি করি গো বিপ্র সদনে ॥ ৪৪
 রাজধর্ম্মে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগণ ।
 সেই কর্ম্ম আমি না ছাড়ি কখন ॥ ৪৫
 দেবতা অতিথি ভূতা আর পিতৃগণ ।
 বজ্রবর্গ আমাতে আশ্রিত যত জন ॥ ৪৬

এই সব জনে অপমান নাহি করি ।
 তবে কেন আমি দীনে ত্যজিলা ত্রীহরি ॥ ৪৭
 পঞ্চদশ অপরাধ কালসর্প ছার ।
 বিষ্ণুতে না করি কভু ত্যজিয়ে সদায় ॥ ৪৮
 তবে কেন পরিত্যাগ কৈলা দয়াময় ।
 অতএব আমি মহাপাতকী নিশ্চয় ॥ ৪৯
 কি ভাগ্য চরিত্র সেই কৈলা বিদ্যাপতি ।
 চর্ম্মচক্ষে সাক্ষাৎ দেখিল রম্যপতি ॥ ৫০
 কহিতে কহিতে অলুরাগ বাড়ি গেল ।
 নারদে চাহিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল ॥ ৫১
 ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, বিবাদে বিকল অতি,
 কান্দি কান্দি করে নিবেদন ।
 শুন শুন মহামুনি, তুমি এত তত্ত্ব জানি,
 রাজ্যচ্যুত কৈলে কি কারণ ॥ ৫২
 যাত্রাকালে না কহিলে, বিপ্রসবে সাথে নিলে,
 ইহারাই ভ্রষ্ট হৈলা স্থান ।
 বৃত্তি ছাড়ি প্রজাগণ, কৈলা হেথা আগমন,
 কেননে বাঁচিবে সবাশ্রাণ ॥ ৫৩
 আমার স্মৃতি পণ, না দেখিলে নারায়ণ,
 পরাণ ত্যজিব স্নানশ্চয় ।
 আমি নষ্ট হৈলে শেষে, প্রজাগণে পালি কিসে,
 এত কৈলে তুমি মহাশয় ॥ ৫৪
 যা হৈল ললাট মানি, এবে নিবেদিয়ে মুনি,
 মোর পুত্র মালবে লইয়া ।
 তথায় করহ রাজা, পালন করুন প্রজা,
 মোর সম চক্রবর্তী হয়ে ॥ ৫৫
 মোর সহ রাজগণ, আইলেন বতজন,
 পুত্র সহস্রমুখ মালবেতে ।
 যেন মোর আজ্ঞাবর্তী, তেন পুত্রে চক্রবর্তী,
 মানিয়া থাকুন হরষিতে ॥ ৫৬
 আর দেশে না যাইব, নিরাহারে ক্ষেত্রে রব,
 নীলমাধবের পদ ধ্যানে ।
 সফল করিব জন্ম, এই মোর নিরুদ্বেগ,
 সত্য নিবেদিলাম চরণে ॥ ৫৭

এতেক বিলাপ করি, কান্দিছেন দণ্ডধারী,
 শুনিয়া তাপিত মুনিস্বর ।
 সাধনা করিয়া তাঁরে, উঠাইলা ধরি করে,
 কহে শোক ঝাড় নরবর ॥ ৫৮
 নারদ বলয়ে রাজা তুমি অপণ্ডিত ।
 পরম বৈষ্ণব ধৈর্য্য সিন্ধুগুণান্বিত ॥ ৫৯
 কহিলাম বিঘ্নসহ বহু সুরমঙ্গল ।
 কেননা শুনিয়া তাহা হইয়াছে বিকল ॥ ৬০
 মূর্ত্তিময় সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দরশন ।
 অনেক জন্মের এই মঙ্গল কারণ ॥ ৬১
 অবাধিত হরিলীলা কে করে নিশ্চয় ।
 জীবন্তু ক্ত আমিহ না জানিয়ে নির্ণয় ॥ ৬২
 সদাই আমার বাস প্রভু নিকটেতে ।
 লুচ ভক্তি করি কিবা না হই বঞ্চিত ॥ ৬৩
 সে হরির মায়া হয় সমুদ্র অপার ।
 বহু জন্মে পার হৈতে শক্তি কাহার ॥ ৬৪
 দেখে তাঁর নাতিপন্থে ব্রহ্মার উৎপত্তি ।
 নিত্য একভাবে ব্রহ্মা করিছেন স্তুতি ॥ ৬৫
 তথাপি তাঁহার মায়া না পারে জানিতে ।
 অগ্র জন কেবা আর আছয়ে ইহাতে ॥ ৬৬
 কহিলাম সেই মায়াধারির স্বভাবে ।
 বিশেষ কহি যে আর শুন এক ভাবে ॥ ৬৭
 শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি মহাভাগ্যবান ।
 ত্রিভুবনে নাহি কেহ তোমার সমান ॥ ৬৮
 সেইত হরির চারি দাক্ষম্য মূর্ত্তি ।
 যতন করিয়া তুমি কর নরপতি ॥ ৬৯
 ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা মূর্ত্তিগণ ।
 কৃতার্থ হইবে সবে করি দরশন ॥ ৭০
 সেই শ্রীহরির অমুগ্রহ তোমা প্রতি ।
 ভুবন যুড়িয়া রাজা হইবেক খ্যাতি ॥ ৭১
 সাক্ষাৎ মে ব্রহ্মা সৃজিলেন চরাচর ।
 এই কার্য্যে সহায় আছেন নিরন্তর ॥ ৭২
 আমরে কহিলে যাহা তোমার কারণে ।
 সেই কথা কহি রাজা শুন এক মনে ॥ ৭৩

শুনহ নারদ তুমি আমার বচন ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন কাছে শীঘ্র করহ গমন ॥ ৭৪
 নীলাচল যায় রাজা মাধব দর্শনে ।
 সেখা অন্তর্দীন এবে যত্নের প্রার্থনে ॥ ৭৫
 ঈশ্বরের ইচ্ছা কার শক্তি করে আন ।
 ইথে যেন শোক নাহি করে মতিমান ॥ ৭৬
 পঞ্চম নন্দন মোর ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতি ।
 কহিবে নারদ তুমি আমার ভারতী ॥ ৭৭
 সহস্রেক অশ্বমেধ করিলে রাজন ।
 প্রসন্ন করিয়া আমি প্রভু নারায়ণ ॥ ৭৮
 শ্বেতদ্বীপ হৈতে তথা যাইব লইয়া ।
 এইক্ষণে বাস রাজা ক্ষেত্রেতে করিয়া ॥ ৭৯
 সহস্রেক অশ্বমেধ করিয়া রাজন ।
 বিষ্ণুপদ যতনে করণ আরাধন ॥ ৮০
 যজ্ঞ অস্ত্রে দেখিবেন বিষ্ণু দাক্ষম্য ।
 সে দাক্ষ প্রতিষ্ঠা আমি করিব নিশ্চয় ॥ ৮১
 সকলে প্রশংসা করি কহিবে রাজারে ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাগ্যে এই অবতার করে ॥ ৮২
 পূর্বেতে পাষণ্ডময় ইন্দ্রনীলমণি ।
 চারি মূর্ত্তি ভগবান আছিল আত্মনি ॥ ৮৩
 দরশন করিয়া তাঁহার পুরোহিত ।
 তাঁহার সাক্ষাতে গিয়া করিলা বিদিত ॥ ৮৪
 এবে সেই ভগবান দাক্ষম্য ধরি ।
 চারি রূপে অবতার হবে নীলগিরি ॥ ৮৫
 অতএব মহারাজ কাতর না হবে ।
 অবশ্য তোমার বাহ্য সফল হইবে ॥ ৮৬
 শঙ্খাকার ক্ষেত্র অগ্রে নীলকণ্ঠ হয় ।
 পার্বতীর সহিত বিহরে নিরন্তর ॥ ৮৭
 সেই স্থান সুন্দর অগম মনোহর ।
 উপযুক্ত হৈতে অশ্বমেধ যজ্ঞবর ॥ ৮৮
 যজ্ঞ হেতু সেই স্থানে নির্দ্বাইয়া যর ।
 সেই গৃহে বাস করি সহস্র বৎসর ॥ ৮৯
 সর্ব বিঘ্ন নাশে ফল বৃদ্ধির কারণ ।
 সুসিংহের মূর্ত্তি এক করিবে স্থাপন ॥ ৯০

নিত্য পূজা সারি তুমি পূজিবে তাঁহারে ।
তবে যজ্ঞ আরম্ভিবে আনন্দ অন্তরে ॥ ৯১
এই কার্যে বিলম্ব কর্তব্য নাহি হয় ।
ব্রহ্মার বচন ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৯২

—:—


রাজার নীলাদ্রিতে গমন

জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ ।
নারদের বাক্যে রাজা হরষিত মন ॥ ১
নীলকণ্ঠ স্থানে গেলা নারদ সংহতি ।
হরগৌরী পূজিয়া করিলা বহু স্তুতি ॥ ২
সেইখানে রথ রাখি সেনাগণ মনে ।
চলিলেন নৃপতি নীলাদ্রি দরশনে ॥ ৩
অতি সে দুর্গম পথ পৰ্ব্বতে উঠিতে ।
মহুয্যের সাধ্য কভু না হয় নিশ্চিত ॥ ৪
তথাপি নারদসহ গমন কারণে ।
দেবগতি হৈয়া গিরি উঠে সৰ্ব্বজনে ॥ ৫
উচ্চ নীচ স্থান সব নহে সমসর ।
স্থানে স্থানে সর্প সব অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৬
ধনহস্তিগণ সব করয়ে গর্জ্জন ।
সিংহ ব্যাঘ্র গণ্ডার আছয়ে অগণন ॥ ৭
নির্ভয়ে কিরয়ে সব পৰ্ব্বত উপরে ।
মর্ত্যাজন ভয়ে প্রবেশিতে কেহ নারে ॥ ৮
কোটি কোটি নৃপগণ করয়ে ভ্রমণ ।
বহুবিধ তরুলতা করয়ে শোভন ॥ ৯
নীলশিলাগণ পড়িয়াছে স্থানে স্থানে ।
তাহা দেখি ভ্রমরমণ্ডলী হয় জ্ঞানে ॥ ১০
গিরির নিতম্বে লাগে সিদ্ধ-চেউগণ ।
সেই শোভা হেরিয়া মোহিল সব মন ॥ ১১
শ্বেতবর্ণ সিদ্ধ-জল নীলবর্ণ গিরি ।
একত্র মিলনে কিবা অপূৰ্ণ মাধুরী ॥ ১২
দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আপনা পাসরে ।
অনন্ত সহিত কিবা মাধব বিহারে ॥ ১৩

অমুমান করি পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া ।
গিরির উপরে উঠে দ্বিজগণ লৈয়া ॥ ১৪
সেইখানে কৃষ্ণাঙ্কুর তরুর তলার ।
বিরাজয়ে ভগবান নরসিংহকায় ॥ ১৫
কোটি ব্রহ্মহত্যা নাশে বাঁহার দর্শনে ।
সকল আপদ ভয় করয়ে নাশনে ॥ ১৬
ভয়ঙ্করমূর্তি প্রভু মিলিত বদন ।
স্বক্ষে জটাভার অতি বিকট দর্শন ॥ ১৭
উগ্র তিন আঁখি তাঁর অতি ভয়ঙ্কর ।
অগ্নিশিখা জ্বলে যেন নয়ন ভিতর ॥ ১৮
আপনার উরু'পরে দৈত্যোরে ফেলিয়া ।
বক্ষ বিদারয়ে বজ্রনখেতে করিয়া ॥ ১৯
মুখে অট্টহাস দীপ্ত অরুণ রসন ।
অগ্নিশিখাসম দেখি স্তম্ভীকৃত বদন ॥ ২০
ভেদিলা মেদিনী প্রভু চরণ আঘাতে ।
দুই পাদপদ্ম কৈল প্রবেশ তাহাতে ॥ ২১
দুই হাতে দৈত্যাবক্ষঃ বিদারণ করে ।
আর দুই হাতে প্রভু শঙ্খচক্র ধরে ॥ ২২
মস্তকে কিরীটী আর মুকুট শোভন ।
তথায় যাইয়া সবে করিলা দর্শন ॥ ২৩
নারদ সংসর্গ হেতু নির্ভয় হইয়া ।
আনন্দিত হৈলা সবে দর্শন করিয়া ॥ ২৪
দূরে হৈতে প্রণাম করিলা সৰ্ব্বজন ।
সকল সম্মুখ হৈতে হইলা মোচন ॥ ২৫
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দেখি নৃসিংহ চরণ ।
সত্য বলি মানিলেন নারদ বচন ॥ ২৬
ভাবিকার্যে প্রত্যয় হইয়া নরপতি ।
নারদে চাহিয়া কহে বিনয় ভারতী ॥ ২৭
শুন মহামুনি মহাজ্ঞাননিধি তুমি ।
এত দিনে চরিতার্থ হইলাম আমি ॥ ২৮
যতপিও নরহরি মহাভয়ঙ্কর ।
তব তুল্যগণের আরাধ্য নিরন্তর ॥ ২৯
আমা সম সবে ভয়ে গলাইয়ে দূরে ।
তবু তব সঙ্গ হেতু দেখিছ প্রভুরে ॥ ৩০

অশেষ পাতকে মুক্ত হইছে এখানে ।
 কৃতার্থ হইছে তনু প্রসাদ কারণে ॥ ৩১
 অতি ভয়ঙ্কর ভগবান নরহরি ।
 অন্নজন কোনরূপে আরাধিতে নারি ॥ ৩২
 এবে এক নিবেদন শুন দয়াময় ।
 কোথায় আছিল নীলমণি কুপাময় ॥ ৩৩
 কুপা করি সেই স্থান দেখাও আমারে ।
 শুনি করে ধরি মুনি দেখালে রাজারে ॥ ৩৪
 কল্লবট বৃক্ষ এই দেখে রাজন ।
 যোজনেক পরিসর উচ্চ দ্বিযোজন ॥ ৩৫
 মুক্তিদাতা এই তরু পরম পাবন ।
 পরশিলে ছায়া পাপ সমুদ্রে তরণ ॥ ৩৬
 এই বৃক্ষমূলে রাজা যার মৃত্যু হয় ।
 সেইজন মুক্তি পায় নাহিক সংশয় ॥ ৩৭
 বটবৃক্ষরূপ এই প্রভু নারায়ণে ।
 দরশন যাত্রা পাণে মুক্ত নরগণে ॥ ৩৮
 যে জন পূজরে স্তব করয়ে ইহারে ।
 তাহার কি হয় তাহা কে কহিতে পারে ॥ ৩৯
 বটমূল-পশ্চিমে নৃহরির উত্তরে ।
 আছিল মাধব ধরি চারি কলেবরে ॥ ৪০
 সেই প্রভু পুন তোমা অমুগ্রহ করি ।
 এইখানে অবতার হবে দণ্ডধারী ॥ ৪১
 শ্বেতদ্বীপে যেমন বিষ্ণুর নিজালয় ।
 জম্বুদ্বীপে তেন এই নিজ স্থান হয় ॥ ৪২
 অতি গুপ্ত স্থান এই শ্রীপুরুষোত্তম ।
 প্রকাশ না করি হরি করেন গোপন ॥ ৪৩
 মোক্ষ-অধিকারী রাজা এই স্থান জনে ।
 অবিখ্যাত ইহারে করয়ে পাপিগণে ॥ ৪৪
 বিষ্ণুর প্রতিমা যোবা গঠিয়া এখানে ।
 প্রতিষ্ঠা করয়ে তিনি মুক্তি করে দানে ॥ ৪৫
 এই স্থয়ং দাক্ষদ্রক্ষ আপনি আসিবে ।
 আপনি আশ্রিয়া ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৪৬
 সে বিগ্রহ মুক্তিদাতা কি কহিব আর ।
 সত্য নরপতি বহু ভাগ্য লে তোমার ॥ ৪৭

অবতার আর যে প্রভুর অন্তর্দান ।
 নিমিত্ত আছয়ে ইহা শুন মতিমান ॥ ৪৮
 যুগে যুগে অমুগ্রহ হেতু সাধুগণে ।
 নানা অবতার হরি হয়েন আপনে ॥ ৪৯
 কারণ ফুরাইলে পুন অন্তর্দান হয় ।
 কারণ রহিত নিত্য এই ক্ষেত্রে রয় ॥ ৫০
 শ্বেতদ্বীপে যেমন প্রভুর নিত্য স্থান ।
 তথা হৈতে অবতার গণ উপদান ॥ ৫১
 এথাও থাকিয়া প্রভু আপনে শ্রীহরি ।
 আপনার অংশ গণ সর্বত্র প্রচারি ॥ ৫২
 প্রকাশে মন্দার কাকী পুষ্কর আদিত ।
 অক্ষুর উৎপত্তি যেন তরুমূল হৈতে ॥ ৫৩
 নানা তীর্থে নানাদেশে ক্ষেত্রপূরীগণে ।
 অংশ অবতারগণ ইহার রাজনে ॥ ৫৪
 ইথে কদাচিত্ত ভূমি না কর সংশয় ।
 সকলের মূল এই দাক্ষদ্রক্ষ হয় ॥ ৫৫
 ক্ষণ এক প্রভু নাহি ত্যজে নিজ স্থান ।
 দেহ ছাড়ি আশ্রা যেন না করে বিশ্রাম ॥ ৫৬
 এখন হইবে সেই প্রভু অবতার ।
 সকলে প্রথমে জ্ঞান হইবে তোমার ॥ ৫৭
 তবে সেই প্রকাশ জানিবে অহা জন ।
 নিশ্চয় জানিহ রাজা এসব কথন ॥ ৫৮
 এইরূপে সেইস্থান করাইলা দর্শন ।
 দেখি রাজা প্রেম জলে পূর্ণিত নয়ন ॥ ৫৯
 বিকসিত হৈল অঙ্গে পুণকের দাম ।
 অষ্টাঙ্গ হইয়া তথা করয়ে প্রণাম ॥ ৬০
 প্রকাশ আছেন প্রভু মনেতে করিয়া ।
 যোড়হাতে করে স্তব গদগদ হইয়া ॥ ৬১

ইন্দ্রদ্রুমের পুরুষোত্তমস্ততি ।

ইন্দ্রদ্রুম নরপতি, করবোড়ে করে স্ততি,
 নমো দেব দেবের ঈশ্বর ।
 ঘোর ভব-সিদ্ধুনীরে, ডুবিয়াছে যে পামরে,
 তারে উদ্ধারহ দামোদর

পরম ঈশ্বর হরি, দুঃখগণ-ধ্বংসকারী,
একমাত্র তুমি নারায়ণে ।

সুখলোভে কুদ্রুগণ, করে কুদ্র নিষেধণ,
তোমার মহিমা নাহি জানে ॥ ২

ত্রিবিধ যে পাপে গড়, ছেদন হুকর বড়,
শ্রমিরবধি বৃদ্ধি হয় তার ।

অনার্যসে তব নাম, লইলে আনন্দ ধাম,
সেই সব পাপের সংহার ॥ ৩

ভক্তিভাবে সেই নাম, লয় বেই অবিরাম,
মুক্তি কোন তুচ্ছ তার আগে ।

আপন পার্শ্বদ করি, তাহারে রাখহ হরি,
তব পদ সেবে অনুরাগে ॥ ৪

কর্মের অধীন করি, তোমায়ে যে বলে হরি,
অতি মুঢ় সেই সব জন ।

তারা তত্ত্ব নাহি জানে, সত্য এই নারায়ণে,
তোমার প্রেরিত কর্মগণ ॥ ৫

অজামিল বিপ্রমুত, বর্ণাশ্রম কর্ম বহু,
তাজিয়া কি পাপ না করিল ।

মৃত্যুকালে যমদূতে, বাক্যে তারে ক্রোধচিত্তে,
সেইকালে ভয় উপজিল ॥ ৬

পুত্র তার নারায়ণে, ডাকিল ভরার্ভ মনে,
আভাসে হইল তব নাম ।

সে নাম করি স্মরণ, হয়ে বন্ধে বিমোচন,
পাইল বৈকুণ্ঠ তব ধাম ॥ ৭

সকল উপায়গণ, শাস্ত্রগণে নিরূপণ,
সব তব দর্শন কারণ ।

দেখিলে চরণ তব, গ্রস্থি পাপ নাশে সব,
ততক্ষণ সংশয় মোচন ॥ ৮

আমি দীন অপায়র, মহাপাপী নিরন্তর,
তুমি মাত্র আশ্রয় আমার ।

কাহার আশ্রয় নহি, কেবল তোমার বহি,
অনুগ্রহ কর এই বার ॥ ৯

পূর্বে বেই মূর্তি ধরি, পক্ষে মুক্তি দিলে হরি,
পুন সেই মূর্তি এনয়নে ।

দর্শন করিব আমি, এই দয়া কর তুমি,
অন্ত কিছু নাহি প্রয়োজনে ॥ ১০

এইরূপে নরনাথ, ঘোড় করি দুই হাত,
স্তব কৈলা শ্রীমধুসূদন ।

অঙ্গ তিতে আঁধিজলে, প্রেমে হৈল টলবলে,
ভূমে পড়ি করয়ে বন্দন ॥ ১১

রাজার নৃসিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠা

এইরূপে রাজা বহু করিলা স্তবন ।

অন্তরীক্ষে রহি কহে প্রভু নারায়ণ ॥ ১

শুন রাজা বিবাদ না ভাবিহ অন্তরে ।

যাহা কহে নারদ করহ দ্বারা করে ॥ ২

শুনি রাজা মুনির বচনে শ্রদ্ধা কৈল ।

নিশ্চয় করিব যজ্ঞ মনে চুটাইল ॥ ৩

নারদেরে আগে কহে করিয়া বিনয় ।

অশ্বমেধ উদ্‌যোগ করহ মহাশয় ॥ ৪

শুনি মুনি বলে শুন গোপতিনন্দন ।

নীলকণ্ঠ স্থানে তুমি করহ গমন ॥ ৫

বিশ্বকর্ষমুত তথা আমার স্মরণে ।

আইলা নৃসিংহালয় রচন কারণে

পশ্চিম মুখেতে তথা মন্দির করিবে ।

নৃসিংহের মূর্তি তুমি তথায় স্থাপিবে ॥ ৭

প্রতিমূর্তি নৃসিংহের লয়ে পঞ্চদিনে ।

তথায় যাইব আমি শুনহ রাজনে ॥ ৮

প্রতিমায় স্থাপিব ইচ্ছিয় আশ মন ।

দীপ হৈতে দীপ বেন জানিহ রাজন ॥ ৯

এত শুনি রাজা তথা গমন করিল ।

বিশ্বকর্ষপুত্র কীর্তিমস্তরে দেখিল ॥ ১০


রাজার আদেশে সেই বিশ্বকর্ষমুত ।

চারদিনে মন্দির গঠিল অদ্বুত ॥ ১১

তবে পঞ্চদিনান্তে নারদ সুমিবর ।

নৃসিংহের মূর্তি লয়ে যথের উপর ॥ ১২

স্নানকি কুণ্ডল খন হন বরিষণ ।
 চারিদিকে শুব করে স্বর্গ অধিগণ ॥ ১৩
 দিবা রথে নরসিংহে লয়ে মূনিবর ।
 নীলকণ্ঠ স্থানে আইলা হরিষ অন্তর ॥ ১৪
 মনোহর মূর্তি বিশ্বকর্মার নির্মাণ ।
 নারদ প্রতিষ্ঠা তাহে করিয়াছে প্রাণ ॥ ১৫
 আদ্য মূর্তি নৃসিংহের প্রতিমা বলিয়া ।
 জানিলেন সব লোক নৃসিংহ দেখিয়া ॥ ১৬
 তবে উঠি ইন্দ্রদ্যুম্ন হরিষ অন্তরে ।
 প্রদক্ষিণ করি দণ্ডবত নতি করে ॥ ১৭
 তবে শুভক্ষণ জানি নারদ আপনে ।
 মন্দির ভিতরে দেবে নিলা হর্বমনে ॥ ১৮
 বহুবিধ নৃপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভার ।
 নৃসিংহের আগে ধরে শত শত ভার ॥ ১৯
 ধরা রমা সহ রত্নবেদীর উপর ।
 উজ্জল করয়ে নরহরি কলেবর ॥ ২০
 রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদাদিগণ সনে ।
 বেদ স্মৃতি অমুসারে করিলা স্তবনে ॥ ২১
 জ্যেষ্ঠ গুরু দ্বাদশী নক্ষত্র বায়ু নামে ।
 নৃসিংহে প্রতিষ্ঠা মূনি কৈলা সেই দিনে ॥ ২২
 বৈশাখের গুরু চতুর্দশী শনিবার ।
 সেই দিনে নৃসিংহের আদি অবতার ॥ ২৩
 এই ছই দিনে পূজে বহু উপহারে ।
 অস্ত্রে ব্রহ্মলোক পায় পুরাণ প্রচারে ॥ ২৪



রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ।

জিজ্ঞাসিল মূনিগণ করিয়া বিনয় ।
 তবে কি করিলা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাশয় ॥ ১
 নরসিংহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূপমণি ।
 কোন কোন কার্য্য কৈলা কহ দেখি শুনি ॥ ২
 জৈমিনি বলয়ে সবে শুন সাবধানে ।
 যে কালে প্রতিষ্ঠা ঘেবে করিলা রাজ্যে ॥ ৩

যজ্ঞ আর প্রতিষ্ঠার ছই নিমন্ত্রণ ।
 এককালে কৈলা রাজা সূর্য্যের মন্দন ॥ ৪
 নিমন্ত্রণ কৈলা ইন্দ্র আদি দেবগণে ।
 অগ্নি মূনি বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক যতজনে ॥ ৫
 বেদশাস্ত্রগণে রাজা কৈল নিমন্ত্রণ ।
 নিমন্ত্রণ কৈলা যত মীমাংসকগণ ॥ ৬
 ধার্মিকের গণে নিমন্ত্রণ কৈলা আর ।
 অষ্টাদশ বিদ্যায় পণ্ডিত সদাচার ॥ ৭
 সত্যবাদিগণে রাজা কৈলা নিমন্ত্রণ ।
 আদরে বৈষ্ণবগণে বলিলা রাজন ॥ ৮
 ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত বৈসে নৃপগণ ।
 সবে নিমন্ত্রণ কৈলা সূর্য্যের নন্দন ॥ ৯
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণে ।
 নিমন্ত্রণ কৈলা রাজা হরষিত মনে ॥ ১০
 ছই ক্রোশ করিলেন সভার নির্মাণ ।
 পাশাণে রচিত কিবা দেখিতে স্মৃঠাম ॥ ১১
 অতি উচ্চ সভা সেই স্থানেতে লেপিত ।
 মণি হীরা মাণিকা কনকে বিরচিত ॥ ১২
 কোন খানে ক্ষটিকে রক্ততে কোনখানে ।
 যেখানে যেমন সাজে রচিত সেখানে ॥ ১৩
 স্থানে স্থানে উচ্চ স্তম্ভ বসনে বেষ্টিত ।
 তার মাঝে মাঝে মুক্তঝারা স্রোতোভিত ॥ ১৪
 স্থানে স্থানে গবাক্ষ শোভয়ে মনোহর ।
 লবিত মুক্তার হার তাহার ভিতর ॥ ১৫
 চন্দ্রাতপগণে শোভে সভার উপরে ।
 চারিপাশে চামর হুলিছে মনোহরে ॥ ১৬
 অগুরু চন্দন কর্পূরেতে মিশাইয়া ।
 প্রতিস্থানে সভার দিলেন ছড়াইয়া ॥ ১৭
 চারিপাশে বিরচিত বিচিত্র সোপান ।
 ক্ষটিকে নির্মাণ সেই দেখিতে স্মৃঠাম ॥ ১৮
 সভাপাশে ঘেই সব স্থান নিরমিল ।
 তার সম শোভা অস্ত্র সভার নহিল ॥ ১৯
 সেই অতি সুন্দর বসিয়া তার পরে ।
 দেখিবে সভার শোভা ঘেই ইচ্ছা করে ॥ ২০

সভাধারে শোভিত হুন্দর উপবন ।
 সর্ক-ঋতু-কুসুম পূর্ণিত মনোরম ॥ ২১
 তার মাঝে সুশোভিত সরোবরচর ।
 কমল কুমুদ তাতে বিকসিত হয় ॥ ২২
 চক্রবাক বক হংস সারসের গণ ।
 সুনধুর করে গান কর্ণসায়ন ॥ ২৩
 সুগন্ধি নির্মল জল শীতল তাহার ।
 ক্ষটিক সোপান গণ তাহে শোভা পায় ॥ ২৪
 যজ্ঞশালা শোভা কিবা না যায় বর্ণনে ।
 বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিল প্রাণপণে ॥ ২৫
 যেমন যজ্ঞের শালা সুরুশরাজার ।
 সেইরূপ এ সব তুলনা নাহি আর ॥ ২৬
 তবে শুভদিনে শুভনক্ষত্র সুযোগে ।
 যজ্ঞ আরম্ভিলা ইন্দ্রহ্যম মহাত্ম্যে ॥ ২৭
 যথাযোগ্য স্থানে বসাইলা সর্কজনে ।
 যথাযোগ্য দ্রব্যে সব করিলা বরণে ॥ ২৮
 নৃপ দেবগণ ঋষিগণ মধ্য স্থানে ।
 দেবরাজে বসাইয়া পূজিলা বিধানে ॥ ২৯
 কুবেরাদি দেবে রাজা করিলা পূজন ।
 ধন পায়ে হৈলা সবে চমৎকার মন ॥ ৩০
 ইন্দ্রে কহয়ে তবে করি যোড়হাত ।
 মোর নিবেদন কিছু শুন শচীনাথ ॥ ৩১
 যদি মনে কর আশি ইন্দ্র কারণে ।
 এই যজ্ঞ করি হেন না করিহ মনে ॥ ৩২
 তোমরা সেবিলে যেই মাধব চরণ ।
 বালুকায় মধ্যে তিনি হৈলা অদর্শন ॥ ৩৩
 যজ্ঞ আরম্ভিল পুন তাঁহার প্রকাশে ।
 প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশে ॥ ৩৪
 যাবৎ না হয় পূর্ণ এই যজ্ঞবর ।
 দেবগণ সহ রহ সভার ভিতর ॥ ৩৫
 শুনি হাসি কহে ইন্দ্র দেবগণ সনে ।
 সুখে যজ্ঞ কর রাজা হরষিত মনে ॥ ৩৬
 তোমার এ চেষ্টা হয় সবায় কল্যাণ ।
 সকলে দেখিব পুন প্রভু ভগবান ॥ ৩৭

আমাদের কপট নাহিক এই কাজে ।
 সহায় আছিরা মোরা দেবতা সমাজে ॥ ৩৮
 ইন্দ্রাদি দেবের বোল ইন্দ্রহ্যম শুনি ।
 হরষিতে যজ্ঞ আরম্ভিল নরমণি ॥ ৩৯
 নানাবিধ উপহারে শ্রীনাথে পূজিলা ।
 পিতৃ বিপ্রগণে পূজে সাবধান হৈয়া ॥ ৪০
 স্বস্তি ঋদ্ধি পড়িতেছে যতেক ব্রাহ্মণে ।
 বিধিমতে বরণ করিলা হোতৃগণে ॥ ৪১
 সদস্ত সকল তবে ভূপে পন্নী সনে ।
 অগ্নি আবাহন করি পূজে নারায়ণে ॥ ৪২
 হরষর আনি জলে প্রোক্ষণ করিয়া ।
 জয়পত্র লিখি ঘোড়া দিলেক ছাড়িয়া ॥ ৪৩
 লিখিল শক্তি বার রহে ঘোড়া ধর ।
 ইন্দ্রহ্যম রাজার সহিত যুক্ত কর ॥ ৪৪
 এইরূপে লিখি তবে ঘোড়া ছাড়ি দিল ।
 ঘোড়া পাছে সেনা অসংখ্য চলিল ॥ ৪৫
 এথা যুগচন্দ্রাসনে রাজা মতিমান ।
 মৌন হৈয়া আছে চন্দ্রচূড়ের সমান ॥ ৪৬
 অপাঙ্গে আদেশ কৈলা যত মন্ত্রিগণে ।
 নিমন্ত্রিতগণে সব করাহ ভোজনে ॥ ৪৭
 ইঙ্গিত বুঝিয়া বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ ।
 নির্মাণ করিল রাশি রাশি পাত্রগণ ॥ ৪৮
 দেব হেতু রত্নপাত্র মণিতে খচিত ।
 মুনি রাজগণ হেতু সুবর্ণে নিখিত ॥ ৪৯
 ক্ষত্ৰী বৈশ্য রত্নতে কাংশ্রে শূদ্রগণ ।
 ভোজনান্তে পাত্র নিতি কৈলে সর্বজন ॥ ৫০
 আইল যতেক লোক রাজ নিমন্ত্রণে ।
 পঞ্চশত বর্ষ তথি রহে হর্ষমনে ॥ ৫১
 দুইবিধ ব্রাহ্মণ নিত্যই পাক করে ।
 মস্ত্রে তস্ত্রে বিশারদ দেবগণ তরে ॥ ৫২
 নীতিশাস্ত্রে বিশারদ মাহুর কারণ ।
 বড়বিদ্য অন্নপান করে সনর্ষণ ॥ ৫৩
 দেবগণ সুধাতুষ্ণ-হীন সুখ পানে ।
 তথাপি ভোজন করি চমৎকার মনে ॥ ৫৪

পাতালের আইল যত নাংরাজগণ ।
 সুধার অধিক সবে করাইলা ভোজন ॥ ৫৫
 সুগন্ধি পুষ্পের মালা কব্ধুরী চন্দন ।
 পট্টবস্ত্র উপাধান সহিত আসন ॥ ৫৬
 করিল পালঙ্ক শয্যা সবাংকার তরে ।
 স্বর্দণ্ড চামর বাজয়ে সবাংকারে ॥ ৫৭
 কর্পূরলবঙ্গজাতি তাষ্মলের সনে ।
 সবাংকারে সমর্পণ করয়ে যতনে ॥ ৫৮
 ভরতের শিকানাট গীত সবে গায় ।
 এইরূপে সবাংকারে ভুজিলেন রায় ॥ ৫৯
 তিনলোক-বাসির হইল চমৎকার ।
 হেন যজ্ঞ না হইল না হইবে আর ॥ ৬০
 এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ আরম্ভিল ।
 পৃথিবী পাতাল স্বর্গ যশেতে পুরিল ॥ ৬১
 যাজ্ঞবল্ক্য আদি করি যত মুনিগণে ।
 যজ্ঞে হোতা হৈয়া যজ্ঞ করায় রাজনে ॥ ৬২
 বশিষ্ঠাদি সপ্তঋষি সদন্ত হইয়া ।
 যজ্ঞের হইলা সাক্ষী সভায় বসিয়া ॥ ৬৩
 যেই সব জন করে বিধির বিধান ।
 মন্ত্র বলাইছে তারা হয়ে সাবধান ॥ ৬৪
 যোগীকর্ম যোগিগণ কর্মকারী হয় ।
 অতএব স্বরে বর্ণে মন্ত্রহীন নয় ॥ ৬৫
 সভায় বসিয়া যত মুনির মণ্ডলী ।
 বাক্য উপবাক্য মন্ত্র বলে কুতূহলী ॥ ৬৬
 পরস্পর করে হরি-ভক্তির বিচার ।
 হরিলীলা চরিত্র বাথানে বার বার ॥ ৬৭
 অগ্নি মধ্যে সাক্ষ্য হইয়া দেবগণ ।
 হরষিত হৈয়া হবি করয়ে ভোজন ॥ ৬৮
 সুধার সমান ব্রহ্মা হবিরে স্বজিল ।
 তাহা ভূজি বীর্ষাবস্ত্র চিরজীবী হৈল ॥ ৬৯
 অগ্নি মধ্যে হবিভোগ করে দেবগণ ।
 বাসে পুন উপহার করয়ে ভোজন ॥ ৭০
 চিরকাল দেবগণ ভ্যজি স্বর্গপুরী ।
 রাজার পীরিতে তাহা মনে নাহি করি ॥ ৭১

পাতালনিবাসী যত নাংরাজগণ ।
 তথা হৈতে স্নেহে এথা করয়ে ভোজন ॥ ৭২
 পাতাল গমন ইচ্ছা মনে নাহি করে ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরে সবে স্নেহেতে বিহরে ॥ ৭৩
 পৃথিবী ভ্রমণ করি ঘোটক আইল ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতাপেতে কেহ না বাধিল ॥ ৭৪
 স্মৃতিকার কল্পকার শাস্ত্রজ্ঞানিগণ ।
 যজ্ঞে বিশারদ সদাচারেতে ভূষণ ॥ ৭৫
 অবভূথ সমর্পিল অগ্ন্যধান হৈতে ।
 বিধিমতে এক যজ্ঞ করিল পূর্ণিতে ॥ ৭৬
 পুনঃ আর যজ্ঞ রাজা আরম্ভ করিল ।
 প্রথম হইতে শ্রদ্ধা অধিক বাড়িল ॥ ৭৭
 এইমতে যজ্ঞ করে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় ।
 ত্রৈলোক্যজনের সদা আনন্দ বাড়ায় ॥ ৭৮
 জগন্নাথ দয়া হেতু ব্রহ্মার আদেশ ।
 ক্রমে সংশ্লেশ যজ্ঞ করয়ে প্রকাশ ॥ ৭৯
 এক-উনসহস্র ক্রমেতে সমাপিল ।
 সহস্রের পূরণ যজ্ঞেতে দীক্ষা হৈল ॥ ৮০

রাজার ভগবদর্শন ।

জৈমিনি বলয়ে বান্ধি, শুন সব দ্বিজমণি,
 সুধাসার প্রভুর চরিত ।
 সহস্রের পূর্ণযোগে, দীক্ষা হৈলা মহাভাগে,
 দিনে দিনে পাইলা দিব্যগতি ॥ ১
 সোনরসে যেই দিনে, যজ্ঞ কৈলা দৃঢ়মনে,
 সেই হৈতে সপ্তম দিবসে ।
 তাহার যে রাজি সার, চতুর্থ প্রহরে তার,
 ধ্যান করে মনের হরিষে ॥ ২
 ক্ষটিকেতে নিরমাণ, ত্রীশেতদ্বীপ ধাম,
 দেখে রাজা প্রত্যক্ষ সমান ।
 তার চারিদিকে বেড়ি, শোভে ক্ষীরসিদ্ধবারি,
 দেখি প্রেমে পুরিল নয়ন ॥ ৩

দেখে কল্পতরুগণ, পুষ্প গন্ধ মনোরম,
দশ দিক্ আমোদিত করে ।
শুভ্র রক্ত বর্ণচয়, শঙ্খচক্রাঙ্কিতময়,
প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার ধরে ॥ ৪
ফলে ডালে বাকলেতে, বাহিরে কি অন্তরেতে,
দেখে শঙ্খচক্র চিহ্নগণ ।
সেই কল্পতরু তথি, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর মূর্তি,
আঁখি ভরি দেখয়ে রাজন ॥ ৫
সেই শ্বেতদ্বীপ মাঝে, অপূর্ণ মণ্ডপসাজে,
মণিতে রচিত মনোহর ।
রতনের সিংহাসন, তার মাঝে মনোরম,
ছটা জিনি মধ্যাহ্ন ভাস্কর ॥ ৬
মন্দ বাত খেলে জলে, সেই বাত স্নানীতলে,
নীতল মণ্ডপ অল্পম ।
তাঁহে রত্নসিংহাসনে, রাজা করে দবশনে,
নবীন কিশোর ঘনশ্রাম ॥ ৭
দা পদ্ম পঙ্খবর, চক্র চারি করোপর,
বনমালা গলে বিভূষিত ।
সকল দ্রাবণাগার, সৌন্দর্য্য সম্পত্তিগার,
ত্রিচরণ জগৎ-পুজিত ॥ ৮
মহামালা মণিগণে, অলঙ্কার বিভূষণে,
অঙ্গতেজে তিরস্কার করে ।
দেপি রূপ নরপতি, প্রেমাঁয় আকুল নতি,
নিজ অঙ্গ ধরিতে না পারে ॥ ৯
দক্ষপার্শ্বে মনোহর, দেপে মণ্ডপদ্বয়,
কোটিচক্র জিনিয়া বদন ।
চিহ্নাদিশিখর-সম, তলু অতি মনোরম,
আঁখি ভরি দেখয়ে রাজন ॥ ১০
ফণাগণ শোভে শিরে, মুকুট তাহাতে পরে,
শোভে যেন ছত্রের সমান ।
শ্রবণে কুণ্ডল মণি, উজ্জল ভাস্কর জিনি,
সদাই ঘুরয়ে চন্দ্রময় ॥ ১১
লাঙ্গল মুবল করে, শঙ্খচক্র শোভা করে,
চারিবাহু দেখি অল্পম ।

ভূষা দিবা মণিহার, কেয়ুর বশর আর,
মুদ্রিকাদি কত অব নাম ॥ ১২
ক্ষুদ্রখণ্ডি কটি মাঝে, তথি স্বর্ণমুদ্র সাজে,
রতনে নিশ্চয় মনোহর ।
বারাণী মদিরা ভোরা, গর গর আতোয়ার,
হাসিনাখা রক্ষিম অধর ॥ ১৩
হরির দক্ষিণদিকে, দেখে তথি মহাভাগে,
পদ্মাসনে লক্ষীঠাকুরাণী ।
কমল অভয়বর, হাতে করি নিবস্তব,
কুঙ্কুমভা সুন্দরলোচনী ॥ ১৪
ত্রৈলোক্য যুবতীগণ, জিনি রূপ মনোরম,
রূপের দৃষ্টান্ত সবাকার ।
সিদ্ধ-কথা বলে সবে, করি এই অমৃতভয়ে,
লাবণ্যসিদ্ধুর কথ্য সার ॥ ১৫
সম্মুখেতে প্রজাপতি, ঘোড়হাতে করে স্বাতি,
বামে শোভে চক্র সুদর্শন ।
মনকাদি মুনি যত, স্তুতি করে অবিরত,
স্বপ্নে বাজা করিলা দশন ॥ ১৬
অতি অদ্ভুতরূপ, জ্যোতির্ময় অপূর্ণ,
দেপি রাজা আপনা পাসবে ।
সেই ধ্যানযোগে রয়ে, প্রেমে গরগর হয়ে,
স্তুতি করে গদগদ স্বরে ॥ ১৭
জৈমিনি বগয়ে শুন যত মুনিগণ ।
ধ্যান যোগে ইন্দ্রজ্য করয়ে স্তবন ॥ ১৮
মনো জগতের আত্মা জগত-আধার ।
ত্রিগুণের পার নমঃ ত্রৈলোক্যের সার ॥ ১৯
গুণগণ প্রকাশক প্রকৃতির পার ।
নিরামল শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ তোমার ॥ ২০
দেদে কাথত অল্প তোমার সে নাম ।
জগত তোমার রূপ তোমারে প্রাণন ॥ ২১
নমঃ সংসারির হুঃখ-অহঙ্কার-হারী ।
নমঃ চৌদ্ধভুবনের মূলস্তম্ভ হরি ॥ ২২
নমঃ শিরস্কার কোটীপ্রজ্ঞাও রচনে ।
করুণাসিদ্ধুর বিধু করিয়ে বন্দনে ॥ ২৩

নমো দীনোদ্ধার শুভ রূপার নিধান ।
 নমঃ সূর্যাদির দীপ্তকারী ভগবান ॥ ২৪
 নমঃ তুমি জঠরাগ্নিরূপ নারায়ণ ।
 নমো বহিরূপ তুমি পবিত্র কারণ ॥ ২৫
 অতিশুভ্র অতিশ্রেষ্ঠ তুমি দীর্ঘ অতি ।
 আশ্রমে নিকট তুমি অতিদূরে স্থিতি ॥ ২৬
 অশ্রিত পশুরূপ তুমি, তুমি সর্বোত্তম ।
 অশ্রিত পশু জিনি তব রূপ নারায়ণ ॥ ২৭
 তুমি অগোপিত পঞ্চ কোষের ভিতরে ।
 আপনি না জানাইলে কে জানিতে পারে ॥ ২৮
 দীনবন্ধু জগন্নাথ কর মোরে দ্রাণ ।
 তোমার চরণে নাথ অনন্ত প্রণাম ॥ ২৯
 ভবান্ধি তরিশু তোমা তরণী পাইয়া ।
 দরশনে ক্লেশগণ গেল পলাইয়া ॥ ৩০
 তুমি চিদানন্দ রূপ যে পায় তোমারে ।
 সত্য হৃদে নাশে ভাসে পেমের সাগরে ॥ ৩১
 মধ্যাহ্নের ভাঙ্গু যদি গগনে উদয় ।
 দীপ্তে তার অঙ্ককার কতক্ষণ বয় ॥ ৩২
 আমি দীন জীবিতছি ভবান্ধি ভিতর ।
 দ্রাণ কর জগন্নাথ জগত-ঈশ্বর ॥ ৩৩
 ধানে এইরূপ রাজা কবিতা স্তবন ।
 প্রণমিয়া করিলেন চরণবন্দন ॥ ৩৪
 ধান অবসানে স্বপ্ন নাহি হয় জ্ঞান ।
 জাগিয়া দেখিল সব যেন মতিমান ॥ ৩৫
 তবে স্বপনের অস্ত্রে নৃপতি জাগিল ।
 আপনা আপনি রাজা স্বরণ করিল ॥ ৩৬
 অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি নৃপবর ।
 আপনাকে কৃতার্থ মানয়ে বহুতর ॥ ৩৭
 সহস্রেক যজ্ঞ মম সফল হইল ।
 মম ভাগ্য সর্বরূপে উদয় করিল ॥ ৩৮
 নারদের বাক্য কড় নাহি হয় আন ।
 কোনরূপে প্রার্থাই দেখিব ভগবান ॥ ৩৯
 এইরূপ চিন্তা করি রাজি শেষ কৈল ।
 প্রাতঃকালে উঠি রাজা নারদে বলিল ॥ ৪০

প্রণাম করিয়া রাজা গদগদ স্বরে ।
 স্বপনের বৃত্তান্ত কহিল মুনিবরে ॥ ৪১
 শুনিয়া নারদ মুনি আনন্দ হইল ।
 কারে না কহিয় স্বপ্ন নিষেধ করিল ॥ ৪২
 এত দিনে তব শোক গেল রাজা দূরে ।
 প্রভাতে দেখিলে স্বপ্নে দেব গদাধরে ॥ ৪৩
 প্রাতঃকাল স্তবফল ধরে দশ দিনে ।
 পুণ্ডরীক জাহ্নবী রাজা এইত প্রমাণে ॥ ৪৪
 প্রত্যক্ষ হবেন হরি যজ্ঞের অন্তরে ।
 পূর্বে প্রজাপতি কহিলেন মোর দ্বারে ॥ ৪৫
 সেই ব্রহ্মা স্বপ্নে তুমি করেছ দর্শন ।
 অতএব যজ্ঞ কর হয়ে একমন ॥ ৪৬
 স্বপ্নজ্ঞান কদাচিত না কর রাজন ।
 হরির চরিত্র এই বুঝিতে বিষম ॥ ৪৭
 হেন স্বপ্ন অভাগা জনের নাহি হয় ।
 ভাগ্যবান্ জনে হেন স্বপ্ন মিলয় ॥ ৪৮
 জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 অদ্ভুত অমৃত কথা করহ শ্রবণ ॥ ৪৯
 হরষিত হয়ে পুনঃ ইন্দ্রদ্রুম রাজা ।
 সোমরসে যজ্ঞ করি করে হরি পূজা ॥ ৫০
 একটাই বসি সব ত্রৈলোক্যের গণে ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখে হরষিত মনে ॥ ৫১
 আকাশ পরশে সব বেদধ্বনিগণ ।
 অস্ত্র আর শব্দ কিছু না করি শ্রবণ ॥ ৫২
 দীনহীন অনাথ আইল বত জন ।
 বাহ্যভরি সবাচারে দিলা বহু ধন ॥ ৫৩
 গায়ক নর্তক স্ততিবাদীগণে আর ।
 বহুধন দিয়া সবে কৈলা পুরস্কার ॥ ৫৪
 কল্পবৃক্ষ সম হৈল ইন্দ্রদ্রুম পুরী ।
 যাহা চাহে তাহা পায় বঞ্ছনা না হেরি ॥ ৫৫
 এইমতে মহারাজা সবে দান দিল ।
 পৃথিবী পাতাল স্বর্গ যশেতে পুরিল ॥ ৫৬
 সমুদ্রের তটে বিবেকবরের দক্ষিণে ।
 যজ্ঞ পূর্ণ হৈলে রাজা অবত্থ নামে ॥ ৫৭

পূর্বে এক বেদী নিরমাণ করি ছিল ।
 তথায় নিযুক্ত যত সেবক আসিল ॥ ৫৮
 ধাইয়া আইল খাস ছাড়িতে ছাড়িতে ।
 নৃপতিরে নিবেদন করে ষোড়শাতে ॥ ৫৯
 শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন ।
 অতি অপক্লপ এক করিহু দর্শন ॥ ৬০
 বড় এক বৃক্ষ দেখি সমুদ্রের তীরে ।
 অগ্রভাগ ডুবিয়াছে জলের ভিতরে ॥ ৬১
 তীরেতে আছয়ে মূল কল্লোলে প্লাবিত ।
 রক্তবর্ণ তরু শঙ্খচক্রোতে অঙ্কিত ॥ ৬২
 এককালে যেন শত সূর্য্যের উদয় ।
 আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা হরয়েছি বিস্ময় ॥ ৬৩
 স্নগন্ধ গন্ধোতে তীর আশ্রয়িত কবে ।
 স্নানবেদী সমীপে আছয়ে তরুবরে ॥ ৬৪
 কল্লবৃক্ষ হয় এই নহে সাধারণ ।
 কল্লতরু রূপে কেহ কৈল আগমন ॥ ৬৫
 বক্ষকগণের বাক্য শুনিয়া নৃপতি ।
 নারদে চাহিয়া কহে করিয়া মিনতি ॥ ৬৬
 কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ ।
 কিবা শ্রেষ্ঠ তরু দেখি কহে দাসগণ ॥ ৬৭
 এত শুনি কহে মুনি সহাস্ত বদনে ।
 পূর্ণাঙ্কিত সমাপন করহ রাজনে ॥ ৬৮
 এত দিনে যজ্ঞ তব সফল হইল ।
 কৌনার ভাগ্যের ফল উদয় হইল ॥ ৬৯
 পূর্বেতে স্বপ্নে বাহ্য করেছ দর্শন ।
 সেই পৈকুণ্ডেব নাথ আইল রাজন ॥ ৭০
 পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ তরিতে সংসার ।
 বিবরণ শুন তার সূর্য্যের কুমার ॥ ৭১
 শ্বেতদ্বীপে বিশ্বমুক্তি যে কৈলে দর্শন ।
 সেই হরি লোমরূপ করিল ধারণ ॥ ৭২
 স্বেচ্ছায় পড়িয়া প্রভু ক্ষীরসিন্ধুনীরে ।
 তরুরূপ আপনি হইলা মায়া ধরে ॥ ৭৩
 পৃথিবীতে রহিবেন গেই অবতার ।
 সেইরূপ হইলা প্রভু তরুর আকার ॥ ৭৪

অলৌকিক তরু এই ইহার দর্শনে ।
 তোমারই পাত্র পৃথিবীতে নাহি আসে ॥ ৭৫
 ইবে তব ভাগ্যহেতু দেখিবে সকলে ।
 এই কীর্ত্তি তোমার ঘুমিবে ভূমণ্ডলে ॥ ৭৬
 সিদ্ধুতীরে সমাধিয়া অবস্থি স্নান ।
 মহামহোৎসব তুমি কর মতিমান ॥ ৭৭
 তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরে মঙ্গল করিয়া ।
 স্থাপন করহ মহাবেদীতে আনিয়া ॥ ৭৮
 এইরূপে যুক্তি করি নৃপমণিবর ।
 দারুভ্রক সম্মিথানে চলিল সঙ্ঘর ॥ ৭৯
 রাজার সহিত চলে পাত্রনিয়োগ ।
 বথ অশ্ব গজ পদাতিক অগণন ॥ ৮০
 ধাইল যতোক লোক হরিরে দেখিতে :
 পথ নাহি পায় দায়ে চলে চারি ভিতে ॥ ৮১
 দায় কুল-নারীগণ লজ্জা পরিহরি ।
 বৃদ্ধগণ চলে সব যষ্টিভর করি ॥ ৮২
 জগন্নাথ দেখিতে সবার সাধ মনে ।
 হারিধ্বনি করি পথে দায় সব জনে ॥ ৮৩
 সমুদ্রকল্লোল শব্দ শব্দে স্তব্ব কৈল ।
 তবে সবে সিদ্ধুতীরে উপনীত হৈল ॥ ৮৪
 দেখে দারুভ্রক হরি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ।
 উজ্জল করেছে সিদ্ধুতীর মনোহর ॥ ৮৫
 শত শত ভানুকি উদিত একবারে ।
 শঙ্খচক্রচিহ্নময় তরুরে নেহারে ॥ ৮৬
 জনম সফল মানিলেক সর্ব্বজন ।
 দারুভ্রকে ইন্দ্রদ্রায় করিল দর্শন ॥ ৮৭
 নিমগ্ন হইল রাজা আনন্দ সাগরে ।
 পুলকে পূর্ণিত মুখে বাক্য নাহি ক্ষুরে ॥ ৮৮
 স্বপ্নে জগন্নাথে যেন করিল দর্শন ।
 সেইরূপ বৃক্ষবরে দেখয়ে রাজন ॥ ৮৯
 চারি বড় ডাল চারি শাখা শোভে তায় ।
 সুধা যরে তরুবরে নয়ন জুড়ায় ॥ ৯০
 দেখি সবে শ্রম রাজা ঈকল মানিল ।
 মাদবদ্র অদর্শনে শৌক ভুগাইল ॥ ৯১

প্রেমজল বেয়ে পড়ে নয়ন বাহিয়া ।
 পুনঃপুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৯২-
 দিব্যমালাচন্দনাদি নানা অলঙ্কার ।
 দারু অঙ্গে পরাইল সূর্য্যের কুমার ॥ ৯৩
 তবে রাজা বিপ্রগণে করিয়া যতন ।
 দারুত্রক্ষে গৃহে লৈতে কৈলা নিবেদন ॥ ৯৪
 বহিয়া চলিলা বিপ্রগণ হরবিত্তে ।
 লক্ষ লক্ষ টকাগণ লাগিল বাজিতে ॥ ৯৫
 পট্ট কাহাল শঙ্খ ষাঙ্গে বিনাল ।
 তুরী ভেরী ঝরী মৃদঙ্গ করতাল ॥ ৯৬
 মধুর মুরজ বীণা রবাব মোচঙ্গ ।
 বাজয়ে দগড়দামা ডিঙিমের সঙ্গ ॥ ৯৭
 বাজগীত নাট করি চলে সর্বজন ।
 জয় জয় শব্দ বিনা না করি শ্রবণ ॥ ৯৮
 জয় জয় জগন্নাথ দারুরূপ হরি ।
 ঘন ঘন এই শব্দ দেয় নরনারী ॥ ৯৯
 দেবগণ চলে সব প্রহরে ঘেরিয়া ।
 প্রেমে নাগগণ চলে জয় জয় দিয়া ॥ ১০০
 পারিজাতপুষ্প বৃষ্টি করে দেবীগণ ।
 আকাশ হইতে পুষ্প পড়ে ঘনে ঘন ॥ ১০১
 অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প পড়ে দারুগায় ।
 চলিলেন মহাপ্রভু প্রসন্ন হিয়ায় ॥ ১০২
 চারিদিকে ধূপপাত্র কুম্ভাঙ্কুর তায় ।
 মলয়া পবনে গন্ধ নাসিকা মাতায় ॥ ১০৩
 জরুপিণী বেশাগণ মত্ত যৌবনেতে ।
 রত্নদণ্ড চামর বাজয়ে চারি ভিত্তে ॥ ১০৪
 দিব্য পট্ট পতাকা ধরিয় চারি ভিত্তে ।
 চলিল অনেক লোক ঘেরি জগন্নাথে ॥ ১০৫
 রথ গজ অশ্ব চলে অনেক পদাতি ।
 স্ততিবাদি মহাঋষিগণ করে স্ততি ॥ ১০৬
 হোতা বিপ্র শ্রোত্রিয় বিদ্বানগণ যত ।
 কক্ৰী বৈশ্য সৎ শূদ্র ঘেরে চলে কত ॥ ১০৭
 শ্রুতি স্মৃতি শ্রুতশাস্ত্রে কথিত স্ততিগণে ।
 চারিদিকে স্তব করে যেই যাছা জানে ॥ ১০৮

জয় জয় পরম ঈশ্বর দারুময় ।
 জয় অগতির গতি সদয় হৃদয় ॥ ১০৯
 জয় নীলমাধব অনন্ত ভগবান্ ।
 জয় দারুরূপ ইবে কর পরিজ্ঞান ॥ ১১০
 এইরূপে নানাবিধ করিয়া স্তবন ।
 মহাবেন্দী নিকটে আনিলা নারায়ণ ॥ ১১১
 সেই মহাবেন্দী হয় অতি মনোহর ।
 উপরে চাঁদোয়া তার পরম সুন্দর ॥ ১১২
 পট্টবস্ত্রে ঘেরিয়াছে তার চারিভিত্ত ।
 খায়া মাঝে মাঝে মুক্তা ঝারা স্তূশোভিত ॥ ১১৩
 ইন্দ্রদ্রায় রাজার আদেশে বিপ্রগণে ।
 সেই বেদী উপরে রাখিল নারায়ণে ॥ ১১৪

প্রতিমা নির্মাণ ।

রাজা অতিশয় আনন্দ পাইয়া ।
 নারদে প্রণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ ১
 রাজারে করিয়া কোণে মুনি আনন্দিত ।
 দোহে দোহা মিলি হৈল পুঙ্কে পুণ্ডিত ॥ ২
 তবেত রাজারে চাহি কহে মুনিবর ।
 পূজা কর দারুময় পরম ঈশ্বর ॥ ৩
 মুনির বচনে বহুবিধ উপচারে ।
 পূজা কৈল দারুত্রক্ষে পরম সাদরে ॥ ৪
 পূজা অবসানে পুন মুনিরে জিজ্ঞাসে ।
 কিরূপে প্রতিমা বিষ্ণু হবে প্রকাশে ॥ ৫
 কেবা নিম্ভাইবে ইহা কহ মহাশয় ।
 সব কথা কহি মোর খণ্ডাহ সংশয় ॥ ৬
 এত শুনি মুনিবর লাগিল কহিতে ।
 অলৌকিক চেষ্টা তাঁর কে পারে বুঝিতে ॥ ৭
 সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর চেষ্টা নাহি জানে ।
 অতঃ কেবা জানিবেক এ চৌদ্দভুবনে ॥ ৮
 এইরূপে দুই জনে করয়ে বিচার ।
 হেনকালে অশ্বরীক্ষে শুনে চমৎকার ॥ ৯

হইল আকাশবাণী সৰ্বলোক শুনে ।
 শ্রবণ করিয়া সবে চমৎকার মানে ॥ ১০
 শুন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন না ভাব বিস্ময় ।
 অলৌকিক হরি বিচারের কার্য্য নয় ॥ ১১
 মহাবেদী আচ্ছাদন করহ যতনে ।
 ইতি মাঝে অবতার হবেন আপনে ॥ ১২
 পঞ্চদশদিন না খুলিবে আচ্ছাদন ।
 দৃঢ় করি সর্ব্ব দ্বার করিবে বন্ধন ॥ ১৩
 উপস্থিত হৈল যেই বৃদ্ধ স্ত্রধর ।
 নিজ অস্ত্রশস্ত্র লয়ে স্কন্ধের উপর ॥ ১৪
 ইহাঁরে বেদীর মধ্যে প্রবেশ করায় ।
 যতন করিয়া দ্বার বাধিবে আঁটিয়ে ॥ ১৫
 যাবত নিশ্চাণ হবে প্রাণিমা সকল ।
 তাবত বাহিরে কর বাণ্ড কোলাহল ॥ ১৬
 শুনিলে গঠন শব্দ কালা কাণা হয় ।
 নরকে নিবাস পুত্র মরয়ে নিশ্চয় ॥ ১৭
 কদাচ কর্তব্য নহে অস্ত্রে প্রবেশন ।
 নিশ্চাণের কালে না দেখিবে কদাচন ॥ ১৮
 কস্মকারণী বিনা যদি অগ্র জন দেখে ।
 রাজ্যের বিতথা আর সেই পায় হুঃখে ॥ ১৯
 যুগে যুগে চক্ষুঃ-হীন হয় সেই জন ।
 অতএব সেকালে না করিবে দর্শন ॥ ২০
 যবে সব কার্য্য করিবেন সমাধান ।
 আপনেই কর্তব্য কহিব ভগবান ॥ ২১
 যেই যেই কার্য্যগণ করয়ে যতনে ।
 স্ত্রধের কারণ তাহা হয় সর্ব্বজনে ॥ ২২
 এত কহি অস্তরীক্ষে প্রভু ভগবান ।
 নীরব হইয়া বাক্য কৈল সমাধান ॥ ২৩
 এতেক শুনিয়া সবে আকাশ বচন ।
 সেইরূপ করিতে সবার হইল মন ॥ ২৪
 হেনকালে হরি বিশ্বকর্মা রূপ ধরি ।
 রাজার নিকটে আসিছেন ধীর ধীর ॥ ২৫
 অতিবৃদ্ধ হইলেন দেব গদাধর ।
 কাশিয়া কাশিয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ ২৬

ঠেঙ্গা হাতে উঠিতে নড়য়ে সব অঙ্গ ।
 চলিতে চরণ কাঁপে করয়ে বিভঙ্গ ॥ ২৭
 চারিদিকে লোক সব করে পরিহাস ।
 মায়ায় সবার মন মোহে শ্রীনিবাস ॥ ২৮
 দেখি অতি বিস্ময় হইলা নরপতি ।
 লোক নিবারিয়া কিছু কহে বুড়া প্রতি ॥ ২৯
 কহ কোন দেশ হৈতে তব আগমন ।
 কি হেতু আইলা এথা কহ প্রয়োজন ॥ ৩০
 বুড়া বলে ঘর মোর দ্বারকা নগরে ।
 বাসুদেব রাণা নাম বিদিত সংসারে ॥ ৩১
 যত কিছু দেখ রাজা এতিন ভুবনে ।
 সকল গঠন মোর জানহ রাজনে ॥ ৩২
 দারুভ্রক গঠিবারে আইছ এথায ।
 কোথায় আছয়ে তরু দেখাহ আমার ॥ ৩৩
 রাজা বলে অপক্লপ তোমার এ বাণী ।
 হেন বৃদ্ধ কেমনে গঠিবে চক্রপাণি ॥ ৩৪
 নারদ বলয়ে রাজা না কর বিস্ময় ।
 বুড়ার বচনে তুমি করহ প্রত্যয় ॥ ৩৫
 শুনি অতি বিস্ময় হইলা নরপতি ।
 স্মরিয়া আকাশবাণী স্থির কৈলা মতি ॥ ৩৬
 পুন বৃদ্ধ স্ত্রধর চাহি রাজা প্রতি ।
 কহিতে লাগিলা কিছু মধুর ভারতী ॥ ৩৭
 শুন শুন মহারাজ আমার বচন ।
 স্বপ্নে যেহ যেহ রূপ করেছ দর্শন ॥ ৩৮
 দারুতে সে সব রূপ করিব প্রকাশ ।
 এত কহি বেদী মধ্যে গেলা শ্রীনিবাস ॥ ৩৯
 সকল জনের হরি করিতে বন্ধন ।
 বৃদ্ধ স্ত্রধররূপে আইলা নারায়ণ ॥ ৪০
 জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণ ।
 অস্তরীক্ষবাণী রাজা করিয়া শ্রবণ ॥ ৪১
 যেই যেই রূপ শুনিলেন নরপতি ।
 সেইরূপ করিবারে কৈলা তবে মতি ॥ ৪২
 বৃদ্ধ স্ত্রধর মাত্র করিলে প্রবেশ ।
 দ্বারবন্ধ করিবারে করিলা আদেশ ॥ ৪৩

চারিদিকে ঘরি লব করিল বন্ধন ।
 বেদী চারিদিকে কৈলা বস্ত্রে আচ্ছাদন ॥ ৪৪
 বহুবিধ বাছ তবে বাজিতে লাগিল ।
 বাস্ত্রের শব্দে যেন সিদ্ধ উৎখিল ॥ ৪৫
 এইরূপে নিত্য নিত্য বাজে বাজচর ।
 পঞ্চদশ দিন সবে অপেক্ষা করয় ॥ ৪৬
 পারিজাতপুষ্প বৃষ্টি ভূমি সুদুর্লভ ।
 তার দিব্য গন্ধ সবে করে অমৃতব ॥ ৪৭
 নিতি নিতি গীতনাটা করে দেবগণ ।
 সুখে অমৃতব তাহা করে সর্বজন ॥ ৪৮
 বহুবিধ গীত আর শুনে লোকগণ ।
 সুস্বাদু স্বর্গ গন্ধা জল বরিষণ ॥ ৪৯
 ঐরাবত আদি গজগণ মদগন্ধ ।
 সদা অমৃতব করে যত লোকবৃন্দ ॥ ৫০
 যজ্ঞ হেতু আইলেন যত দেবগণ ।
 হরি দেখি হৃৎ হৈতে হইলা মোচন ॥ ৫১
 যেইরূপ কৈলা পূর্বে মাধব সেবন ।
 জগন্নাথে সেইরূপ কৈলা উপাসন ॥ ৫২

মূর্তিচতুষ্করূপে ভগবানের আবির্ভাব ।

দেবতার উপাসনে প্রভু জগন্নাথ ।
 দিব্যরূপগণ ধরি হইলা সাক্ষাৎ ॥ ১
 স্মরণ নিরমাণ হৈলা পঞ্চদশ দিনে ।
 চারি মূর্তি ধরিলেন প্রভু নারায়ণে ॥ ২
 জৈমিনি বলয়ে সবে শুন সাবধানে ।
 পূর্বে যেই যেই রূপ করিছ বর্ণনে ॥ ৩
 আবির্ভাব হৈলা প্রভু সেই রূপ ধরি ।
 দিব্য সিংহাসনে জগতের নাথ হরি ॥ ৪
 সংহতি সুভদ্রা বলরাম সুদর্শন ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ ॥ ৫
 লাজল মুহুর্ত চক্রে পদ্ম ধরি হাতে ।
 প্রকাশ হইলা বলরাম হরষিতে ॥ ৬

সপ্তকণা শোভে শিরে মুকুট তাহার ।
 ছত্রের আকার সে অভূত শোভা পায় ॥ ৭
 সর্পের আকার দেহ কুণ্ডল শ্রবণে ।
 আবির্ভাব বলরাম অনন্ত আগনে ॥ ৮
 সুভদ্রা সুন্দরমুখী আবির্ভাব হৈলা ।
 কমল অভয়বর করেছে ধরিল ॥ ৯
 আবির্ভাব হৈলা এই কমলা আপনি ।
 সবার হয়েন ইনি চৈতন্যরূপিনী ॥ ১০
 এই লক্ষ্মী পূর্বেতে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ।
 জন্মিলেন মহাদেবী রোহিণী-উদরে ॥ ১১
 বলরামরূপ সদা হৃদয়েতে ভাবি ।
 বলভদ্র আকার জন্মিলা মহাদেবী ॥ ১২
 অভেদ শরীর হন কৃষ্ণ বলরাম ।
 এক বস্তু দুইরূপ জানিহ প্রমাণ ॥ ১৩
 বিষ্ণুর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী তিলেক না সম ।
 অতএব বিষ্ণু সহ অবতার হয় ॥ ১৪
 বলরাম জন্মিলেন রোহিণী-উদরে ।
 তন্মধ্যে ভগিনী কহি লোক ব্যবহারে ॥ ১৫
 কিন্তু আপনেই লক্ষ্মী সুভদ্রারূপিনী ।
 এক গর্তে জন্ম হেতু রাগের ভগিনী ॥ ১৬
 যথায় পুণ্ড্ররূপে প্রভু ভগবান ।
 তথায় স্ত্রীরূপে হন লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥ ১৭
 গুরুব মায়েই সব হয় বিষ্ণুময় ।
 স্ত্রীমাত্র কমলারূপ জানিয় নিশ্চয় ॥ ১৮
 দেবতা কি পশুপক্ষিমহুঘোর গণ ।
 এই হুই বিভিন্ন আছয়ে কোন জন ॥ ১৯
 বলরাম কৃষ্ণ হুই এক করি জানি ।
 হরি বিনে ফণাথ্রে কে ধরয়ে ধরণী ॥ ২০
 সেইত অনন্ত হন প্রভু বলরাম ।
 নিরন্তর পূর্ণ করে হরি মনস্কাম ॥ ২১
 এই শক্তিরূপা লক্ষ্মী ব্রহ্মাণ্ড জননী ।
 তাঁহার ভগিনী করি সকলে বাখানি ॥ ২২
 যেই সুদর্শনচক্রে বিষ্ণু করে স্থিতি ।
 শাখা অগ্রে হৈলা তেই চতুর্থ মূর্তি ॥ ২৩

সেইত দারুতে চারিমূর্তি এইরূপে ।
 নির্মাণ হইলা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূপে ॥ ২৪
 তবে হরি উপকার করিতে সবার ।
 অস্তরীক্ষে থাকিয়া বলয়ে আর বার ॥ ২৫
 শুন রাজা ইন্দ্রহ্যম অতি সাবধানে ।
 পটে আচ্ছাদন কর এই মূর্তিগণে ॥ ২৬
 দৃঢ় করি আচ্ছাদন করিয়া যতনে ।
 বর্ণকে করহ চিত্র প্রতিমার গণে ॥ ২৭
 নিজ নিজ বর্ণ সবে করাহ ধারণ ।
 জগন্নাথে নীল বর্ণ করহ রাজন ॥ ২৮
 শঙ্খ আর চক্র বর্ণ কর বলরামে ।
 অরুণ বরণ কর চক্র সুদর্শনে ॥ ২৯
 নানা ভক্তিভানে শোভা নানা অলঙ্কারে ।
 কুঙ্কুম অরুণ বর্ণ কর সুভদ্রারে ॥ ৩০
 কেবল দারুতে যেন করয়ে দর্শন ।
 মহাপাপ হয় করে নরকে গমন ॥ ৩১
 অতএব শীঘ্র এই তরু-বাকলেতে ।
 দৃঢ় করি আচ্ছাদন করহ অগ্রেতে ॥ ৩২
 তবে পুন পট্টবস্ত্রে কর আচ্ছাদন ।
 বৃক্ষ আটা পুন তাতে করহ লেপন ॥ ৩৩
 তবে পুন বর্ণকেতে চিত্র কর তার ।
 শিল্পিগণ দ্বারে করয়ে এসব উপায় ॥ ৩৪
 পুন লেপ খুলি রাজা বৎসরে বৎসরে ।
 অঙ্গরাগ করাইবে এ চারি মূর্তিরে ॥ ৩৫
 কিন্তু মহারাজ এক হবে সাবধান ।
 কদাচিত বন্ধ না খুলিবে মতিমান ॥ ৩৬
 চিরকাল সে বাকল অঙ্গেতে রহিবে ।
 বাকল বিহীন দৃষ্টে প্রমাদ হইবে ॥ ৩৭
 বাকল ঘূচায়ে যেন দেখে নরপতি ।
 চিরকাল হয় তার নরকে বসতি ॥ ৩৮
 হুভিক্ষ মরক রাজ্যে হয় ততক্ষণ ।
 সন্তান মরয়ে তার শুনহ রাজন ॥ ৩৯
 কদাচিত সেইরূপে প্রভু না দেখিবে ।
 দেবতা কি মনুষ্য দেখিলে বিশ্ব হবে ॥ ৪০

অতএব বহুলেপে হৈয়া বিলেপিত ।
 দরশন দিয়া করে জগতের হিত ॥ ৪১
 সূচি প্রপুণ্ডরীকাক্ষ প্রভু দয়াময় ।
 দরশন কৈলে সর্ব পাণে মুক্ত হয় ॥ ৪২
 মনের কামনা যদি পাইবে রাজন ।
 সূচি করিয়া কর প্রভু দরশন ॥ ৪৩
 তোমারে করিয়া দয়া হরি অবতার ।
 তোমা উপলক্ষে হবে সবার নিস্তার ॥ ৪৪
 নীলগিরি মাঝে যেই কল্পতরু বর ।
 তার বায়ুদিকে শত হস্তের ভিতর ॥ ৪৫
 বৃষ্টিংহের উত্তরে সে হয় মহাস্থান ।
 তথায় করহ এক দেউল নির্মাণ ॥ ৪৬
 সহস্রেক হস্ত উচ্চ দেউল করিবে ।
 হরিরে প্রতিষ্ঠা করি তথায় স্থাপিবে ॥ ৪৭
 পূর্বের বিশ্বাসস্থ নামে শবরনন্দন ।
 বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তিহেঁ। জানিহ রাজন ॥ ৪৮
 এইত পর্বতে থাকি মাধবে সেবিল ।
 তার সহ সখ্য তব পুরোহিত কৈল ॥ ৪৯
 এইত দারুলেপ সংস্কার কারণ ।
 সে দৌহার সন্তানে করহ নিয়োজন ॥ ৫০
 ভবিষ্য উৎসব যত হইবে ইহাঁর ।
 এ দৌহারী পুজ্ঞে দেহ সেই অধিকার ॥ ৫১
 এত কহি শূণ্যবাণী নীরব হইল ।
 শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ জন্মিল ॥ ৫২
 জৈমিনি বলয়ে শুন মুনির মণ্ডলী ।
 শুনিয়া আকাশবাণী রাজা কুহুহলী ॥ ৫৩
 যেই যেই রূপ রাজা পাইল আদেশ ।
 সেই সব আচরিল করিয়া বিশেষ ॥ ৫৪
 নিযুক্ত করিলা তবে শিল্পকার জনে ।
 চক্ষুতে বসন সেই করিল বন্ধনে ॥ ৫৫
 তরুর বাকল ঢাকে দারুলেপ গায় ।
 অতি সে সুদৃঢ় করি বাঞ্ছিল তাহার ॥ ৫৬
 বাকলে ঢাকিয়া দেহ নয়ন খুলিল ।
 পট্টবস্ত্র পুন তার উপরে ঢাকিল ॥ ৫৭

যথাযোগ্য দ্রব্যে অঙ্গ করিল সংস্কার ।
 বর্ণকেতে চিত্র করি মানে চমৎকার ॥ ৫৮
 আসি সবে নৃপতির কৈল নিবেদন ।
 শুনিয়া হইল রাজা প্রফুল্লিত মন ॥ ৫৯
 মহাবেদী বেঠেন খুলিলা নরপতি ।
 সকলে দেখয়ে তবে চতুর্ধা মূরতি ॥ ৬০
 সিংহাসনে রামকৃষ্ণ ভজা সুদর্শন ।
 কোটি কোটি চাঁদ জিনি উজ্জ্বল বরণ ॥ ৬১
 কমল আসনে স্থিতি প্রভু বিশ্বস্তর ।
 রূপায় সহস্র মুখ রঞ্জিম অধর ॥ ৬২
 পরিসর বক্ষ অঙ্গ উন্নত দেখিতে ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে ॥ ৬৩
 প্রফুল্লিত হেতপন্ন জিনিয়া নয়ন ।
 দরশন মাত্র পাপ হৈতে করে জাগ ॥ ৬৪
 দারুদেহ হইয়াও প্রভু শ্রীনিবাস ।
 নিজ দেহ তেজে দিক্ করয়ে প্রকাশ ॥ ৬৫
 নবীন নীরদ তনু করে ঢল ঢল ।
 মস্তকে কিরীট কর্ণে মকর কুণ্ডল ॥ ৬৬
 পীতবাস পরিধান বৈজয়ন্তী গলে ।
 অঙ্গের সুষমা দেখি তনু মন ভূলে ॥ ৬৭
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালা ধারী ।
 নাশয়ে সস্তাপ হেরি চরণ মাধুরী ॥ ৬৮
 শ্রী অঙ্গ ভূষিত যথাযোগ্য আভরণে ।
 বলরামে দেখে রাজা শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণে ॥ ৬৯
 বারুণী মদিরা পানে ঘোরে দুই আঁখি ।
 সাক্ষাৎ অনন্ত আইলা সর্ব লোক দেখি ॥ ৭০
 মস্তক উপরে ফণা-মণ্ডল বিস্তার ।
 কুণ্ডলী আকার দেখে বিগ্রহ তাঁহার ॥ ৭১
 অঙ্গ নত পৃষ্ঠ উর উচ্চ পরিসর ।
 চক্র ধরি ফণাবন্দ মস্তক উপর ॥ ৭২
 লালল মুখল চক্র কমল ধারণ ।
 বনমালা হস্তে তার বলর ভূষণ ॥ ৭৩
 মাথার মুকুট আর কিরীট উজ্জ্বল ।
 কৈলাস পর্বত সম শ্রী অঙ্গ ধবল ॥ ৭৪

দিবা নীলবাস করিয়াছে পরিধান ।
 দেখিয়া নৃপতি প্রেমে পুরিল নয়ন ॥ ৭৫
 সে দৌহার মধ্যে দেখে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
 সুভদ্রা নামেতে সর্ব মঙ্গলদায়িনী ॥ ৭৬
 সর্বদেব জননী সুভদ্রা মহেশ্বরী ।
 পাপসিদ্ধ-তারিণী তরণে ভবতরি ॥ ৭৭
 বিকচ কমল জিনি প্রসন্নবদনী ।
 করেছে অভয় বর কমলধারিণী ॥ ৭৮
 রূপ লাভ্যের বাস যাহার দেহেতে ।
 অলঙ্কারে প্রতি অঙ্গ সুন্দর শোভিতে ॥ ৭৯
 কুঙ্কুম অরণ দেহ অতুলনা রূপে ।
 সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন লক্ষ্মীর স্বরূপে ॥ ৮০
 বিষ্ণুর নামেতে দেখে চক্র সুদর্শন ।
 বাণেশ্বর্য প্রভা জিনি অরুণ বরণ ॥ ৮১
 তীক্ষ্ণধার তেজোময় বিষ্ণুর মূর্তি ।
 দেখি হৈল সবাকার নয়ন আরতি ॥ ৮২
 ভগবান প্রকাশ হইলা এইমতে ।
 চতুর্ভূজ সর্বজনে দেখিলা সাক্ষাতে ॥ ৮৩
 এইরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া ভগবান ।
 ইন্দ্রতাম্র রাজ্যারে করিব বরদান ॥ ৮৪
 সেই চতুর্ভূজ মূর্তি সাক্ষাৎ দেখিলে ।
 জীবমাত্র মুক্ত হৈয়া বৈকুণ্ঠেতে চলে ॥ ৮৫
 তে কারণে উপায় করিব ভগবান্ ।
 যুগ অল্পরূপ দিব দরশন দান ॥ ৮৬
 সত্য আদি যুগে চতুর্ভূজ দরশন ।
 কলিযুগে দ্বিভূজ দেখিবে জীবগণ ॥ ৮৭
 পুণরঙ্গ সনাতন প্রভু দারুণময় ।
 যখন যে লীলা করে সেই সত্য হয় ॥ ৮৮
 আর এক গুঢ় কথা ইতিমধ্যে হয় ।
 অতি গুপ্ত কথা প্রকাশের যোগ্য নয় ॥ ৮৯
 পূর্বেতে শমন যবে করিলা প্রার্থন ।
 স্বজন্মে আছে তাহা বিস্তার বর্ণন ॥ ৯০
 যমের স্তবেতে বশ হৈয়া ভগবান্ ।
 শ্রীনীলমাধব রূপ হৈলা অন্তর্দান ॥ ৯১

যমে অধিকার দিতে অবিখ্যাসি জনে ।
সেই দেব লীলা করিলেই সঙ্গোপনে ॥ ৯২
পুন দারু-দেহ ধরি প্রকাশ হইলা ।
বিশ্বাস অবিখ্যাস অপেক্ষা রাখিলা ॥ ৯৩
দারু-দেহ দেখি যেই অবিখ্যাস করে ।
ঘোর রোরবের মাঝে সেই বাস করে ॥ ৯৪
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম জানে যেই জন ।
মরিলে বৈকুণ্ঠে সেই করয়ে গমন ॥ ৯৫
সেই নীলমাধব আপনি জগন্নাথ ।
চতুর্ভূজ মূর্তি ধরি হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৯৬
সদা দরশন যদি দেন সেই কপে ।
কেমনে করুণা দান রহে মৃত্যু ভূপে ॥ ৯৭
তেকারণে জগন্নাথ স্মৃতিমূর্তি ধরি ।
রহিয়াছে মহাপ্রভু প্রতিমা ভিতরি ॥ ৯৮
এইরূপ বলরাম ভদ্রা স্মদর্শন ।
নিজ নিজ স্মৃতিমূর্তি অন্তরে গোপন ॥ ৯৯
বাহ্যেতে দ্বিভূজ সবে করে দরশন ।
চতুর্ভূজ মূর্তি অন্তরে সঙ্গোপন ॥ ১০০
সেই বাহ্য মূর্তি দেখি বিশ্বাস যে করে ।
অনায়াসে ভাবাকি হইতে সে তরে ॥ ১০১
সবার উপাশু দারুব্রহ্ম নারায়ণ ।
ভাব অরূপ দেখে ভাবসিদ্ধ জন ॥ ১০২

প্রিয়ংবদের গণেশরূপে জগন্নাথ দর্শন ।

পুরাতন কথা এক খ্যাত সর্বজনে ।
প্রিয়ংবদ আইলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ১
গণেশ সেবক সেই মহাভক্তবর ।
জগন্নাথ দরশনে আইলা সত্তর ॥ ২
স্নানমঞ্চে জগন্নাথ চতুর্ধা মূর্তি ।
দেখি হৈলা প্রিয়ংবদ মহাভুখমতি ॥ ৩

নিজ ইষ্টদেব মূর্তি না পায় দর্শন ।
ভুখ মনে তথা হৈতে করিলা গমন ॥ ৪
আঠার নাগার তিহৌ আইলা যখন ।
আচম্বিতে ধ্বনি এক করিলা শ্রবণ ॥ ৫
কোথা বাহ্য ভক্ত মোর আমারে তাজিয়া ।
তোর প্রভু আমি স্নানমঞ্চেতে বসিয়া ॥ ৬
যাইয়া গণেশ রূপ পাবে দরশন ।
শুনি হৈলা প্রিয়ংবদ সবিস্ময় মন ॥ ৭
আচম্বিতে ধ্বনি শুনি চাহে চারিভিতে ।
কে কহিল বাক্য কারে না পায় দেখিতে ॥ ৮
সাত পাঁচ বিচার করিয়া তবে মনে ।
উলটিল আপন প্রভুর দরশনে ॥ ৯
সিংহদ্বার পার হৈয়া উঠিলা সোপানে ।
স্নান মণ্ডপেতে গেলা উৎকণ্ঠিত মনে ॥ ১০
দেখে নিজ ইষ্টদেব গণেশ মূর্তি ।
স্নান মণ্ডপেতে বসি অখিলের পতি ॥ ১১
চতুর্ভূজ গজানন অঙ্গ দীপ্তিময় ।
চারিদিকে দেবগণ করে জয় জয় ॥ ১২
মুখিক উপরে স্থিতি অখিলের পতি ।
দেখে মাত্র নাহি দেখে সে চারি মুমূর্তি ॥ ১৩
ইষ্টদেব দেখি তবে সেই ভক্ত রাজে ।
দণ্ডবৎ হৈয়া তথি পড়িল অব্যাজে ॥ ১৪
দাণ্ডাইয়া ঘোড় করে করয়ে স্তবন ।
জয় জয় সবার আশ্রয় গজানন ॥ ১৫
জয় সর্ব বন্দনীয় জয় সর্বপাল ।
জয় ভক্ত-হিতকারী পরম দয়াল ॥ ১৬
এইরূপ বহুবিধ করিয়া স্তবন ।
হরষিতে ক্ষেত্রে বাস করিলেন পণ ॥ ১৭
সেইত অবধি দারুব্রহ্ম নারায়ণে ।
ধরেন গণেশ বেশ স্নানযাত্রা দিনে ॥ ১৮
অতএব পরব্রহ্ম যথা অবতার ।
চতুর্ভূজ দ্বিভূজ কি তাহাতে বিচার ॥ ১৯
সেই প্রভু সত্য ত্রৈলোক্য দ্বাপর কলিতে ।
দরশন দেন ভাব অরূপ মতে ॥ ২০

এ কথা সুদূত জানে ভাবসিদ্ধ জনে ।
 সবার ঈশ্বর দারুত্রক সে আপনে ॥ ২১
 আর এক গুঢ় কথা শুন মন দিয়া ।
 পুরাণের গুপ্ত অর্থ কহি বিবরিয়া ॥ ২২
 দেহ ছাড়া প্রাণ যেন না রহে কখন ।
 এই দারুদেহ ধরিতেন নারায়ণ ॥ ২৩
 অগ্নি যেন দাহিকা শকতি ছাড়া নয় ।
 তেন এই দারুদেহধারী দয়াময় ॥ ২৪
 ক্ষীর যেন আছে সদা গাভীর অন্তরে ।
 তেন দারুদেহ ব্রহ্ম জানিহ নির্দারে ॥ ২৫
 অদ্যাপিহ রাজবেশ ধরেন যখন ।
 সূর্যের পাণি পদ দেখে সর্বজন ॥ ২৬
 সেই কালে চতুর্ভুজ মুক্তি সুপ্রকাশ ।
 কোটি কন্যার দর্পহারী শ্রীনিবাস ॥ ২৭
 প্রভুর দর্শন যেন যুগে অম্লরূপ ।
 কল্লবট দেউল দর্শন সেইরূপ ॥ ২৮
 অতএব হরিলীলা অতি গুঢ়তর ।
 ব্রহ্মাদি জানিতে তাঁর লীলা সুদুষ্কর ॥ ২৯
 ইথে তর্ক করি যেই অবিশ্বাস করে ।
 নিশ্চয় নিশ্চয় যমদণ্ডী হৈয়া ফিরে ॥ ৩০
 বিশ্বাস করিয়া যেবা করে দরশন ।
 অন্তকালে পাবে সত্য গোবিন্দচরণ ॥ ৩১
 এই সব পুরাণের অর্থ গুঢ়তর ।
 কহিতে অযোগ্য আমি অজ্ঞান পামর ॥ ৩২
 এ সব লীলার অর্থ আমি কিবা জানি ।
 শাস্ত্র গুরু আজ্ঞারূপে প্রকাশিয়ে বাণী ॥ ৩৩
 উৎকল খণ্ডের কথা অতি সুমধুর ।
 তাতে ক্ষেত্রখণ্ড সুধাখণ্ড সে প্রচুর ॥ ৩৪
 বালকের বাক্য বলি না করিহ ঘৃণা ।
 শ্রোতা সবে শুন মোরে করিয়া করুণা ॥ ৩৫

ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবরের উৎপত্তি

কথন ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত বিপ্রগণ ।
 এইরূপে প্রকটিলা জগৎ জীবন ॥ ১
 চতুর্ধা মুরতি দেখি প্রভু ভগবান ।
 আনন্দে ডুবিল রাজা নাহি কিছু জ্ঞান ॥ ২
 বাম্প ছল ছল আঁখি ঈষৎ মিলিয়া ।
 স্তম্ভপ্রায় কর ঘোড়ে আছে দাণ্ডাইয়া ॥ ৩
 হেনকালে হান্সমুখে কহে মুনিবর ।
 শুন রাজা ইন্দ্রহ্যম্ন অবনী-ঈশ্বর ॥ ৪
 এতেক করিলে শ্রম যাহার কারণে ।
 সেই ফল প্রত্যক্ষ হইল এতদিনে ॥ ৫
 পৃথিবীর মাঝে তুমি একা ভগবান ।
 ওই দেখ জগন্নাথ কমলনয়ন ॥ ৬
 যাহারে দেখিতে যত্ন করে যোগিগণ ।
 একমন হৈয়া ধ্যান করে অম্লরূপ ॥ ৭
 অনেক যতনে রূপ দেখে কিনা দেখে ।
 তিহঁো দারুরূপে প্রকটিলা নরলোকে ॥ ৮
 তোমারে করুণা করি জগত-ঈশ্বর ।
 অনাদির আদি হৈলা সবার গোচর ॥ ৯
 অতএব স্তুতি কর এই নারায়ণে ।
 তুষ্ট হৈয়া মনোবাহু করিব পূরণে ॥ ১০
 এত শুনি ইন্দ্রহ্যম্ন যুড়ি দুই কর ।
 বেদের বিধানে স্তব করিলা বিস্তর ॥ ১১
 জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শনে ।
 স্তবন করিলা রাজা হরিষ বিধানে ॥ ১২
 তবেত নারদ মুনি বেদ অম্লসারে ।
 জগন্নাথে স্তুতি কৈলা হরিষ অন্তরে ॥ ১৩
 স্তুতি কৈলা আর তথি ছিলা যত জন ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রগণ ॥ ১৪
 কিবা মন্ত্র কিবা স্তোত্র কবিতা পূরণে ।
 যার যেই ইচ্ছা সেই করয়ে স্তবনে ॥ ১৫

তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হরষিত হয়ে ।
 পুরোহিতে চাহি কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৬
 প্রভু পূজা লাগি কর দ্রব্য সংস্কার ।
 শুনি পুরোহিত কৈলা অনেক সম্ভার ॥ ১৭
 তবে সেই রাজা নারদের উপদেশে ।
 মন্ত্রের বিধানে পূজা করয়ে হরিষে ॥ ১৮
 দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে পূজে বলরাম ।
 যাহা উপাসনে ঋষি পাইলা শ্রেষ্ঠ ধাম ॥ ১৯
 বেদ মাঝে প্রসিদ্ধ পৌরুষি মন্ত্র দ্বারে ।
 পূজিলেন মহারাজা জগৎ ঈশ্বরে ॥ ২০
 লক্ষ্মীমন্ত্রে স্তুতদ্বার করিলা পূজনে ।
 সৌদর্শনি মন্ত্রে পূজিলেন সূদর্শনে ॥ ২১
 বহুবিধ উপহারে পূজি মতিমান ।
 প্রভুর পীরিতে দ্বিজের দিলা বহু দান ॥ ২২
 ওজা পুরুষাদি আর মহা দানগণ ।
 কতক দিলেন রাজা না যায় গণন ॥ ২৩
 অশ্বমেধ পূর্ণ হেতু সূর্যের তনয় ।
 কোটি কোটি গাভী দিলা আনন্দ হৃদয় ॥ ২৪
 স্তবর্ণ মুকুতা ভূষা করি গাভীগণ ।
 বহু দক্ষিণার রূপে দিলেন রাজন ॥ ২৫
 সেই গাভী ক্ষুরাগ্রেতে যে গর্ভ করিল ।
 দান জলে পুরি মহাভীর্ষ সে হইল ॥ ২৬
 ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হৈল তার নাম ।
 সাড়ে তিন কোটি তীর্থ যাতে অধিষ্ঠান ॥ ২৭
 সেই সরোবরে স্নান করিয়া যোজন ।
 বিধিগতে পিতৃদেবে করয়ে তর্পণ ॥ ২৮
 হম্মমেধ সহস্রের ফল সেই পায় ।
 পিতৃগণে পিণ্ডদান যে করে তাহার ॥ ২৯
 সেই ভাগ্যবান্ কোটি কুল উদ্ধারিয়া ।
 ব্রহ্মলোকে করে বাস আনন্দ পাইয়া ॥ ৩০
 গঙ্গার সমান হয় এই তীর্থবর ।
 ত্রিভুবনে তীর্থ নাই ইহা সমসর ॥ ৩১

রাজার দেউল প্রতিষ্ঠা ।

তবে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জানি শুভযোগ ।
 দেউল রচন হেতু করিলা উদ্দেশ্য ॥ ১
 শুভক্ষণে বিপ্রগণে করিলা পূজনে ।
 স্বস্তি ঋদ্ধি বলাইয়া ব্রাহ্মণের গণে ॥ ২
 মনে মনে হরিপদ করিয়া স্মরণ ।
 দেউলের ঘরে অর্ঘ্য কৈলা সমর্পণ ॥ ৩
 পৃথিবীতে প্রার্থনা করিলা মতিমান ।
 চক্ষু তারাবধি মোরে দেহ এই স্থান ॥ ৪
 তবে বাস্তব যাগ রাজা করিলা যতনে ।
 বহু উপহার দিলা কৰ্ম্মকারিগণে ॥ ৫
 মহা মহোৎসব তবে করিলা রাজন ।
 কেহ গায় কেহ বায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ৬
 অনাথ বিপন্ন দীনে বহু ধন দিলা ।
 পূজা করি রাজাগণে বিদায় করিলা ॥ ৭
 কৃতার্থ হইয়া সবে হরি দরশনে ।
 নিজ নিজ গৃহে গেল হরষিত মনে ॥ ৮
 পাষণ কাটিতে আর পাষণ বহিতে ।
 কোটি কোটি ধন তবে দিলা নরনাথে ॥ ৯
 হরষিতে কহে রাজা সভায় বলিয়া ।
 আমি অষ্টাদশ দ্বীপ অধিকারী হইয়া ॥ ১০
 বাহুবলে যত ধন কৈল উপার্জন ।
 দেউল রচনে তাহা করিলু অর্পণ ॥ ১১
 ক্ষেত্রগাত্রা কাণে মোর শত শ্রম হৈল ।
 দেউল রচনে তাহা সকল মানিল ॥ ১২
 ইহার অধিক মোর ভাগ্যে কি হইব ।
 আপন অর্জিত ধনে হরিরে ভূষিব ॥ ১৩
 এই ক্ষেত্র হয়েন প্রভুর কণ্ঠবর ।
 আমি বলি যাহাতে কহেন বিশ্বস্তর ॥ ১৪
 আবির্ভাব তিরোভাব নিত্য স্থিতি যাতে ।
 তিল এক ক্ষেত্র নাহি ছাড়ে জগন্নাথে ॥ ১৫
 এইরূপ ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে বীর বার ।
 কতিপয় কতিপয় চক্ষু বহে জলধার ॥ ১৬

সেই সভা মধ্যে এক ছিল দ্বিজবর ।
 ঋগ্বেদী মহাজ্ঞানী বেদান্তে তৎপর ॥ ১৭
 পরম আনন্দ হয়ে নৃপতির কয় ।
 মহাতাণ্ড্যবান তুমি শুন মহাশয় ॥ ১৮
 চরাচর গুরু যেই প্রভু জগন্নাথ ।
 দারুমুর্তি ধরি তিহেঁ। হইলা সাক্ষাৎ ॥ ১৯
 সাধনবিহীন পাপী মহা ভ্রাটাচারে ।
 দরশন দিয়া প্রভু তারিবে সবারে ॥ ২০
 দ্বিজ বাক্য শুনিয়া নারদ মুনিবর ।
 রাজারে চাহিরা বলে করুণ উত্তর ॥ ২১
 স্নসত্য কহিলা এই বিপ্র মতিমান ।
 নিম্বাসেতে বেদ যবে হৈল উপাদান ॥ ২২
 তার শিরোভাগ অর্থে যেই বিবরণে ।
 সেই দারুময় ব্রহ্ম দেখিয়ে নয়নে ॥ ২৩
 তার অর্থ ভালমতে জানে পদ্মবোনি ।
 তার মুখে এ সকল শুনিয়াছি আমি ॥ ২৪
 তাহার আজ্ঞায় পুরীলাম তব আশ ।
 স্নথে প্রভু ভজ যাই তাহার নিবাস ॥ ২৫
 শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করিব নিবেদন ।
 স প্রতি দেউল তুমি করহ রচন ॥ ২৬
 এত শুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনিবরে কয় ।
 আমারে সংহতি লয়ে চল মহাশয় ॥ ২৭
 তাহার প্রসাদে পাইলু প্রভু জগন্নাথ ।
 প্রভুর প্রতিষ্ঠা লাগি কহিব সাক্ষাৎ ॥ ২৮
 আগমন কারণে করিব নিমন্ত্রণ ।
 যেন স্বয়ং আসিয়া করেন সমাপন ॥ ২৯
 অল্পকাল অপেক্ষা করহ মুনিবর ।
 দেউল প্রতিষ্ঠা করি যাইব সঙ্কর ॥ ৩০
 তবে রাজা শিল্পগণে বহুধন দিলা ।
 একে একে সবাকারে নিযুক্ত করিলা ৩১
 দিনে দিনে বাড়য়ে দেউল মনোহর ।
 গুরু পক্ষে ক্রমে যেন বাড়ি শশধর ॥ ৩২
 অতিশয় উচ্চ হৈল আকাশ প্রমাণ ।
 অল্পকালে নারিয়ে করিতে অল্পমান ॥ ৩৩

বহুধন নরপতি ব্যয় করে নিতি ।
 অকাতরে ব্যয় করে হরষিত অতি ॥ ৩৪
 কতক পাবাণ খণ্ড সংখ্যা যদি হয় ।
 কত কোটি ধন ব্যয় না হয় নির্ণয় ॥ ৩৫
 পৃথিবীর রাজাগণ রাজ-আজ্ঞাকারী ।
 সবারে নিযুক্ত কাষে কৈল দণ্ডধারী ॥ ৩৬
 সে সবে নিযুক্ত কৈল নিজ নিজ জনে ।
 সবজন এক ঠাই হইল মিলনে ॥ ৩৭
 হরষিতে মহারব করে সর্বজন ।
 সেই মহা কলরবে ছাইল গগন ॥ ৩৮
 তুষ্ট হৈয়া রাজার ভক্তি প্রজ্ঞাগুণে ।
 কীর্তিসহ বৃদ্ধি হৈলা কমলা আপনে ॥ ৩৯
 ত্রিভুবনে অল্পম দেউলের শোভা ।
 কাঞ্চনে রচিত কোথা কোথা রত্ন আভা ॥ ৪০
 নানা মণি হীরক রচিত স্থানে স্থানে ।
 ঈটিকে রচিত ভিত্তি শোভে কোনখানে ॥ ৪১
 শতকালের যেন শুভ মেঘোদয় ।
 হেন স্নশোভিত অতি চমৎকারময় ॥ ৪২
 কোনখানে নীল পাবাণেতে স্নরচিত ।
 নীল মেঘপুঞ্জ যেন হইল উদ্ভিত ॥ ৪৩
 এইরূপে মনোহর দেউল রচিল ।
 দেউল সম্মুখে জগমোহন করিল ॥ ৪৪
 শ্রীনাট মণ্ডপ কৈল সম্মুখে তাহার ।
 শ্রীভোগ মণ্ডপ তথি রচে শিল্পকার ॥ ৪৫
 শ্রীনাট মণ্ডপে এক স্তম্ভ নিরমিল ।
 গরুড়ের মূর্তি স্তম্ভ উপরে রচিল ॥ ৪৬
 রচিল তেত্রিশ কোটি দেবের মুরতি ।
 সবাহনে দেবগণে নির্মাইল তথি ॥ ৪৭
 শ্রী পুরুষ পুত্তলিকা কৈল শত শত ।
 নির্মাণ করিল বিপরীত ক্রীড়ারত ॥ ৪৮
 রচিল পাতালবাসী যত নাগগণে ।
 প্রতিমায় অধিষ্ঠান হৈলা সর্বজনে ॥ ৪৯
 যেইখানে ছিল নীলমাধব জৈশ্বর ।
 রতনের বেদী তথি রচে মনোহর ॥ ৫০

সেই যোগশীঠ হই অতিশুণ্ড স্থান ।
 হরি নিত্যস্থিতি যাতে হন অবিরাম ॥ ৫১
 চারিদিকে বেড়ি কৈল অনেক মন্দির ।
 চারিদিকে ঘেরি তার রচিত প্রাচীর ॥ ৫২
 চারিদিকে চারি দ্বার রচিত সুন্দর ।
 পূর্বদিকে সিংহদ্বার অতি মনোহর ॥ ৫৩
 দুই সিংহ রহিলেন রক্ষক তাহার ।
 হস্তমান রক্ষা করে দক্ষিণের দ্বার ॥ ৫৪
 রক্ষয়ে উত্তর দ্বার দুই মন্ত করী ।
 পশ্চিমেতে রহিলা আপনি নরহরি ॥ ৫৫
 নীলচক্র দেউলের উপরে ধরিল ।
 যেমন পর্বতে নীল নীরদ উরিল ॥ ৫৬
 এইরূপ দেউলের করয়ে নির্মাণ ।
 তবগর্ত প্রার্থিতা করিলেন মতিমান ॥ ৫৭
 বজ্রপাত-বারণ-কারণ নরপতি ।
 মহামূল্য মণিগণ গাঁথাইল তথি ॥ ৫৮
 ইহা সম পুন আর দেউল রচনে ।
 বহুমূল্য মণিগণ দেখিল সেখানে ॥ ৫৯
 যেইরূপ দেউলের হইল নির্মাণ ।
 না হইল না হইবে ইহার সমান ॥ ৬০
 জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযুষ মিলন ॥ ৬১
 পৃথিবীতে হইল যত মহা মহারাজ ।
 মনেহ সম্ভব নাহি করে হেন কাষ ॥ ৬২
 পরম্পর মিলি স্বর্গে কহে দেবগণ ।
 পৃথিবী স্বর্গে বা হেন নহিল গঠন ॥ ৬৩
 এহেন দেউল কৈল অবনীমণ্ডলে ।
 কোথা দেখিয়াছ গুনিয়াছ কোনকালে ॥ ৬৪
 ধত্তা ধত্তা ইন্দ্রদ্রুম রাখিলেন কীৰ্ত্তি ।
 সহস্রেক অশ্বমেধে তুঘিলা ঐশ্বৰ্য্য ॥ ৬৫
 যাহার সভাতে বসি সব দেবগণে ।
 রাজভোগ ভুঞ্জিলেন হরষিত মনে ॥ ৬৬
 এইরূপ দেবগণ কহে পরম্পর ।
 চন্দ্রায় যণ সবে গায় নিরন্তর ॥ ৬৭

নারদ সহায় যার তার কি বিশ্বর ।
 এথা ঘোড়াহাতে রাজা নারদে কয় ॥ ৬৮
 সকল হইল পূর্ণ তোমার প্রসাদে ।
 এতবলি প্রণমিয়া পড়ে মুনি-পদে ॥ ৬৯
 উঠাইয়া নারদ করিলা আজ্ঞান ।
 তোমায় আশায় ভেদ নাহিক রাজন ॥ ৭০
 দেখ হরি অবতার তোমায় কারণে ।
 জগন্নাথ পদ ভজ পরম যতনে ॥ ৭১
 তাঁর পদে যেন তব অনন্ত ভক্তি ।
 ইহা হইতে পুরুষের কি পরমগতি ॥ ৭২
 তীর্থে মগ্নে জপে দানে ব্রত অধ্যয়নে ।
 যজ্ঞে তপে শক্তি নহে যাহার অর্চনে ॥ ৭৩
 তোমার ভক্তিতে তিনি হইয়া সদয় ।
 অবনীর মাঝে আসি হইলা উদয় ॥ ৭৪
 অতঃপর শোক সব পরিহরি দূরে ।
 ভক্তিযোগে মনোমাস পরম সাদরে ॥ ৭৫
 চিরকাল এই পৃথিবীতে বাস করি ।
 বহু দ্রব্য মহোৎসবে পূজহ ঐহরি ॥ ৭৬
 ব্রহ্মার নিকটে তুমি করিবে গমন ।
 তিনি কহিবেন সেই যাত্রা বিবরণ ॥ ৭৭
 দেউলে প্রার্থিতা যবে করিব হরিরে ।
 সেইকালে ব্রহ্মা বর দিবেন তোমারে ॥ ৭৮
 সপ্তঋষি সহ আমি আসিব তখন ।
 এবে চল ব্রহ্মলোকে করিয়ে গমন ॥ ৭৯
 তোমা বিনে শক্তিকার ব্রহ্মলোকে যাইতে ।
 এত কহে মুনিবর উঠে শূন্যপথে ॥ ৮০

রাজার ব্রহ্মলোক গমন ।

তবে রাজা ঘোড়করে, নিবেদয়ে মুনিবরে,
 শুন দেব মোর নিবেদন ।
 এই পুস্তকখণ্ডে চড়ি, • চল যাই ব্রহ্মপুত্রী,
 মনোদিক যাত্রার গমন । ১০

মন্দিরাধিকারিগণে, করি শীঘ্র নিযোজনে,
 যার যেই উপযুক্ত কায়ে ।
 হরি প্রদক্ষিণ করি, তুরিতে আসিব ফিরি,
 কিঞ্চিৎ দাণ্ডাহ মুনিরাজে ॥ ২
 এতেক শুনিয়া মুনি, বচনে আনন্দ মানি,
 প্রেমায় ধরিয়া রাজা করে ।
 মহাবেদী প্রবেশিয়া, জগন্নাথে নিরখিয়া,
 দণ্ডবৎ প্রণমে সাদরে ॥ ৩
 বলরাম স্তম্ভদ্বারে, প্রণমি আনন্দভরে,
 প্রণমিল চক্ৰ স্তম্ভদর্শনে ।
 ব্রহ্মলোক গতি হেতু, আজ্ঞা মাগে ধর্ম সেতু,
 বার বার করিয়া স্তবন ॥ ৪
 তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, মনোবাক্যে আর কর,
 প্রদক্ষিণ করি জগন্নাথে ।
 প্রণময়ে বার বার, চক্কে বহে জলধার,
 আজ্ঞা মাগে ব্রহ্মলোক যাইতে ॥ ৫
 বিদায় হইয়া রায়, পালটি পালটি চায়,
 জগন্নাথে ছাড়ি যাইতে নারে ।
 পুনরপি প্রণমিয়া, আঁখিজলে পূর্ণ হৈয়া,
 আইলেন বেদীর বাহিরে ॥ ৬
 অলঙ্কার পরে অঙ্গে, পুষ্পরঞ্জে চড়ে রঞ্জে,
 সংহতি নারদ মুনিবর ।
 রবি প্রদক্ষিণ করি, চলিলেন দণ্ডধারী,
 রথ মাঝে দ্বিতীয় ভাস্কর ॥ ৭
 রথ উঠে আকাশেতে, চলে দৌহে হর্ষচিত্তে,
 মুনি যায় দৌহে মুক্তদ্বার ।
 হরিগুণ গায় মুখে, উপরে উঠয়ে স্মৃখে,
 দেখি স্বর্গবাসী চমৎকার ॥ ৮
 উপরি উপরি গিয়া, ভুবলোক পার হৈয়া,
 মহলোকে গেলা দুইজন ।
 তথি সিদ্ধগণ যত, দোহেঁ পূজে বিধিযত,
 তবে পুন করয়ে গমন ॥ ৯
 জনলোক বাসিগণে, ব্রহ্ম হৈয়া দুই জনে,
 নতমুখ করয়ে দর্শন ।
 বিষ্ণুভক্তি বলে রাজা, পাইয়া সবার পূজা,
 ব্রহ্মলোকে করয়ে গমন ॥ ১০
 ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুচর, ভক্তের অসাধ্য নয়,
 অবহেলে মিলে যারে মুক্তি ।
 ক্রমে উর্দ্ধগতি গিয়া, সিদ্ধগণে নিরখিয়া,
 ধরে রাজা দেবতার মূর্তি ॥ ১১
 ইচ্ছা মাত্র প্রাপ্তি শক্তি, ধরিলেন নরপতি,
 ভুলি বাস না হয় স্মরণ ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন ভক্ত সার, এ কোন মহিমা তাঁর,
 যার বশ প্রভু নারায়ণ ॥ ১২
 ভূমিতলে কর্ম যত, কৈলা রাজা অবিরত,
 তার ফল আশা না করিল ।
 শ্রীহরির প্রীতি তরে, কৈলা সব নরবরে,
 অতএব এ শক্তি ধরিল ॥ ১৩
 তবে রথে নরপতি, আচরিতে হুঃখমতি,
 হইলেন দেউল চিন্তিয়া ।
 ব্রহ্মলোকে আইলু আমি, শত্রুগণ ইহা জানি,
 পাছে বিষ করয়ে আসিয়া ॥ ১৪
 কর্মিগণে নিয়োজিলু, সকল বেতন দিলু,
 শীঘ্র নাহি দেউল গঠিবে ।
 বিধাতারে সঙ্গে করি, যাবত না আসি ফিরি,
 তাবত দেউল না হইবে ॥ ১৫
 ব্রহ্মলোকে আইসে যেই, মর্ত্যে নাহি ফিরে-সেই,
 মন্ত্রিগণ ইহা মনে করি ।
 রাজা বা লইল হরি, সেবিতেন না পাইলু হরি,
 ভায় কি বা উপায় আচরি ॥ ১৬
 এইরূপ ভাবে রায়, জানি মুনি কহে তায়,
 তুঃখ মন কেন নরপতি ।
 কিবা চিন্তা কর মনে, আইলাম যেই স্থানে,
 চিন্তার বিষয় নাহি ইথি ॥ ১৭
 আধি বাধি জরা মূর্তি, কভু নাহি হয় ইথি,
 আনন্দস্বরূপ এই স্থান ।
 হরি দেখিয়াছ তথা, নারদে আইলে হেথা,
 তুমি রাজা মহাভাগাবান ॥ ১৮

এখানে আইসে যেই, সংসার না চিন্তে সেই,
অনিভা সংসার দুঃখময় ।

তুমি মহাভাগ্যধারী, কিবা দুঃখ মনে করি,
চিন্তা করিতেছ মহাশয় ॥ ১৯

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।

মুনির বচন শুনি বলয়ে রাজন ॥ ২০

শোক নাহি করি রাজ্য বন্ধুর কারণে ।

দেউল না হবে পূর্ণ শোক তে কারণে ॥ ২১

শুনিয়া রাজার বাক্য বিধির নন্দন ।

হাসিয়া বলয়ে তাঁরে মধুর বচন ॥ ২২

ব্রহ্মার সমান তুমি হও মহারাজ ।

সামান্য না হও তুমি ধরণীর মাঝ ॥ ২৩

তোমার কার্যেতে বিশ্ব কাহার শক্তি ।

সহায় হয়েন তব দেব প্রজাপতি ॥ ২৪

বিশেষে রহিবে জগন্নাথ যে মন্দিরে ।

কাহার শক্তি তাহে বিশ্ব করিবারে ॥ ২৫

অতএব চিন্তা দূর করহ রাজন ।

অগ্রে ওই ব্রহ্মপুরী কর দরশন ॥ ২৬

কোটি চন্দ্র সমান উজ্জল তেজোময় ।

হর্বদাতা কোটি সুখা সিদ্ধসম হয় ॥ ২৭

এইরূপ দুইজনে কহিতে কহিতে ।

ব্রহ্মলোক সমীপে হইলা উপনীত ॥ ২৮

দূরে হৈতে দুইজন করয়ে শ্রবণ ।

ব্রহ্মঋষিগণ করে বেদ উচ্চারণ ॥ ২৯

স্পষ্টাক্ষর সুন্দর সুছন্দ সব গান ।

কত ইতিহাস শুনে কতক পুরাণ ॥ ৩০

রাজ্যে চাহিয়া বলে ব্রহ্মার নন্দন ।

এই ব্রহ্মলোকে রাজা আইছ এখন ॥ ৩১

সত্যলোক মহারাজা বলিরে ইহারে ।

আর কিছু লোক নাহি ইহার উপরে ॥ ৩২

অতি অন্ন উপরেতে ইহার রাজন ।

উর্দ্ধখোল ব্রহ্ম তাহে আছে নিরূপণ ॥ ৩৩

সেই খোল উপরে তাহার অধঃস্থলে ।

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম শোভে পরম বিরলে ॥ ৩৪

সেই ধামে সচ্চিৎ-আনন্দময় হরি ।

সকলের কর্তা তিহৌ শুন দণ্ডধারী ॥ ৩৫

এইরূপে ইন্দ্রদ্বারে কহিতে কহিতে ।

সভার দ্বারেতে গিয়া হৈলা উপনীতে ॥ ৩৬

সুবর্ণ নির্মিত পুরী মাণিকে খচিত ।

কত মণি হীরক তাহাতে সুশোভিত ॥ ৩৭

দ্বার পার্শ্বে মণিতে নির্মাণ এক ঘরে ।

ইন্দ্র আদি দেব আছে তাহার ভিতরে ॥ ৩৮

পিতৃগণ মনুষ্যের অধিকারীগণে ।

সবে আছে বিধাতার দর্শন কারণে ॥ ৩৯

দ্বারী নিবারণ হেতু যাইতে নারিয়া ।

দীনজন সম সবে আছে দাণ্ডাইয়া ॥ ৪০

ইন্দ্রদ্বারে সহিত নারদ মুনিবরে ।

দূরে হৈতে দেখি দ্বারী প্রণমে সাদরে ॥ ৪১

দ্বারী বলে মুনিবর কি ভাগ্য আমার ।

বহুদিনে দেখিলাম চরণ তোমার ॥ ৪২

বিধাতার সভা শোভা নহে তোমা বিনে ।

তুরিতে প্রবেশ কর পিতৃ-সন্নিধানে ॥ ৪৩

নারদ বলয়ে দ্বারী শুন সাবধানে ।

এই রাজা ইন্দ্রদ্বার দেখ মোর সনে ॥ ৪৪

সকল ভূমির পতি মহাপুণ্যবান ।

ব্রহ্মার দর্শনে আইলা ভূপতি প্রধান ॥ ৪৫

যদি তুমি কহ যান দর্শন করিতে ।

এতেক শুনিয়া দ্বারী কহে যোড়হাতে ॥ ৪৬

শুন প্রভু রাজা আইলেন তব সাতে ।

সামান্য না হন ইনি জানি ভাগমতে ॥ ৪৭

যেইখানে আছেন সকল দেবগণে ।

কিঞ্চিৎ থাকুন তাহাদের সন্নিধানে ॥ ৪৮

আপনি ব্রহ্মারে গিয়া জানাহ কারণ ।

তবে তাঁর নিকটে করুন প্রবেশন ॥ ৪৯

কিংবা দেবগণ সহ পশ্চাৎ যাইব ।

উচিত করহ প্রভু আমি কি কহিব ॥ ৫০

এইক্ষণে গানে মন আছে বিধাতার ।

কিন্তুপেতে বাইয়া কহিব সমাচার ॥ ৫১

আমি তব দাস আর তোমার পিতার ।
 উচিত আশারে ক্রোধ নহে করিবার ॥ ৫২
 এত শুনি নারদ হইল হৃষ্টমন ।
 ইন্দ্রদ্বার রাধি তথা করিল গমন ॥ ৫৩
 উপনীত হৈলা গিয়া ব্রহ্মা সন্নিধানে ।
 অষ্টাঙ্গে পড়িয়া বসে পিতার চরণে ॥ ৫৪
 ইন্দ্রদ্বার আগমন কহে ষোড়হাতে ।
 ইঞ্জিতে আদেশ ব্রহ্মা করিলা আসিতে ॥ ৫৫
 হরিগান রসেতে আবিষ্ট ভগবান ।
 বাক্য না কহিলা কিছু কটাক্ষে জানান ॥ ৫৬
 ইঞ্জিতে আদেশ পেয়ে নারদ সত্বরে ।
 শীঘ্র আসি ধরিলেন ইন্দ্রদ্বার করে ॥ ৫৭
 ইন্দ্র আদি দেবগণ দেখে নরনে ।
 নারদ সহিত রাজা কৈলা প্রবেশনে ॥ ৫৮
 দূরে হৈতে ব্রহ্মারে দেখিয়া নরবর ।
 সাক্ষাৎ মানিলা দারুব্রহ্ম কলেবর ॥ ৫৯
 অঙ্গে অঙ্গে নরপতি করয়ে গমন ।
 পুনঃপুনঃ প্রণমে করয়ে স্তবন ॥ ৬০
 চলিতে চরণ কাঁপে ত্রাস হয় মনে ।
 কিছু দূরে দাড়াইলা নারদ বচনে ॥ ৬১
 শুনিয়া ভূপতি গুণ পরম পবিত্র ।
 হুই দণ্ড শুনে ব্রহ্মা হৈয়া একচিত্ত ॥ ৬২
 হুইপাশ্বে সাবিত্রী শারদা হুইজনে ।
 চামর বাজন করে হরমিত মনে ॥ ৬৩
 মৃত্তিমান চারি বেদ করয়ে স্তবন ।
 কলা কাষ্ঠা নিমেষে বাইছে বৃক্ষণ ॥ ৬৪
 জরা জন্ম মরণ নাহিক সেই স্থানে ।
 যে ধেরূপে আছে সেই আছে তেমনে ॥ ৬৫
 নবস্তর আবর্তন কর বৃক্ষণে ॥
 তবে গীত অবসানে প্রভু পদযোনি ।
 রাজারে চাহিয়া হালি কহে মধ্ববানী ॥ ৬৬
 ইন্দ্রদ্বার তুমি মহাসত্ত্ব ভাগ্যবান ।
 হরির দেবক তুমি ঈশ্বর প্রাধান ॥ ৬৭
 এই সত্যলোক সচল ভ্রমরজনে

সাক্ষাৎ দেখিলে তুমি আগমন নরনে ॥ ৬৮
 পুণ্যবানগণ বাঞ্ছা আমার গমন ।
 কল্মাষি বৈলে ইতি তপোনিষ্ঠগণ ॥ ৬৯
 চতুর্দশ ভুবনেতে প্রাণী আছে যত ।
 সবার সম্বৎ কিবা ব্রহ্ম সুবিদিত ॥ ৭০
 যদি বা রাজার অন পদগঙ্গ জানি ।
 তথাপি তাঁহারে পুন কহে পদযোনি ॥ ৭১
 কহ মহারাজ তুমি কোন কার্য ভরে ।
 আগমন করিয়াছ আমার গোচরে ॥ ৭২
 অপ্রাপ্তি না হয় কিছু আমার দর্শনে ।
 তোমার মনের আশা করিব পূরণে ॥ ৭৩
 এত শুনি ইন্দ্রদ্বার কহে ষোড়হাতে ।
 শুন ভগবান তব কিবা অবদিত ॥ ৭৪
 সকল জানহ নাথ তুমি দয়াময় ।
 তবু যে জিজ্ঞাসা যোরে দয়া হেতু হয় ॥ ৭৫
 নারদের মুখে ভব আদেশ শুনিয়া ।
 করিহু সহস্র যজ্ঞ মন্তকে ধরিয়া ॥ ৭৬
 তবমত ভগবান ধরি দারুকায় ।
 আবির্ভাব হইলেন আসিয়া তথায় ॥ ৭৭
 তোমার দয়ায় হেন কমল নরনে ।
 নয়ন ভরিয়া আমি করিয়ে দর্শনে ॥ ৭৮
 তাঁহার দেউল এক আরম্ভ করিহু ।
 বিবরণ নিবেদিতে তোমাতে আইহু ॥ ৭৯
 আপনি যাইবা যদি প্রভু জগন্নাথে ।
 স্থাপন করহ প্রভু সেই দেউলোতে ॥ ৮০
 তবে তব অনুগ্রহ সকল আমারে ।
 এই হেতু আইলাম তোমার গেচরে ॥ ৮১
 তব শ্রীচরণবন্দ করিহু দর্শন ।
 প্রসন্ন হইয়া শ্রুত করহ গমন ॥ ৮২
 জগন্নাথ হও তুমি ভূমি জগন্নাথ ।
 তোমা দোহে ভিন্ন নহ ভালে জানি নাথ ॥ ৮৩
 তুমি স্থাপ্য স্থাপক জগৎ অন্তর্যামী ।
 তুমি বেদ বেদান্ত আখিলের স্বামী ॥ ৮৪
 রহরূপ নরপতি করয়ে স্তবন ।

হেনকালে আইলা দুর্কীসা ভগোদন ॥ ৮৫
অষ্টাদ হইরা মূনি করিলা প্রণাম ।
বোড়করে কহেন ব্রহ্মার বিত্তমান ॥ ৮৬
শুন ঐতু ঘারে সব দেবতার গণে ।
পিতৃ মনস্তর অধিকারীগণ সনে ॥ ৮৭
হারী হৈতে নিবাসিত হইরা তথায় ।
বহুকাল আছে সবে দীনগণ ভ্রায় ॥ ৮৮
আজ্ঞা হয় ঘারে হৈতে করিয়া গমন ।
তোমার চরণ পদ করুণ দর্শন ৮৯

— — —

ব্রহ্মার উক্তি ।

দুর্কীসার বাক্য তবে শুনি প্রজাপতি ।
হাসি কহে নহে ইহা দেবের ভারতী ॥ ১
আপনি রচনা করি কহে মহামুনি ।
কিংবা তারা বলিল রাজারে ঈর্ষ্যা মানি ॥ ২
দেখিয়া মোহিত হয় সেই দেবগণে ।
ইন্দ্রহাস্যে ঈর্ষ্যা হয় এইত কারণে ॥ ৩
কোথা জীবন্ত কশ্ম রাজা ইন্দ্রহাস্য ।
হরির ভকত মোর পঞ্চম নন্দন ॥ ৪
কোথা কশ্মকল-ভোগী এই দেবগণে ।
ইন্দ্রহাস্য সম চাহে আসিতে এখানে ॥ ৫
তপস্তা করুণ আগে সেই দেবগণ ।
তবে আমা করিতে পাইবে দর্শন ॥ ৬
আমার দয়ার ব্রহ্মলোকে যে আইল ।
এই বড় ভাগ্য তাহা সবার হইল ॥ ৭
তথাপি দুর্কীসা তুমি করিলে বতন ।
অতএব আসিয়া করুন দর্শন ॥ ৮
এত শুনি দুর্কীসার জ্ঞান উপজিল ।
বিকৃতক প্রভি শ্রদ্ধা তাঁহার বাড়িল ॥ ৯
তবে মূনি তথায় আনিলা সবাচারে ।
দূরে হৈতে বিধাতারে দর্শন করে ॥ ১০
দেবগণ গায়কগণের সন্নিধানে ।
ব্রহ্মারে প্রণাম করে, দুর্কীসা বচনে ॥ ১১

তবে প্রণমিল ইন্দ্রহাস্য নৃপবরে ।
ব্রহ্মার সন্মুখে রাজা আছে বোড়করে ॥ ১২
ইন্দ্রহাস্যসহ বাক্য কহে প্রজাপতি ।
কটাক্ষ করিলা দয়া দেবগণ প্রভি ॥ ১৩
ইন্দ্রহাস্য নারদ ব্রহ্মার সন্নিধানে ।
রাজারে কহেন ব্রহ্মা মধুর বচনে ॥ ১৪
দেউল করিলে সত্য তুমি নরপতি ।
কিন্তু সেইকালে রাজা না হয় সংপ্রতি ॥ ১৫
সেই রাজা না হইবে শুন নরপতি ।
অবনীতে নাহি কেহ তোমার সন্ততি ॥ ১৬
যে অবধি গান বাজ করিলে শ্রবণ ।
বহুকাল গেল তব শুনহ রাজন ॥ ১৭
এথা আইলে স্বায়ম্ভুব মনু অধিকারে ।
সেই মনু গত হইল শুন নৃপবরে ॥ ১৮
স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনুর অধিকারে ।
তার আদি যুগ এই তপন কুমার ॥ ১৯
একান্তর দিবায়ুগে এক মনস্তর ।
এতকাল এখায় আছে নরবর ॥ ২০
তব বংশে বহু বহু হইল রাজন ।
রাজা পালি তারা সবে হইল নিধন ॥ ২১
ইবে তব বংশের সম্বন্ধ নহে ক্ষিতি ।
তবে তথি হৈল কোটা কোটা নরপতি ॥ ২২
সবে গত হৈল অবশেষ কিছু নাই ।
কেবল দেউল আর আছেন গৌসারি ॥ ২৩
এথা জরা মৃত্যু নাহি ঋতু-বিপর্যায় ।
কাল পরিণাম এথা কতু নাহি হয় ॥ ২৪
অতএব না জানিলে এ সব কারণ ।
দূরা করি পৃথিবীতে তুমি করহ গমন ॥ ২৫
আপন সম্বন্ধ করি দেব দেউলেগে ।
পুনরপি শীঘ্র করি আইস এথাকারে ॥ ২৬
কিংবা তব পাছে পাছে করিব গমন ।
আগে গিয়া কর প্রীতিভীর আয়োজন ॥ ২৭
বহু আয়োজন তুমি করিতে করিতে ।
ইথি মাঝে আমি গিয়া হব উপনীতে ॥ ২৮

রাজারে এতক কহি দেব প্রকাশিত ।
 দয়া করি চাহিলেন দেবগণ প্রতি ॥ ২৯
 মাথা নোঙাইয়া সবে আছে ঘোড়করে ।
 লবাকার দৃষ্টি ব্রজা চরণ উপরে ॥ ৩০
 ব্রজা কহে দেবগণ আইলে কি কারণে ।
 শীঘ্র কহ কোন কার্য করিব এক্ষণে ॥ ৩১
 এত শুনি দেবগণ ব্রজার বচন ।
 হরষিতে ঘোড়হাতে করে নিবেদন ॥ ৩২
 তখন প্রভু পূর্বে মোরা শ্রীনীলকন্ডরে ।
 উপাসনা করিলাম নীলমাধবেরে ॥ ৩৩
 অন্তর্দান হৈলা কেন সেই ভগবান ।
 বজাস্তরে দারু দেহে কেন অভিধান ॥ ৩৪
 ইহার কারণ মোরা জানিবার তরে ।
 আইলাম পদ আরাধনা করিবারে ॥ ৩৫
 প্রসন্ন হইয়া দেব কহত কারণ ।
 উদ্বেগ সবার নাশ করহ মোচন ॥ ৩৬
 এতক দেবের বাক্য শুনি পরানসন ।
 কুপায় কহেন সবে মধুর বচন ॥ ৩৭
 অতি গুপ্ত তব যে কহিতে অনুচিত ।
 তথাপি তোমরা সবে হৈলে উপস্থিত ॥ ৩৮
 বহুকাল এই হেতু কৈলে উপাসন ।
 অন্তএব অতি গুপ্ত করহ শ্রবণ ॥ ৩৯
 হিপর্যাক্ষ পরমায়ু জানিহ আমার ।
 পূর্ব পরাক্ষেতে নীলমাধব প্রচার ॥ ৪০
 শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করেন বিকাশ ।
 কত না ছাড়িলে ক্ষেত্র প্রভু শ্রীনিবাস ॥ ৪১
 দ্বিতীয় পরাক্ষ মোর উপস্থিতে ।
 যেইত পরাক্ষে বেতবরাহ কল্পিতে ॥ ৪২
 বারম্বার প্রথম মধুর অভিধার ।
 আমি দিব্যের প্রাতঃকাল এ বিচার ॥ ৪৩
 সেইকালে এই হরি দা
 ত্বকলেক প্রকটিত করণ প্রচারি ॥ ৪৪
 আমার প্রদায় হরি আমিরা প্রমাণ ।
 পৃথিবীতে রহিবেন পুরুষ প্রধান ॥ ৪৫

আমি দেহ যাজ মোর আশা সেই হরি ।
 আমি হরিমর ইহা বুঝি বিচারি ॥ ৪৬
 হাবর জন্মে এই আশা পোহা যিনে ।
 অস্ত্র আর কিছু না জানিহ দেবগণে ॥ ৪৭
 কীরোদসমুদ্র মাঝে বেতবরাহবাসে ।
 অনন্ত শয্যার হরি আছেই শরমে ॥ ৪৮
 যোগনিজা মানি শুইয়াছে ভগবান ।
 জগদাদি মূল তৈছেই পুরুষ প্রধান ॥ ৪৯
 তাঁর অঙ্গে কল্পবৃক্ষলম মোক্ষণ ।
 শম্ভু চক্র গদা পদ্মে চিহ্ন মনোরম ॥ ৫০
 তার মধ্যে এ তরু চৈতন্ত অভিধান ।
 স্বরং সিদ্ধ সলিলে হইলা উপাদান ॥ ৫১
 অলৌকিক তরু এই তন দেবগণ ।
 ভোগ ভুজিবার হেতু প্রভু সারসন ॥ ৫২
 দারুদ্রপ ধরি প্রভু হইলা প্রচার ।
 ধ্যানযোগ বিনা মুক্তি দেন অনিবার ॥ ৫৩
 এই রাজা বহু জন্ম তপস্তা করিলা ।
 ভক্তিতে হইয়া বশ প্রকাশ হইলা ॥ ৫৪
 পূর্বে সৃষ্টিভারে আমি হইয়া পীড়িত ।
 প্রার্থনা করিহু লাগি জগত্তের হিত ॥ ৫৫
 রাজার তপস্তা আর মোর প্রার্থনার ।
 দারুদ্র হইলেন প্রকাশ তথার ॥ ৫৬
 দারুদ্র সাক্ষাৎ আগনি ভগবান ।
 যেইরূপ দেখে অহা সত্য কর জান ॥ ৫৭
 আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন দেহ এমতি না জানি ।
 চক্রে বাহা দেখি সেইরূপ সত্য মানি ॥ ৫৮
 ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা জগন্নাথ ।
 দরশন কৈলে মুক্তি দেন অচিরাত ॥ ৫৯
 এত শুনি দেবগণ ব্রজার বচন ।
 অমৃত সিকিল যেন হইত হৈল যম ॥ ৬০
 সকল দেহতা চিত্তা করে মনে মনে ।
 অনিত্য দেবক ভক্তি লিলা সেইখানে ॥ ৬১
 জগন্নাথ পাইয়া করি আরাধন ।
 কন্দকূপ হৈতে সবে হইব মোচন ॥ ৬২

প্রোমে পূর্ণ দেবগণ দেউল করি ।
 দেখি ডুই হৈলু বুলু বলয়ে সবায় ॥ ৬০
 ইন্দ্রহাস্য দর্য করি অীহরি প্রকাশ ।
 বহু বহু হাওয়ার দিবেন অীনিবাল ॥ ৬১
 প্রতি বালে খেই খেই যাত্রা নিরুপণ ।
 আগলেই কহিবেন প্রভু নারায়ণ ॥ ৬২
 রাজার দেউলে প্রভু প্রতিষ্ঠা কারণে ।
 আপনি বাইব আমি জন দেবগণে ॥ ৬৩
 তোমরাও স্বরা করি বাইবে তথার ।
 দ্রব্য আরোজন হেতু আগে যান সার ॥ ৬৪
 তথার সহায় হও তোমরা সকলে ।
 ইন্দ্রহাস্য সহ সবে যাই ভূমিতলে ॥ ৬৫
 প্রথম মনুর ইবে গেল অধিকার ।
 দেউল প্রতিমাকর সম্বন্ধ ইহার ॥ ৬৬
 তবে রাজা সব কাজে হবে শক্তিনানু ।
 অবনীতে নাহি কেহ ইহার সজ্ঞান ॥ ৬৭
 এই পন্ননিধি মোর সব শক্তি ধরে ।
 বস্তু আরোজন হেতু যাবেন তথারে ॥ ৬৮

জ্ঞানলোক হইতে রাজার

প্রত্যাপন

তবে রাজা ইন্দ্রহাস্য হরবিত হয়ে ।
 নয়নে ব্রহ্মার সব সম্পত্তি দেখিয়া ॥ ১
 চমৎকার মানি রাজা প্রফুল্লিত মনে ।
 ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ব্রহ্মার চরণে ॥ ২
 বিদায় হইয়া তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 দেবগণ সহ ভূমে আইলা দণ্ডবারী ॥ ৩
 উৎকণ্ঠিতচিত্ত হৈয়া ইন্দ্রহাস্য রার ।
 জগন্নাথ নরপনে ব্যগ্র হৈয়া ধার ॥ ৪
 দূরে হৈতে প্রভু দেখি প্রণাম করিল ।
 প্রোমে পরিপূর্ণ রাজা ক্ষতি আরজিল ॥ ৫

নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।
 প্রণতভিষিনাশার চতুর্কর্ণিকহেতবে ॥
 হিরণ্যগর্ভবপুনে প্রাধান্যব্যক্তকরণে ।
 বাহুদেবার শুকার শুদ্ধজানব্রহ্মণে ॥
 ব্রহ্মণ্যদেবে বহু নমস্কার করি ।
 গোব্রাহ্মণ হিতৈবী প্রণত-ভর-হারী ॥ ৬
 ধর্ম অর্থ কাম মোক দানে এক রাজা ।
 বীর নাতিপন্ন হৈতে জগিলা বিধাতা ॥ ৭
 প্রধান অব্যক্তরূপ বেঁহ সর্বাশ্রয় ।
 নির্মল বিত্তজ্ঞান স্বরূপ যে হয় ॥ ৮
 এত বলি পুনঃপুনঃ করয়ে স্তবন ।
 প্রদক্ষিণ করি প্রণময়ে যনে যন ॥ ৯
 তথার আইলু যত অন্ত দেবগণ ।
 বিধিমতে জগন্নাথে করিলা স্তবন ॥ ১০
 প্রণাম করিয়া সবে বাহিরে আইলা ।
 নৃসিংহে প্রণাম করি নীলাচলে গেলা ॥ ১১
 পন্ননিধি সহিত সজ্ঞার বাহা করি ।
 উপনীত হৈলা গিরিশিখর উপরি ॥ ১২
 দেখে মহাজ্যোতির্ময় হরির আলর ।
 কিরণেতে গগনমণ্ডল প্রকাশর ॥ ১৩
 কিবা বিদ্যাগিরি সূর্য্যপথ কথিবারে ।
 উপনীত হৈলা নীলগিরির উপরে ॥ ১৪
 নানা মণি মণিকে রচিত শ্রীমন্দির ।
 দেখি দেবগণ প্রোমে হইলা অস্থির ॥ ১৫
 দেউল দেখিয়া রাজা আপনা পাসয়ে ।
 নয়নে দেখিলু পুন বহুদিন পরে ॥ ১৬
 একি অদ্ভুত মনস্তর গত হইল ।
 চন্দ্র সূর্য্য সবাকার অধিকার গেল ॥ ১৭
 তথাপি দেউল আছে পূর্ব্বের সমান ।
 মোরে দর্য করি গৃহ রাখে ভগবানু ॥ ১৮
 তবে দেবগণে রাজা লাগিলা কহিতে ।
 এ দেউল কেহু আমি হরির নিমিত্তে ॥ ১৯
 দাক্ষর্য্য বরি আইলেন ভগবানু ।
 আকাশবাণীতে মোরে কৈলা আজ্ঞাদান ॥ ২০

অতএব এ দেউল করিহু রচনে ।
 প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রহ্মা আসিবে এখানে ॥ ২১
 সিদ্ধ ব্রহ্মবি দেবগণের সহিতে ।
 আসিবেন প্রজান্নাথ আমার সভাতে ॥ ২২
 অতএব দেবগণ করি নিবেদন ।
 আজ্ঞাকর করি আমি কিবা আয়োজন ॥ ২৩
 শুনি দেবগণ তবে কহিতে লাগিলা ।
 আমরা না জানি রাজা ব্রহ্মা না কহিলা ॥ ২৪
 সেকালে জিজ্ঞাসা মোরা না করি এ কথা ।
 কিরূপে কহিব ইবে তিহোঁ নাহি হেথা ॥ ২৫
 এইরূপে বিচার করয়ে সর্বজনে ।
 হেনকালে পদ্মনিধি কহে বিজ্ঞমানে ॥ ২৬
 শুন নরপতি ব্রহ্মা আদেশিলা মোরে ।
 তোমাসহ আইহু সভার করিবারে ॥ ২৭
 আজ্ঞা দেহ কিবা বস্তু করি আয়োজনে ।
 আজ্ঞা পাইলে প্রস্তুত করিব এইক্ষণে ॥ ২৮

দেউল প্রতিষ্ঠার আয়োজন ।

এইরূপ সবে মেলি করয়ে বিচার ।
 হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার কুমার ॥ ১
 বাঁগাক্ষে প্রেমানন্দে ঢলি ঢলি গতি ।
 কৃষ্ণরাম অবিরাম মুখে মহামতি ॥ ২
 হে কেশিমখন মথুরেশ জগন্নাথ ।
 হে দারু পরম ব্রহ্ম বিদিত সাক্ষাৎ ॥ ৩
 হৃদয় রমা সুদর্শন সাথে করি ।
 জয় নীলগিরিমাঝে অবতার হরি ॥ ৪
 এইরূপে হরিগুণ গাইতে গাইতে ।
 উপনীত হইলেন রাজার সাক্ষাতে ॥ ৫
 নারদে দেখিয়া রাজা উঠিয়া সত্বরে ।
 অষ্টাঙ্গে পড়িয়া ভূমে প্রণমে সাদরে ॥ ৬
 কনক আসনে বসিলেন তপোধন ।
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করিলা পূজন ॥ ৭

দেবগণ প্রণমিলা নারদ চরণে ।
 মনুষ্য আকারে সবে ভ্রমে সেইখানে ॥ ৮
 তবে বোড়হাতে রাজা করে নিবেদন ।
 প্রতিষ্ঠার হেতু কি করিব আয়োজন ॥ ৯
 পুরোহিত-হীন আমি কিছু নাহি জানি ।
 যেই যেই দ্রব্য চাহি কহ মহামুনি ॥ ১০
 এই পদ্মনিধি দেব তবে আদেশনে ।
 যথাযোগ্য দ্রব্য করিবেন আয়োজনে ॥ ১১
 এত যদি ইচ্ছা হয় কৈলা নিবেদন ।
 বিধান লিখিয়া মুনি দিলেন তখন ॥ ১২
 পদ্মনিধি হাতে পত্র দিলা নরপতি ।
 বিনয় করিয়া বলে মধুর ভারতী ॥ ১৩
 ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য আদি দেবতার ।
 গন্ধর্ব্ব অশ্বর নাগ রাজাগণ আর ॥ ১৪
 যার যেই যোগ্য স্থান করহ রচন ।
 রতন হীরক মণি কনক ভবন ॥ ১৫
 যথাযোগ্য কর আয়োজন প্রতিষ্ঠার ।
 বিশ্বকর্মা হইবেন সহায় তোমার ॥ ১৬
 পদ্মনিধি প্রতি রাজা কহে এইরূপ ।
 হেনকালে মুনিবর কহে শুন ভূপ ॥ ১৭
 এ সব সম্ভার ভিন্ন আছে কিছু আর ।
 সাবধানে কর তাহা ভানুর কুমার ॥ ১৮
 স্বর্ণময় তিন রথ করহ রচন ।
 বহুমূল্য রত্নে নিরমিবে অল্পশম ॥ ১৯
 জগন্নাথ রথধ্বজে গরুড় রহিবে ।
 বলরাম রথে তালধ্বজ নিরমিবে ॥ ২০
 পদ্মধ্বজ সূত্রদ্বার করহ রচনে ।
 প্রতিষ্ঠা করিব আদি ব্রহ্মার বচনে ॥ ২১
 এত শুনি নরপতি হরিষ হৃদয় ।
 পদ্মনিধি প্রতি চাহিলেন মহাশয় ॥ ২২
 হেনকালে বিশ্বকর্মা আইলা সেখানে ।
 দ্বিবা তিন রথ গঠিলেন একদিনে ॥ ২৩
 আপনি হইল চক্র রথের উপর ।
 মনোহর রথ আড়ে দীর্ঘে পরিসর ॥ ২৪

মুকুতার ঝারা ঝুলে সে রথের ধারে ।
 নানা চিত্রে নিখিত পতাকা খরে খরে ॥ ২৫
 তাল পদ্ম গরুড় শোভয়ে তিন ধ্বজে ।
 জী পুরুষ পুতলিকা শত শত সাজে ॥ ২৬
 সুল্লর হাটক স্বর্ণে রথের নির্যায় ।
 সূর্য্যের রথের সম রথের বাধান ॥ ২৭
 গভীর মেঘের শব্দ চক্রে নিশ্বন ।
 দৃঢ়গুণে বৃদ্ধ রথ জগত-মোহন ॥ ২৮
 বায়ুগতি শত বেত ঘোড়া রথে সাজে ।
 হেন তিন রথ হৈল নীলাচল মাঝে ॥ ২৯
 রথ দেখি মহারাজা আনন্দ অপার ।
 পুণ্যকে পূর্ণিত দেহ চক্ষু জলধার ॥ ৩০
 নারদের আগে গদ গদ ভাষে কর ।
 তিন রথ প্রতিষ্ঠা করহ মহাশয় ॥ ৩১
 এত শুনি মুনিবর হৈয়া হরষিত ।
 সুল্লম সুল্লম তিথি করি নিরূপিত ॥ ৩২
 শাস্ত্র বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিল ।
 রথ দেখি সবাকার উৎসাহ বাড়িল ॥ ৩৩
 তবেত নারদ মুনি ইন্দ্রদ্যুম্ন সনে ।
 মহাবেদী প্রবেশিলা হরষিত মনে ॥ ৩৪
 প্রণাম করিয়া জগন্নাথে করি স্তুতি ।
 নিবেদন কৈলা যাইতে নীলাচল প্রতি ॥ ৩৫
 মহাবেদী ত্যজি নাথ চল নীলাচলে ।
 রতন বেদীতে তথা রহিবে দেউলে ॥ ৩৬

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ।

এতেক প্রার্থন, করিয়া রাজন,
 পট্টডুরি আনাইল ।
 সে চারি দেবের, বান্ধি কটি'পর,
 বেদী হৈতে নামাইল ॥ ১
 সকল ব্রাহ্মণে, ঘন ঘন টানে,
 নাড়িতে নারিল হরি ।

অমেতে পুরিয়া, অমোঘ হৈয়া,
 বসিল ধরণী'পরি ॥ ২
 দেখিয়া বিশ্বয়, রাজা মহাশয়,
 জিজ্ঞাসিল মুনিবরে ।
 কহ তপোধন, ইহার কারণ,
 বাজা করি জানিবারে ॥ ৩
 শুনি মহাশয়ি, কহে বৃদ্ধ হাসি,
 শুন শুন নয়পতি ।
 জগত-ঈশ্বর, মূর্তি বিশ্বস্তর,
 নাড়িতে কার শক্তি ॥ ৪
 এত কহি মুনি, করি পুটপাণি,
 নিবেদয়ে জগন্নাথে ।
 অখিলের পতি, নীলাচল প্রতি,
 বিজয় করহ রথে ॥ ৫
 কহিয়া এতেক, চাহিয়া যতেক,
 ব্রাহ্মণগণের প্রতি ।
 কহে হরি লৈয়া, রথে বসাই:
 চল চল শীঘ্রগতি ॥ ৬
 মুনির আদেশে, সবাই হরিয়ে,
 আর বার ধরি ডুরি ।
 সহজেতে টান, দিয়া ভগবান,
 লয়ে চলে দ্বারা করি ॥ ৭
 রথ সন্নিধানে, আনিয়া যতনে,
 বিমানে সোপান পথে ।
 তুলে হরষিতে, হয়ে পুলকিতে,
 বসাইয়া তুলিকাতে ॥ ৮
 হরি পদাঘাত, বজ্রের নিপতি,
 সমান শব্দ তাহার ।
 তুলি সব ছিঁড়ে, তুলারশি উড়ে,
 দেখি অতি চমৎকার ॥ ৯
 তবে জগন্নাথে, বসাইয়া রথে,
 গেলা বলরাম আগে ।
 পূর্ব্বের প্রকারে, রথের উপরে,
 বসাইয়া অনুসারে ॥ ১০

তবে হুতদ্রাঘে, আর চক্রবরে,
বসাইয়া এক রথে ।

নীলাচল মুখে, লয়ে চলে মুখে,
রজু ধরি হরষিতে ॥ ১১

জর জগন্নাথ, নীলাচল নাথ,
জর জর হলধর ।

জর শুভ্রা রমা, শুণে অরুণমা,
জর জর চক্রবর ॥ ১২

জর বিশ্বকর্ষ, বাহ্যকমতর,
উকত জনার প্রাণ ।

জর দামোদর, অখিল জৈশ্বর,
অগতি পতিত জাণ ॥ ১৩

এইরূপে শুব, করি লোক সব,
তিন রথ ধরি টানে ।

শীলার শ্রীহরি, চলে নীলগিরি,
হরষিত অতি মনে ॥ ১৪

দখি চাঁদমুখ, ঘুচে সব ভ্রুখ,
নয়ন কমলদল ।

নীরদ মবীন, অঙ্গের বরণ,
কর কোকিনদ দল ॥ ১৫

গণ্ড বলদল, মকর কুণ্ডল,
দৌলে অতি মনোহরে ।

নাসা তিলফুল, তুবনে অভুল,
জিনিয়াছে খগবরে ॥ ১৬

কম্বুকঠ মাঝে, মুকুতা বিরাজে,
দৌলয়ে হৃদয়োপরি ।

কটিতে কিঙ্কণী, বাজে কিনি কিনি,
চরণে মজীর হেরি ॥ ১৭

হীরক রতন, খচিত বলন,
পরিয়াছে জগন্নাথ ।

রূপে আলো করে, রথের উপরে,
সকল অখিল নাথ ॥ ১৮

চারি করে শঙ্খ, গদা পদ্ম চক্র,
দোমার মুকুট শিরে ।

রাজরাজেশ্বর, বিমান উপর,
তিনলোকবাসী হেরে ॥ ১৯

কহু চলে বলে, কহু মুহু চলে,
রথের অপূর্ণ গতি ।

গিরি সরিধানে, আইলা তখনে,
সকল অখিল পতি ॥ ২০

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণে ।
এইরূপে জগন্নাথ আইলা সেইখানে ॥ ২১

বহ বাত নাট্য গীত করে কুতুহলে ।
দেউলের নিকটে আইলা শুভকালে ॥ ২২

তবে বিশ্বকর্ষা ইন্দ্রচাতুর্য বচনে ।
নিশ্চাইল গৃহ সব রতন কাঞ্চনে ॥ ২৩

বড় বড় গৃহ সব অতি মনোহর ।
দেবের দ্বন্দ্ব সে আখির অগোচর ॥ ২৪

হেন সব গৃহ নিশ্চাইলা ক্ষিতি মাঝে ।
সভার অর্চন দ্রব্য তাহে বহ সাজে ॥ ২৫

কলসে কলসে স্নাত যজ্ঞ কাষ্ঠগণ ।
রাশি রাশি কুশ তাহে স্নানর শৌভন ॥ ২৬

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার অনেক প্রকার ।
রাজচক্রবর্তী সম সকল ভাণ্ডার ॥ ২৭

পূর্বে যজ্ঞকালে রাজা যত দ্রব্য কৈল ।
সেইরূপ দ্রব্য এবে উপস্থিত হৈল ॥ ২৮

তবে রাজা উত্তম উত্তম বিপ্রগণ ।
দেউল প্রতিষ্ঠা কাজে কৈল নিয়োজন ॥ ২৯

ইতি মধ্যে চমৎকার করহ শ্রবণ ।
যবে ইন্দ্রদ্যুম্ন গেলা ব্রহ্মার সদন ॥ ৩০

গাল নামে হৈল তথা এক নরপতি ।
মাধব প্রতিমা এক কৈল মহামতি ॥ ৩১

ইন্দ্রদ্যুম্ন দেউলেতে পূর্বে রাখিছিল ।
তবে এক কনিষ্ঠ দেউল বিরচিলা ॥ ৩২

তথার রাখিরা তাঁরে করয়ে সেবন ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই বার্তা করিল শ্রবণ ॥ ৩৩

যত দেউলোক্ত রাজা অধিকার কৈল ।
দুত মুখে শুনি সেই কুপিত হইল ॥ ৩৪

সসৈন্তে সাজিয়া আইল বৃদ্ধ করিবারে ।
রাজার ঐশ্বর্য দেখি বিস্ময় অন্তরে ॥ ৩৫
সবাক্ষবে লইল সে রাজার শরণ ।
আখাসিয়া তারে রাজা বলরে বচন ॥ ৩৬
প্রভু সেবা ভোমারে করিয়া সমর্পণ ।
পুনঃ ব্রহ্মলোকে আমি করিব গমন ॥ ৩৭
এতক শুনিয়া তবে গাল নরপতি ।
অভিলাষ পূর্ণ জানি হৃষ্ট হৈল মতি ॥ ৩৮
দাণ্ডাইয়া রহিলেন রাজা বিস্তমানে ।
যখন যে আজ্ঞা দেন করে সাবধানে ॥ ৩৯
এইরূপ কৈল রাজা সকল সম্ভার ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐশ্বৰ্য্যের নাহি পারাবার ॥ ৪০

—*—

দেবগণসহ ব্রহ্মার নীলাচলে আগমন ।

বসিয়াছে মহারাজা রত্ন সিংহাসনে ।
চারিদিকে ঘেরিয়াছে যত দেবগণে ॥ ১
দেব মাঝে ইন্দ্রদ্যুম্ন ইন্দ্রের সমান ।
অজ ভেঙ্গে দিক দীপ্ত করে মতিমান ॥ ২
এইরূপে আছে রাজা সবার সহিতে ।
আকাশে চন্দ্রুতি শব্দ শুনে আচম্বিতে ॥ ৩
মুন্দর মুরজ বীণা বেণু করতাল ।
সুমধুর বাজে শুভ্র ঝাঝবী কালাল ॥ ৪
ঐরাবত আলি করি চপ্তির গঙ্কর ।
চারিদিকে জর শব্দ পুষ্প বরিষণ ॥ ৫
মন্দ বায়ু স্বর্গগঙ্গাজলকণা সহে ।
মিলি দিব্য মালামুগাদির গন্ধ রহে ॥ ৬
বিমানে চাপিয়া আইসে যত দেবগণ ।
সুধর শুনিয়া কিবা কিঙ্কিণী-নিবন ॥ ৭
মহাতেজ প্রকাশিল গগনমণ্ডলে ।
দেখিতে দেখিতে দীপ্ত হৈল ক্ষিতিলে ॥ ৮
নয়ন মুদিল সব মেদিনীর জনে ।
মহাদীপ্ত সাধ্য নাহি স্বর্গানুরীকণে ॥ ৯

এক দৃষ্টে আছে সবে উজ্জ্বল করি ।
প্রজাপতি আগমন দেখে নেত্র ভরি ॥ ১০
তবে ক্রমে ক্রমে সবে করয়ে দর্শন ।
বরবিমানেতে বসি কমল আসন ॥ ১১
স্বর্ণবর্ণ শত হংস বহে সেই রথ ।
দেবগণে চামর চুলার অবিরত ॥ ১২
জাহ্নবী যমুনা জলে ব্যাপ্ত কলধর ।
হুই পার্শ্বে চন্দ্র সূর্য্য হয় ছত্রধর ॥ ১৩
মন্দ পবনেতে চালে ছত্রের বসন ।
ব্রহ্মাযি গৌতমাদি করয়ে স্তবন ॥ ১৪
তার মধ্যে প্রজাপতি বসি হরষিতে ।
দেখি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ সাথে ॥ ১৫
জয় জয় শব্দ করি করয়ে স্তবন ।
পুনঃপুনঃ নরপতি করয়ে বন্দন ॥ ১৬
রত্না আদি বেত্মা নাচে ব্রহ্মার সন্মুখে ।
হাহা হুহু গঙ্করাদি গুণ গায় স্তুতে ॥ ১৭
সিদ্ধ বিভাধরগণ বীণা লয়ে করে ।
গাইছে ব্রহ্মার গুণ অমধুর স্বরে ॥ ১৮
ঝড়হাত করি যত তপস্বির গণ ।
দূরে থাকি প্রজানাত্রে করিছে স্তবন ॥ ১৯
সানিজী শারদা চিত্রবাক্যের প্রবন্ধে ।
ব্রহ্মারে তোষয়ে চুঁহে পরম আনন্দে ॥ ২০
অজ কার সাধ্য আছে ব্রহ্মার তোষণে ।
এইরূপে প্রজাপতি কৈল আগমনে ॥ ২১
সিদ্ধ গঙ্করের গণ নারদাদি সনে ।
পথ দেখাইয়া আগে করয়ে গমনে ॥ ২২
ঠেলাঠেলি দেবগণ আইসে চারিভিতে ।
কেবা কোন পথে আইসে জা পান্নি নিম্বিতে ॥ ২৩
আগে আসিবার হেতু সবার বাসন ।
উৎকণ্ঠা গমন হেতু উলিছে বাহন ॥ ২৪
স্রষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তা পদ্মধোনি ।
স্বয়ং তিহো আইলা দেবতা কিসে গণি ॥ ২৫
দেখি ইন্দ্রদ্যুম্ন আর যত দেবগণ ।
সম্মুখে ভূমিতে পড়ি বন্দিল চরণ ॥ ২৬

জৈমিনি করয়ে নিবেদন ।
 শুনহ সকল মুনিগণ ॥ ২৭
 তবে রত্ন কাঞ্চনে নির্মাণ ।
 শূন্য হৈতে পড়িল সোপান ॥ ২৮
 লগ্নে সেই প্রজাপতির রথে ।
 মূল ছুইলেক ধরণীতে ॥ ২৯
 চারি বাম আড় পরিসর ।
 পৃষ্ঠে সব সোপান সুন্দর ॥ ৩০
 বিধাতার নামিবার তরে ।
 উদয় সোপান মনোহরে ॥ ৩১
 তবে প্রজাপতি আচরিতে ।
 রথ হৈতে নামে পৃথিবীতে ॥ ৩২
 আগেতে গন্ধর্ব্ব রাজগণ ।
 রত্নবেত্র করে বিলক্ষণ ॥ ৩৩
 পথ দেখাইয়া সব চলে ।
 সোপানে নাময়ে কুতূহলে ॥ ৩৪
 দুর্কীসা নারদ হাতে ধরি ।
 ব্রহ্মা নামিছেন ধীরি ধীরি ॥ ৩৫
 কটাক্ষেতে যেই দিকে চায় ।
 পাপ সব দূরেতে পলায় ॥ ৩৬
 রথ আর দেউল-ছাতিতে ।
 মধ্যে নামিলেন হরষিতে ॥ ৩৭
 জিনি ইন্দ্রধনুর কিরণ ।
 অঙ্গছটা অতি মনোরম ॥ ৩৮
 দেখি রথ দেউল সুন্দর ।
 হস্তমাখা হইল অধর ॥ ৩৯
 গৃহ সব দেখি দীর্ঘতর ।
 রত্নস্তুপে শোভিত সুন্দর ॥ ৪০
 পূর্ণ সেই সকল সম্বারে ।
 ভূবিলা আনন্দ সিদ্ধুদীরে ॥ ৪১
 জৈমিনি বলয়ে সবে করহ প্রবণ ।
 এইরূপে প্রজাপতি করিলা গমন ॥ ৪২
 দেব ব্রহ্মাষি আর যত রাজাগণে ।
 কিরীট অঞ্জলি রাখি করয়ে স্তবনে ॥ ৪৩

যেই দিকে প্রজাপতি করে নিরীক্ষণ ।
 সেইদিকে স্তুতি করে কোটা কোটা জন ॥ ৪৪
 তবে ইন্দ্রদ্রোণ পড়ে ব্রহ্ম পদতলে ।
 পদ ধুইলেন রাজা নিজ আঁখি জলে ॥ ৪৫
 পদতলে পড়ি রাজা ব্রহ্মা নিরখিয়া ।
 বিনয় বচনে কহে জীবৎ হাসিয়া ॥ ৪৬
 অঙ্গুলি নির্দেশ করে কহেন তাহারে ।
 দেখ রাজা তব ভাগ্য কে কহিতে পারে ॥ ৪৭
 যাহাতে করিলে বশ সপ্তলোকগণে ।
 সকলে একত্রে দেখ তোমার কারণে ॥ ৪৮
 চন্দ্র সূর্য্য অনল বরুণ বৃহস্পতি ।
 কুবের পবন ইন্দ্র গ্রহ যোগ তিথি ॥ ৪৯
 ব্রহ্মাষি সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
 অঙ্গর মণ্ডল দেখে যত বিজ্ঞাধর ॥ ৫০
 রাজারে এতেক কহি ব্রহ্মা জগৎপতি ।
 জগন্নাথ রথ অগ্রে গেলা শীঘ্রগতি ॥ ৫১
 অষ্টাঙ্গে ভূমেতে পড়ি করে নমস্কার ।
 উঠি ব্রহ্মা প্রদক্ষিণ কৈলা তিন বার ॥ ৫২
 আনন্দ সাগরে ভুবি দেহ রোমাঞ্চিত ।
 গদগদ স্বরে স্তব লাগিলা করিতে ॥ ৫৩
 জয় জয় জগন্নাথ করুণাসাগর ।
 জয় সকলের মূল জয় দামোদর ॥ ৫৪
 এইরূপে ক্রমে চারি দেবে স্তুতি করি ।
 প্রণমিয়া উঠিলেন নীলাজি উপরি ॥ ৫৫
 দেউল দেখিয়া ব্রহ্মা প্রশংসি রাজারে ।
 যথাযোগ্য স্থানে বসাইল সবাকারে ॥ ৫৬
 তিন-লোক-বাসিগণে বসায় আসনে ।
 আপনি বসিলা ব্রহ্মা হরষিত মনে ॥ ৫৭
 শান্তি পুষ্টি হেতু ভরদ্বাজ মুনিবরে ।
 ব্রহ্মার আদেশে রাজা বসিলা সান্নিধ্য ॥ ৫৮
 প্রতিষ্ঠা বিষয়ে পূজা যেই দেবগণে ।
 স্বয়ং রূপে সবে পূজা ল লা সেখানে ॥ ৫৯
 তবে মহাবীর ভরদ্বাজ মুনি হৈতে ।
 আরম্ভ হইল কর্ণ মঙ্গলরূপেতে ॥ ৬০

তবে মহারাজ ইচ্ছায় হরষিতে ।
 ব্রহ্মা আদি দেবে পূজা করিলা সাক্ষাতে ॥ ৬১
 সর্ব আগে সাক্ষোপাঙ্গে পূজি প্রজাপতি ।
 ত্রৈলোক্যবাসিনে পূজা কৈল মহামতি ॥ ৬২
 মাঝে ব্রহ্মা চারিদিকে ত্রৈলোক্যের গণে ।
 পূজা লইলেন সবে হরষিত মনে ॥ ৬৩
 দেহধারী বৃক্ষরূপ প্রভু জগৎপতি ।
 সাক্ষাৎ দেখিলা সবে পাইলা অব্যাহতি ॥ ৬৪
 হরি দেহ স্বরূপ দেউল মনোহর ।
 প্রতিষ্ঠা করিয়া ভরদ্বাজ মুনিবর ॥ ৬৫
 ব্রহ্মারে কহিল হরি করহ স্থাপন ।
 এত কহি উঠিলেন মহাতপোবন ॥ ৬৬
 তবে প্রজাপতি সর্ব মঙ্গল করিয়া ।
 রথ সরিধানে চলে হরষিত হৈয়া ॥ ৬৭
 সংহতি নারদ আদি যত ঋষিগণ ।
 বিজ্ঞাবান বিপ্র রাজা ক্ষত্রি নাগগণ ॥ ৬৮
 মঙ্গল উচিত রাগ মধুর সুস্বরে ।
 গাইছে গন্ধর্ব্বগণ অতি মনোহরে ॥ ৬৯
 অঙ্গর কিন্নরগণ নাচিছে হরিষে ।
 বিপ্রগণ বেদ গায় মিলিল বিশেষে ॥ ৭০
 মুরজ কাহাল শঙ্খ ভেরী বীণাগণ ।
 রাগেতে মিশিলা বজ্রে অতি মনোরম ॥ ৭১
 তবে ব্রহ্মা আদি যত দেবতামণ্ডলী ।
 রথের উপরে উঠে মহাকুতূহলী ॥ ৭২
 রথে হৈতে জগন্নাথে নামার যতনে ।
 সোপানের পথে আনে অতি সাবধানে ॥ ৭৩
 পার্শ্বে ভূজে শিরে পদে ধরি জগন্নাথে ।
 বার বার বসায় তলিকা সকলেতে ॥ ৭৪
 অঙ্গে অঙ্গে লইল দেউল সরিধানে ।
 কলতক কুসুম বরিষে যনে যনে ॥ ৭৫
 পাছে চন্দ্র স্বর্বা রত্নছত্র ধরে শিরে ।
 সঙ্গে প্রজাপতি স্তব করে ঘোড়করে ॥ ৭৬
 জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ সর্বপাপহারী ।
 জয় বাহুবলদাতা দক্ষিণেশ্বরী ॥ ৭৭

সংসারে নিমগ্ন গনে তারক লীলার ।
 জয় কৃপাজলনিধি বন্দি তব পার ॥ ৭৮
 জয় দীন ভূখিতের পরম আশ্রয় ।
 অচ্যুত অনন্ত জয় দৈবের অবায় ॥ ৭৯
 বীণাযন্ত্রে সুস্বরে নারদ মুনিবর ।
 প্রভুগুণ গানে স্তব করে মনোহর ॥ ৮০
 ধূপ পাত্র হাতে করি দেবতামণ্ডলী ।
 সুধুপিত করে সবে মহাকুতূহলী ॥ ৮১
 দুই পার্শ্বে সারি সারি চামর করেছে ।
 বাজন করয়ে দেবগণ হরষিতে ॥ ৮২
 এইরূপে বলিষ্ট সুভদ্রা সুদর্শনে ।
 কোতুকেতে আনিলা দেউল সরিধানে ॥ ৮৩

—*—

প্রতিষ্ঠা বিধান ।

জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মুনিগণ ।
 প্রতিষ্ঠাবিধান কথা পৌষ মিলন ॥ ১
 দেউলের দ্বারেতে মণ্ডপ মনোহর ।
 রতনের স্তম্ভে সেই রচিত সুন্দর ॥ ২
 অভিষেক হেতু বসাইয়া দেবগণে ।
 সুবর্ণ দপণ ধরে সমুখে যতনে ॥ ৩
 পূর্ণ রত্নকুন্ত পল্লবাদি তীর্থজলে ।
 তাতে অভিষেক ব্রহ্মা করে কুতূহলে ॥ ৪
 লক্ষ্মীসূক্তে বিষ্ণুসূক্তে কৈলা অভিষেকে ।
 অভিষেক কার্য্য লিখাইলা সব লোকে ॥ ৫
 গন্ধমাল্যে শোভিত সুন্দর দেবগণে ।
 আরতি করিয়া ব্রহ্মা বিধির নিধানে ॥ ৬
 রত্ন সিংহাসনে বসাইলা মকোপরি ।
 প্রার্থনা করয়ে ব্রহ্মা দুই কর মুক্তি ॥ ৭
 প্রার্থনা । ব্রহ্মোবাচ—
 অশেষজগদাধার সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত ।
 সুপ্রতিষ্ঠাখিলব্যাপিন্ শ্রোত্রেণ সুবিরো ভব ।
 ত্রি প্রতিষ্ঠিতে নাথ নথ সর্ব প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 তবাজরা প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণ চ তৎসংসদেভ্যঃ ॥

তুমি প্রভু হও সর্ব জগত-আধার ।
 তোমা হৈতে লোক সব হইল প্রচার ॥ ৮
 নির্মল তোমার গুণ তুমি সর্বপ্রথমে ।
 দেউলে স্থির হয়ে রহ দয়াময় ॥ ৯
 আমরা স্থির নাথ তোমার স্থিরে ।
 অতএব স্থির রহ এইত মন্দিরে ॥ ১০
 এই প্রতিষ্ঠা নাথ তব আদেশনে ।
 তোমার প্রসাদে পূর্ণ হইল এক্ষণে ॥ ১১
 এইরূপে স্থাপন করিয়া জগন্নাথে ।
 তাহার হৃদয় পরশিয়া সাবহিতে ॥ ১২
 মন্ত্ররাজ সহস্র জপিয়া পদ্মাসন ।
 প্রেমায় পূর্ণিত দেহ সজল নয়ন ॥ ১৩
 বৈশাখেতে শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে ।
 পূব্যা নামে নক্ষত্র সংযোগ হৈল তাতে ॥ ১৪
 তাহে বৃহস্পতিবার সুন্দর শোভন ।
 সেই দিনে প্রতিষ্ঠা হইলা নারায়ণ ॥ ১৫
 মহাপূজা সেই দিন সর্বপাপহারী ।
 জ্ঞান দান তপ হোম অক্ষয় আচারি ॥ ১৬
 সেই দিনে রামকৃষ্ণ ভদ্রা সুদর্শনে ।
 ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে দর্শনে ॥ ১৭
 সকল বিপাকে সেই হইয়া উদ্ধার ।
 মুক্তিভাগী হয় অশ্রু নাহিক বিচার ॥ ১৮
 বৈশাখ মাসেতে শুক্ল অষ্টমীর দিনে ।
 শুক্ল পূব্যা যোগ তাহে করেন যখনে ॥ ১৯
 সেই দিনে করে যেই হরির অর্চন ।
 কোটি জন্ম পাপ তার নাশে ততক্ষণ ॥ ২০
 সকল বন্ধন হৈতে সেই মুক্ত হয়ে ।
 অন্তে বৈকুণ্ঠেতে চলে আনন্দ পাইয়ে ॥ ২১
 এই কথা শ্রবণে অশেষ তাপ হয়ে ।
 সর্ব কাম সিদ্ধ হয় শরণ যে করে ॥ ২২
 ভক্তি করি তুমি ভাই হরিগুণগাথা ।
 তব মহাপীড়নে না পাশে কভু ব্যথা ॥ ২৩
 বাগ্‌জের কাকত বলি না কর হেলন ।
 ঔষধ মাগন গুণ না ত্যজে কখন ॥ ২৪

শ্রীমহাপ্রসাদ যদি কাকমুখ হৈতে ।
 গলিত হয়েন শক্তি ধরেন তারিতে ॥ ২৫
 তেমতি যদি বা আমি করিছ বর্ণন ।
 তবু হরিগুণ শক্তি না ত্যজে কখন ॥ ২৬
 অতএব শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস ।
 যে কিছু লিখয়ে ব্যাস বচন আভাস ॥ ২৭
 উৎকলখণ্ডের কথা অতি সুমধুর ।
 শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর ॥ ২৮

প্রভুর নৃসিংহমূর্তি ধারণ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন চমৎকার বাণী ।
 মন্ত্ররাজ হৃদয়ে জপিতে পদ্মযোনি ॥ ১
 ধরিলেন জগন্নাথ নৃসিংহ আকার ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি লাগে চমৎকার ॥ ২
 জলদগ্নি জিহ্বা দেখি সবে লাগে ভয় ।
 কাল অগ্নি রুদ্র যেন হইল উদয় ॥ ৩
 বহু মুখ আঁখি কর পদ বহু কর্ণ ।
 দেখি আসে তিন লোক হইল বিবর্ণ ॥ ৪
 ব্যগ্র হৈয়া নারদ পিতারে জিজ্ঞাসিল ।
 কেন জগন্নাথ হেন মুরতি ধরিল ॥ ৫
 ব্রহ্মা বলে দাক্ষব্রহ্ম প্রভু ভগবানে ।
 দাক্ষ বলি অবজ্ঞা করিবে সুচরণে ॥ ৬
 তথির কারণে জপিয়াম মন্ত্ররাজ ।
 যাহে নরহরি হৈলা দেউলের মাঝ ॥ ৭
 এত বলি ব্রহ্মা বহু করিয়া স্তবন ।
 সিংহমন্ত্র ভূমিতলে করিল লিখন ॥ ৮
 ইন্দ্রহায়ে প্রবেশ করায়ৈ তথি মাঝ ।
 দীক্ষা করাইলা নৃসিংহের মন্ত্ররাজ ॥ ৯
 বজ্রিশ অক্ষর মন্ত্র প্রণব সহিতে ।
 মন্ত্র পায়া মহারাজা লাগিল দেখিতে ॥ ১০
 শান্তদেহ নরহরি হৃদয়ে কমলা ।
 ছই করে চক্র ধনু হাতে বনমালা ॥ ১১

কমলা বজ্রিশ দলে ধোঁগপাট্টা সনে ।
 বসিরাছে অট্টহাস হাসিছে বদনে ॥ ১২
 মস্তের অক্ষরময় সেই পদ্মদল ।
 মস্তের প্রণব মাঝে কর্ণিকা উজ্জল ॥ ১৩
 কার শক্তি নিরখিলে শ্রীমুখকমল ।
 জটীতে মণ্ডিত মুখ পরম উজ্জল ॥ ১৪
 দিবা রত্ন ভূষণ পরিল সব অঙ্গে ।
 গাছে বলরাম শিরে ছত্র ধরে রঙ্গে ॥ ১৫
 লহশ্বেক ফণা ছত্র আকার করিয়া ।
 আছে মহানন্দে হল মুখ ধরিয়া ॥ ১৬
 দেখি নরপতি কহে ব্রহ্মার চরণে ।
 জগন্নাথে হেন রূপ দেখি কি কারণে ॥ ১৭
 পূর্বে চারি দারুমূর্তি ধরিলেন হরি ।
 প্রতীষ্ঠা হইতে কেন অশ্রু রূপ হেরি ॥ ১৮
 মায়া কি নিশ্চয় ইহা কহ প্রজাপতি ।
 যোগ্য যদি জান মোরে কহ শীঘ্রগতি ॥ ১৯
 ব্রহ্মা বলে নরপতি শুন সাবধানে ।
 আশ্রমমূর্তি নরহরি দেব-নারায়ণে ॥ ২০
 প্রকাশিলা সে রূপ তোমাতে দয়া করি ।
 এই দারুব্রহ্ম চারি বেদমূর্তিধারী ॥ ২১
 ঋগ্বেদ বলরাম সাম নারায়ণ ।
 যজুর্বেদ সূতদ্রা অথর্ব সূতদর্শন ॥ ২২
 অতএব মহারাজ শুনহ উপায় ।
 সিদ্ধতীরে রহি সেব এই দারু পায় ॥ ২৩
 এই মন্ত্ররাজ্য কর ইহার অর্চন ।
 পাইবে পরম গতি শুনহ রাজন ॥ ২৪
 জৈমিনি বলয়ে সবে শুন মন দিয়া ।
 এইরূপে পদ্মধোনি রাজারে কহিয়া ॥ ২৫
 আপন ছন্দে রাখি সিংহের আকার ।
 পূর্ববৎ চারিরূপ করিলা প্রচার ॥ ২৬
 যেই চারি মূর্তি রথে হৈতে নামাইলা ।
 সেইরূপ সকলেতে দেখিতে লাগিলা ॥ ২৭
 ষাদশ অক্ষরে পূজিলেন বলরামে ।
 পুরুষহুঙ্কতে পূজা কৈলা নারায়ণে ॥ ২৮

লক্ষ্মীমন্ত্রে তজা চক্র ষাদশ অক্ষরে ।
 পূজন করিয়া ব্রহ্মা নিবেদন করে ॥ ২৯

স্মানযাত্রা ।

শুন প্রভু ভগবান ভকত জীবন ।
 সহস্র জনম ভক্তি করিয়া রাজন ॥ ১
 শেষে তব চরণ করিল দর্শন ।
 তোমার দর্শন হয় মুক্তির কারণ ॥ ২
 যত্নপিও ভক্তিযোগে সেবিল তোমাতে ।
 সেই আজ্ঞা কর ভক্তিযোগে সেবিবারে ॥ ৩
 দেশ কাল ব্রত আদি নানা উপচার ।
 কি মতে সেবিবে কহ করিয়া বিস্তার ॥ ৪
 তব মুখকমল-গলিত-আজ্ঞামৃত ।
 সেই রস পানে তৃষ্ণাবৃত্ত অবিরত ॥ ৫
 অতএব জগন্নাথ করি নিবেদন ।
 সাক্ষাতে করহ আজ্ঞা করুন শ্রবণ ॥ ৬
 এতেক শুনিয়া হরি ব্রহ্মার বচন ।
 অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন নারায়ণ ॥ ৭
 দারুদেহ হইয়াও হাসিয়া হাসিয়া ।
 গম্ভীর বচনে কহে রাজারে চাহিয়া ॥ ৮
 শুন মহারাজ তব ভকতি কারণ ।
 প্রসন্ন হইছ আমি তোমাতে রাজন ॥ ৯
 তোমা বিনে শক্তি কার হেন উপার্জন ।
 বর দিহু ভক্তি রহ আমার চরণে ॥ ১০
 যে মোর দেউল হেতু করিয়া যতন ।
 কোটি কোটি ধন ব্যয় করিলে রাজন ॥ ১১
 ভাঙ্গিলেও সে দেউল স্থান না ত্যজিব ।
 কালাস্তরে অশ্রু ঘেবা দেউল হইব ॥ ১২
 সেই তব কীৰ্ত্তি রাজা হইবে নিশ্চিত ।
 বসতি করিব তাহে তোমার পীরিতে ॥ ১৩
 সত্য সত্য পুনঃ সত্য সত্য পুনঃ পুনঃ ।
 দেউল প্রতিমা যদি ভাঙে রাজন ॥ ১৪

তবু না ত্যজিব আমি তোমার এ স্থান ।
 এই দারুদেহ ইথি করিব বিশ্রাম ॥ ১৫
 দ্বিতীয় পরাক্ষি পুনঃ ব্রহ্মার যাবত ।
 এই স্থানে এই দেহে রহিব তাবত ॥ ১৬
 স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় চতুর্ভুগে ।
 সত্যের প্রথম জ্যৈষ্ঠ অমাবস্তা যোগে ॥ ১৭
 সেই দিনে অশ্বমেধ হৈল তব পূর্ণ ।
 জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে আমি হৈলু অবতীর্ণ ॥ ১৮
 সেই মহাপুণ্য দিন মোর জন্মতিথি ।
 সেই দিনে স্নান মোরে করাবে নৃপতি ॥ ১৯
 বিধিমতে উপচারে অধিবাস করি ।
 মহাপূজা আমার করিবে দণ্ডধারী ॥ ২০
 পূজিত হইয়া আমি সেই মহাদিনে ।
 কোটি জন্মার্জিত পাপ করিব নাশনে ॥ ২১
 সর্ব-তীর্থ সর্ব-যজ্ঞ সর্ব-দান ফল ।
 সে দিনে যে দেখে মোরে মিলয়ে সকল ॥ ২২
 বড়ের উত্তর সর্বতীর্থময় কূপ ।
 স্নানহেতু আগে নিরখিয়া আমি ভূপ ॥ ২৩
 পশ্চাৎ হটল অবতার এইখানে ।
 সে কূপ মুদিল হৈবে বালির চাপনে ॥ ২৪
 মুক্তি কর সেই কূপ সুমুক্তি করিয়া ।
 স্নান মোরে করাইবে সে জল তুলিয়া ॥ ২৫
 চতুর্দশী দিনে কূপ সংস্কার করিবে ।
 ক্ষেত্রপাল দিকপাল রক্ষক পূজিবে ॥ ২৬
 মুরজ কাহ্নাক কলু করিবে বাজন ।
 স্বর্ণকুন্ত করি জল তুলিবে ব্রাহ্মণ ॥ ২৭
 জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে অতি প্রাতে অবসরে ।
 ব্রহ্মা আর রাম সুভদ্রার সহ মোরে ॥ ২৮
 স্নান করাইবে অতি হরিষ বিধানে ।
 মোর লোক পাইবে সে নিশ্চয় বচনে ॥ ২৯
 স্নান কৃত মোরে যেনা করয়ে দর্শন ।
 দেহবন্ধ কড় নাহি পার সেই জন ॥ ৩০
 জ্ঞানভাগ্যেতে রড় ঝঞ্চ বিরচিবে ।
 চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সুশোভা করিবে ॥ ৩১

চন্দনের জল ছড়াইবে সেইখানে ।
 তথি স্নান করাইবে বেদের বিধানে ॥ ৩২
 দক্ষিণ মুখেতে আমি করিতে গমন ।
 সেইকালে যেই মোরে করিবে দর্শন ॥ ৩৩
 যেইরূপ হইতে করিবে মনে আশে ।
 সেইরূপ প্রাপ্তি তার হবে অনায়াসে ॥ ৩৪
 তবে পঞ্চদশ দিন না দেখিবে মোরে ।
 গেরূপ থাকিব আমি গৃহের ভিতরে ॥ ৩৫
 এই জ্যৈষ্ঠ স্নান মোর পরম পাবন ।
 করে কিবা দেখে যেনা হইবে মোচন ॥ ৩৬

কবিতা

অন্যান্য যাত্রার বিবরণ ।

হরি বলে শুন রাজা হরিষ হইয়া ।
 প্রধান প্রধান যাত্রা কহি বিবরিয়া ॥ ১
 গুণ্ডিচা নামেতে যাত্রা পরমপাবনী ।
 সাবধানে তাহা আচরিবে নৃপমণি ॥ ২
 মাঘী শুক্লপঞ্চমী চৈত্রের শুক্লাষ্টমী ।
 এই দুই কাল এই যাত্রা মধ্য গণি ॥ ৩
 অশেষে আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়া পুষ্যায় ।
 মোর মহাপ্রীতি রাজা এই ত যাত্রায় ॥ ৪
 নক্ষত্রবিহীন যদি হয় সেইদিনে ।
 তিথিতে প্রসিদ্ধা যাত্রা জানিহ রাজনে ॥ ৫
 আষাঢ়ের সিতপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাতে ।
 রাম ভদ্রা মোরে রাজা আরোপিবে রথে ॥ ৬
 মহামহোৎসব করি তুহিবে ব্রাহ্মণে ।
 আমার প্রসাদ বিতরিবে সর্বজনে ॥ ৭
 গুণ্ডিচা মন্দির নাম পূর্ব মোর স্থিতি ।
 অশ্বমেধ সহস্রেক মহাবেদী যথি ॥ ৮
 তাহা হৈতে পুণ্যস্থান নাহি ক্রিতিমাঝে ।
 যথা পঞ্চাশতবর্ষ যজ্ঞ কৈলে রাজে ॥ ৯
 ধরণীর মাঝে অতি প্রীতিকর স্থান ।
 কোনখানে নাহি রাজা তাহার সমান ॥ ১০

ব্রহ্ম অমুরোধে আর তোমার ভক্তিতে ।
 বসতি করিহু যেন এ নীলপর্কতে ॥ ১১
 মহাপ্রীতিকর যেন হয় এই স্থান ।
 নরসিংহ ক্ষেত্রে তেন বেদীর বাধান ॥ ১২
 মোর জন্মস্থান সেই মহাপ্রীতিকর ।
 বহুকাল তথায় আছিহু নরবর ॥ ১৩
 মোর দেহ পদ্মযোনি এমনত মন্দিরে ।
 স্থাপন করিলা অতি করিয়া আদরে ॥ ১৪
 অমুরোধ ইহার তোমার ভক্তিতে ।
 নিত্য রহিলাম রাজা গুন সাবহিতে ॥ ১৫
 নয় দিন বাব আমি গুণ্ডিচা মন্দিরে ।
 যেন তথা হৈতে আইলাম এথাকারে ॥ ১৬
 তথা তব সরোবর সর্বতীর্থময় ।
 সপ্ত দিন তার তীরে রহিব নিশ্চয় ॥ ১৭
 তথি যাইয়া মোরে যেবা করয়ে দর্শন ।
 মোর লোক পায় সেই নিশ্চয় বচন ॥ ১৮
 সাড়ে তিন কোটি তীর্থ হয় ত্রিভুবনে ।
 তব সরোবরে রহে মম সমাগমে ॥ ১৯
 বিধিমতে তাহে স্নান করি ভাগ্যবানে ।
 ভক্তি করিয়া মোরে দেখয়ে নয়নে ॥ ২০
 জননী জঠর ক্লেশ পুনঃ নাহি পায় ।
 সত্য সত্য মহারাজা কহিহু তোমায় ॥ ২১
 নবমী দিবসে পুনঃ রথোতে চাপিয়া ।
 দক্ষিণ মুখেতে আমি আসিব ফিরিয়া ॥ ২২
 মোরে দরশন যেবা করে সেইকালে ।
 প্রত্যাগদে অশ্বমেধ ফল তারে মিলে ॥ ২৩
 ইন্দ্রের সমান ভোগ ভুজিয়া সে জন ।
 অন্তকালে পাইবেক আমার চরণ ॥ ২৪
 জগন্নাথ বলয়ে রাজা করহ শ্রবণ ।
 বিশেষ কহি যে সব যাত্রা-নিরূপণ ॥ ২৫
 আমার শয়ন আর পার্শ্ব-প্রবর্তন ।
 আমার উত্থান যত্নে করিবে রাজন ॥ ২৬
 আরণ্য যাত্রা অগ্রহায়ণে করিবে ।
 পোষে করিবে পুষ্যা স্নান মহোৎসবে ॥ ২৭

ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে করিবে দোলকাজ ।
 দোলয় দক্ষিণ মুখ যে দেখয়ে রাজ ॥ ২৮
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপে মুক্ত সেই হয় ।
 কদাচিত ইথে রাজা না ভাব সংশয় ॥ ২৯
 দরশন পূজন প্রণাম সেই কালে ।
 প্রত্যেকে সহস্র অশ্বমেধ ফল ফলে ॥ ৩০
 গুন রাজা চৈত্র গুরু জ্যৈষ্ঠদশী দিনে ।
 কামদেবে পূজন করিবে সাবধানে ॥ ৩১
 বৈশাখের গুরু পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া ।
 সেই দিনে চন্দ্রনেতে আগারে লেপিয়া ॥ ৩২
 মহাপ্রীতি করে মোরে গুনহ রাজন ।
 এই কহিলাম মোর যাত্রার লক্ষণ ॥ ৩৩
 বহুবিধি যাত্রা রাজা ইথি মধ্যে হয় ।
 তোমার পীরিতে সদা করিব নিশ্চয় ॥ ৩৪
 প্রতি এক যাত্রা হয় চতুর্কর্গদাতা ।
 ইহা জানি ভাগ্যবান করিবে সর্বথা ॥ ৩৫
 ইন্দ্রছায়ে বর দান যেই জন শুনে ।
 সকল কামনা পূর্ণ ব্যাসের বচনে ॥ ৩৬

—:—

ব্রহ্মা ও দেবগণের স্বস্থানে

গমন ।

জৈমিনি বলয়ে গুন যত মুনিগণে ।

এই বর ইন্দ্রছায়ে দিয়া নারায়ণে ॥ ১
 দ্বিষৎ হাসিয়া হরি কহেন ব্রহ্মারে ।
 গুন গুন চতুর্ভুখ কহি যে তোমারে ॥ ২
 তোমার পীরিতে সব কৈহু সমাপন ।
 তোমায় আমার ভেদ নাহি কদাচন ॥ ৩
 তোমার যে ইচ্ছা সেই সম্ভতি আমার ।
 অভিলাষ পূর্ণ সব করিহু তোমায় ॥ ৪
 আমার মাধব মূর্তি আছিল বখন ।
 সেইকালে যাচা ভূমি করিলে প্রার্থন ॥ ৫

তাহা পূর্ণ হেতু কৈলু এই অবতার ।
 মোরে এথা দেখি জীব পাইবে নিস্তার ॥ ৬
 দর্শন পূজন করি সব জীবগণ ।
 অন্তকালে পাইবেক আমার চরণ ॥ ৭
 ক্রমে তোমাসহ সবে পাইবে আমারে ।
 স্তনহ নিশ্চয় ব্রহ্মা কহিলু তোমায়ে ॥ ৮
 তুমি আর ইজ্রহ্ম মিলিল এখানে ।
 মোর প্রীতি স্থান এই তথির কারণে ॥ ৯
 যাহা ইচ্ছা করি জীব এখার সেবিবে ।
 অবশ্য সে অভিনাষ সে জন পাইবে ॥ ১০
 ইবে সত্যলোক যাত্রা করহ আপনে ।
 দেবতা সকল স্বর্গে ককন গমনে ॥ ১১
 তবে পরমায়ুঃ পূর্ণ হইবে যাবৎ ।
 নিশ্চয় এখার আমি রহিলু তাবৎ ॥ ১২

শ্রীভগবদ্বাক্যম্ :—

ব্রহ্মদানীঃ সত্যলোকং ত্রিদিবং যাত্ত দেবতাঃ ।
 তবায়ুঃপূর্ণপর্যন্তং অহমত্র স্থিতোঽবম্ ॥
 তবে ব্রহ্মা ব্রহ্মধ্বনি হুর সিদ্ধগণ ।
 জুমে পড়ি জগন্নাথে করিয়া বন্দন ॥ ১৩
 নিজ নিজ আলয়েতে করিলা গমন ।
 প্রভুও প্রতিজ্ঞারূপ ধরিলা তখন ॥ ১৪
 স্থির হৈরা রহিলেন দেউল ভিতরে ।
 জগৎ-আনন্দদাত্তা দরশন দ্বারে ॥ ১৫
 বিমুক্তজ দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মীয়া রাজন ।
 পদ্মগোনি অনুব্রজি করিলা গমন ॥ ১৬
 তবে ব্রহ্মা চাহি কহে ইজ্রহ্ম প্রীতি ।
 ভগবান আজ্ঞা বাহা করিলা নৃপতি ॥ ১৭
 সেই সব যাত্রাগণ কর সাবধানে ।
 চরাচর তুট ঠাঁর তুষ্টির কারণে ॥ ১৮
 এখন আপন গৃহে করহ গমন ।
 এত বলি ব্রহ্মা গেল নিজ নিকেতন ॥ ১৯
 ব্রহ্মার আদেশে রাজা ফিরিলা মন্দিরে ।
 সেইত আদেশ ধরি মন্তক উপরে ॥ ২০

বিধিমতে রহ উপচারে মহারাজা ।
 মহাভক্তি করি কৈল জগন্নাথ-পূজা ॥ ২১
 নারদ সহিত রাজা পরম শ্রীমান ।
 জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আদি কৈলা সমাধান ॥ ২২
 এই কথা যেই জন শ্রদ্ধা করি শুনে ।
 জগন্নাথ-পাদপদ্ম মিলয়ে সে জনে ॥ ২৩
 আমি শিশু মূর্খ কিছু না জানি বর্ণন ।
 হরিতত্ত্ব জানি সবে করিবে শ্রবণ ॥ ২৪
 গলিত নিষ্ঠালা যদি কাকের বদনে ।
 সাধু জন ত্যাগ তাহা না করে কখনে ॥ ২৫
 ইহা জানি এ পুস্তক করহ শ্রবণ ।
 হরিগুণ হেতু ইহা পরম কারণ ॥ ২৬
 বিত্তা নাহি পড়ি নাহি করি অধ্যয়ন ।
 যে কিছু লিখান হরি করি যে লিখন ॥ ২৭
 মোর কিবা শক্তি হয় বর্ণন করিতে ।
 ইচ্ছায় পরকাশ লীলা কৈলা দীননাথে ॥ ২৮

শ্বেতরাজে সেবা সমপর্ণ পূর্বক
 রাজার ব্রহ্মলোক গমন ।

জৈমিনি বলয়ে তবে শুন মুনিগণে ।
 বর পাইয়া মহারাজা নারায়ণ স্থানে ॥ ১
 আজ্ঞা অনুসারে তবে সব যাত্রগণ ।
 বহ উপচার করি করিলা রাজন ॥ ২
 জগন্নাথ সেবা কৈলা কার-বাক্য-মনে ।
 পরম পীরিতে আর ভক্তি বিধানে ॥ ৩
 তবে সেই গাল রাজা শ্বেত নাম হৈল ।
 ত্রেতাযুগ জানি রাজা ঠাঁহারে ডাকিল ॥ ৪
 সজল নয়নে কহে শ্বেত নরবরে ।
 এই জগন্নাথ সেবা দিলাম তোমায়ে ॥ ৫
 সাবধানে সেবন করিবে মহারাজ ।
 অতি যোগ্য হও তুমি ধরণীর মাঝ ॥ ৬

যত পরিশ্রমে অবতার হৈলা হরি ।
কিছু অবিদিত তুমি নহ দণ্ডধারী ॥ ৭
অতএব অর্পণ করিহু যোগ্য জানি ।
সাবধানে সকল করিবে নৃপমণি ॥ ৮
এত বলি কাতরে কান্দয়ে নরবর ।
সে খেদ বর্ণন হয় অতি সুদুষ্কর ॥ ৯
জগন্নাথ-অগ্রে দাণ্ডাইয়া যোড়হাতে ।
স্তব করি ভূমেতে পড়িলা দণ্ডবতে ॥ ১০
পুনঃপুনঃ প্রণমিয়া যোড়হাতে কর ।
জন্মে জন্মে ও চরণ দিও দরামর ॥ ১১
এই মতে স্তব করি বিদার হইলা ।
শ্বেতরাজে উপদেশ সকল করিলা ॥ ১২
এইমতে সেবা ধন তারে সমর্পিলা ।
ব্রহ্মলোক গেলা রাজা প্রভুরে বন্দিয়া ॥ ১৩
ইন্দ্রদ্বায়ে দেখি ব্রহ্মা অতি হরষিতে ।
জগন্নাথ প্রসঙ্গেতে রহিলা পীরিতে ॥ ১৪
শ্বেতরাজ সেবা তবে করিলা প্রচার ।
এক দিন দরশনে কৈলা আগ্রাসার ॥ ১৫
দেউলের দ্বারে গিয়া হৈল উপনীতে ।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইলা যোড়হাতে ॥ ১৬
একচিন্তে জগন্নাথে করয়ে দর্শন ।
পূজার সস্তার দেখি সবিস্ময় মন ॥ ১৭
শত শত স্বর্ণ খালে বহু উপহার ।
সিদ্ধহুতা উপকৃত অতি চমৎকার ॥ ১৮
স্বপক সুস্বাদু নানাবিধ ফলগণ ।
আম্র জম্বু পনস খজুঁর মনোরম ॥ ১৯
কামরাজ্য নারজ কেশর পানিফল ।
বাদাম ছোঁহার জাফা দাড়িহ ত্রীকল ॥ ২০
ইক্ষু শশা আদ্রক কমলা মিষ্টপূর ।
বাতারি জম্বীর রস্তা স্বাদু স্নমধুর ॥ ২১
নানাবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে থরে থরে ।
অমৃত কর্পূর কেলী আর কীর সরে ॥ ২২
চন্দ্রকান্তি ককম্ব অমৃত মুহু ফেনি ।
খাজাধম্ব সর ছান্য পম্পিত ময়নী ॥ ২৩

মতিচূর মনোহরা স্নতে ভাজা চিঁড়া ।
সরভাজা সরপুলি পেড়া চন্দ্রচূড়া ॥ ২৪
জি লিপী রসকরা পটি তিল লাড়ু খুরি ।
বহুবিধ মিষ্টান্ন দেখয়ে দণ্ডধারী ॥ ২৫
থালে থালে অন্নরাশি স্নতেতে মিক্তিত ।
চারিপাশে তাহার ব্যঞ্জন সুশোভিত ॥ ২৬
সারদে শ্রীহরিপ্রিয়া করিছেন পাক ।
অমৃতনিমিত্ত স্বাদু নানাবিধ শাক ॥ ২৭
মানকচু কুম্বাওবটিকা আলু দিয়া ।
সুজা রাক্ষিয়াছে দেবী সাদর করিয়া ॥ ২৮
হুথ নারিকেল কুম্বাওর সম্বলন ।
কাঁচাকলার গর্তু থোড়ে আলু কফু মাণ ॥ ২৯
রাক্ষিয়াছে রমা সুখে ব্যঞ্জন প্রধান ।
বহুবিধ ব্যঞ্জন সে কত কব নাম ॥ ৩০
মুদগস্থপ মাষস্থপ অনেক প্রকার ।
ভুট্ট নারিকেল পুস্প বটিকাদি আর ॥ ৩১
অন্ন মধুরান্ন আদি অনেক প্রকার ।
আম্রতক আম্র আর জম্বীর আচার ॥ ৩২
লবণ মিশ্রিত লেবু ভিজিড়ীর বসে ।
কুচি হেতু দিলা দেবী হৃদয় উল্লাসে ॥ ৩৩
মাষবড়া মুদগবড়া গোধূমের কুচি ।
সারি সারি শোভিত দেখিতে পরিপাটি ॥ ৩৪
দধি পরমান্ন পিঠা শোভা থরে থরে ।
দেখি শ্বেতরাজা হুট্ট হইল অন্তরে ॥ ৩৫
পূজার সস্তার সব দেখিয়া নয়নে ।
ধ্যান করি মহারাজা ভাবে মনে মনে ॥ ৩৬
যেই জগন্নাথে যত্ন করি দেবগণ ।
বহু উপচারে নারে করিতে পূজন ॥ ৩৭
যোগিগণ বাহারে মানস উপচারে ।
সতত হৃদয় মাঝে পূজয়ে সাদরে ॥ ৩৮
মমুষ্যের দ্রব্য কি গ্রহণ হয় তাঁর ।
এইরূপ মহারাজা করয়ে বিচার ॥ ৩৯
ভাবিতে ভাবিতে রাজা করয়ে দর্শন ।
কনক আসনে বসি প্রভু নারায়ণ ॥ ৪০

ভোজন করয়ে ঐতু পরম কোতুকে ।
 রমা পরিবেশন করেন মহানুখে ॥ ৪১
 দিব্য মালা অলঙ্কার লক্ষ্মীর দেহেতে ।
 পরিধান নীল শাড়ী অতি সুশোভিতে ॥ ৪২
 অমূল্য মঞ্জীর পদে করয়ে বাজন ।
 শব্দেতে করয়ে পূর্ণ দেবতাভবন ॥ ৪৩
 মহরগামিনী দেবী পরম আদরে ।
 পুনঃপুনঃ বড়রস সমর্পণ করে ॥ ৪৪
 চারিদিকে ঘেরি সব প্রতিমূর্তিগণ ।
 জগন্নাথ সহ বসি করয়ে ভোজন ॥ ৪৫
 দেখিয়া কৃতার্থ মানে শ্বেত নরবর ।
 চক্ষু মেলি সেইরূপ দেখিয়ে গোচর ॥ ৪৬
 সেইত অবধি রাজা মহাতক্তি করি ।
 আত্মসমর্পণ করি সেবিলা শ্রীহরি ॥ ৪৭
 অকালে না মরে রাজ্যে মৈলে মুক্তি হয় ।
 এই হেতু তপ করে শ্বেত মহাশয় ॥ ৪৮
 মন্ত্ররাজ জপিয়া নৃসিংহ আরাধিল ।
 শতেক বৎসর অন্তে দর্শন পাইল ॥ ৪৯
 যোগাসনে বসি প্রভু লক্ষ্মীর সহিত ।
 দিব্য অলঙ্কারে সব অঙ্গ বিভূষিত ॥ ৫০
 নির্মল ক্ষটিক জিনি অঙ্গের বরণ ।
 মুহু মুহু হাসিমাখা শ্রীচন্দ্রবদন ॥ ৫১
 চারিদিকে স্তব করে দেবতামণ্ডলী ।
 দেখিয়া হইলা রাজা মহাকুতূহলী ॥ ৫২
 প্রসাদ প্রসাদ বলে পড়ে ভূমিতলে ।
 অনিবার বহে ধারা নয়নযুগলে ॥ ৫৩
 তপস্তার ক্লেশ তাঁরে দেখি নারায়ণ ।
 আশ্বাস করিয়া কহে গভীর বচন ॥ ৫৪
 ভগবান বলে বৎস মাগ তুমি বর ।
 তুমি বৎস তুমি যুঁজি ভই কর ॥ ৫৫
 বর দিয়া দিলে প্রভু বর দান ॥ ৫৬
 কালে মৈলে মুক্তি পাইবেক অনিশ্চিত ॥
 এই বর দিয়া নাথি কর মম হিত ॥ ৫৭

সাক্ষ্য পাইয়া থাকি তব সন্নিধান ।
 হাসিয়া হাসিয়া তারে বলে নারায়ণ ॥ ৫৮
 তব রাজ্যে যেই মম প্রসাদ ভুঞ্জিবে ।
 অকালে মরণ তার কদাচ না হবে ॥ ৫৯
 সহস্র বৎসর তুমি কর রাজ্যভোগ ।
 প্রসাদ ভুঞ্জিয়া ক্ষীণ হয় পাপ রোগ ॥ ৬০
 নির্মল হৃদয়ে পাবে সাক্ষ্য আমার ।
 আমার সমীপে স্থিতি হইবে তোমার ॥ ৬১
 বৎসরূপে আছি আমি শ্বেত গঙ্গাতীরে ।
 তথায় নিবাস তব হবে নরবরে ॥ ৬২
 ধরিবেন মূর্তি শুদ্ধ ক্ষটিক সমান ।
 ভুলোকে হইবে শ্বেত মাধব আখ্যান ॥ ৬৩
 তোমা হই অগ্রে প্রাণ যে জন ত্যজিবে ।
 নিশ্চয় নিশ্চয় সেই আমারে পাইবে ॥ ৬৪
 এত কহি দেউলে রহিলা স্থির হৈয়া ।
 শ্বেত নিজ গৃহে গেল প্রণাম করিয়া ॥ ৬৫

২৫/৫/৫৫
 শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব ।

তবে মূনিগণ জৈমিনির কহে বাণী ।
 মহাপ্রসাদের তত্ত্ব কহ কিছু শুনি ॥ ১
 জৈমিনি বলয়ে শুন সাধু মূনিগণ ।
 উত্তম জিজ্ঞাসা কৈলে করহ শ্রবণ ॥ ২
 আপনি করয়ে লক্ষ্মী পাকের বিধান ।
 সাক্ষ্য ভোজন করে তথি ভগবান ॥ ৩
 পরামৃত সে প্রসাদ নাহি সম ব্যার ।
 মস্তকে ধরিলে সর্ব পাপের সংহার ॥ ৪
 মদিরাপানাদি দোষ নাশে তত্ত্বকপে ।
 আত্মাণে মানস পাপ করয়ে নাশনে ॥ ৫
 দৃষ্টিপাপ নাশয়ে প্রসাদ দর্শনেতে ।
 বাক্যপাপ শ্রুতপাপ নাশে আশ্বাসেতে ॥ ৬
 পরশনে নাশয়ে ইন্দ্রিয় কৃত পাপ ।
 গাঙ্গবিলেপনে ব্যর শরীরের ভাপ ॥ ৭

পরম পবিত্র এই হরি নিবেদিত ।
পিতৃদেব কার্যে যে করে নিয়োজিত ॥ ৮
অতি তৃপ্ত হৈয়া সেই পিতৃদেবগণ ।
বৈকুণ্ঠনগরে তারা করয়ে গমন ॥ ৯
এমন পবিত্র বস্তু নাহি জিভুবনে ।
দেবগণ নররূপে করয়ে ভোজনে ॥ ১০

স্বর্গস্পরিত্যজ্য সমস্তদেবা ভ্রমন্তি ভূমৌ-
পূরষোত্তমস্ত । শুনিমুখে ভোষ্যপিচ কাক-
তুণ্ডাদিভালবজ্রাচ্চ্যুতভক্ত লোভাৎ ॥

বিড়াল কুকুর কিবা কাকমুখ হৈতে ।
পড়ে যদি প্রসাদ পাইবে এ লোভেতে ॥ ১
স্বর্গস্থ পুরিত্যাগ করি দেবগণ ।
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২
মহা অভিমান ইথি হরির আছয় ।
কেবা মাত্র করে কেনা মানে বিচারয় ॥ ৩
হরি অর্দ্ধ দেহ লক্ষ্মী করয়ে রক্ষণ ।
স্বধাময় ভোগ ভুঞ্জে প্রভু নারায়ণ ॥ ৪
সেহিত উচ্ছিষ্ট ভোগ সর্বপাপ যায় ।
পৃথিবীতে হেন বস্তু নাহিক কোথায় ॥ ৫
যত প্রায়শ্চিত্ত আছে ধরণী মণ্ডলে ।
মহাপ্রসাদের সম কোণাহ না মিলে ॥ ৬
লক্ষ্মীর সম্পর্কে যত পাককারিগণ ।
পাক যাহা করে ছুষ্ট নহে কদাচন ॥ ৭
বিষ্ণুর প্রসাদ সেই চণ্ডাল ছুইলে ।
ছুষ্ট নহে মহিমা না যায় কোন কালে ॥ ৮
ব্রতী আর বিধবাদি বিপ্র আদি করি ।
প্রসাদ ভোজনে তার নিয়ম না ধরি ॥ ৯
দরিদ্র কৃপণ কিবা গৃহস্থের গণ ।
দেশী পরদেশী দুঃখী ধনবান জন ॥ ১০
অভিমান নাহি কারো প্রসাদ ভোজনে ।
যে সে মতে ভুঞ্জিলে পাতক বিনোচনে ॥ ১১
সর্ব রোগ নাশে পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি করে ।
বিধা আয়ু শুভ দেয় দরিদ্র তাহারে ॥ ১২

নিরবধি আপনে বিচারে নারায়ণ ।
পণ্ডিততা অভিমানে যে করে নিন্দন ॥ ১৩
মহাপ্রসাদের নিন্দা সহিতে না পারে ।
আপনি করয়ে দণ্ড জগত ঈশ্বরে ॥ ১৪
যেই জনে দণ্ড নাহি করে নারায়ণ ।
কুন্তীপাক মহাঘোরে পড়ে সেই জন ॥ ১৫
বিকি কিনি প্রসাদের নাহিক বারণ ।
নিয়ম করিয়া খাইলে বৈকুণ্ঠ গমন ॥ ১৬
বাসি বহু দিনের অনীত দূরে হৈতে ।
তবু সেই শুদ্ধ পাপ নাশে অচিরাতে ॥ ১৭
প্রসাদ গন্ধার জল সম ছুই ভাসে ।
দর্শন স্পর্শন চিন্তা ভোগে গাপনাশে ॥ ১৮
বৈদিক অগ্নিতে পাক করে জগন্মাতা ।
যুগ মনস্তর ভুঞ্জে জগতের পিতা ॥ ১৯
অতএব জান এই ক্ষেত্রের সমান ।
মণ্ডদীপ মহী মধ্যে নাহি হেন স্থান ॥ ২০
সেই ব্রহ্ম সনাতনে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
যতন করিয়া সদা ভুঞ্জান আপনি ॥ ২১
সেহিত উচ্ছিষ্টে কহে শ্রীমহাপ্রসাদ ।
মুক্তির কারণ তাহা ইতে কি বিবাদ ॥ ২২
অন্ন পুণ্যজনের বিশ্বাস নাহি হয় ।
ভাগ্যবান সুখী হয় শুনিলে নিশ্চয় ॥ ২৩
শ্রীমহাপ্রসাদ তত্ত্ব কে পারে কহিতে ।
কহিতে বিশেষ রূপে শুন সাবহিতে ॥ ২৪

কলিয়ুগে জীব সব হয় পাপাচার ।
পরদ্রোহী পরহিংসা রত পরদার ॥ ১
প্রজারে পীড়য়ে দুষ্ট রাজাগণ যত ।
ধর্ম কর্ম ত্যজি কর-গ্রহণেতে রত ॥ ২
ধর্ম পত্নী ত্যজি ঘরে করে পরদার ।
তত্ত্বজ্ঞানহীন হয় পশুর আকার ॥ ৩
ব্রাহ্মণ আপন ধর্ম দূরে তেয়াগিয়া ।
উদর ভরণে সদা ভ্রমিবে ধাইয়া ॥ ৪
এই ঘোর কলিকাল কালাস্তের ত্রায় ।
ব্রাহ্মণ শ্রীহরি কলিয়ুগে গতি হয় ॥ ৫

পাপ কলিযুগে সবাঁকার প্রতি হরি ।
 সবার জীবন ক্ষেত্রে দারুণধারী ॥ ৬
 শালগ্রাম ক্ষেত্রে আদি হরি নারায়ণ ।
 নীলাচলে আছে জীব উদ্ধার কারণ ॥ ৭
 নীলাচলে আপনে সবার উপকারে ।
 দেহ ধরি রহিয়াছে জগত দৈবরে ॥ ৮
 কলির কলুষ নাশ করে জগন্নাথে ।
 তার যে দর্শন শুধু প্রসাদ দানেতে ॥ ৯
 হরির উচ্ছিষ্টে ব্যপ্ত কলেবর যার ।
 পাপ পরশিতে অঙ্গে না রহে তাহার ॥ ১০
 জগন্নাথ মূর্তি অস্ত্র প্রতিমার গণে ।
 সেই বস্ত্র সকল করয়ে নিবেদনে ॥ ১১
 পরম পবিত্র বলি জানিয়ে তাঁহারে ।
 উচ্ছিষ্ট মুক্তির হেতু জানিহ নির্দ্বারে ॥ ১২
 আপনি ত্রীপতি এথা করয়ে ভোজন ।
 অনাজ নয়ন কোণে কর বিলোকন ॥ ১৩
 পূর্বে কোন যোগী কৈলা হরিরে প্রার্থন ।
 অবতরি করয়ে উচ্ছিষ্ট বিতরণ ॥ ১৪
 নিষ্ঠালা করিয়া ভোগ্য যত জীবচয় ।
 জিনিবে তোমার মায়ী নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥ ১৫
 অঙ্গীকার করি কহি ছিল অধিকার ।
 দেব নর পশু পাবে প্রসাদ হেলায় ॥ ১৬
 রমাসহ মহাপ্রভু ক্ষেত্রে স্রবিসরে ।
 অভ্যস্ত পাতকী জড় করয়ে উদ্ধারে ॥ ১৭
 বেদ মাঝে আছে এই সকল কথন ।
 বেদবাণী রাখি লীলা করে নারায়ণ ॥ ১৮
 বেদ রক্ষা হেতু যুগে যুগে অবতার ।
 কভু নাহি করে বেদ বিরুদ্ধ আচার ॥ ১৯
 বিরুদ্ধ আচার যদি আপনে করিবে ।
 সকল জগত তেন বিরুদ্ধে চলিবে ॥ ২০
 সেইবে বেদে ঘাঁহা কহে আচরণ ।
 সেইত প্রমাণে চলিবেক জীবগণ ॥ ২১

শ্রীমহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য ।

শৌনকাদি জিজ্ঞাসিলা জৈমিনীর স্থানে ।
 অধিকার অঙ্গীকার কৈলা কি কারণে ॥ ১
 দেব নর পশু হেলে পাইবে প্রসাদ ।
 সেই উপাখ্যান কহি খণ্ডাহ বিষাদ ॥ ২
 জৈমিনী কহয়ে শুন চমৎকার বাণী ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠে গেলেন নারদ মহামুনি ॥ ৩
 প্রণমিয়া কমলার কমল চরণে ।
 নিজ ইষ্ট বাঞ্ছা করিলেন নিবেদনে ॥ ৪
 শুন জগদম্বে মম হৃদয়ের কথা ।
 সদা উৎকণ্ঠিত চিত্ত নাহি যুচে ব্যথা ॥ ৫
 জগতে আমার নাম কহে কৃষ্ণদাস ।
 কিন্তু পূর্ণ নহিল আমার মন আশ ॥ ৬
 হরির অধরাযুত স্বাছস্বধাসার ।
 তাহা ভুক্তিবারে সাধ সতত আমার ॥ ৭
 তাহা যদি দেহ জানি তনয়ে করুণা ।
 মাতা লইয়া স্রুতে কেবা করয়ে বঞ্চনা ॥ ৮
 শুনিয়া বিবল চিত্তে কহয়ে কমলা ।
 নাহি পারি দিতে হরি নিবেদ করিলা ॥ ৯
 উচ্ছিষ্ট প্রদানে আশ্রা নাহি কোন জনে ।
 আমার অসাধ্য বৎস হয় তে কারণে ॥ ১০
 শুনিয়া নারদ তবে বিষাদিত মনে ।
 কান্দিতে কান্দিতে প্রবেশিলা ঘোর বনে ॥ ১১
 মহা উগ্র তপ তবে করে মুনিবর ।
 দেব মানে তপ করে দ্বাদশ বৎসর ॥ ১২
 দেবতার দিন মনুষ্যের সঙ্ঘৎসরে ।
 এই মানে তপস্তা করিলা অনাহারে ॥ ১৩
 তপস্তায় লক্ষ্মী তবে অস্থির হৈলা ।
 নারদ সমীপে গিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ১৪
 হরির উচ্ছিষ্ট ভিন্ন মাগিবে যে বর ।
 সেই বর দিব বাছা মাগহ সঙ্ঘর ॥ ১৫
 নারদ বলয়ে অস্ত্রে নাহি প্রয়োজন ।
 যদি নাহি দিবে মাতা করহ গমন ॥ ১৬

অসাধ্য জানিয়া লক্ষ্মী গমন করিলা ।
 তবে মুনিবর এক উপায় স্থজিলা ॥ ১৭
 গুপ্ত দাসী বেশ মুনি করিয়া ধারণে ।
 বৈকুণ্ঠেতে রহিলেন অতিসঙ্কোপনে ॥ ১৮
 ব্রহ্মমূর্তির পূর্বে উঠি প্রতিদিনে ।
 প্রাক্‌গের সংস্কার করয়ে সাবধানে ॥ ১৯
 নিত্য দাসীগণ দেখে কৃত সংস্কার ।
 পরস্পর জিজ্ঞাসিয়া মনে চমৎকার ॥ ২০
 একদিন কমলারে বিদিত করিলা ।
 আশ্চর্য্য শুনিয়া দেবী বিস্মিতা হইলা ॥ ২১
 কৌতুক দেখিতে মাতা রহিলা জাগিয়া ।
 নিরুপিতকালে তবে নারদ আসিয়া ॥ ২২
 দাসী বেশে করেন প্রাঙ্গন সংস্কার ।
 দেখিয়া হইলা রমা অতি চমৎকার ॥ ২৩
 বাহির হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে কারণ ।
 সত্য বাক্য কহ তুমি হও কোন্‌জন ॥ ২৪
 লক্ষ্মীর বচনে মুনি পড়িলা চরণে ।
 শ্রীব্রজনাথ পদে বিশ্বস্তর ভণে ॥ ২৫
 লক্ষ্মীর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
 নতমাথে যোড়হাতে করে নিবেদন ॥ ১
 কাল্পনিক দাসীরূপে নারদ এখানে ।
 নিত্য হেন করে হরির উচ্ছিষ্ট কারণে ॥ ২
 শুনি ভয়ে কম্পিতা হইলা সর্ব্বেশ্বরী ।
 নারদে বলয়ে অতি সবিনয় করি ॥ ৩
 হায় যেই হেতু বৎস করহ যতন ।
 আমার অসাধ্য তাহা জানহ কারণ ॥ ৪
 তথাপি তোমার লাগি স্নেহ করিব ।
 সাধ্য হয় স্নেহ তাহা তোমারে আনি দিব ॥ ৫
 এত কহি হুঃখিতা হইয়া জগন্মাতা ।
 মনে ভাবে কোনরূপে কহিব এ কথা ॥ ৬
 ভাবিতে ভাবিতে অতি হুঃখিতা হইলা ।
 শুক্লমুখে গোবিন্দের সন্মুখে বসিলা ॥ ৭
 কমলায় বিষম দেখিয়া নারায়ণ ।
 ব্রত হয়ে জিজ্ঞাসিলা হুঃখের কারণ ॥ ৮

কহ প্রিয়ে কেন হেন দেখি যে তোমারে ।
 শুনি অবনত মাথে কহে মৃদু স্বরে ॥ ৯
 শুন নাথ কেহ কিছু হইলে স্বীকার ।
 নাহি দিলে কিবা হয় কহ সারোদ্ধার ॥ ১০
 লক্ষ্মীর শুনিয়া প্রশ্ন কহে লক্ষ্মীপতি ।
 অঙ্গীকার বার্থ হৈলে হয় অধোগতি ॥ ১১
 প্রশ্নের কারণ কিবা কহ সুরেশ্বরী ।
 শুনিয়া কহেন দেবী সবিনয় করি ॥ ১২
 পূর্বে নিবেদিলে তব উচ্ছিষ্ট বিষয় ।
 কারে নাহি দেই তব আজ্ঞা-ভঙ্গ ভয় ॥ ১৩
 নারদ ইহার কারণ তপস্জা করিল ।
 পুনঃ গুপ্তদাসীরূপে অনেক সেবিল ॥ ১৪
 তাহার কঠোর দেখি উপজিলা দিয়া ।
 কহিলু প্রসাদ দিব সম্মতি করিয়া ॥ ১৫
 যদি অনুচিত অতি এ ভিক্ষা আমার ।
 তথাপিও চাহি দান খণ্ডাহ এইবার ॥ ১৬
 দাসীরে করিয়া দয়া প্রভু দয়াময় ।
 নারদে প্রসাদ দেহ হইয়া সদয় ॥ ১৭
 কমলার অসম্ভব অঙ্গীকার শুনি ।
 মনে মনে চিন্তিত হইলা চিন্তামণি ॥ ১৮
 কারণ করণ সব জানেন কারণ ।
 হাসিয়া বলেন তাঁরে মধুর বচন ॥ ১৯
 যদি হেন বস্তু অস্ত্র পাইতে না পারে ।
 তবু তোমা বচনে দিলাম নারদেয়ে ॥ ২০
 অভিলাষ পূর্ণ হৈল লক্ষ্মী হরষিতে ।
 গন্ধাশ ব্যঞ্জন অন্ন রাজিলা স্বরিতে ॥ ২১
 ভোজন করিলা তবে প্রভু নারায়ণ ।
 প্রসাদ লইয়া লক্ষ্মী করিলা গমন ॥ ২২
 আনন্দে ধাইয়া গেলা মুনি সন্নিধানে ।
 লহ বলি দিলা তাঁরে হরষিত মনে ॥ ২৩
 পরম দুর্লভ বস্তু পাইয়া মুনিবর ।
 লক্ষ্মীর চরণে নতি করিলা বিস্তর ॥ ২৪
 শ্রীমহাপ্রসাদ তবে মস্তকে বসিয়া ।
 ভোজন করিলা কৃতকৃতার্থ মানিয়া ॥ ২৫

লক্ষী নারায়ণ পদে প্রণাম করিয়া ।
 চলিলেন মুনিবর বিদায় হইয়া ॥ ২৬
 শ্রীমহাপ্রসাদ ভূঞ্জি মহামুনিবর ।
 ধরিলা উজ্জল তেজঃ জিনিয়া ভাস্কর ॥ ২৭
 আনন্দ না ধরে অঙ্গে চলিতে না পারে ।
 ক্ষণে চলে ক্ষণে গায় হৃৎকার করে ॥ ২৮
 মহানন্দে চলিলেন শিবের গোচর ।
 শ্রীব্রজনাথ পদে কহে বিশ্বস্তর ॥ ২৯
 বীণা স্বন্ধে, প্রেমানন্দে, নারদ চলিলা ।
 হরবিতে কৈলাসেতে, উপনীত হইলা ॥ ১
 শিবপদে, অতি সাধে, করিয়া প্রণতি ।
 ব্রহ্ম হয়ে, আলিঙ্গিয়ে, কহে পশুপতি ॥ ২
 কি কারণ, দেখি হেন, আনন্দ তোমার ।
 মুনি বলে, পদতলে, আইছু কহিবার ॥ ৩
 কলতরু, তুমি গুরু, শিষ্য যে তোমার ।
 অসংশয়, কিবা হয়, অসাধ্য তাহার ॥ ৪
 সে কেবল, পদতল, স্মরণ প্রভাব ।
 বিবরণ, কহি শুন, যাতে এই ভাব ॥ ৫
 শ্রীনাথ, অধরামৃত, ভূঞ্জিয়াছি আমি ।
 বহু ক্রেশে, পাইছু শেষে, অখিলের স্বামী ॥ ৬
 শুনি হর, বহুতর, প্রশংসি মুনিরে ।
 আলিঙ্গন, কৈলা পুনঃ, মহানন্দভরে ॥ ৭
 কহে ব্রহ্ম, সেই বস্তু, আছয়ে কোথায় ।
 স্বরা দেহ, না করিহ, বঞ্চনা আমার ॥ ৮
 শুনি এত, সলজ্জিত, হয়ে মুনিবর ।
 নতমুখে, হস্ত দেখে, শিবের গোচর ॥ ৯
 নথকোণে, অমুমানে, প্রসাদের বিন্দু ।
 হৃষ্ট হয়ে, দিল লয়ে, লহ রূপাসিদ্ধ ॥ ১০
 পয়ে অতি, হর্ষমতি, হৈয়া গঙ্গাধরে ।
 মহানন্দে, শিরে বন্দে, অতি প্রেমভরে ॥ ১১
 বহু স্তব, করি ভব, ভূঞ্জিলা প্রসাদ ।
 চিরদিনে, হর্ষমনে, পাইলাম সাধ ॥ ১২
 প্রেম নব্বৈ, সন্ধানন্দে হইলা মগ্নন ।
 উখলিল, নেত্রজল, নব্বৈ বিবরণ ॥ ১৩

সাত্ত্বিকাদি, নানাবিধি, ভাব সঞ্চারিল ।
 হর্ষমনে, মুনি সনে, নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৪
 পদভার, শক্তি কার, পারে সহিবারে ।
 ব্রহ্ম অণ্ড, খণ্ডখণ্ড, হয় হৃৎকারে ॥ ১৫
 অতিবাস্ত, হৈয়া ব্রহ্ম, কুর্ষ শেষ চায় ।
 বজ্রমতী, কম্পবতী, কহিলা দুর্গায় ॥ ১৬
 শুনি গৌরী, শীঘ্র করি, শিব স্থানে গেলা ।
 কহে প্রভু, হেন কভু, তুমি না করিলা ॥ ১৭
 এই ভার, শক্তি কার, করিতে ধারণ ।
 পরমেষ্টি, কৈলা সৃষ্টি, নাশ কি কারণ ॥ ১৮
 গৌরী কয়, নাহি হয়, বিদিত তাঁহারে ।
 নৃত্য করে, হর্ষভরে, জানিতে না পারে ॥ ১৯
 বিপরীত, দেখে এত, ভাবিলা ভবানী ।
 তাজি স্তুতি, কহে সতী, সর্কর্কশ বাণী ॥ ২০
 ঘোরতর, বাণী তাঁর, কহে উচ্চৈঃস্বরে ।
 একি কর, গঙ্গাধর, ভুবন সংহারে ॥ ২১
 কি আচার, এত মোর, সকল বিনাশ ।
 শুনি কথা, মনে ব্যথা, পাইল ব্যোমকেশ ॥ ২২
 ক্রুদ্ধ হইয়া, তারে চাহিয়া, কহে বিধরায় ।
 দুঃখ অতি, দিলে সতী, কেনবা আমার ॥ ২৩
 ত্রিহরির, কি মধুর, অধর অমৃত ।
 মুনি আনি, দিল আনি, ভূঞ্জি উন্নত ॥ ২৪
 সে আবেশ, হৈল শেষ, তোমার বচনে ।
 শুনি মায়া, লজ্জা পাইয়া, পড়িলা চরণে ॥ ২৫
 সবিনয়, তবে কয়, খণ্ডাহ বিবাদ ।
 অন্ধ দেহ, মোরে কহ, দেহ সে প্রসাদ ॥ ২৬
 শিব কয়, নাহি হও, তুমি যোগ্য ইথে ।
 শুনি এত, বিষাদিত, হইলা মনেতে ॥ ২৭
 অভিমানে, যোগাসনে, বসিয়া শঙ্করী ।
 এক চিত্ত, জগন্নাথে, ভাবে দৃঢ় করি ॥ ২৮
 দীনবন্ধু, রূপাসিদ্ধ, কর মোরে দয়া ।
 ডাকে দাসী, স্বরা আসি, দেহ পদছায়া ॥ ২৯
 জগন্নাথ, হৈলা ব্যস্ত, গৌরীর স্মরণে ।
 কাছে আসি, হাসি হাসি, কহেন বচনে ॥ ৩০

কহ শিবা, হেতু কিবা, করিলা স্মরণে ।
 কহ তুর্ণ, আশা পূর্ণ, করিব এক্ষণে ॥ ৩১
 হরি হেরি, কহে গৌরী, প্রণাম করিয়া ।
 মন-আশ, শ্রীনিবাস, কহি বিবরিয়া ॥ ৩২
 মম সাধ, শ্রীপ্রসাদ, করিব ভোজন ।
 নাহি দিলা, প্রতারণা, প্রভু পঞ্চানন ॥ ৩৩
 তেকারণ, নারায়ণ, করিহু নিশ্চয় ।
 দেব নরে, অবিচারে প্রসাদ ভঞ্জন ॥ ৩৪
 তব ভক্তি,—ময়ী মূর্তি, বলিলে আমারে ।
 সেই পুনঃ, রাখ পুনঃ, নিবেদি তোমারে ॥ ৩৫
 শুনি হরি, হাস্য করি, বলিলা তাঁহারে ।
 ইচ্ছা বাহা, কৈলে তাহা, করিব সত্বরে ॥ ৩৬
 কহি এত, তাঁর দত্ত, দ্রব্য ভুক্তি তুর্ণ ।
 শ্রীপ্রসাদ, দিয়া সাধ, করিলেন পূর্ণ ॥ ৩৭
 হরগৌরী, পূজা হরি, করিয়া গ্রহণ ।
 নিজ স্থানে, হর্ষ মনে, করিলা গমন ॥ ৩৮
 এ কারণ, নারায়ণ, দারুদেহ ধরি ।
 অবিচারে, সবে তারে, প্রসাদ বিতরি ॥ ৩৯
 শ্রীভৃগু, দয়া সার, প্রসাদ পাইতে ।
 অতিশুশ্রু, কৈলু ব্যক্ত, বৃক্ষ সাবহিতে ॥ ৪০

ক্ষেত্রখণ্ড কথা ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 ক্ষেত্রখণ্ড কথা এই পীযুষ মিলন ॥ ১
 মধ্যদেশে জনম শাণ্ডিল্য তপোধন ।
 শিষ্য সহ নীলাচলে করিলা গমন ॥ ২
 শিষ্টাচারে বিমল শাস্ত্রেতে সুপণ্ডিত ।
 শাস্ত দাস্ত ধর্মশীল কর্মে নিয়মিত ॥ ৩
 গৃহস্থ ধর্ম্মেতে বিপ্র পরম তৎপরে ।
 হরি পূজে তীর্থ যাত্রা বিধি অনুসারে ॥ ৪
 জগন্নাথে দরশন করিলা ব্রাহ্মণ ।
 দেখিলা প্রভু ভোগ অতি বিলক্ষণ ॥ ৫

যজ্ঞ শেষ গৃহস্থ ভুক্তিবে শাস্ত্রমত ।
 ইহা বিচারিয়া সেই হৈল বুদ্ধিত ॥ ৬
 জগন্নাথ উচ্ছিষ্ট না করিল ভোজন ।
 অতুপাক কেমনে বা করিব গ্রহণ ॥ ৭
 দেবল ব্রাহ্মণে এই পাক কার্য্য করে ।
 এই অন্ন দেবতার যোগ্য হৈতে নারে ॥ ৮
 অতএব সুনিশ্চয় অগ্রাহ্য হইল ।
 এত বলি গণসেন প্রসাদ ত্যজিল ॥ ৯
 ততক্ষণে ব্যাধি আসি ঘেরিল শরীরে ।
 শিষ্য সব বাকরোধ হইল সত্বরে ॥ ১০
 উঠিতে শক্তি নাই সর্ব্বাঙ্গ ভাঙ্গিল ।
 অবশ হইয়া ভূমে পড়িয়া রহিল ॥ ১১
 মনে মনে চিন্তা তবে করয়ে ব্রাহ্মণ ।
 অকারণে হেন পীড়া হৈল কি কারণ ॥ ১২
 কুটুম্ব সকল সহ মোর একবারে ।
 সর্ব্বাঙ্গ ভঞ্জন পীড়া ঘটিল শরীরে ॥ ১৩
 এইরূপ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ।
 তিন দিন অস্ত্রে বুদ্ধি হইল উদিত ॥ ১৪
 একেবারে হেন পীড়া সবার হইল ।
 কিবা অপরাধ এই ক্ষেত্রেতে করিল ॥ ১৫
 কোন পাপ নাহি করি আপনার জ্ঞানে ।
 তবে সবাচার ব্যাধি হৈল কি কারণে ॥ ১৬
 এইমত দণ্ড ছই ভাবিয়া ব্রাহ্মণে ।
 ধ্যান করি করে স্তব শব্দের বিধান ॥ ১৭

চতুর্দশ বিজ্ঞা যেই, ধর্ম্ম নির্ণয়েতে সেই,
 তব মুখ কমল বচন ।
 ধর্ম্ম আচরণ কাষে, যুগে যুগে দেবরাজে,
 অবতরি কর প্রবর্তন ॥ ১
 তাহা যেই নাহি মানে, জোহী হয় সেইজনে,
 আশি ক্লান্ত বচন মনেতে ।
 ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম, করি প্রভু নারায়ণ,
 কভু নাহি চলি কোন পথে ॥ ২

অনেক সহস্র জন্ম, সঞ্চিত পাতকগণ,
দগ্ধ হেতু আইহু এখায় ।

কিবা কৈহু অপরাধ, বাহাতে সৰ্ব্বাঙ্গ ব্যাধ,
উগ্র পীড়া ঘটিল আমার ॥ ৩

বোধে কিবা অবোধেতে, তব পদ কমলেতে,
অপরাধ যে কিছু আমার ।

তাহা ক্ষমা দেহ মোরে, ভূমিতলে বেই পড়ে,
ভূমি অবলম্বন তাহার ॥ ৪

বহ্নি দগ্ধে বেই ব্রণ, বহ্নির তাপেতে পুনঃ,
নাশ হয় এই সত্যবাণী ।

তব অপরাধী আমি, ক্ষমিতে ঈশ্বর তুমি,
দীনে দয়া কর চক্রপাণি ॥ ৫

এইত হৃদশা সেহু, পাপবীজ ফল হেতু,
ঘটিল আমারে স্নানিচর ।

লীলাপাঙ্গে চাহি মোরে, উদ্ধারহ দানোদরে,
জয় জয় প্রভু দয়াময় ॥ ৬

তব পদ বেই দেখে, তাহার না দুঃখ থাকে,
মজে সেই আনন্দ জলেতে ।

অন্ন ভাগ্য নহি আমি, তোমারে দেখিহু স্বামী,
মোরে পার করহ ব্রিহতে ॥ ৭

এ ব্যাধি ঘটিল মোরে, মুক্তির কারণ তরে,
সত্য আমি দ্রোহী স্নানিচর ।

সেব্য সেবক ভাবে, অপরাধ ক্ষমা দিবে,
লইলাম চরণে আশ্রয় ॥ ৮

এই মতে মুনিবর, কৈলা স্তব বহুতর,
দেহ পীড়া গেল সেইক্ষণে ॥

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।

সেইক্ষণে শাণ্ডিল্য করয়ে দরশন ॥ ১

বসিয়া নৃসিংহ দেব দিব্য সিংহাসনে ।

দিব্য অলঙ্কার সব অঙ্গ বিভূষণে ॥ ২

পরমায় দিতেছেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।

পূর্ণহস্তে লয়ে তাহা ভুঞ্জে চক্রপাণি ॥ ৩

গ্রাস অবশেষ পাত্রে ফেলে ক্ষণে ক্ষণে ।

যেই কিছু দেন দেবী করেন ভোজনে ॥ ৪

মৃদুহাসি-মাখা মুখ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।

অপাঙ্গে হরির মন হরেন আপনি ॥ ৫

দেখিয়া শাণ্ডিল্য সবিষ্ময় হৈলা অতি ।

প্রসাদ হলেন মনে হৈলা শীঘ্রগতি ॥ ৬

অপরাধ মানি দ্বিজ করয়ে আকূতি ।

কোথায় তুমি সৰ্ব্বজ্ঞান নিধি শ্রিয়ংপতি ॥ ৭

কোথায় প্রমাদী আমি অধম অজ্ঞান ।

কোথা-ভবতত্ত্ব পার তুমি ভগবান ॥ ৮

নিরঙ্কুশ তব মায়া বচনের পার ।

ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি ইচ্ছায় সংহার ॥ ৯

হেন মায়া আমি মূঢ় জানিব কেমনে ।

অপরাধ ক্ষমা দেহ কৈহু নিবেদনে ॥ ১০

এইরূপ মুনিবর করিলা স্তবন ।

তুষ্ট হইলেন তারে কমললোচন ॥ ১১

সেইত উচ্ছিষ্ট হাতে গ্রাস শেষ লয়ে ।

শাণ্ডিল্যের সব অঙ্গে দিলা ছড়াইয়ে ॥ ১২

সুধাতে সিঞ্চিত যেন হৈলা মুনিবর ।

দিব্য দেহ ধরি দীপ্ত করে স্নোহর ॥ ১৩

আনন্দে ডুবিল মুখে গদ গদ বাণী ।

ঘোড় হাত হৈয়া পুনঃ বলে মহামুনি ॥ ১৪

ভক্তির মহিমা তব জানয়ে ভকতে ।

বক্ষ্যা প্রস্তুতির পীড়া জানিবে কি মতে ॥ ১৫

এত বলি পাত্র হৈতে উচ্ছিষ্ট লইয়া ।

কৃতার্থ মানিলা মূনি ভোজন করিয়া ॥ ১৬

মনে মনে চিন্তা তব মুনিবর করে ।

সাধারণ ধর্মশাস্ত্র ক্ষেত্রে না বিচারে ॥ ১৭

আচারেতে ধর্ম, হরি ধর্মের ঈশ্বরে ।

পরমধর্ম সেই হরি বাহা করে ॥ ১৮

এতক ভাবিয়া নিজ কুটুম্ব কারণে ।

এক মুষ্টি প্রসাদান্ন লইল ব্রাহ্মণে ॥ ১৯

ধান ভঙ্গ হইলা শাণ্ডিল্য তপোধন ।

স্বপ্ন মনে করি সবিষ্ময় হৈল মন ॥ ২০

এই মোর অপরাধ ঈশ্বর হেলিহু ।

আশ্চর্য্য প্রসাদ তত্ত্ব জানিতে নারিহু ॥ ২১

গঙ্গাজলে ব্রহ্মা যার ধুয়ায় চরণে ।
 সে জল পরশে আপনাকে ধৃত্ত মানেন ॥ ৩
 দিব্য ভাবে যাহারে পূজয়ে পুরুষত ।
 এখানে ভোজন তাঁর এ অতি অদ্ভুত ॥ ৪
 এতেক আশ্চর্য্য মানি সেই তপোধন ।
 স্বপনে প্রসাদ যাহা করিলা গ্রহণ ॥ ৫
 সেই প্রসাদেতে নিজ কুটুম্বের গণে ।
 মার্জনা করিল অঙ্গে হরষিত মনে ॥ ৬
 সেইক্ষণে দেহ-পীড়া গেল সবাকার ।
 সকল ব্রাহ্মণগণ মানেন চমৎকার ॥ ৭
 পুনর্জন্ম মানি ক্ষেত্র করে প্রশংসন ।
 ধৃত্ত এই ক্ষেত্র কোথা নাহি ইহা সম ॥ ৮
 যাহাতে উচ্ছিষ্ট দানে পাপ কয়ে নাশ ।
 স্বর্গভোগ মুক্তি যথা করতলে বাস ॥ ৯
 ভ্রান্তজন ভবনেতে করয়ে ভ্রমণ ।
 ভাগ্যে এই ক্ষেত্র পায়্যা হয় বিমোচন ॥ ১০
 ক্ষেত্রে আসি নানা ভোগী মুক্তি হয় তার ।
 এই মতে পরস্পর করয়ে বিচার ॥ ১১
 তবেত শাণ্ডিল্য নিজ শিষ্যগণ লৈয়া ।
 যথেষ্ট প্রসাদ ভুঞ্জে পীরিত পাইয়া ॥ ১২
 প্রসাদ ভোজনে সবে হইল নিশ্চল ।
 নব রবি সম তেজ করে বলমল ॥ ১৩
 দেবতা সমান সেই সকল ব্রাহ্মণ ।
 আনন্দ সাগর মাঝে হইলা মগন ॥ ১৪
 প্রসাদে ভোজন তত্ত্ব কহিলু সবারে ।
 শুনিলেও মহাপাপে হইবে উদ্ধারে ॥ ১৫
 ভোজনের কি ফল বলিতে কিবা পারি ।
 হরি বাস করে যেই ক্ষেত্রে দেহধরি ॥ ১৬

ভোগোপি সাধয়তি যোগফলানি যত্র জাতিং
 বিশোধয়তি ভোজনমব্যবস্থং । এবং বিচিত্র
 মহিমা পুরুষোত্তমস্ত দাসাপদদ্বয় রজাংসি
 পুণস্তি দেবান্ ॥

পুরুষোত্তম মহিমা কহিতে কেবা জানে ।
 ভোগ করি যোগ-বল মিলে যেইখানে ॥ ১

অব্যবস্থা ভোজনে শোধন করে জাতি ।
 দেবতা পবিত্র দানী পদরজে তথি ॥ ২
 কুসুম চন্দনমালা নির্মালোর গণ ।
 মস্তকে ধারণ আর অঙ্গেতে মার্জন ॥ ৩
 সাড়ে তিন কোটি তীর্থ অভিষেক ফল ।
 এই সব নির্মাল্য ধরেন দিতে বল ॥ ৪
 ভক্ষণেতে গুরুতর আদি পাপ নাশে ।
 এই সব সত্য সত্য জানিহ বিশেষে ॥

দ্বাদশ-যাত্রা ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 সংক্ষেপে দ্বাদশ যাত্রা করি নিবেদন ॥ ১
 জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে জ্ঞান মহোৎসব করি ।
 গজদশ দিবস না দেখিবেক হরি ॥ ২
 পরে নেত্রোৎসব করি প্রভু জগন্নাথে ।
 নানা ভোগে সেবনে করিবে বিধিযুক্ত ॥ ৩
 আষাঢ়ের শীতপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাতে ।
 রথযাত্রা করিবেক অতি হরষিতে ॥ ৪
 তিন রথে হরি রাম ভদ্রা স্তম্ভদর্শনে ।
 বসাইয়া লইবেক শুণ্ডিচা তবনে ॥ ৫
 মহাস্বাস্থ্যমেধ মহা বেদীর উপরে ।
 যতনে রাখিবে লৈয়া সে চারি দেবেরে ॥ ৬
 তথি ইন্দ্রহাস্য নামে হয় সরোবরে ।
 ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থগণ তাহাতে বিহারে ॥ ৭
 তথি স্নানদান করি যে করে দর্শন ।
 সপ্তকুল উদ্ধারিয়া বৈকুণ্ঠ গমন ॥ ৮
 সপ্ত দন জগন্নাথ রহিয়া তথায় ॥
 পুনঃ রথে আরোহিয়া শ্রীমন্দিরে যায় ॥ ৯
 এই মহা যাত্রা হয় পরম পাবন ।
 শ্রবণে দর্শন তুল্য ফল প্রাপ্ত জন ॥ ১০
 আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশী দিনে ।
 হরির প্রতিমা এক করিবে রচনে ॥ ১১

দিবা খট্টা উপরে পাতিয়া দিব্যাশন ।
 তাহার উপরে তারে করাবে শয়ন ॥ ১২
 শয়নৈকাদশী নাম কহি যে ইহারে ॥
 বিধিমতে সেই দিনে পূজিবে সাদরে ॥ ১৩
 প্রাৰ্ণে করিবে ব্রত দক্ষিণ অন্নন ।
 বিধিমতে পূজিবেক প্রভু নারায়ণ ॥ ১৪
 তবে ভাদ্রমাসে শুরু একাদশী দিনে ।
 হরির শয়ন দ্বারে করিবে গমনে ॥ ১৫
 নানাবিধ স্তবে করি পার্শ্ব প্রবর্তন ।
 বিধিমতে করিবেক হরির পূজন ॥ ১৬
 তবে জগন্নাথে পূজি কোমুদী উৎসবে ।
 পাশক্রীড়া আদি লীলা করাইবে তবে ॥ ১৭
 কার্তিক মাসের শুরু একাদশী দিনে ।
 স্তব করি নিদ্রাভঙ্গ করিবে যতনে ॥ ১৮
 অগ্রহায়ণেতে শুরুষষ্ঠীর দিবসে ।
 আবরণ উৎসবে পূজিবে হৃষীকেশে ॥ ১৯
 নুতন বসনে প্রভু শ্রীঅঙ্ক ঢাকিবে ।
 পুষ্যা স্নান মহোৎসব গোবে করিবে ॥ ২০
 উত্তর অন্ন ব্রত মাঘ সংক্রান্তিতে ।
 করিবে উৎসব করি হরির গীরিতে ॥ ২১
 এই ব্রত পূর্বেতে কশ্যপ মুনিবরে ।
 করিয়া করিলা তুষ্ট প্রভু দামোদরে ॥ ২২
 ফাল্গুনে পূর্ণিমা তিথি দোলা আরোহণ ।
 বিধিমতে পূজন করেন নারায়ণ ॥ ২৩
 চৈত্র শুরু জ্যৈষ্ঠাদশী চতুর্দশী দিনে ।
 দমনক ভঞ্জন করিবে সাবধানে ॥ ২৪
 বৈশাখ তৃতীয়াবধি পূর্ণিমা দিবসে ।
 চন্দনে হরির অঙ্গ লেপিবে বিশেষে ॥ ২৫
 এই ব্রত করি পূর্বে দক্ষ প্রজাপতি ।
 সন্তুষ্ট করিলা তিহো অখিলের পতি ॥ ২৬
 এইত দ্বাদশ যাত্রা পরম পাবন ।
 প্রাৰ্ণে অস্তেতে পায় গোবিন্দ চরণ ॥ ২৭
 উৎকল খণ্ডেতে হয় বিস্তার বর্ণন ।
 পুথি বিস্তারের ভয়ে কৈলু সঙ্কোচন ॥ ২৮

দোলারোহণ যাত্রা ।

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয় ।
 দোলারোহণ যাত্রা কিছু কহ মহাশয় ॥ ১
 জৈমিনি বলয়ে তাহা শুন মুনিগণ ।
 যেই রূপে কহি সব যাত্রা বিবরণ ॥ ২
 ফাল্গুন মাসেতে এই যাত্রা মনোহর ।
 যাহাতে গোবিন্দ দোলে দোলার উপর ॥ ৩
 জগন্নাথ প্রতিমূর্তি গোবিন্দ আখ্যান ।
 যাহা হৈতে হয় দোল যাত্রার বিধান ॥ ৪
 ফাল্গুনী পূর্ণিমা পূর্বে দিনে সন্ধ্যাকালে ।
 মণ্ডপ রচিবে এক অতি কুতূহলে ॥ ৫
 দেউল সম্মুখে তাহা রচিবে স্তম্বর ।
 তার মধ্যে বেদীকা রহিবে মনোহর ॥ ৬
 চালোয়া চামর মালা ধ্বজে বিভূষিত ।
 বটফলের বৃক্ষ তাহে আসন নিশ্চিত ॥ ৭
 পঞ্চ কিম্বা তিন উৎসব করিবে ।
 প্রতিদিন মহানন্দে গোবিন্দ পূজিবে ॥ ৮
 তৃণ রাশি তৃণ পশু করিয়া রচন ।
 বিধিমতে হোমকর্ম করি সমাপন ॥ ৯
 প্রদক্ষিণ সপ্তবার করায় গোবিন্দে ।
 অগ্নি নিক্ষেপণ তাহা করিবে আনন্দে ॥ ১০
 তবেত গোবিন্দ রাত্রি চতুর্থ প্রহরে ।
 জগন্নাথ অগ্রে লয়ে বসাবে সাদরে ॥ ১১
 পূজন করিয়া ছাঁহা বহু উপহারে ।
 প্রতিমায় তেজোমূর্তি আনি মস্তদ্বারে ॥ ১২
 সাক্ষাৎ সে প্রতিমা যখন হইবে ।
 রতন দোলায় স্নান মণ্ডবে লইবে ॥ ১৩
 বাদ্যগীত নাট আর পুষ্প বরিষণ ।
 সারি সারি দীপদান চামর ব্যঞ্জন ॥ ১৪
 আকাশের পথে ব্রহ্মা আদি দেবগণ ।
 জয় জয় শব্দে বহু করয়ে স্তবন ॥ ১৫
 তবে তত্র আসনে বসায় শ্রীগোবিন্দে ।
 বহুবিধ উপচারে পূজিবে আনন্দে ॥ ১৬

পঞ্চাশতে মহান্নান করাইয়া তাঁরে ।
চন্দনের জল সিকিবেক কলেবরে ॥ ১৭
আরতি করিয়া তবে মঙ্গল বিধানে ।
বিধিমতে দেউলে করায় প্রদক্ষিণে ॥ ১৮
দোলামণ্ডপের তলে যাইবে লইয়া ।
বিধিমতে তথা প্রদক্ষিণ করাইয়া ॥ ১৯
দোলার উপর গোবিন্দরে বসাইবে ।
বৃন্দাবন লীলা তথি মনেতে চিন্তিবে ॥ ২০
বৃন্দাবন মধ্যে মত্ত ভ্রমরের চয় ।
গুণ্ গুণ্ শব্দে গান জানিহ নিশ্চয় ॥ ২১
উৎকল খণ্ডের কথা পরম মধুর ।
শ্রবণে পরমানন্দ পাপ যায় দূর ॥ ২২

তবে সে দানব হরি করসঙ্গ পাইয়া ।
হইল সুগন্ধিত্ব স্বনাম ধরিয়া ॥ ১০
চমৎকার হৈলা হরি তুণের সুগন্ধে ।
মালা করি হৃদয়েতে পরিলা আনন্দে ॥ ১১
যতেক কুসুম আছে অবনীৰ মাঝ ।
সব গন্ধ ঢাকিলেন এই তুণরাজ ॥ ১২
ভগবান সমবস্ত করিলা ধারণ ।
সে মালা হরির অতি প্রীতের কারণ ॥ ১৩
শুদ্ধ কিবা বাসি হৈলে ছষ্ট নাহি হয় ।
কৃষ্ণে দিলে তাঁর প্রীতি অত্যন্ত জন্মায় ॥ ১৪
কৃষ্ণের নিশ্চালা সেই মহামায়া বরে ।
ভক্তি করিয়া শিরে ধরে ঘেই নরে ॥ ১৫
সহস্রেক অশ্রমেধ ফল সেই পায় ।
অসংশয় এই সব कहিহু সবায় ॥ ১৬

জগন্নাথ লীলা

জৈমিনী বলয়ে শুন নুনির মণ্ডলী ।
জগন্নাথ লীলা শুন কর্ণ-কুতুহলী ॥ ১
পূর্বে দমনক নামে এক দৈত্য রাজ ।
সদাই নিবাস করে সমুদ্রের মাঝ ॥ ২
কভু কভু জলে হৈতে উঠি মহাসুরে ।
মাছুষে ধরিয়া খায় উপদ্রব করে ॥ ৩
তবে প্রজাপতি অতি সচিন্তিত হৈলা ।
জগন্নাথ পাদপদ্মে নিবেদন কৈলা ॥ ৪
মোর সৃষ্টি নাশ হয় প্রভু জনাধিন ।
আপনি করহ এই অমুরে নাশন ॥ ৫
ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি প্রভু দয়াময় ।
প্রবেশ করিলে প্রভু বরুণ-আলয় ॥ ৬
জলে জলে অন্বেষণ করি নরহরি ।
অমুরে পাইয়া তবে তার জটে ধরি ॥ ৭
সমুদ্রের তীরে ফেলি আছাড়-মারিলা ।
শব্দ করি দমনক প্রাণ ত্যাগাগিলা ॥ ৮
চৈত্রমাসে শুক্ল চতুর্দশীর দিবসে ।
হত হৈল দৈত্য, দেব কুসুম বরিষে ॥ ৯

নিশ্চালা-মহিলা ।

জৈমিনী বলয়ে শুন যত মুনিচর ।
নিশ্চালা মহিমা শুন আনন্দ হৃদয় ॥ ১
নিশ্চালা তুলসী মালা কণ্ঠে দিন যত ।
ধরে অশ্রমেধ যজ্ঞ ফল পায় তত ॥ ২
নিশ্চালা তুলসী যত ভোজন করায় ।
সহস্রেকমুগ বিষ্ণু-লোকে স্থিতি হয় ॥ ৩
হরির প্রসাদ অন্ন তুলসী মিশ্রিত ।
প্রতিগ্রাসে সুধাপান ফল সুনিশ্চিত ॥ ৪
জীব মাত্র ভুঞ্জিলেই মুক্তিপদ মিলে ।
ভজন-বিহীন ভবাবধ তরে হৈলে ॥ ৫
বিষ্ণু অবশেষ আদি আচমন জল ।
চরণ উদক স্নান বারি এ সকল ॥ ৬
প্রতি এক এক করে পাপের নাশন ।
সর্ব তীর্থ অভিষেক ফলোদয় হন ॥ ৭
পাপগ্রহ অলক্ষী রাক্ষস করে নাশ ।
বেতালাদি ভূত নাশে সর্ব জাতি ॥ ৮

শবাদি অমেধ্য স্পর্শ-দোষ নাশ করে ।
 সর্ব দীক্ষা ব্রতফল অর্থ বৃদ্ধি করে ॥ ৯
 অকাল মরণ নাশে ব্যাধি করে নাশ ।
 শবাদি গোমাংস ভক্ষণ পাপের বিনাশ ॥ ১০
 এ সব নিষ্মালা ব্যাপ্ত কলেবর যার ।
 মৃতজাত অণুচি না বাধে এ তাহার ॥ ১১
 সর্ব কর্ম অবিকারী হয় সেইজন ।
 কদাচিত পীড়া তারে না করে শমন ॥ ১২
 এই সব নিষ্মালা বা কিস্বা এক তার ।
 অন্ন কিবা বহু যেনা করয়ে স্বীকার ॥ ১৩
 সকল পাতকে সেই হইয়া মোচন ।
 সর্ব জয়ী হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ১৪
 এইরূপে জীবগণে অনুগ্রহ করি ।
 সেই নীলাচলে রমা গনে রয়ে হরি ॥ ১৫
 অনায়াসে জীবগণে করয়ে মোচন ।
 কঙ্কণ-সাগর হরি ভক্তের জীবন ॥ ১৬

শ্লোক—নিষ্মালা পদাষু নিবেদনীয় লেণৈ-
 স্তবালোকন সংপ্রণামৈঃ । পূজোপহারৈশ্চ
 বিমুক্তি দাতা ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ ॥

দ্বাদশ মাসের পুষ্প-ফল ।

নিষ্মালা পদাষু মহাপ্রসাদ দানেতে ।
 স্তব দরশন উপহার প্রণামেতে ॥ ১
 পুরুষোত্তমাখ্যান ক্ষেত্রোত্তমে মুক্তিদাতা ।
 দগত মাঝারে হেন আর নাহি কোথা ॥ ২
 দ্বাদশ মাসেতে কহি ব্রতের নিয়ম ।
 প্রতি দিন পূজিবেক প্রভু নারায়ণ ॥ ৩
 স্নান-ধি ফাঙ্কন পূজিবে ভিন্ন ফুলে ।
 ক্রমে তাহা কহি তবে শুনহ বিবলে ॥ ৪
 অশোক মল্লিকা আর পারুল কদম্ব ।
 করবী কুম্ভ জাতী মালতী সুগন্ধ ॥ ৫

কমল উৎপল আর কুম্ভ বাসন্তী ।
 কুম্ভ পুমাগ দিবে করিয়া ভক্তি ॥ ৬
 দাড়িম নারিকেল আম্র পনস খজুর ।
 তাল জাঁব প্রাচীন আমলকী মিষ্ট পুর ॥ ৭
 শ্রীফল নাগরঙ্গ কামরঙ্গ আর ।
 জাতিফল ক্রমেতে দারশ ফলসার ॥ ৮
 ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য চুষ্য মধুরাদি করি ।
 দ্বাদশ মাসেতে পূজা করিবেক হরি ॥ ৯
 সাহসরিক ব্রত এই সর্ব ফলদাতা ।
 করিল নারদ আদি মহা মহাব্রতা ॥ ১০
 দ্বাদশ বৎসর ব্রত করি মুনিবর ।
 জীবমুক্ত হইলেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥ ১১
 অষ্টৈশ্বর্যা ইন্দ্রপদ দেয় এই ব্রতে ।
 সকল ব্রতের ফল মিলয় ইহাতে ॥ ১২
 সর্ব পরাংপর প্রভু অখিলের পতি ।
 প্রতিমার ছলে নীলাচলে কৈলা স্থিতি ॥ ১৩
 অত্ন কি সংশয় ইথে দেখহ সাক্ষাৎ ।
 ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক পত্রে ভুঞ্জে ভাত ॥ ১৪
 অতএব অত্ন সব বাসনা ত্যজিয়া ।
 নীলাচলে কর বাস আনন্দে মজিয়া ॥ ১৫
 ক্ষেত্রখণ্ড কথা ভাই যেন সুধাখণ্ড ।
 পুনঃ পুনঃ পানে তৃষ্ণা বাড়য়ে প্রচণ্ড ॥ ১৬

ক্ষেত্র-যাত্রা ফল ।

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ করিয়া বিনয় ।
 ক্ষেত্রযাত্রা ফল কিবা কহ মহাশয় ॥ ১
 জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 ক্ষেত্রযাত্রা ফল শুন হয়ে এক মন ॥ ২
 ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি মিলে নাহিক বিচার ।
 বিদ্বান ধার্মিক কিবা মহা পাপাচার ॥ ৩
 পণ্ড কীট পতঙ্গ মানব আদি করি ।
 সবারে সমান মুক্তি বিতরেন হরি ॥ ৪

দেবতা মরণ ইচ্ছে অন্নের কি কথা ।
 মিলয়ে সাক্ষ্য মুক্তি নাহিক অস্ত্রাণ ॥ ৫
 ভাগ্যবান শ্রদ্ধা করে এ সব বচনে ।
 অবিশ্বাস ইহাতে করয়ে পাপিগণে ॥ ৬
 অনাদি ভ্রমেতে অন্ধ অধম অজ্ঞান ।
 কদাচিত নাহি জানে এ সব সন্ধান ॥ ৭
 যোগ সাধি মুক্তি পায় যত যোগিগণ ।
 ক্ষেত্রে মরিলেই মুক্তি নাহিক নিয়ম ॥ ৮
 এইত প্রসঙ্গ শুনি এক ইতিহাস ।
 সে কথা শ্রবণে চিত্তে বাড়য়ে উল্লাস ॥ ৯
 রুদ্র অংশে জনম চর্যাসা মুনিবর ।
 ক্ষেত্রের মহিমা শুনি ব্রহ্মার গোচর ॥ ১০
 আনন্দে ভ্রমণ করে এ চৌদ্দ ভুবনে ।
 এক দিন পৃথিবীতে করিলা গমনে ॥ ১১
 মর্ত্যজন আচার দেখয়ে মুনিবর ।
 মধ্যদেশে আইলেন হরিষ অন্তর ॥ ১২
 সেই মধ্যদেশে ছই ব্রাহ্মণ নন্দন ।
 এক তপনিষ্ঠ, বিষু ভক্ত এক জন ॥ ১৩
 সুদন্ত সুমন্ত হর সে দু'হার নাম ।
 সুমন্ত সুদন্ত অতি শুণে অনুপাম ॥ ১৪
 সত্যত ভকতি করি পূজে ভগবানে ।
 দৈবে মতিচ্ছন্ন হৈল কুসঙ্গকারণে ॥ ১৫
 বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে ।
 বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে ॥ ১৬
 নাস্তিকের মতে সেই ছষ্ট বলবান ।
 সুমন্তের নিজ মত করিল প্রদান ॥ ১৭
 বিষ্ণুপূজা ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত ।
 কুসঙ্গীর সঙ্গেতে ভুলিল ধর্মপথ ॥ ১৮
 পরহিংসা ডাকা চুরি করিল বিস্তর ।
 পরদ্রোহী পরদারে রত নিরন্তর ॥ ১৯
 বৈবে একদিন এক দৈবজ্ঞ প্রদান ।
 সে দৌহার সমীপেতে করিলা প্রস্নান ॥ ২০
 মিনতি করিয়া ছ'হে তাহারে জিজ্ঞাসে ।
 পরমায়ু: আমাদের কহত বিশেষে ॥ ২১

গণিয়া গণক তবে কহিল দৌহার ।
 পঞ্চবিংশ দিবস দেখিহু গণনায় ॥ ২২
 পঞ্চবিংশ দিনান্তে মরিবে ছই জনে ।
 শুনিয়া বিষয় দৌহে ভাবে মনে মনে ॥ ২৩
 তপেতে সুদন্ত তবে নিয়োজিল মন ।
 ব্রাহ্মণে দিলেন গৃহে ছিল যত ধন ॥ ২৪
 সুমন্ত জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয় ।
 কোথায় মরিব আমি কহ মঙ্গলয় ॥ ২৫
 গণক গণিয়া কহে তুমি ভাগ বান ।
 বৃহস্পতি আছে তব নিধনের স্থান ॥ ২৬
 দেবক্ষেত্রে গিয়া হবে তোমার মরণ ।
 কৈবল্য পাইবে সত্য সত্য এ বচন ॥ ২৭
 তাহার কারণ বিপ্র করি নিবেদন ।
 পুরুষোত্তম নামে ক্ষেত্র পরম পাবন ॥ ২৮
 দারুণপে ভগবান দীন দয়াময় ।
 সত্যত বিতরে মুক্তি করণ হৃদয় ॥ ২৯
 ব্রহ্ম নিষ্কাশ তুমি পাইবে তথায় ।
 অসংশয় এই কথা কহিহু তোমায় ॥ ৩০
 শুনি পূজা করি তারে বিদায় করিয়া ।
 ভাবয়ে সুমন্ত তবে একান্তে বসিয়া ॥ ৩১
 কিরূপে যাহব ক্ষেত্রে হয় কোন্ স্থানে ।
 পরমায়ু শেষ হইল নিকট মরণে ॥ ৩২
 এইরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণনন্দন ।
 হেনকালে আইল চর্যাসা ভপোধন ॥ ৩৩
 সমুদ্রে উঠিয়া বিপ্র পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া ।
 দণ্ডবৎ করিল আসনে বসাইয়া ॥ ৩৪
 ছই কর বৃড়ি কহে গল্পদমন ।
 ভাগ ফলে এখায় হইল আগমন ॥ ৩৫
 আজি সে কৃতার্থ আমি দর্শনে তোমার ।
 পূর্ণ জন্মার্জিত পুণ্য ফলিল আমার ॥ ৩৬
 যত্নপি কৃতার্থ আমি তোমার গমনে ।
 তথাপি অমৃত অজ্ঞা বাহিরে শ্রবণে ॥ ৩৭
 শুনিয়া হাদিয়া তবে কহে মুনিবর ।
 নাহি জান বিপ্র তুমি মঙ্গলভাগধর ॥ ৩৮

মুক্তি পাবে শ্রুতি আদি সাধন বিহীনে ।
 তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় कहনে ॥ ৭
 এত শুনি কহে দ্বিজ করিয়া মিনতি ।
 দাসে পরিহাস এক করুণা ভারতী ॥ ৮
 অহুগ্রহ হৈল যদি কহ সত্য করি ।
 আমি মহা দুষ্টাচার মহাপাপকারী ॥ ৯
 নিরবধি সেবিলাম ইঞ্জিয়ের গণে ।
 কর্মফলাকাজী আমি পাপিষ্ঠ অধমে ॥ ১০
 কেমনে পাইব মুক্তি অসম্ভব বাণী ।
 অহুগ্রহ করি মোরে কহ মহামুনি ॥ ১১
 স্মৃত্তের বাক্য শুনি কহে মুনিবরে ।
 পূর্বের ব্রতান্ত শুনি কহি যে তোমারে ॥ ১২
 পূর্বজন্মে তুমি নিজ বদ্ধগণ সনে ।
 শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে করিলা গমনে ॥ ১৩
 মাঘমাসে তৈম্নী একাদশীর দিবসে ।
 সিদ্ধ জানে ক্ষীণ হৈলে সকল কলুষে ॥ ১৪
 একাদশী ব্রত আর রাত্রি জাগরণ ।
 উপচারে কৈলে জগন্নাথের পূজন ॥ ১৫
 পুনঃ প্রাতে স্নান করি পূজি জগন্নাথে ।
 দ্বিজগণে দান বহু কৈলে হরমিতে ॥ ১৬
 তবে বদ্ধ সহ গৃহে ফিরিয়া আইলে ।
 কন্দম্বক সকল হইতে মুক্ত হৈলে ॥ ১৭
 অতি সে গোপন ক্ষেত্র হয়েন উৎকলে ।
 অন্নভাগ জনে সেই ক্ষেত্র নাহি মিলে ॥ ১৮
 শুনি ওহে দ্বিজবর কহি যে তোমারে ।
 সত্য মুক্ত হৈলে তুমি পাপের সাগরে ॥ ১৯
 কিন্তু পুনঃ গৃহে তুমি করিলে গমন ।
 পথে দুষ্ট অন্ন তুমি করিলে ভোজন ॥ ২০
 বিশেষ পাষণ্ড সঙ্গে চরুকি ঘটিল ।
 অতএব পুনরপি জন্মিতে হইল ॥ ২১
 কিন্তু পূর্ব জন্মে কৈলে হরি দরশন ।
 অক্ষয় সে বীজ নষ্ট না হয় কখন ॥ ২২
 সেই সে দর্শন বীজ সর্ব্বক হইল ।
 অক্ষয় তাহার ফল সংপ্রতি ফলিল ॥ ২৩

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হবে তোমার মরণ ।
 নিশ্চয় কৈবলা তুমি পাইবে ব্রাহ্মণ ॥ ২৪
 অতএব তব গৃহে আছে যত ধন ।
 কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণে ক'রে সমর্পণ ॥ ২৫
 শীঘ্র চল জগন্নাথ করিতে দর্শন ।
 ক্ষণেক বিলম্ব না কর কদাচন ॥ ২৬
 জৈমিনি বলয়ে শুনি যত মুনিগণ ।
 ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুনি পীযুষ মিলন ॥ ১
 দুর্কাসার উপদেশ পেয়ে দ্বিজবর ।
 মায়া ত্যজি ধন সব দিলেন সম্বর ॥ ২
 সকল বিষয়ে তবে বিবেক হইয়া ।
 বাহির হইল শীঘ্র শ্রীহরি চিস্তিয়া ॥ ৩
 দুর্কাসার সঙ্গে দ্বিজ করিল গমনে ।
 দুই দিন একত্র চলিলা দুইজনে ॥ ৪
 তৃতীয় দিবসে তবে সেই তপোধন ।
 স্মৃত্তের শুদ্ধ মন পরীক্ষা কারণ ॥ ৫
 বিশেষে কেমন জগন্নাথ দয়াময় ।
 জানিতে হইলা মুনি কোতুক-জদয় ॥ ৬
 আর্চন্বিতে অন্তর্দান হৈলা মুনিবর ।
 দুর্কাসা না দেগি বিপ্র হইল ফাঁকর ॥ ৭
 কান্দয়ে স্মৃত্ত তবে বিকল হইয়া ।
 কি কর্ম করিলু আমি স্বগৃহ ত্যজিয়া ॥ ৮
 কোথা গেল পুল্ল মোর কোথায় রমণী ।
 কোথা পরিত্যাগ করি গেলা মহামুনি ॥ ৯
 কোন্ দেশে হয় এই দুর্কাসার স্থিতি ।
 হায় কোথা যাইব কি হবে মোর গতি ॥ ১০
 সে হেন স্নহদ সর্ব্ব কুটুম্বের গণে ।
 কেন বা ত্যজিয়া আমি আইলু ঘোর বনে ॥ ১১
 অপ্রাপ্ত যে ক্ষেত্রবর মুক্তির কারণ ।
 অতি অসম্ভব হয় তাহা দরশন ॥ ১২
 ভিক্ষার্থি দৈবজ্ঞ সেই প্রবঞ্চক জন ।
 বিশ্বাস করিলু আমি তাহার বচন ॥ ১৩
 মিথ্যা বাক্য শুনি ত্যজিলাম নারী স্ত্রুতে ।
 দৈবে প্রবঞ্চনা কিবা করিল আমাতে ॥ ১৪

হায় গৃহমাঝে মোর ছিল বহু ধন ।
 তাহা ছাড়ি চোর সম করিয়ে ভ্রমণ ॥ ১৫
 এইরূপ চিন্তা করি কান্দিতে কান্দিতে ।
 গমন করিলা সেই শূন্য বন পথে ॥ ১৬
 হেনকালে আশ্চর্য্য করয়ে দরশন ।
 হুঁসীসা নিশ্চিত মায়া অতি মনোরম ॥ ১৭
 স্তম্ভরী রমণী এক জিনি বিতাদরী ।
 মোহে মুনি-মন হেরি তাহার নাথুরী ॥ ১৮
 চাচর চিকুর চারু পূর্ণচন্দ্রাননী ।
 গৃধিনী-শ্রবণ, নাসা তিলপুষ্প জিনি ॥ ১৯
 লুকাইয়া কন্দর্প তার নয়নের কোণে ।
 যুড়িয়া কটাক্ষ বাণ ভরুর কামানে ॥ ২০
 যুবক জনের হৃদি বিধে অনিবার ।
 তার রূপে রূপসী তাজসে অহঙ্কার ॥ ২১
 সুরঙ্গ অধর, দন্ত মুকুতার পাতি ।
 কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি মনোহর ভাতি ॥ ২২
 ললাটে সিদ্ধুর-বিন্দু চিবুক চিকণ ।
 বদন হেরিয়া কান্দি মরয়ে মদন ॥ ২৩
 জিনি করি-কুস্ত তার পীন পয়োধর ।
 মুণাল ছবাছ-কর কোকনদ বর ॥ ২৪
 অতি রুশ কটি, পাছে ভাঙ্গে অঙ্গ-ভরে ।
 বিধি বাঁধিয়াছে তাহা ত্রিবলীর ডোরে ॥ ২৫
 বিপুল নিতম্ব উরু কি রামকদলী ।
 মৌবনের ভরে অলসেতে যায় চলি ॥ ২৬
 যথাযোগ্য অলঙ্কারে অঙ্গ শোভা পায় ।
 অঙ্গের সৌরভে ভ্রমবর পাছে ধায় ॥ ২৭
 তাহারে দেখিয়া দ্বিজ হইল বিস্ময় ।
 দেব-নারী মানব-রূপে কি বিহরয় ॥ ২৮
 জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 মোহিনী রমণী দেখি মোহিত ব্রাহ্মণ ॥ ১
 মনে মনে চিন্তা তবে করে দ্বিজধরে ।
 একাকিনী যায় কত্যা নগর ভিতরে ॥ ২
 এহেন স্তম্ভরী নাহি বাধয়ে নৃপতি ।
 দেবলোকে হেন নারী স্তম্ভরী অতি ॥ ৩

এই শূন্য বন বেশ করয়ে ভূষিত ।
 দৃষ্টিগাত্র মনঃ হরি য় স্নানিচিত ॥ ৪
 ভাবিতে ভাবিতে কত্যা নিকটে আইল ।
 অতুরাগে বিপ্র মুখ হেরি দণ্ডাইল ॥ ৫
 দেখিয়া হইল বিপ্র অনঙ্গে পীড়িত ।
 অস্তির হইয়া তারে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥ ৬
 কেবা তুমি স্তম্ভরাজী কহ সত্য করি ।
 কান্ত ভাবে মম মুখ রহিয়াছে হেরি ॥ ৭
 স্তম্ভের চিত্ত বুঝি কহয়ে কামিনী ।
 নাহি জান প্রাণনাথ তোমার গৃহিণী ॥ ৮
 অতি শিশুকালে বিভা করিলে আমারে ।
 ভুলি এতদিন তুমি ছিলে দেশান্তরে ॥ ৯
 দিবা রাত্রি তোমারে করিয়া আমি ধ্যান ।
 যৌবন বিফল কৈলু টবে রাখ প্রাণ ॥ ১০
 মদনে পীড়িত আমি তব অদর্শনে ।
 অতঃ প্রাণ রক্ষা কর অতঃপ্রাণ-বানে ॥ ১১
 নিবাহ করিয়া কেবা পরিত্যাগ করে ।
 যন্ত নরকেতে যায় শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১২
 ঐ অগ্রে দেই তব স্বস্তুর-আলয় ।
 যতেক সম্পর্ক সব তোমার নিশ্চয় ॥ ১৩
 আমার পিতার আর নাহিক সন্তান ।
 সকল তোমার বস্তু ইথে নাহি আন ॥ ১৪
 অতএব শয় চল বিলম্ব না সয় ।
 তোমা দেখি পিতা স্মৃতি হবেন নিশ্চয় ॥ ১৫
 একাকিনী আইলাম তোমারে লইতে ।
 এতেক কহিয়া কত্যা ধরিলেক হাতে ॥ ১৬
 কত্যা বচনে দ্বন্দ্ব হইল লাক্ষণ ।
 পশ্চাতে পশ্চাতে তার করিল গমন ॥ ১৭
 একেত পীড়িত সেই মদনের বাণে ।
 বিশেষত ধনলোভ হইয়াছে মনে ॥ ১৮
 নিকটে স্বস্তুরালয় উপস্থিত হৈল ।
 স্বস্তুর দেখিয়া তুরে মহাপ্রীত কৈল ॥ ১৯
 ধুইলেন বিপ্রের চরণ দাসগণে ।
 স্তম্ভ হয়ে বসিলেন উত্তম আসনে ॥ ২০

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার ক'রলা ভোজন ।
 দিব্য সিংহাসনে বৈদে হরষিত মন ॥২১
 মনোহরা নারীগণ নানাবাত্ত গানে ।
 ভূষণ স্তম্ভে অতি কৌতুক-বিধানে ॥২২
 তবে দিব্য পালঙ্কে মোহিনী নারীসনে ।
 শুইলা স্তম্ভ অতি স-কৌতুক মনে ॥২৩
 হান্ত পরিহাস নানা রতি-রস-স্থখে ।
 রাজি বঞ্চিলেন ছুঁহে পরম কৌতুকে ॥২৪
 মোহিনী নারীর সনে আছে হরষিতে ।
 স্বপনেও স্মরণ না করে বস্মপথে ॥২৫
 এইরূপে আছে বিপ্র হরষিত মনে ।
 ছুঁসার মায়া সেই কিছুই না জানে ॥২৬
 ক্ষেত্রের নিকটে গিয়াছেন দ্বিজবর ।
 বিভ্রম্নে ভুলিলেন মায়া সুছন্দ ॥২৭

জৈমিনি বলয়ে শুন, সাধু সব মুনিগণ,
 জগন্নাথ চরিত্র-কথন ।
 যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
 অজ্ঞান অবিজ্ঞা বিনাশন ॥১
 এইরূপে প্রতিদিনে, আছয়ে কৌতুক মনে,
 পরমায়ু শেষ হইলে তার ।
 ঘোর ব্যাধি শরীরেতে, ঘেরিলেক আচম্বিতে,
 পরিজন করে হাহাকার ॥২
 শ্বশুর ক্রন্দন করে, নারী স্থির হৈতে নারে,
 কান্দে সব দাস দাসীগণে ।
 শুনিয়া ক্রন্দন-ধ্বনি, বিষাদ হৃদয়ে গণি,
 স্তম্ভ হইল অচেতনে ॥৩
 দূখে গেল ঘরঘার, রমণী শ্বশুর আর,
 ছিল যত দাস দাসীগণে ।
 একা মাত্র ঘোর বনে, অচেতন সে ব্রাহ্মণে,
 পড়িয়াছে আশ্রয় বিহীনে ॥৪

দীনবন্ধু দয়াময়, অনাদি অনাথাশ্রয়,
 দেব দেব প্রভু জগন্নাথ ।
 কহিলেন সুদর্শনে, স্বরা যাহ ঘোর বনে,
 দূত লয়ে স্তম্ভ সাক্ষাৎ ॥৫
 আমার দর্শন কাজে, আইলেন দ্বিজরাজে,
 পথে কাল পূর্ণ হৈল তার ।
 আসিতে নারিল এথা, অতএব যাহ তথা,
 সেই মহা ভকত আমার ॥৬
 সুদর্শন স্বরা করি, প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি,
 উল্লনীত বিপ্র সন্নিধানে ।
 সংহতি পার্শ্বদগণ, চতুর্ভূজ মনোরম,
 ঘেরিয়া বসিলা সে ব্রাহ্মণে ॥৭
 সেই কালে যমদূত,— গণ আইল আচম্বিতে,
 পাশ-কৃত্ত মহাভয়ঙ্কর ।
 দেখি বিষ্ণুদূতগণে, জলে তারা ক্রোধ মনে,
 গর্জ করি করয়ে উত্তর ॥৮

যমদূতব্যাচঃ ॥ কথং ভোটৈষ্যবাএনং
 অনেন কানি পাপানি ন কৃতানিহুরাঅানা ।
 কথমেনং রক্ষিতবৈ সুদর্শনমুপাগতং । চক্রমেত-
 দৈষ্যবংহি ছষ্টাচারনিসুদনং ॥

কেনহে বৈষ্ণবগণ, কৈলে এথা আগমন,
 মহাপাপী এইত ব্রাহ্মণ ।
 কোন পাপ না করিল, এইত ছুরাঅা বল,
 তোমরা আইলে কি কারণ ॥৯
 এ পাপী রক্ষা কারণে, আসিয়াছে সুদর্শনে,
 যিনি বিনাশেন ছষ্টাচরে ।
 হেন জড় বুদ্ধি জনে, পাপ হয় স্পর্শনে,
 কেমনে আইলে এথাকারে ॥১০
 পুনঃ পুনঃ ঘরঘার, কহিলা আশা সবার
 না যাবে বৈষ্ণব সন্নিধানে ।
 সুদর্শন বিষ্ণুদূতগণ, স্বপনেও কদাচন,
 সে সবে না করি বিলোকনে ॥১১

যার পাপ পুণ্য গুপ্ত, সাক্ষী তার চিত্রগুপ্ত,
কহিলেন লইতে এ ব্রাহ্মণে ।
বিষ্ণুভক্তি-বহির্মুখ, জনে দিতে মহাভুখ,
বিষ্ণু নিয়োজিলা মোসবারে ॥
এই মহা পাপাচার, ইথে যন অধিকার,
তোমরা আইলে অবিচাবে ॥ ১০

জৈমিনি বলয়ে সবে করহ শ্রবণ ।
যমদূত-বাক্য শুনি বিষ্ণুদূতগণ ॥১
কহিতে লাগিলা তবে করিয়া গর্জন ।
অবোধ তোমরা কিছু না জান কারণ ॥২
বিষ্ণুভূতা উচুঃ । মুঢ়ায়ুগং নবোদ্ধবাং ক্রুরায়-
নোবিহিংসকা কঃপাপী ধার্মিকো বাপি কোবা
মোক্ষাধিকারবান্ ॥

মূঢ় তোরা ক্রুরায়া হিংসক অল্পজ্ঞান ।
কে পাপী ধার্মিক কেবা না জান সন্ধান ॥৩
মোক্ষ-অধিকারী কেবা কিছুই না জান ।
কেবল উন্নত হৈয়া করহ ভ্রমণ ॥৪
ইহার যে ভ্রাতা হয় অতি সদাচারী ।
ধার্মিক নিশ্চল-বুদ্ধি সদা যজ্ঞকারী ॥৫
দাতা সত্যবাদী সেই হয় সুনিশ্চয় ।
তথাপি অযোগ্য সেই বৈষ্ণব না হয় ॥৬
কন্ধেতে কামনা-মুক্ত আছে নিজ গৃহে ।
ইবে জর মোহ প্রবেশিল তার দেহে ॥৭
যোগ্য হও তুমি সব লইতে তাহারে ।
অকারণে কেন আসিয়াছ এথাকারে ॥৮
শ্রীক্ষেত্রে মরিবে এই করিয়া নিয়ম ।
এথায় আইল এই স্কন্ধবি ব্রাহ্মণ ॥৯
ইহা জানি জগন্নাথ দয়ার সাগর ।
আনা সবাকারে এথা পাঠাইলা সম্বর ॥১০
এই স্থানে তোমা সব দেখিতে না সয় ।
পদাঘাতে চূর্ণ হবে করিব নিশ্চয় ॥১১
এইরূপ কলহ করয়ে ছই দলে ।
স্বমস্তের মোহ দূর হৈল সেই কালে ॥১২

দেখে ঘোর বন মধ্যে আছয়ে পড়িয়া ।
রাত্রি ক্রীড়া মনে ভাবে বিষয় হইয়া ॥১৩
মনে ভাবে স্বপ্নে কিবা কৌতুক দেখিছু ।
কিবা মোহ কিবা সত্য জানিতে নারিছু ॥১৪
এইক্ষণে কাস্তা সহ কৈলু আশ্রয়ন ।
শুভ্রের খেদ সব করিছু শ্রবণ ॥১৫
আশ্চর্য্য এ হরি মায়া অকণা কখন ।
অজ্ঞাপি আমাদে নাহি কদিল ভ্রাজন ॥১৬
সকল মনস্তা ত্যজি ভ্রাসা সহিতে ।
মৃত্যুকাল জানি আইলু জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ॥১৭
কহিলেন মুনি, বিষ্ণু সানুজ্য পাইবে ।
ইবে কিবা করি গতি কি মোর হইবে ॥১৮
এইরূপ চিন্তা করি চাহে চারি পানে ।
পশ্চাতে ভ্রাসা দেখি ভয় হৈল মনে ॥১৯
যদিবা ভ্রমল বিপ উঠিবারে নারে ।
তথাপি উঠিয়া ভূমে প্রথমে মুনিরে ॥২০
পুনর্বার অচেতন হইল লাক্ষণে ।
কৌতুক দেখয়ে মুনি সহান্ত বদনে ॥২১
জৈমিনি বলয়ে শুনি যত মুনিগণ ।
অদ্বত অনৃত কথা করহ শ্রবণ ॥২২
যমদূতগণ বিষ্ণুদূতের তাড়নে ।
বনে গিয়া সব কথা করে নিবেদনে ॥২৩
শুনিয়া শমন হৈল অতি ক্রোধবান ।
স্বমন্ত সনোপে শীঘ্র করিল প্রয়াণ ॥২৪
মুদগর পট্টব দণ্ড কট পাশ করে ।
মৃত্যু কাল সহ চলে মহিষ উপরে ॥২৫
সংহতি চলিল কত প্রেত ভূতগণ ।
মার মার শব্দে সবে করিল গমন ॥২৬
ঘোর শব্দ করি ধার যমের সহিতে ।
বিষ্ণুদূতগণ শব্দ শুনে দূরে হৈতে ॥২৭
তুচ্ছ করি বলে ওরে শুন প্রেতরাজ ।
অহঙ্কারে না বুঝি আপনার কাষ ॥২৮
কার অধিকারী তুই না জানিস মনে ।
যথায় উচিত তব যাও সেইখানে ॥২৯

যাঁহার দর্শনে তুই অযোগ্য নিশ্চয় ।
 তথা আসিতেছ কেন মুঢ় দুর্ভাগ্য ॥১০
 এই বিপ্র প্রেতভে হইয়া বিমোচন ।
 জগন্নাথ প্রিয়ভক্ত হইয়াছে এক্ষণ ॥১১
 বট সাগরের মধ্যে এই মুক্তিস্থানে ।
 সাধুগণ ইহারে রাখিছে সৰ্ব্বক্ষণে ॥১২
 এইত কৈবল্য স্থান করিলেন হরি ।
 পাপ পুণ্য রহিত যে ইথে অধিকারী ॥১৩
 নিশ্চয় এ হয় মোক্ষ-অধিকারী স্থান ।
 ইহার মহিমা তুমি কিছুই না জান ॥১৪
 নৃণাম এখানে যম করহ গর্জন ।
 যেইখানে জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ ॥১৫
 দীনজন আদি সদা করেন নাশন ।
 পাপী তাপী দুষ্কৃতির করয়ে তাড়ন ॥১৬
 রূপায় সহায় মুখপদ্ম মনোহর ।
 অগতি আশ্বাসে প্রসারিয়া হই কর ॥১৭
 এই ক্ষেত্রে দেহ ধরি আছে ভগবান ।
 যথা তথা ক্ষেত্রে মৈলে মুক্তি দেন দান ॥১৮
 পূর্বের বৃত্তান্ত কিবা না কর স্মরণে ।
 কাক চতুর্ভূজ যবে হইল এখানে ॥১৯
 অধিকার-ভয়ে তুমি করিলে গমন ।
 এই স্থানে উপদেশ করিলে শ্রবণ ॥২০
 এই ক্ষেত্র তাজি অস্ত্র কৰ্মভূমিগণে ।
 অধিকার তোমার দিলেন নারায়ণে ॥২১
 এই ইন্দ্রনীলমণি বিগ্রহ শ্রীহরি ।
 তোমারে করিলা যাহা মৃত্যু অধিকারী ॥২২
 সেই প্রভু জগন্নাথ কমলার পতি ।
 দারুণরূপ ধরি কৈলা নীলাচলে স্থিতি ॥২৩
 মহারাজ অধিরাজ মহা ধোণেশ্বর ।
 বৈষ্ণবাঙ্গণ্য ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপবর ॥২৪
 সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ করিলা সাধনে ।
 প্রসন্ন করিয়া আনিলেন নারায়ণে ॥২৫
 তিন লোকবাসী সিদ্ধ দেব ঋষি বতি ।
 পৃথিবীর মধ্যে আর যন্তেক ভূপতি ॥২৬

ব্রহ্মা আদি দেবগণ মিলিয়া সকলে ।
 পূজিলা পরমেশ্বরে অতি কৃতজ্ঞে ॥২৭
 অনাদি সঞ্চিত যত পাপরাশিগণ ।
 তুলারশি সম তার বহি নারায়ণ ॥২৮
 দর্শন যে করে আর ক্ষেত্র মাঝে মরে ।
 অনায়াসে মুক্তি দেন জগন্নাথ তারে ॥২৯
 নাহি দেখ তব অগ্রে চক্র সুদর্শন ।
 চক্র সদা যেহৌ রূপে করেন নাশন ॥৩০
 এণা অধিকার আশ ত্যাগ কর মনে ।
 নতুবা কল্যাণ তব নাহি কদাচনে ॥৩১
 এত কহি বিষ্ণুদূত উঠে যুদ্ধ-সাজে ।
 তথা হৈতে ভয়ে পলাইল যমরাজে ॥৩২

সুমন্ত ব্রাহ্মণের মুক্তিলাভ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন যত মুনিগণ ।
 ক্ষেত্রখণ্ড কথা শুন পীযুষ মিলন ॥১
 সুমন্তর দেহ তবে সুদর্শন লইয়া ।
 ধেতগঙ্গা তটে চলে হরষিতা হইয়া ॥২
 পাঞ্চজন্ত শঙ্খধ্বনি হয় ঘনঘন ।
 দূরে হৈতে শুনে যম সমদূতগণ ॥৩
 আকাশ হইতে পুষ্প পড়ে বাঁকে বাঁকে ।
 ব্রাহ্মণেরে পূজে সব দিকপাল লোকে ॥৪
 ধেতগঙ্গা তটে লইয়া ফেলিলা ব্রাহ্মণে ।
 আন্তরূপ মন্ত্র অবতার সেইখানে ॥৫
 তাহার সম্মুখে ধেত নাথব আছয় ।
 অতি সুছন্দ সেই মুক্তিস্থান হয় ॥৬
 তবে প্রভু জগন্নাথ করুণা-সাগর ।
 গরুড়ের পৃষ্ঠোপরি চাপিল সত্ত্বর ॥৭
 শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম করে মনোরম ।
 সুপ্রসন্ন মুখপদ্ম কমল নয়ন ॥৮
 সজল জলদ-রুচি তহু মনোহর ।
 তড়িত জড়িত পরিধান পাতাশ্বর ॥৯

শ্রীবৎস কৌন্তভ বন্ধে অতি সুশোভন ।
 বনমালা হার তার বলয় ভূষণ ॥১০
 কটিতে কিঞ্চিৎ বাজে নুপুর চরণে ।
 উপনীত হইলা স্তম্ভ বিজ্ঞমানে ॥১১
 ঋগবর পৃষ্ঠ হৈতে নামিয়া দ্রুতিতে ।
 ব্রহ্মমন্ত্র দিলা প্রভু বিপ্রের কর্ণেতে ॥১২-
 অনাদি অজ্ঞান মায়া গেল সেইক্ষণে ।
 পাইল বৈষ্ণব জ্ঞান স্মৃতি ব্রাহ্মণে ॥১৩
 বামদেব শুকদেব যেই জ্ঞান পাইয়া ।
 মোক্ষ পাইলেন অজ্ঞানেতে মুক্ত হইয়া ॥১৪
 ব্রাহ্মমন্ত্র পাইতে স্তম্ভ সেইক্ষণে ।
 সূর্য্য যিনি দীপ্তরূপ করিলা ধারণে ॥১৫
 চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপন্ন ধরে ।
 হরীশা প্রভৃতি দেখে আনন্দ অন্তরে ॥১৬
 স্তম্ভস্তরে মুক্ত করি প্রভু নারায়ণ ।
 অন্তর্দ্বান হইয়া কৈলা দেউলে গমন ॥১৭
 সূদর্শন আদি সবে হইলা অন্তর্দ্বান ।
 মহা বৈকুণ্ঠেতে গেল বিপ্র ভাগ্যবান ॥১৮
 বিমানে চাপিয়া বিপ্র বিষ্ণুসম হইয়া ।
 মোক্ষধামে গেল সবাংকার পূজা লইয়া ॥১৯
 হরীশা বিস্ময় হইয়া ব্রহ্মলোকে গেল ।
 ক্ষেত্রের মহিমা সব ব্রহ্মারে কহিলা ॥২০
 এই কথা শ্রবণে অশেষ পাপ হরে ।
 শ্রদ্ধা করি শুনে যেই অনায়াসে তরে ॥২১

এস্থকারের দৈন্য প্রকাশ ।

জৈমিনি বলয়ে শুন, সাধু সব মুনিগণ,
 এই ক্ষেত্র মহিমা কখন ।
 ব্রাহ্মণের মুখে হৈতে, ইহা সেই ভক্তিচিত্তে,
 সাবহিতে করয়ে শ্রবণ ॥১
 সহস্রাধর্ষে ফল, পায় সেই অবিকল,
 অকৌমর্য্যে যোগে পুণ্য যত ।
 তার কোটি গুণ পুণ্য, পায় সেই ততক্ষণ,
 সত্য এই শাস্ত্রের সম্বত ॥২

প্রাতে প্রাতে শুনে বেই, কপিলা সমত সেই,
 পুষ্কর গঙ্গার স্নান ফলে ।
 পায় আয়ু যশ ধন, বাড়য়ে সম্মান পুণ্য,
 বর্গে বাস পায় অবহেলে ॥৩
 পুরাণের সুগোপিত, করিলাম সুবিদিত,
 ভকতিবিহীন অস্ত্র কারে ।
 না বলিবে কদাচনে, কুতর্কিক ছুই জনে,
 আর যত দুর্কী ছি পায়রে ॥৪
 অবৈষ্ণব বার্থজনে, করিবেক সঙ্কোপনে,
 সদা অতি সাবধান হইয়া ।
 জগন্নাথ তত্ত্ব কথা, সুধাসার ময় গীতা,
 এই কহিলাম বিবরিয়া ॥৫
 শুনি সব মুনিগণ, প্রেমায় আকুল মন,
 পুনঃ পুনঃ চক্ষে জল ধরে ।
 জয় জগন্নাথ বলি, সবে গড়ি যায় ধূলি,
 ডুবি প্রেম তরঙ্গ মাঝারে ॥৬
 এইত অবধি তিথি, রচিলু আনন্দে অতি,
 সম্পূর্ণ করিতে হয় বাথা ।
 যে কিছু ভুলিলু ইতি, তৎক্ষেতে শুধিবে তথি,
 মোরে রূপা করিয়া সর্কথা ॥৭
 জয় জয় জগন্নাথ, রামভদ্রা চক্রসাত,
 অবতীর্ণ নীলগিরি মাঝে ।
 তোমার যে তত্ত্ব সার, কি বলিতে আমি ছার,
 জানি প্রভু দেব দেবরাজ ॥৮
 যে কিছু বর্ণন কৈলু, তব পদে নিবেদিলু
 করুণা করহ নাথ মোরে ।
 আমার যে মনস্কাম, কর পূর্ণ সুখদাম
 করুণা করহ সুপ্রচারে ॥৯
 কিশোরী গোপী রায়ায়ুজ, মোহন সুন্দরায়ুজ,
 নীলায়ু আয়ুজ কানাই ।
 তাঁর স্তব বিখ্যাত, দাস গীত যন্ত্রোৎসব,
 কৈল ব্রজনাথ রূপা পাই ॥১০

এই-সমাপন ।

এইত অবশি-পুথি হৈল সমাপন ।
 সাক-করিবামে শের বিদরয়ে প্রাণ ॥ ১
 কি জানি বর্ণন আমি মুখ অভাজন ।
 ভক্তগণ-রূপা করি করিবে-শোধন ॥ ২
 মুখ আমি নাহি করি বিজ্ঞা অধ্যয়ন ।
 প্রক-অজ্ঞা বলে হৈল অক্ষর যোটন ॥ ৩
 সংসার ভাষা কৈলু সেই আজ্ঞা বলে ।
 প্রক-করি হরি-জন শুনিবে সকলে ॥ ৪
 যে সে মতে লিখিলাম হরির চরিত্র ।
 দে-সম্বন্ধ হেতু ইহা পরম পবিত্র ॥ ৫
 তিন খণ্ড করি পুথি করিহু বিস্তার ।
 স্বত্বখণ্ড লীলাখণ্ড ক্ষেত্রখণ্ড আর ॥ ৬
 অমুবাদ কৈলে তার হয় আশ্বাদন ।
 অমুক্রমে কহি তাহা শুন শ্রোতাগণ ॥ ৭
 স্বত্বখণ্ডে ব্রহ্মস্ব মাধব-দর্শন ।
 লক্ষী মুখে ক্ষেত্রতত্ত্ব শুনিলা গমন ॥ ৮
 পুণ্ডরীক অধরীষ হুঁয়ার উদ্ধার ।
 ওড়্রদেশ সীমা আর মহিমা প্রচার ॥ ৯
 লীলাখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কথন ।
 জটিলের রূপে হরি করিলা গমন ॥ ১০
 ক্ষেত্রের মহিমা কহি হৈলা অন্তর্দান ।
 বিজ্ঞাপতি ক্ষেত্র তবে করিয়া প্রমাণ ॥ ১১
 মাধব দর্শন আর তাঁর অন্তর্দান ।
 পুনঃ রাজা সঙ্গীপে গেলেন মতিমান ॥ ১২
 বৃত্তান্ত কথন আর নারদ গমন ।
 মুনি সহ নৃপতির ত্রীক্ষেত্র গমন ॥ ১৩
 একাত্র কাননে শিব বিবাহ প্রবণ ।
 একব্রহ্মকাননে তাঁর গমন কারণ ॥ ১৪
 ভুবনেশ্বর বিশেষের মহিমা প্রচার ।
 ত্রী-লোক জয়লীলা বালাদি বিস্তার ॥ ১৫
 অবা বকা কৈল্য আমি বত হুঁয়াচার ।
 পুতনাধি বধ কথা সংক্ষেপে প্রচার ॥ ১৬

এই-কল-তত্ত্ব ও এই-কারের পরিচয় ।

ব্রহ্ম-মোহনাদি গোষ্ঠ বিবিধ বিলাস ।
 পর্বত ধারণ গোপীগণ সহ রাস ॥ ১৭
 মথুরা গমন তৃপ্ত কংসের নিধন ।
 জনাসক সনে দ্বন্দ্ব দ্বারকা গমন ॥ ১৮
 রুদ্রিণী হরণ আদি বিবাহ বর্ণন ।
 কন্দর্পের জন্ম আর সম্বর-নিধন ॥ ১৯
 অনিরুদ্ধ উষার প্রসঙ্গ মনোহর ।
 বহুবিধ লীলা লীলাখণ্ডের ভিতর ॥ ২০
 ক্ষেত্রখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নের ত্রীক্ষেত্র প্রবেশ ।
 মাধবান্তর্দান শুনি হৈল প্রাণ শেষ ॥ ২১
 পুনঃ যোগবলে প্রাণ দিলা মুনিবর ।
 সহস্রাধমেধ আরাধিলেন ঈশ্বর ॥ ২২
 স্বপ্নে বিশ্বমূর্ত্তি দেখিলেন মতিমান ।
 দারু দেহ ধরিলেন প্রভু ভগবান ॥ ২৩
 দারুব্রহ্ম আগমন প্রকাশ কথন ।
 দেউল নির্মাণ ব্রহ্মলোকেতে গমন ॥ ২৪
 ব্রহ্মা সহ নৃপতির কথোপকথন ।
 দেবগণ সহ পুনঃ মর্ত্যোতে গমন ॥ ২৫
 রথের নির্মাণ রথে প্রভু আনয়ন ।
 সিদ্ধ ব্রহ্মাধি সহ ব্রহ্মার গমন ॥ ২৬
 প্রতিষ্ঠার বিবরণ নৃপে বরদান ।
 ব্রহ্মাদি দেবের স্ব স্ব আলয়ে প্রমাণ ॥ ২৭
 দেবার প্রচার পুনঃ বিদায় হইয়া ।
 ব্রহ্মলোকে গেলা শ্বেতরাজে সেবা দিয়া ॥ ২৮
 শ্বেতরাজে বর দান প্রসাদ মাহাত্ম্য ।
 নারদ তপশ্চা কথা প্রসাদন নিত্য ॥ ২৯
 মুনির প্রসাদ প্রাপ্তি কৈলাস গমন ।
 প্রসাদ পাইয়া শিব-নৃত্য-বিবরণ ॥ ৩০
 গৌরীর প্রতিজ্ঞা হেতু প্রসাদ প্রচার ।
 শাণ্ডিল্যের উপাখ্যান আদি কথা সার ॥ ৩১
 দ্বাদশ যাত্রার হয় সংক্ষেপ বর্ণন ।
 দোললীলা দমনক-নিধন কথন ॥ ৩২

দ্বাদশ মাসের পুষ্প ফল বিবরণ ।
 স্নদন্ত স্নমন্ত কথা অমৃত মিলন ॥৩৩
 ক্ষেত্র-যাত্রা মহিমা যাহাতে সুপ্রচার ।
 এই সব কথা তিন খণ্ডে সুবিস্তার ॥৩৪
 এ সকল কথা যেই শ্রদ্ধা করি শুনে ।
 সর্বত্র বিজয়ী হয় সুখী দিনে দিনে ॥৩৫
 অপুত্রকে পুত্র পায় নির্দনেতে ধন ।
 কাকবন্ধা পুত্র পায় করিলে শ্রবণ ॥৩৬
 ভক্তি করি শুনিলে মিলয়ে ভক্তিধন ।
 যাহা ইচ্ছা তাহা পায় বাসের বচন ॥৩৭
 আরম্ভবে পুস্তক পূজিয়া জগন্নাথে ।
 পূর্ণ দিনে পুনঃ পূজিবেন সাবহিতে ॥৩৮
 যথা যোগ্য গায়কের করিবে সম্মান ।
 পূর্ণ দিনে করিবেন মঙ্গল বিধান ॥৩৯
 দূর্বা ধাতু দধি আর হরিদ্রা সহিতে ।
 সুমঙ্গল কৰ্ম্ম করিবেন সাবহিতে ॥৪০
 মম জন্মভূমি কৃষ্ণনগর দক্ষিণে ।
 গোপীনাথ রাধা দামোদর সেইখানে ॥৪১
 গোপীনাথ হৈতে অর্দ্ধ যোজন প্রমাণ ।
 তথায় নিবাস মোর জানিবে বিধান ॥৪২
 মাতা সতী গুহমতি রত্নমণি নাম ।
 তাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম ॥৪৩
 কানাইচরণ দাস জনক আমার ।
 বৈষ্ণব সমাজে সদা প্রশংসা যাহার ॥৪৪

মহাদাতা ছিলো তঁহো সর্বত্র বিদিত ।
 সত্যবাদী সদাচার ধর্ম্মে নিয়মিত ॥৪৫
 পিতৃবাগ্‌ণের মধ্যে শ্রীরাম সুন্দর ।
 রাধা দামোদরে অনুরক্ত নিরন্তর ॥৪৬
 শিশুকালে পিতৃহীন আমি হ্রাসচার ।
 লালন পালন তঁহু করিল আমার ॥৪৭
 তাহাতে তুর্দৈব আর শুন সর্বজন ।
 হইল পিতৃবাহীন বিধির লিখন ॥৪৮
 আমি যোগ্য নহি অতি পাপের ভাজন ।
 আমা সম পামর না হয় অতুজন ॥৪৯
 পুরীষের কীট কভু যোগ্য হৈতে পারে ।
 ততোধিক নীচ আমি অযোগ্য পামরে ॥৫০
 জয় জয় শোভাগণ করহ করুণা ।
 শ্রবণ করিয়া সবে পুরাহ বাসনা ॥৫১
 এ দীনে সকলে যক্ষ দয়া না করিবে ।
 অদোষ-দরশি নামে কলঙ্ক হইবে ॥৫২
 মনের আনন্দে হরি বল বঙ্গজন ।
 সম্পূর্ণ হইল এই জগন্নাথ-কীর্তন ॥৫৩
 জীবেরে সংহতি করি অক্ষয়ার দিনে ।
 প্রতিষ্ঠা হইলা স্নেহে মঙ্গল বিধান ॥৫৪
 কীর্তন রূপেতে গুঢ় দারুদেহধারী ।
 প্রকাশিলা বিশ্বস্তর দাসে কৃপা করি ॥৫৫

